সঙ্গীত মুক্তাবলী।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

ভারতের জাতীয়, সামাজিক, পৌরাণিক,
ঐতিহাসিক, ধর্ম্ম ও বিবিধ বিষয়ক
গীত-সংগ্রহ।

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয় সহ।

[চতুর্থ সংস্করণ।]

(বিশেষরূপে সংশোধিত)

"গানাৎ পরতরো নহি"
ঋষিবাক্য।

শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

কলিকাতা,
৫ নং নীলমাধব সেনের লেন
বণিক যন্ত্রে,
শ্রীআশুতোষ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৩। খৃঃ অব্দ ১৮৯৭।

সঙ্গীতের গুণকীর্ত্তন।

"সঙ্গীত অতি উচ্চ অঙ্গের জিনিষ—পরম রমণীয়, পরম সুখকর, পরম পবিত্র—যেন এ কর্কশ পৃথিবীর জিনিষই নয়, যেন স্বর্গীয় উপকরণে নির্ম্মিত। হৃদয়ের সুপ্ত ভাব জাগরিত করিতে, হৃদয়ের অস্পষ্ট অভাব প্রকাশ করিতে, হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে, উন্নত করিতে, প্রসারিত করিতে, পবিত্র করিতে, এমন আর কিছুই নাই। পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি এবং সঙ্গীত না থাকিলে, মানুষ বুঝি পশু হইত। মনুষ্যহৃদয়ের অনেক যাতনা, অনেক ব্যাকুলতা, অনেক ভাব, মনুষ্য ভাষার অতীত—তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী বাক্য মনুষ্য ভাষায় নাই; তাহা কেবল সঙ্গীতেই পরিব্যক্ত হয়। নির্জ্জনে, একাকী যখন একটা অজ্ঞাত বিরহের ভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হয়, সে ঔদাস্যের অভি-ব্যক্তি—কেবল সুর, কেবল আত্মগত গুণ গুণ। বিধবার রোদন কেবল সুর, কেবল আত্মগত গুণ গুণ। দেশীয় এবং বৈদিশিক শাস্ত্রে সঙ্গীতের মহিমাকীর্ত্তন অজস্র দেখা যায়। সেক্ষপীয়র বলেন—সঙ্গীতে যে বিগলিত না হয়, তাহাকে কখন বিশ্বাস করিও না; সে নরহত্যা করিতে পারে। ডাক্তার শ্লীম্যান্ বলেন, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও যে ভাব ব্যক্ত করা যায় না, একটী ক্ষুদ্র সুরে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, মনুষ্য-হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনেক গভীর ভাব চিরনিদ্রিত অবস্থায় থাকে, যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় ত জানি না, এবং যাহার অর্থও বুঝি না, সে সকলকে সঙ্গীতই জাগরিত করিয়া দেয়। ভাবুক-প্রধান রিচ্‌টার বলেন, যাহা কখন দেখি নাই, কখন দেখিব না,

সঙ্গীতই আমাদিগকে তাহার কথা বলে। প্রবাদ আছে, সঙ্গীত এবং জ্ঞানের আপেক্ষিক উৎকর্ষ লইয়া প্রাচীন ভারতে একবার তর্ক উঠিয়াছিল। তর্কের মীমাংসা দেবতাদের হস্তে ন্যস্ত হইলে পর আকাশবাণী দ্বারা দেবতারা আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে আকাশবাণী কেহ শুনিল "জ্ঞানাৎ পরতরো নহি, কেহ শুনিল গানাৎ পরতরো নহি"। আর্য্য ঋষিরা ইহাও বলিয়াছেন যে, গানে "মুক্তির্ণসংশয়ঃ"।—দৈনিক।

শীঘ্রই এই দুই ভাগ একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। এই দুই ভাগে প্রণয়-সঙ্গীত, গ্রাম্য-গীত, রহস্য সঙ্গীত, কবি ও যাত্রা সঙ্গীত এবং অবশিষ্ট সকল প্রকার সঙ্গীত স্থান পাইবে। ইহার বিশেষ বিজ্ঞাপন পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল।

দেশের পত্রিকা সম্পাদক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য ও পরামর্শ না পাইলে, আমরা কথনই এই সঙ্গীত সংগ্রহকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গীত গ্রহণে আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা নানা স্থান হইতে আমাদিগকে সঙ্গীত সংগ্রহনকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। আমরা অনেক সঙ্গীত পুস্তক হইতেও বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। পূর্ব্ববাঙ্গালার অধিকাংশ সঙ্গীত আমরা লোকের নিকট শুনিয়া, নিজে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। কোন্ সঙ্গীত কাহার রচিত, সঙ্গীত মুক্তাবলী প্রকাশের পূর্ব্বে অনেকেই তাহা নিশ্চয়রূপ অবগত ছিলেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত গুলির রচয়িতার নাম আমরাই সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ করি। অন্যান্য সঙ্গীত সংগ্রহকারগণ অধিকাংশ রচয়িতার নাম আমাদের পুস্তক হইতে নিয়াছেন। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা আমাদের পুস্তক হইতে সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত রচয়িতার নাম সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ"

বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতটী রাজা রামমোহন রায়ের বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "কোথায় আনিলে আমায়" রামরতন মুখোপাধ্যায়ের গানটীও উক্ত রাজার বলিয়াছেন। "দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়ে মন" ঢাকা জিলাবাসী ৺ অমৃত লাল গুপ্তের গীতটীও রাজা রামমোহনের বলা হইয়াছে। এই প্রকার ভুল অনেক হইয়াছে। অনেকগুলি প্রচলিত প্রাচীন সঙ্গীতের রচয়িতার নাম আমরা কিছুতেই প্রাপ্ত হইলাম না বলিয়া দুঃখিত আছি তৃতীয় সংস্করণ পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পর কোন কোন গানের রচয়িতার নাম জানিতে পারিয়াছি। তাহা ভবিষ্যতে সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল।

গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।
১লা আষাঢ়, ১৩০০। } শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গবাসী সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে দিন দিন "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" পুস্তকের আদর বর্দ্ধিত হওয়াতে, ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ব্ব সংস্করণে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

১৩০৩ সন
২০ পৌষ। } সংগ্রহকার।

সঙ্গীত সাগর হইতে যে সকল রত্ন বহু অনুসন্ধান ও যত্নে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা সমস্তই প্রকাশিত হইতে পারে। আমরা যে গুরুতর ও বৃহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, দুঃখের বিষয় তাহা সম্পন্ন করিতে পারি, আমাদের তদনুযায়ী সংস্থান নাই। নচেৎ সমগ্র ভারতের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ-বাসীদের হস্তে অর্পণ করিবার বিশেষ বাসনা ছিল। সংসারে সঙ্গীতের ন্যায় সুন্দর, পবিত্র, মনোমুগ্ধকারী, শান্তিপ্রদ সামগ্রী আর নাই। এবম্বিধ সুন্দর জিনিষগুলি ভারতের যেখানে সেখানে অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেকগুলি লুপ্তও হইয়া গিয়াছে। লোকের মুখে মুখে কত সুন্দর গীত শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও যত্ন করিলে অনেক রক্ষা করা যাইতে পারে। ভারতের সঙ্গীতরত্ন সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা আংশিক ভাবে করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমরা বলিয়াছি যে গত ৪।৫ বৎসর এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ইতি মধ্যে কলিকাতা হইতে সঙ্গীত মুক্তাবলীর অনুকরণে, উহা হইতে বহু সঙ্গীত লইয়া, এমন কি উহার "জাতীয়, সমাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক" ইত্যাদি সঙ্গীত বিভাগগুলি পর্য্যন্ত অবিকল গ্রহণ করিয়া কয়েক খানা সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইয়াছে। উহার অধিকাংশই বটতলা হইতে প্রকাশিত। দেশের উৎকৃষ্ট গীতগুলি যত বাহুল্য রূপে প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, আমাদের অনুকরণে এবং আমাদের পুস্তক হইতে অনায়াসে সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা পুস্তক ছাপাইয়া লাভবান হইয়াছেন, তাঁহারা সঙ্গীত মুক্তাবলী হইতে যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদের পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম বহুযত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালার নানাবিধ সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহার যে অতীব নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" যে বাঙ্গালা ভাষার আদি ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সঙ্গীতসংগ্রহ পুস্তক, তাহা সঙ্গীত মুক্তাবলীর সমালোচক ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এখনও করিবেন। কারণ, এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইয়াছে, উহার একখানাও ছাপা, কাগজ, সঙ্গীত নির্ব্বাচন ও শৃঙ্খলা সঙ্গীতের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর সহিত তুলনা হইতে পারে না। একটী বিষয়ে সঙ্গীত মুক্তাবলীর সহিত এই সকল পুস্তকের বিশেষ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সঙ্গীত মুক্তাবলীতে অশ্লীল সঙ্গীত নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল পুস্তকে অশ্লীল গীতের অভাব নাই। যে সঙ্গীত, পশু প্রকৃতি মনুষ্যকে দেবতা করে, তাহাতে অশ্লীলতা দোষ, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে। ধর্ম্ম সঙ্গীতের সহিত অশ্লীল সঙ্গীতের স্থান দিয়া, সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশকগণ দেশের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি সঙ্গীত মুক্তাবলী দ্বিতীয় ভাগও নিঃশেষ হইয়াছে। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিব প্রতিশ্রুত ছিলাম।

নবকান্ত বাবু বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানির সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক, নানা-বিষয়ক সঙ্গীত-মুক্তা সকল গ্রথিত হওয়াতে "সঙ্গীত মুক্তাবলী" সঙ্গীতপ্রিয় ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়েরই—হিন্দু, ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলেরই কণ্ঠভূষা হইবার উপযোগিনী হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর প্রচারিত হয় নাই। আয়তন তুলনায় মূল্যও অধিক নহে; সুতরাং নবকান্ত বাবুর শ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় বিফল হইবে না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই। সঙ্গীত জাতীয় হৃদয়ের প্রধানতম আদর্শ এবং চিত্তরঞ্জনের—ভজন সাধনের উৎকৃষ্টতর উপায়। আমরা ভরসা করি, দেশহিতৈষীরা এই গ্রন্থখানির যথোচিত আদর করিবেন এবং নবকান্ত বাবু যে, জাতীয় হৃদয়ের উপাদেয় আদর্শ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, পৃথক্ পৃথক্ সময়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের সঙ্গীত সকল গীত, পঠিত ও প্রচলিত রাখিবার অভিলাষ করিয়াছেন, এখানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইতে দিবেন না।—ঢাকাপ্রকাশ।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সংগৃহীত "সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক পুস্তক এক খণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ১॥০ টাকা, ও ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গীত ও কবিতা ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক আদরের দ্রব্য হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রভৃতি নানা বিষয়ক এক হাজার সঙ্গীত সংগ্রহ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার মূল্য ১॥০ টাকা

অতি অল্প হইয়াছে। এই পুস্তকে বিখ্যাত কয়েক ব্যক্তির কবিতা আছে। ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি ভাল সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবগণের উত্তম উত্তম কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্তগণের কয়েকটী উত্তম সঙ্গীত ইহাতে আছে। এইরূপ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল; সুতরাং নবকান্ত বাবুকে সকলেরই উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

এ পর্য্যন্ত যত রকম সঙ্গীত পুস্তক আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একখানিও এরূপ দেখি নাই। যখন "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"; তখন সঙ্গীত পুস্তকেও ভিন্ন ভিন্ন রুচির সঙ্গীত থাকা আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমরা এরূপ ভিন্ন রুচিসম্পন্ন একখানি সঙ্গীত পুস্তকের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নবকান্ত বাবু আজ আমাদের সেই অভাব আংশিকরূপে মোচন করিলেন। ইহাতে প্রধান প্রধান লোকের রচিত অতি উচ্চ দরের জাতীয় সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই উৎকৃষ্ট সঙ্গীতগুলি একবার পড়া উচিত।—সারস্বত পত্র।

My dear sir,

"I have to thank you very much for the copy of your collection of songs which you have sent me.

প্রথম সংস্করণ

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী

সম্বন্ধে

পত্রিকা-সম্পাদক এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান সংগ্রহ। যে গ্রন্থে প্রায় সহস্র সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যদি তন্মধ্যে সকল গুলিই সুখ-সৌন্দর্য্যশূন্য অকর্ম্মণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোকের যেরূপ নিন্দা, সংগ্রহকারের নিন্দা তেমন নহে। বস্তুতঃ, এই ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী সঙ্গীত-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই সমাদৃত হইবার যোগ্য সামগ্রী। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সংগ্রহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝান কঠিন। আমাদের এই নিমিত্ত ভরসা আছে যে, যাঁহারা তাঁহার এই পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশের উপরই এক বার নয়নাবর্ত্তন করিবেন।—বান্ধব।

Babu Navakanta Chatterjee, Jagannath College, Dacca, brother of our well known countryman Dr. Nisikantha Chatterjee, has presented us a copy of his "*Songita Muktavoli.*" The book is the first of its kind; it contains about 1000 songs—Social,

Moral, National and Religious. Considering the value, printing and bulk of the book we think the price Rs. 1-8 is very low. The book is well got up. Selected songs of Brahmas, Vaisnavas and Saktas have been included in the book. Lovers of poitry and music should have a copy of these collections. We cannot refrain noting that it is very amusing to see bigot Brahmas and the bigot Hindus side by side in these collections.—Amrita Bazar Pattrica.

"Better late than never." On this ground we beg to excuse ourselves from not noticing the *Bharatia Sangit Muktavoli* earlier than this. It is a compilation of National, Social, Pouranic, Historical, Religious and Miscellaneous songs, in Bengali, also of some Hindee, Guzrati and Oorya songs, the composition of the best geniuses of India on these particular subjects, by Babu Navakanta Chatterjee of Dacca. The collection comprises nearly 1,000 songs. The want of such a book was greatly felt in our society, and we have no hesitation in assuring our readers, that this huge collection of songs will not only entertain but instruct them. In our opinion, no nation of India should be without a copy of this wonderful work.

Bengal Public Opinion.

It is the best collection of Bengali songs that I have seen, and I have sent for two more copies of the work. It was a happy idea to collect in one volume all the best songs in all different subjects, in the languge; and you have carried out the idea in a way which leaves nothing to be desired. I have met with in the pages of the book most of the finest songs that I have heard; and it was a real pleasure to me to occasionally come across an old friend whom I have vainly tried to recollect for years past. Your collection of national songs is good, but I was specially interested in the old Pouranic songs of which you have given so good a collection. Nothing that has been composed in our language can excel these songs in pathos and tenderness".

Yours truly,

R. C, Datta, B. C. S, Barisal.

আপনার "সঙ্গীত মুক্তাবলী" পাইয়া পরম সুখী হইলাম। সংগ্রহটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। উদার ও বিশ্বজনিন ভাবে সংগ্রহকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, এই উহার প্রধান গুণ।

রাজনারায়ণ বসু, দেওঘর।

My dear Naba Kanta,

"I am very glad to find that you have been able so successfully to accomplish the task in which you have been engaged so long. Your collection

of songs is really an important contribution to our literature. I find in the book almost all the best Bengali songs that I have heard in different parts of the country. I am quite sure your book will have a rapid sale, and you will soon have to print a second edition. You should try, when doing so, to put in as many more songs, especially those of Dhiraj and Baul, as possible. Your book will be one of great importance to the future historian of our literature and of the progress of popular thought in the country."

Yours sincerely,
Dina Nath Sen,
Joint Inspector of Schools, Eastern Circle.

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ১॥০ টাকা। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, জাতীয়, সামাজিক ও পৌরাণিক প্রভৃতি নানা বিষয়িনী মনোহর সঙ্গীতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার এত গুলি বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত পুস্তকাকারে আবদ্ধ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজ কাল শিক্ষার গুণে লোকের রুচি যে প্রকার দিন দিন সুমার্জ্জিত হইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত-প্রিয় অনেকেই বৃদ্ধ পিতামহদিগের সমকালীন আদিরস-কলুষিত সংগৃহীত সকল গান করিতে বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হন। অনেকে আবার অন্যান্য সঙ্গীতের অভাবে সময়ে ও অসময়ে ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির

সমাদর করেন, তাঁহারা এ প্রকার ভাবহীন সঙ্গীত করাকে নামাপরাধ জ্ঞানে দূষণীয় মনে করেন। গ্রন্থকার সেই সমস্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সকল প্রকারের সঙ্গীত ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থখানি এইরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়াতে যে সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আমরা আশা করি যে, সঙ্গীত-বিদ্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই এই মনোহর গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া সংগ্রহকারের প্রশংসনীয় যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সমুচিত সম্মান করিবেন।—সঞ্জীবনী।

আমরা "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক একখানি গানের বই সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এই পুস্তকে ভাল ভাল যাত্রাগান, ব্রহ্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, বাউলের গান এবং বৈষ্ণবী ও কালীবিষয়ক অনেক ভাল ভাল গান আছে। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আমরা এই চমৎকার পুস্তকখানির জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। এই পুস্তকে প্রায় এক হাজার গান আছে, অথচ পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা মাত্র। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের একটু অধিক বয়স হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করেন, এই আমাদের অনুরোধ। ছোট ছেলে মেয়েরা, যাঁহারা গানগুলি পড়িয়া তাহার ভাব বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে আমরা এ অনুরোধ করি না।—সখা।

"ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১৷৹ টাকা। নানা বিষয়ক সঙ্গীতে পুস্তকখানির ৫৪৬ পৃষ্ঠা পূর্ণ। আমরা এই পুস্তকখানি পাইয়া বিশেষরূপ উপকৃত হইয়াছি। আমাদের দেশে যত ভাল ভাল সঙ্গীত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত বাবু পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সূচীপত্রে সঙ্গীত রচয়িতাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একত্রে সকল শ্রেণীর পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত পাওয়া বড়ই আহ্লাদের কথা। নবকান্ত বাবু সর্ব্বসাধারণের অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ব্যক্তিগত কুৎসাপূর্ণ দুই একটী সঙ্গীত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এই উপাদেয় সঙ্গীত-পুস্তক-খানি যে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সঙ্গীতের আদর যে দেশে হয় না, সে দেশ শ্মশান তুল্য।—নব্যভারত।

এই সংগ্রহে প্রশংসা করিবার জিনিষ অনেক আছে। যে সকল ব্রহ্ম সঙ্গীত ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অতি সুন্দর—জ্ঞানগর্ভ, সরস এবং বিশুদ্ধভাব সমন্বিত। বাউলের গানের সকলগুলি না হউক, অনেকগুলিই বেশ উপাদেয়।—দৈনিক।

এই সঙ্গীত-সংগ্রহ সার্দ্ধ পাঁচ শত পৃষ্ঠা পূর্ণ; সংগ্রহকার পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা পেশাদার গানব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারা বোধ হয়, সকলেই স্বরচিত গান ছাড়া আর যত গান জানেন, তাহার বার আনা গান এই সঙ্গীত মুক্তাবলীতে দেখিতে পাইবেন। সংগ্রহকারের পক্ষে এটী অল্প প্রশংসার কথা নহে।—সাধারণী।

আপনার সঙ্কলিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়া যদিচ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা অধিক সময় সাপেক্ষ, তথাপি স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি, যেহেতু বঙ্গীয় কবিগণকে চিরজীবী করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনার এই মহদুদ্দেশ্য নিবন্ধন আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অবকাশক্রমে সমুদয় পুস্তকখানি পাঠ করিবার অভিলাষ রহিল।—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

"ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক একখানি পুস্তক সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। যতদূর পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে পুস্তক খানিতে যেরূপ বহুবিধ ভাবের ও বহুবিধ রসের বহুল গীতি গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্যই সর্ব্ব প্রকার সম্প্রদায়ের প্রীতিকর ও সুরুচিবোধক হইবে; ফলতঃ, পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে, সার্ব্বজনিক সুখকর ও প্রমোদপ্রদ হইয়াছে,

এবং সুযোগ্য সংগ্রহকারকের শ্রম সফল হইয়াছে।—শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার, চুঁচুড়া।

---

* * * * এই নূতন সঙ্গীত পুস্তকখানির বড়ই আদর করিতেছি। এতগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত যে পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা যে বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট অতিশয় উপাদেয় গ্রন্থ হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।—সোমপ্রকাশ।

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী—সঙ্গীত মুক্তাবলীর ন্যায় বিস্তৃত সঙ্গীত-সংগ্রহ পূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও অন্যান্য প্রকারের প্রায় ৯০০ গান সঙ্গীত মুক্তাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৺ দেওয়ান মহাশয়, রসিকচন্দ্র রায়, প্যারিমোহন কবিরত্ন, রমাপতি রায়, মহারাজ মহাতাপচাঁদ, মোহনচাঁদ, রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ, বাবু গদাধর চট্টোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, প্রভৃতির কিছু কিছু গীত সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু এ অসম্পূর্ণটুকু সত্বেও মুক্তাবলী সকল সম্প্রদায়ের কণ্ঠেই শোভা পাইবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। ৺ রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের টপ্পা ও টপ্পা-অঙ্গের অন্যান্য গীতগুলি নবকান্ত বাবু বোধ হয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত নহি, কারণ ঈদৃশ সঙ্গীত থাকিলে সঙ্গীত মুক্তাবলী তরলমতি বালক বালিকাদিগের হস্তে বড় ভয়ে ভয়ে দিতে হইত, এখন

আশা ও উৎসাহ সূচক, ভজন ও বন্দনা, ব্রহ্মোৎসব সঙ্গীত, অনুষ্ঠান সঙ্গীত (জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মদীক্ষা, বর্ষশেষ ও নববর্ষ সঙ্গীত), পিতৃ মাতৃ স্নেহ-সম্বন্ধীয় গীত, হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত; নানক, কবীর ও তুলসীদাসের গীত, ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত—কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী, আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দাসরথী রায়, ভুবনচন্দ্র রায়, নাটোর ও নদীয়ার রাজাদিগের, রাজমোহন আম্বলী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মালসী গীত।

৭ম অধ্যায়। বাউল সঙ্গীত—কাঙ্গাল ও ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীত, দীন বাউলের গীত, অক্ষয়কুমার গুপ্ত, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্যারীমোহন কবিরত্ন প্রভৃতির গীত।

৮ম অধ্যায়। হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন—প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রচিত হরিনামের মাহাত্ম্য বিষয়ক গীত।

৯ম অধ্যায়। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মসঙ্গীত—খৃষ্টের জন্ম, মৃত্যু, বিশ্রাম বার, পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে।

১০ম অধ্যায়। বিবিধ ধর্ম্ম-সঙ্গীত—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী), কৃষ্ণকান্ত পাঠক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন, তানসেন, হরিনাথ মজুমদার, গৌরমোহন রায়, বিশ্বনাথ দে,

নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, মীরাবাই, লোকনাথ দাস, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তুকারাম, তুলসীদাস, সুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পাগলা কানাই, লালন ফকীর, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির গীত।

১১শ অধ্যায়। বিবিধ সঙ্গীত—কন্যাদায়, বিবাহের পণ, পয়সার মাহাত্ম্য, জুবিলী গীত, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ও তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মৃত্যু বিষয়ে, মহারাণী স্বর্ণময়ী, গঙ্গা-সাগরে সন্তান ভাসান, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস, গোলাপ ফুল, হিমালয়, ময়ূর ও পাহাড়ের প্রতি, অন্নপূর্ণার প্রতি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাসের আলো, কলের জল, ওকালতী, নীলকর অত্যাচার, মাইকেল দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু বিষয়ে, ডাক্তার হানিমান সম্বন্ধে, কেশব বাবু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপাল সম্বন্ধে, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জুলুযুদ্ধে প্রিন্স্ নেপোলিয়ানের উক্তি, সম্রাট নেপোলিয়ান সিডান যুদ্ধে। কোকিল, শৈশবকাল, শিশুহাসি, নিদ্রার প্রতি, লাহোর সালিমার উদ্যান, বৃন্দাবন, জয়পুর ঘাট, হস্তিনাপুর ইত্যাদি দর্শনে, আর্য্য সন্তানগণের প্রতি।

সঙ্গীত সংখ্যা।

১।	জাতীয় সঙ্গীত............	৭৪	(National songs)
২।	সামাজিক সঙ্গীত.........	৫৩	(Social songs)
৩।	পৌরাণিক সঙ্গীত......	১৯৩	(Mythological)
৪।	ঐতিহাসিক সঙ্গীত......	৩০১	(Historical)
৫।	ব্রহ্মসঙ্গীত..	৩২৩	Religious songs
৬।	শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত···	২৫৬	
৭।	বাউলে সঙ্গীত·········	১০৫	
৮।	হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন......	৬২	
৯।	খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম সঙ্গীত......	১১	
১০।	বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত······	১২৯	Religious songs (Miscellaneous)
১১।	বিবিধ সঙ্গীত··········	৭৩	Miscellaneous songs
	মোট গীত সংখ্যা	১৫৮০	

পুস্তকের সংক্ষেপ বিষয়।

১ম অধ্যায়। জাতীয় সঙ্গীত।—উদ্দীপনা ও শোচনা-সূচক। বিবিধ, মুদ্রণশাসন-আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লী-দরবার, নব্যবঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে—ইত্যাদি।

২য় অধ্যায়। সামাজিক সঙ্গীত—নারীজাতির হীনাবস্থা, অবরোধ প্রথা, নরনারী সম্মিলন, বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য, কৌলিন্য, বহুবিবাহ ও কন্যাপণ, জাতিভেদ, দারিদ্র্য, সুরাপান, দেশাচার বিষয়ক গীত।

৩য় অধ্যায়। পৌরাণিক সঙ্গীত।—দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ, ধ্রুব প্রহ্লাদ চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, শ্রীমন্ত সংবাদ, ব্রজবৃত্তান্ত, গোষ্ঠলীলা, অক্রূর সংবাদ।

৪র্থ অধ্যায়। ঐতিহাসিক সঙ্গীত।—বাল্মীকি ও বুদ্ধদেবের প্রতি, রামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কাসমর, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, তরণীসেন বধ, মেঘনাদ বধ, সীতাহরণ, নিমাই-সন্ন্যাস (চৈতন্যলীলা), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, বিজয়-বসন্ত, ভীমসিংহের প্রতি আলাউদ্দীনের উক্তি, সিরাজদ্দৌল্লার উক্তি, লক্ষ্মণ সেনের প্রতি পদ্মিনীর উক্তি, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে, তাজমহল দর্শনে, কাণপুর হত্যাকাণ্ড, ১৮৫৭ সালে দিল্লী অধিকার, পাণ্ডবনির্ব্বাসন, প্রতাপ সিংহ, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায়। ব্রহ্ম সঙ্গীত।—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের উপদেশ সূচক গীত, উদ্বোধন বা বোধন সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা ও রজনী সঙ্গীত, স্বভাব সঙ্গীত (তরুর প্রতি, হিমালয় দর্শনে, পর্ব্বত, সিন্ধু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পুষ্প ইত্যাদির প্রতি) সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক, ঈশ্বরের মাতৃভাবসূচক, আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা সূচক, অনুতাপ ও প্রার্থনা প্রতিপাদক,

সে ভয় নাই। সঙ্গীত-পিপাসা মানুষ হৃদয় মাত্রেই আছে। এত দিন পিপাসা শান্তির বিঘ্ন হইতেছিল, নবকান্ত বাবু সে বিঘ্ন দূর করিয়া হিন্দু অহিন্দু সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। *—নববিভাকর।

এই সমুদয় সমালোচনা ব্যতীত "মুর্শিদাবাদ পত্রিকাতে" এই পুস্তকের অতি সুদীর্ঘ এবং উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

নড়াল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

"আপনি বঙ্গদেশের বিশেষ একটী অভাব পূরণ করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আপনার নিকট এ দেশ ঋণী থাকিল। ভাবীকালে ইহা খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতীত হইবে।"

পূর্ণচন্দ্র বসু,
উকীল, নড়াল।

সুবিখ্যাত "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকা-সম্পাদক এই পুস্তকেও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানাভাবে সমালোচনা দেওয়া গেল না।

---

* এই সমালোচনাতে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অনেক সঙ্গীত পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।—সংগ্রহকার।

সূচীপত্র।

পুস্তকের সংক্ষেপ সূচী।

গীতের সূচী।

(অক্ষরানুসারে)

(অ)

(ঐ)

(ও)

(গ)

(ঘ)

(চ)

(ঠ)

(ম)

(শ)

(স)

(ক্ষ)

যে সময়ে যে রাগ ও রাগিণী অনুসারে গান করিতে হয়, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া গেল।

রাগ রাগিণী।	সময়।	ইং ঘণ্টা।
মালকোষ, সোহিনী ...	ঊষা	৪—৫॥০
ললিত	প্রভাত	৫॥০—৬
(ভয়রোঁ) ভৈরব ...	ঐ	৫॥০—৬
ভৈরবী, রামকেলী ...	পূর্ব্বাহ্ণ	৬—৮
বিভাস, দেবগিরি, কুকব, আলাইয়া, সরফরদা ...	ঐ	৮—১০
সিন্ধু, কাফি, টোড়ি (তোড়ী), আসোয়ারী, সিন্দুরা ...	ঐ	১০—১২
শারঙ্গ, গৌড় সারঙ্গ ও শামন্ত ...	মধ্যাহ্ণ	১২—২
মুলতান, মুলতানী ...	ঐ	১২—২
বাঁরোঁয়া, পিলু	অপরাহ্ণ	২—৪
পুরবী, গৌরী	ঐ	৪—৬
কল্যাণ, ইমন কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, অহং, ভুপালী, ইমন ভুপালী, হাম্বীর শ্যাম, কেদারা ...	সায়াহ্ণ	৬—১০
কানেড়া, বাগেশ্রী, সাহানা পাহাড়ী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পরজ, বাহার ...	রাত্রি	১০—১২
বেহাগ, শঙ্করা বসন্ত মেঘ, মেঘমল্লার, সুরট, সুরটমল্লার, দেশ বসন্ত ...	নিশীথে	১২—৪
গৌর মল্লার বাউলের সুর ...		সকল সময়।

ভারতীয়
সঙ্গীত মুক্তাবলী।

প্রথম অধ্যায়।

জাতীয় সঙ্গীত।

উদ্দীপনা।

ভারত-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগানে।

২

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি-রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তা'দের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি ববে চিব,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক্ ভাবতের জয়,
জয ভারতেব জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মবণ,
পৃথ্বাজ আদি বীবগণ ?
ভাবতেব ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু.
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতেব জয়,
কি ভয় কি ভয়.
গাও ভাবতেব জয় ॥

৭

কেন ডব, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ॥

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥ ১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

গাও রে ভারতসঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে
ভারতীর আরতীতে ভক্তিপূত বীণা-করে
মিলি আজ প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থস্থানে
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ-সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে, জাগ রে জাগ সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র-বলে
এ কথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী
তথাপি যন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, বসনার উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান পরে॥ ২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

(অই সুখময়ী উষে—সুর)

ললিত—আড়া।

কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ-তপন।
আর কি ভারত যুবা রবে ঘুমে অচেতন?
দুখ শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন;
অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখীর মত,
দারিদ্র্য-দুর্দ্দশাক্লেশ কত যে করে বহন;
বহু পরিবার ল'য়ে, অর্থাভাবে ম্লান হ'য়ে,
অশেষ যন্ত্রণা স'য়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হ'য়ে বিচেতন;
করো না হে অবহেলা নাহি ঘুমা'বার বেলা,
বিধাতা ডাকি'ছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন॥ ৩

শিবনাথ শাস্ত্রী।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ ;
থেকো না থেকো না আর, মোহ-নিদ্রায় অচেতন।
পোহাইল দুঃখ-নিশি, সুখ সূর্য্য ঐ যে ;
পথিক বলে হাসিতেছে, দেখ রে মেলে নয়ন।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
ঐ দেখ পলাইল, আর দুঃখ রবে না ;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে, আশা বিহঙ্গিনীগণ।
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে,
আলস্য-ঔদাস্য-বশে আর কেহ থেকো না ;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে ;
ভাসাও জীবন তরী কর শীঘ্র আয়োজন। ৪ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

খাম্বাজ—একতালা।

ভারত যশ কীর্ত্তন
করিয়ে কাটা'ব এ ছার জীবন।
বেদ বীণা ল'য়ে করে, স্বদেশী-বিদেশী-ঘরে,
গাইব করুণ স্বরে, করে'ছি মনন।
উচল-অচল-শিরে, গহন-বন-মাঝারে,
গাইব সাগর-তীরে, যখন তখন।
বনের বিহঙ্গ ধ'রে, শিখা'ব যতন ক'রে ;
গাইবে মধুর স্বরে, ছাইয়া গগণ।

দেখা ক'রে অলি-সনে বলে দিব কাণে কাণে,
গাইবে কুসুম-বনে, মাতা'য়ে পবন।
নিৰ্জ্জীব সজিব হ'বে, মরুভূমি ফল দেবে;
গা'বে জয় জয় রবে, অনন্ত তপন। ৫ রাধানাথ মিত্র।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

ভারতভূমি-সমান, আছে ভবে কোন্ স্থান!
ভারতের গুণ গান, সবে মিলি গাও রে।
ভারতে যে ধন নাই, কোথা তাহা নাহি পাই;
অতুলনা এই ঠাঁই, দেখিতে না পাও রে।
যে ধনে হয়ে অভাব, ভারতের এই ভাব,
করি তাহা অনুভব, তাঁহারে মিলাও রে।
অধীনতা অপমানে, দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে;
জননীর মুখপানে, বারেক না চাও রে।
পেলে তিনি হারা ধন, জুড়া'বেন প্রাণ মন;
কবি হেন সমাপন, বাসনা পুরাও রে।
থাকিবে না কোন দুঃখ, হইবে পরম সুখ;
সকলে কেন বিমুখ, এ সুখ না চাও রে? ৬
রাধানাথ মিত্র।

মল্লার—আড়াঠেকা।

ভারত-উদ্ধার বল, হবে হে কেমনে।
ধৰ্ম্মবল মহাবল লভ প্রতি জনে।

বচনে বল কোথায়, জেগে'ছে মানবচয়,
জীবন উৎসর্গ বিনা, বাঁচে না জাতি-জীবন।
জেনে'ছ যাহা উচিত, কিম্বা যাহা অনুচিত,
কার্য্যে কর পরিণত, দৃঢ়তা দেখাও জীবনে।
সত্যেতে নির্ভর যার, ঈশ্বর সহায় তার,
জাতীয়-গৌরব চাহ, গঠন কর জীবনে। ৭

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইমন—আড়াঠেকা।

হ'বে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন,
ভারত-সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন?
ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, অশ্বত্থামা আর্য্য দ্রোণ,
জামদগ্ন্য বীর পুঃন জন্মিবে কি কোন দিন?
কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী, পুনঃ বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্য ভূমি চিরপরাধীন। ৮ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

[যবন কর্ত্তৃক সিন্ধু আক্রমণ সময়ে।]

সুরট মল্লার—আড়া।

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্য শূদ্র আর,
যে করে'ছ এক দিন অস্ত্র ব্যবহার।
সেই রণ-বেশে সাজ, করে খর অসি ভাঁজ,
নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার।
বধিবে শিশুর প্রাণ, না র'বে নারীর মান,
নরাধম, পাত্রাপাত্র করে না বিচার।

বীর রক্ত যার শিরায়, সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার।
অসহায়া রমণীর, রক্ষা হেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি * তার।
এস দলে দলে যুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীরপুত্র, বীরধর্ম্ম রাখ আপনার। ৯

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল।
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারত,
ভাই ভাই মিলে সবে হও এক দল॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল র'বে।
বিনা মিলে কোন কায হয় কি সফল॥ ১০ হিন্দুমেলা।

মল্লার—আড়া।

(রেখে দেও রেখে দেও)
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত চাই না ও মৃদু গীত,
গাওরে পাপিয়া তবে ভাসা'য়ে অম্বরে রে।

---

* রক্ষাবন্ধনী।

শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্য্য প্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।
শঙ্কর-গৌতম-কথা, প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্য কবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে। ১১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গৌরী—মধ্যমান।

(করো না করো না তার অপমান।)

আর্য্য! যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি ;—
করো না করো না তার অপমান।
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;—
করো না করো না তার অপমান।
নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান ?

নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা ?—
করো না করো না তার অপমান।
এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান।
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত ;—
করো না করো না তার অপমান!
আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায় ;—
"করো না করো না তার অপমান"। ১২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে—সুর)

মল্লার—আড়া।

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত-সন্তান-বক্ষঃ ভাসে অশ্রু-ধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পুণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে।
যার ধমনী-প্রবাহে, আর্য্যের শোণিত বহে,
সে কি রে কখন সহে, এ ভীষণ অত্যাচারে।
সে বংশে যে জন্মে থাক, জাতির সম্মান রাখ,
যবনের রক্তে আঁক আর্য্যকীর্ত্তি চরাচরে।

পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
অনলে প্রবেশ কর, যত রমণীনিকরে।
ভারত শ্মশান হো'ক্, মরু হ'য়ে পড়ে রো'ক্,
তবু অধীনতা-বেড়ি, রেখ না রে পায়ে ধরে। ১৩

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।

অহং—একতালা।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে—
"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত স্বধুই ঘুমা'য়ে রয়॥"
আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপন,
তা'রাও স্বাধীন, তা'রাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয় জ্ঞান,
ভারত স্বধুই ঘুমা'য়ে রয়।
বিংশতি-কোটি মানবের বাস,
এ ভারত ভূমি যবনের দাস,
র'য়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?

জন কত স্বধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগে'ছে ধাঁধা ?

ধিক্ হিন্দুকুলে, বীর-ধর্ম্মভুলে।
আত্ম অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ্ ধায় মহা কুতুহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার॥

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে,
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ
যখন তাহারা করে'ছিলা রণ,
করে'ছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসে'ছিল তারা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

এখনু-তোরা যে শত-কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শক্র-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন।

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
রবী শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যে রূপে ছিল।

কোথা সে উজ্জল হুতাশনসম,
হিন্দু-বীর-দর্প বুদ্ধি পারক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা।

সকলি ত আছে সে সাহস কই।
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই।
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা।

হয়েছে শশ্মান এ ভারতভূমি,
কা'রে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখিছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে।

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গে'ছে।

এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হ'বে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জল ক'রে।

এক বার স্থধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,

এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাৎ বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার,
হ'বে না, হ'বে না, খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশি তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপ দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হ'বে না উজ্জ্বল।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত সুধু কি ঘুমা'য়ে র'বে। ১৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(কতকাল পরে—সুর)

লগ্নী—ঠুংরী।

আয় লো স্মৃতি! আয় দয়া ক'রে আয়।
(সেই) পুরাণ সংগীত শুনা লো আমায়।

যুগ যুগ হ'ল, সে গান নীরব।
সে সুখ-স্বপন ফুরাইল হায়॥
যখন পশ্চিমে যবন প্লাবন,
গ্রাসিল নগরী বন উপবন।
মনোল্লাসে মরি, আর্য্যকুলনারী,
দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায়
যবে রাজবারার সমর-অনল,
ধূ ধূ করি চারি ভিতে জ্বলিল।
রাজপুত-সতী রাখিতে কুলমান।
সোণার শরীর ঢালিল চিতায়।
কুলের মহিলা, কেশে বাঁধি ছিলা,
সম্মুখ সমরে ভৈরবী ছুটিলা।
পতির উদ্দেশে ভিখারিণী-বেশে,
দেশে দেশে ভ্রমি করিলা দেহ ক্ষয়।
তোমাদের দশা হেরে কাঁদে প্রাণ
তোমরা কি হায়! তাঁদের সন্তান।
উঠ উঠ বোন্, ত্যজ মলিন বেশ।
পূবে সুখরবি ঐ দেখা যায়। ১৫

দীনেশচরণ বসু।

(দিবা অবসান হল—সুর)
পূরবী—আড়া।

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি জাগ রে নিদ্রিত মন।
আশার কুসুম তুলি গাঁথ মালা সুচিকণ।

ভারত-উদ্যানে কত, ফুটি পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল খসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ।
নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-ঝঙ্কার।
নীরব বাল্মীকি-বীণা, নীরব কবি-কানন।
নাহি গাণ্ডিব-টঙ্কার, নাহি সে বীর-হুঙ্কার,
কাল-নিদ্রা-কোলে আজি জীবকুল অচেতন।
ভারত-জননী, শোকে তাপে বিষাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে রবে ঘুমে অচেতন। ১৬

দীনেশচরণ বসু।

(ডুবিল সোণার দেশ—সুর)

বাহার—খৎ।

কে তুমি গাই'ছ ওই আর্য্যগুণগান।
আছে কে লইতে পারে সে পবিত্র নাম।
আর্য্যের ধরম ছিল, শকতি ছিল অতুল।
আছিল মহিমা তাঁর, ছিল জ্ঞান মান।
ধর্ম্ম নাই জ্ঞান নাই, মহিমা শকতি নাই,
কি সাহসে গাইতেছ, বল হেন গান।
চন্দ্রবংশে জন্ম ল'য়ে, খদ্যোৎ-সমান হ'য়ে,
চাহিতে সে চন্দ্রপানে,—নাহি লজ্জা-জ্ঞান।
সে ধরম সে শকতি, সে জ্ঞান-মহিমা-জ্যোতি,
নিঃস্বার্থতা লভ তবে, লও আর্য্য-নাম।
হিন্দু আর মুসলমান, যত ভারত-সন্তান,
ভাই ভাবি মিল (তবে) গে'ও আর্য্যগুণগান।

আর্য্যের সন্তান সবে, ভারত-নিবাসী সবে,
এ কি স্বার্থ, এ কি সব, (তবে) কেন অভিমান।
ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনাশিয়ে, সবে সম্মিলিত হ'য়ে,
না পার খাটিতে (তবে) নাহি, নিও আর্য্যনাম। ১৭

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

(ওহে দীননাথ—সুর)

বিভাস—একতালা।

গা তোল ভগিনী, ভারত-রমণি।
দুঃখের রজনী বুঝি বা পোহায়;
নিরাশ-আঁধার, বহু দুঃখভার,
ঘুচিবে এবার পিতার কৃপায়।
বহু ভাগ্য-ফলে জন্মি' শুভ ক্ষণে,
সে আশার জ্যোতি দেখিনু নয়নে;
ভাই ভগ্নী গণে, ডাকি প্রাণপণে,
উঠ উঠ বোন্, বেলা ব'য়ে যায়।
র'য়েছ পড়িয়ে দেখ কত কাল,
অলসে থাকিয়া বাড়া'ও না লাজ,
উৎসাহের বলে উঠ গো সকলে,
ডাকেন বিধাতা শুন গো সবায়।
যতেক ভগিনী মিলিয়া প্রণয়ে,
এস সবে যাই পিতার আলয়ে;
তাঁহার চরণে পাইব শরণ,
ঘুচিবে দুর্দ্দশা তাঁহার কৃপায়।

ও হে বিশ্বরাজ, ও হে বিশ্বপতি,
প্রভু কন্যাদের শুন হে মিনতি
সম্পদে বিপদে, রেখ পদে পদে,
ডাকিলে কাতরে দিও পদাশ্রয়। ১৮

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধ বারি
প্রাণ-ভরি, পান কর লো সবে
অজ্ঞানতার তিমির ঘোর,
মনের আঁধার দূরে যাবে।
ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ,
যে দেশের ভালে শোভে রতন,
খনা লীলাবতী যার কিরণ,
কাল-সিন্ধু উজলিছে
তোমরা কি সেই ভারতভূমে,
ডুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে,
পূরব-ভানু যায় পশ্চিমে,
এখনও কি উঠ[illegible]। ১৯

দী[illegible]শচরণ বসু।

শোচনা।

নট বেহাগ—পোস্ত।
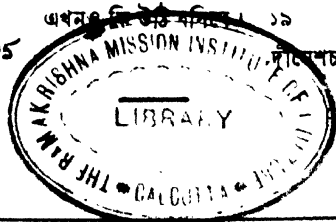
নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল-কণ্ঠে খেলিত সুধা-তরঙ্গে ;
সে কবি-নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা।
বীর-রাগমদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না। ২০

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

নট বেহাগ—পোস্ত।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি। ২১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কন্দরে বসি।
রাহু-ভয়ে শশী যেন ভূতলে পড়েছে খসি।
আলুলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন মলিন-বেশা,
আহা মরি কি দুর্দ্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী।
বলে ধনী—হে বিধাতঃ! হ'য়ে ভারত-বীরেন্দ্র-
মাতা, বিজাতি-বিপক্ষ-হাতে হইলাম লাঞ্ছিত।

(হায়) পুত্র হ'য়ে মাতৃ দুঃখ কেন না নাশি'ছে আসি।
অতঃপর জানিলাম ইনি সাধারণের জননী;
ভারত স্বাধীনতা-ধনী, অশ্রুমুখী দিবানিশি। ২২

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ডুবিল সোণার দেশ—স্বর)

বাহার—যৎ।

লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে।
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে। ২৩

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুং ঝিঁঝিট—একতালা।

ভারতী-জননী, মলিন-বদনী,
অশ্রুজল মুখে, শোক-শেল বুকে
কাঁদেন ভারত দুঃখে দিবস রজনী।
ভারত শ্মশানে সঞ্চারিতে প্রাণে,
সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃতসঞ্জীবনী।

যদি পুনঃ জাগে, সে দীপক রাগে
নির্জীব ভারতে হ'বে পুনঃ জয়ধ্বনী। ২৪

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন, সবে দিন, ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ॥
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,

দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে র'বে লাজ,
ধ'রবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন।
ছুঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। ২৫

মনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্য্যনাম এখনো ধরায়?
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায়?
তা' যদি থাকিত তবে এ দশা কেন রে হ'বে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায়?
আর্য্যনামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী;—
আর্য্যত্ব যাহাতে রবে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আর্য্যনাম ভাণে গৌরব কোথায়? ২৬

রাজকৃষ্ণ রায়।

(কোথায় আনিলে আমায়—সুর)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
কোথা সেই কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণ ?
কোথা সে বীরত্ব লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়কম্পন।
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীর-কণ্ঠগান,
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়।—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি, হইলে অবীর ভূমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন। ২৭ ঐ।

পরজ-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে ! এখনো সাগরপানে
কোন্ সুখে চলি চলেছ মৃদুল তানে।
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি কনক-কণিকারাশি
প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে ?
এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক, সতি ! ভারত ভরিয়া ;
এ পঙ্ক লইয়া মিছে কেন যাও সিন্ধুকাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে। ২৮ ঐ।

সাহানা—খাম্বাজ।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন,

কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুঃখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন;—
হায়, কত দিন আর রসাস্বাদ একতার
লবে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরজে ধরিয়া মন। ২৯ ঐ।

গারা—একতালা।

বল এই কি সেই ভারত। বল এই সেই ভারত হে॥
যে ভারত-বৃক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
ফলেছিল সুশোভিত কত।
যে ভারতের বশ চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অগ্নি বায়ু বারি বজ্র বিদ্যুৎধারা,
যে ভারতের ছিল অধীনেতে ধরা,
যে ভারতের কীর্ত্তি গায় মহাভারত।
যে ভারতে শত শত মুনি ঋষি,
যাগ-যজ্ঞে রত ছিলেন অহর্নিশি,
যে ভারতে ছিলেন সর্ব্বাপদবিনাশী,
তত্ত্বদর্শী মহেশাদি দেব যত।
যে ভারতে ছিল বেদাদি প্রধান,
যে ভারতে ছিল ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান,
যে ভারতে সদা হ'ত সামগান,
যে ভারত ছিল নিত্যোৎসবে রত॥

যে ভারতে ছিল সর্ব্ব কর্ম্মে ধর্ম্ম,
আহারে বিহারে ব্যবহারে ধর্ম্ম,
জীবনে ধর্ম্ম মরণে ধর্ম্ম,
যে ভারতে ক'র্ত্তেন ধর্ম্মরাজ রাজত্ব।
এই কি সেই তেজঃপুঞ্জ আর্য্যসন্তান?
কার্য্য দেখে কিছুই হয় না অনুমান,
মনে হ'লে পরে জ্ব'লে উঠে প্রাণ,
ব'লব কি আর মনে রইল মনোগত॥ ৩০

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কত দিন দহিবে এ দুখ-অনলে (হায়) মম অন্তর।
কে নিবা'বে এ আগুন, কেবা আছে আমার;
কত জাতি হ'লো গেল, মম দুঃখ না ফুরাল,
অদৃষ্টেরি মন্দ ফল না ঘুচিল কভু আর।
যে ভারত-জয়-রোলে, কাঁপিত জাতিমণ্ডলে,
সে ভারত পদতলে, কত দুঃখ এবে তার।
নিয়ে যার বুদ্ধি ভাতি, গর্ব্ব করে কত জাতি,
সেই আমি হতমতি, করে সবে অনাদর।
পূর্ব্ব সুখ মনে হ'য়ে, দ্বিগুণ জ্বলে যে হিয়ে,
অসহ্য যাতনা ল'য়ে বাঁচি তবে কেন আর॥ ৩১

কেদারনাথ ঘোষ।

[জরাজীর্ণতা-প্রাপ্ত ভগ্নাশ ভারত-সন্তানের হৃদয়োচ্ছ্বাস]

(কি আর জানাব নাথ—সুর)

পাহাড়ী—আড়া।

নির্ব্বাণ আশার দীপ, সব অন্ধকার।
পারি না বহিতে এ পাপ জীবন আর॥
রোগে শোকে জীর্ণ জরা জীয়ন্তে হ'য়েছি মরা।
মিছে কেন বসুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ ঠাঁই, মাটি হ'য়ে মিশে যাই,
লুপ্ত হ'ক একবারে, শেষ চিহ্ন অভাগার।
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি, মুছে ফেল পূর্ব্বস্মৃতি,
বাসিযাছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনাব,
কাঁদা'য়েছি, কাঁদিয়াছি, এই শেষ ভিক্ষা যাচি,
স্মরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার।
অশ্রুযোগ্য নয় সে যে কর্ম্মক্ষেত্র যেই ত্যজে,
না উৎসর্গি দেহ প্রাণ, করিতে দেশ উদ্ধার। ৩২

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

পাহাড়ী—আড়া।

ভারত দুঃখিনী আমি পরভাগ্যা পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-মুখ দেখাইব কলঙ্কিনী,
মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বুকে,
কাঁদে পর-গঞ্জনায়, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্রসূর্য্য-বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,
বিরাজে, কহিব কা'রে হেন দুঃখের কাহিনী।

অল্পমতি হীনপ্রাণ, আর্য্য তেজ অভিমান,
হারাইয়া পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী।
হিমগিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কোন্ লাজে উচ্চশিরে চে'য়ে আছ হতমানী!
সাগর প্রসার গ্রাস, এ মাটির দেহ নাশ,
72505
এ কলঙ্ক চিহ্ন বুকে, মুছে ফেল মা ধরণি,
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়, এস আদি- অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপমুখ এ অপার দুঃখগ্লানি ॥ ৩৩

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

সিন্ধু-কাফি—টিমাতেতালা।

আসি ভারতভূমে, এক বার দেখে যাও আর্য্যগণ।
কোথা ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন।
বুক ফাটে কি বলিব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।
পাপেতে পূরেছে রাজ্য, লোপ হ'য়েছে বৈধ কার্য্য,
হারাইযে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত, বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিয়াছে হাহাকার, কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়াছিলে যেই শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজও রক্ষা পায় সেই কোন রূপে ধর্ম্মধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে
আর একবার সদুপদেশে, কর সব দুঃখ মোচন। ৩৪ হিন্দুমেলা।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ।
ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দ্বিতীয় আর এমন।
যেন,নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষিতি, আপনি করিতে স্থিতি,
নিরমিলেন জগৎপতি, এই ভুবন-ভূষণ।
ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু নদী, হিমাদ্রি রত্নজলধি,
চতুর্দ্দিকে শোভিছে কেমন ;
শোভিতেছে ফল ফুলে, গাইছে বিহঙ্গকুলে,
নিত্যনব ভাব তোলে, ষড়ঋতু সুখসাধন।
ধনধান্য রত্নে ভরা, সুখী তায় সমস্ত ধরা
ভারতভূমি সুখের প্রস্রবণ ;—
বিচিত্র নগর গ্রাম, কত যে পবিত্র ধাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চতুর্ব্বিধ হয় সাধন।
রাগ তাল বাদ্যভাণ্ড, কুলশীল ক্রিয়া কাণ্ড
কোথা আছে ভারতে যেমন ;—
বেদ আদি শাস্ত্রালাপ, আর সে মহাপ্রতাপ,
মনে হ'লে অশ্রুজলে ভাসিতে থাকে নয়ন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, কত কত মহাবলী,
করেছিলেন, জনম গ্রহণ ;—
সসাগরা ধরাতলে, কে ছিল বিক্রমবলে,
সে ভাগ্য-লক্ষ্মী গেছে চলে ;—কি আছে আর এখন।
কোথা ভিমার্জ্জুন এবে, ধরিত্রী যাঁ'দিকে সেবে,
কোথা সে বিক্রমাদিত্যগণ ;—

কি নন্দ সমুদ্র গুপ্ত, সব হ'য়েছে বিলুপ্ত,
স্বদেশে করিতে দীপ্ত, যাঁরা করেন প্রাণপণ।
না ভাঙ্‌বে যদি কপাল, তবে কি যবন-ভূপাল
পর্শিতে পারিত এ রতন ;—
ভারত তোমার সৌন্দর্য্য, ভারত তোমার সুখৈশ্বর্য্য
হইয়াছে অনিবার্য্য, আপদ বিপদের কারণ। ৩৫

হিন্দুমেলা।

[ভারত লক্ষ্মীর উক্তি।]

পাহাড়ী—একতালা।

দেখ গো ভারত মাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমা'য়ে রয়েছে সবে হ'য়ে হতজ্ঞান॥
সবে বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ।
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ,
মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান॥ ৩৬

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোণার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত-মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল ;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল! ৩৭

উপেন্দ্রনাথ দাস।

গৌড়—মল্লার।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা ! জলদে ; বিহগেরা থ'মো থামো ;
আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা !
গা'বে যদি গাও রে সবে, গাও রে শত অশনি মহানিনাদে,
ভীষণ প্রলয়-সঙ্গীতে জাগাও, জাগাও জাগাও রে এ ভারতে।
বন-বীহঙ্গ তুমি ও সুখ-গীত গে ও না
প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে,
মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরষে ?
ছিড়ে ফেল বীণা, আজি বিষাদের দিনে। ৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান !
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিব।
যদিও হে দেবী শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে

এক তিল তব কলঙ্ক কালিতে,
নিবা'তে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কি জানি যদি মা, একটী সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান! ৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাহার।

অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি,
গা লো সেই সব পুরাণো গান,
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে,
ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ!
হা রে হত বিধি মনে পড়ে তোর
সেই এক দিন ছিল ;—
আমি আর্য্যলক্ষ্মী, এই হিমালয়ে
এই বিনোদিনী বীণা করে ল'য়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া—
জগৎ চমকি উঠিয়াছিল!
আমি অর্জ্জুনেরে, আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন দান,
এই কোলে বসি বাল্মিকী কোরেছে
পুণ্য রামায়ণ গান ;
আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী

ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকা'য়ে লুকা'য়ে
নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটী সন্তান উঠে রে জাগিয়া—
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি।
হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা
সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু অশ্রুধার
কত না করিত সন্তান আমার,
কত না শোণিত দিত রে ঢালি। ৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী।

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি,
তত দিন তুই কাঁদ রে!
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ,
প্রাচীন হিন্দুর কীর্ত্তি ইতিহাস,
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে,
অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে,
তত দিন তুই কাঁদরে।
যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া,
সে দিন ত আর আসিবে না,
যে রবি পশ্চিমে পড়ে'ছে ঢলিয়া
সে আর পূরবে উঠিবে না।

এমনি সকল নীচ হীন প্রাণ
জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ
তোমার তরে দেয় না ঢালি।

যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত,
সে দিন যখন গিয়াছে চলি,
তখন ভারত কাঁদরে।
তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে
রেখে'ছ সাজায়ে ভারত-কায়?
ভারতের বনে পাখী গায় গান,
স্বর্ণ-মেঘ মাখা ভারত বিমান,
হেথাকার লতা ফুলে ফল ভরা,
স্বর্ণ-শস্যময়ী হেথাকার ধরা,
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।

কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি,
রোগ-শুষ্ক মুখে হাসিরাশি ভরি,
রূপের গরব করিস হায়,
যে দিন গিয়াছে সে ত ফিরিবে না
তবে রে ভারত কাঁদ রে।
ভারত তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া,
শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া,
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব,
বিজনে বিষাদে বীণা ঝঙ্কারিব,

তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই,
তখন ভারত কাঁদে রে। ৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—খং।

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর;
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে ঝরে নিঝর,
যেন নভচ্যুত শশী, কাননে পড়ে'ছে খসি;
অথবা বিজলীরাশি, ত্যজে জলদনিকর।
এমন কণ্টকবনে, এমন অমূল্য ধনে;
কে রেখেছে সংগোপনে, হ'য়ে কঠিন অন্তর?
চিনে'ছি চিনে'ছি মরি, এ যে ভারতসুন্দরী;
দুঃখিনী করে'ছে অরি, কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর। ৪২

রাধানাথ মিত্র।

পাহাড়ী জংলা—ঠুংরি।

ভারত যো দীন, সো দীন রে!
কত কাল গেল, কত কাল এল;
রহে শ্রীহীন রে।
কত শত দেশ, ধরে রাজবেশ;
কত দুঃখ শেষ, নাহি হ'ল রে।
দুটি অন্নলাগি, পরদ্বারভাগী,
নিজ ধনে যোগী আজি তুমি রে।

কোটি কোটি সুত, হবে পরাভূত ;
ক্ষত্র রাজপুত, শুধু নামে রে।
পরে ছিন্ন বাস, মুখে শোক-হাস ;
সদা অরিত্রাস, প্রাণভয়ে রে। ৪৩

রাধানাথ মিত্র।

(এক দিন যদি হবে সুর)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব, ভারত-ভূষণ ;
এক বার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন,
নিষ্ঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন।
কোথা রাম রঘুমণি বীরত্ব-ধীরত্ব-খনি,
কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন ;
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন।
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে ;
জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
পথিক বলে সবে মোহ নিদ্রায় মগন। ৪৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বিষণ্না ভারতী।]

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর।
কেন মা আজি নীরব, বীণায় কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার?
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর-ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার।
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার। ৪৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

(কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য।)

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকা'বে জীবন-নদী শুকা'বে না আঁখি-জল।
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি এক দিন যবে প্রাণ ভরে।
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত-ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অবিরল। ৪৬

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(কেন ভাগীরথী।)

কেন ভাগীরথী হাসিয়ে হাসিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
চলিয়ে চলিয়ে সৈকত-পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।
নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।
অধীন ভারতে বহি(ও) না মা আর,
এ কলঙ্ক-রেখা মুছা'য়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
সমূত ভারত-হৃদয় ছাও গো। ৪৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[যমুনা-লহরী।]

লগ্নী—খং।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও।

১

কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূবি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।

২

যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ-বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।

৩

কল কল ভাবে, বহিয়ে কাহিনী,
ক[illegible] কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, পরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।

৪

তব জল কল্লোল- সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও।

৫

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৬

তব জল-তীরে, পৌরব-যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৭

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত [illegible], ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৮

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ
এ তব সৈকত-পুলিনে ও।

৯

এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।

ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,

প্লাবিতো চিত-সুখ-উৎসে ও।

১০

সে তুমি সে শশী, ধীর অনীল সে,

তবু সব পঞ্চম বিষাদে ও।

নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,

গ্রাসিল সকলে কালে ও।

১১

যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,

উন্মাদিত ব্রজ-বালা ও।

আকুল প্রাণে, তব তট-পানে,

ধাইত রব সন্ধানে ও।

১২

বঞ্চিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,

বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।

[illegible]-সমাগমে, পুন এই দর্পণে,

প্রতিবিম্বিতো স্মিত হাসি ও।

১৩

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,

লেশ না রাখিলে শেষ ও।

কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,

হ'লো পরিণত শত কাহিনী ও।

১৪

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান্ আফগান মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।

১৫

অহো! কি কু দিবসে গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুঠি নিল যা, ছিল সার ও।

১৬

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহে,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও।

১৭

সে দিন হইতে, তব জল তরঙ্গে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

১৮

সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।

সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

১৯

এ পয়ঃ-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

২০

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ-আশে ও।

২১

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

২২

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা,
সে গত যৌবন-রেখা ও।

২৩

এর অলিন্দে, সুন্দরী-বৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস-অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।

২৪

কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

২৫

ঐ কক্ষ-মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারী,
কাফের-কণ্ঠ-বিদারী ও।

২৬

কৈ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারিত,
নিরূপ মনুজ-পিপাসা ও।

২৭

যে গৃহ-পাশে, কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও।

সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও।

২৮

যে ঘর-মধ্যে, সুরভি সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতি গন্ধ বিকীরণ ও।

২৯

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি! এক কালে,—
ঢাকিল লুতা জালে ও।

৩০

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিকদিক হইতে,
কর্ষে মনুজ-সমাজে ও।

৩১

কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

৩২

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যাপিতে মন-অভিলাষে ও।

৩৩

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
পরিমিত স্থূর-পরমাণু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে সূক্ষ্ম বায়ু ও।

৩৪

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তবু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
কিছে লোক কি আশে ও? * ৫৮

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

ভারত-বিলাপ।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।

(*) এই কবিতাটিকে লগ্নী রাগিণীতে হিন্দুস্থানী ধরণে গান করা যাইতে পারে।

নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং। ৫১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[জন্ম-ভূমি]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে,
সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে।
শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর,
বিছে শোক-

গোবিন্দচন্দ্র রায়

...র।

ভারত-বিলাপ।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কত স্নেহমাখা, যত বাল্য-সখা,
সুখ-স ছিল পুষ্পিত যে বনে ঘরে ঘরে।
...ণয়িনী, প্রেম-কমলিনী,
হ'লো বিকশিত যেই সুখ-সরে।

সে সুখ-সরসে পরিমল আশে
তৃষিত মানস-মরাল বিহরে।
সেই পুণ্য দেশে, ফল ফুলে হাসে,
কল্প-কানন এ অবনী-মাঝারে।
সে দেশের তরে, দু নয়ন ঝরে,
হেরি ভগ্ন দশা হৃদয় বিদরে। ৫২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বঙ্গভাষার প্রতি।]

(এক দিন হবে বদি—সুর)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

[illegible]নে বসি, কে তুমি বল রমণি।
[illegible]ভাব সুন্দর অতি, নব রসে রসবতী
শত কোটি চন্দ্র-জিনি প্রভাময় মুখখানি॥
নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,
লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে সুশোভিনী।
বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ বসে,
নয়ন-জলে যাও ভেসে, কোন্ দুঃখে বিনোদিনী॥
ছাড় ঐ জীর্ণ বাঁশি তরা লহ মাল্য অসি,
আমি যাহা ভাল বাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী॥
পথিক বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দুর্দ্দশা,
কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি॥ ৫৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

(মুদ্রশাসন আইন সম্বন্ধে—১২৮৬ সাল।)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ছিল গো ভারত তব একই অধিকার।
তাহেও বঞ্চিতপ্রায় হইলে এবার॥
অবিচার উৎপীড়নে, দহিলে পরাণ-মনে,
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা, ছিল তব কাঁদিবার॥
দুখ-দাবানলে দহি, দুঃখের কাহিনী কহি,
একই উপায় ছিল, শান্তিবারি লভিবার॥
এমনি কপাল তোর, দুখদাহে দহি ঘোর,
সে ঘোর দুঃখের কথা, কহিতে নারিবে আর॥ ৫৪

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী সুর।

মন রে তোর কি বিবেচনা!
(আহা) রাজমাতা এ ভারত করেন পরের আরাধনা।
দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তোর কি দুঃখ হয় না।
অমূল্য ধন তার, গেছে চুরি তাই ত তাঁর এ যাতনা।
কেন যে এমন হ'ল জেনেও যেন জান না।
দেশী খাবার ফেলে দিয়ে খেতে চাও বিদেশী খানা।
হ্যাট কোট পেণ্টুলন ভাল, ধুতি চাদর ভাল লাগে না।
খারাপ পরের লও রে বেছে, ভালগুলি কেন শিখ না। ৫৫

রাধানাথ মিত্র।

কালেঙড়া—আড়াঠেকা।

এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুম-হারে,
পূজিব সকলে মিলি বীণাপাণি সারদারে!
ওঠ বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
বাজাও ভৈরবে বীণা গভীর মেঘ-মল্লারে!
ওঠ জয়দেব বঙ্গে, মধুর মুরলী-সঙ্গে
বাজাও মধুর তানে মৃদু বসন্তবাহারে!
কেন রহিলে নীরবে, গাও একতানে সবে,
জাগা'য়ে ভারত সুপ্ত গিরি বন পারাবারে! ৫৬

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

মুলতান—আড়াঠেকা।

বহু দিন হ'তে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী,
আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপ-মাধুরী।
অসুর দস্যুর বেশে, প্রবেশি ত্রিদিব-দেশে
লুঠিয়াছে রত্নাগার—কহিনুর গে'ছে চুরি!
দেবতার সুধা যাহা, দানবের ভোগে তাহা,
কত কষ্ট অমরের—আহা আহা মরি মরি!
সহে না পরাণে আর, এ যাতনা অনিবার,
এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি—
ভাগ্য-সিন্ধু দেবতার, বহুরত্ন গর্ভে তার—
উদ্যম-মন্দরে মথি আশার বাসুকী ধরি।
উঠিবে সে ঐরাবত, ধন রত্ন শত শত,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ উঠিবে সে ধন্বন্তরী।

যদি উঠে হলাহল, করিব কণ্ঠের তল,
বল না কি ভয় তাহে? প্রতিজ্ঞা "বাঁচি কি মরি"। ৫৭

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

[জন্মভূমি]

ঝিঁঝিট—খেমটা।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে।
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে।
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
হৃদয়ে ভাত' তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে। ৫৮

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

[আবাহন।]

কাফি—একতালা।

উর গো বাণি বীণাপাণি
উর গো কল্প-কাননে।
উর গো বঙ্গ-বিনোদিনী আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে।

আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান।
পীযূষ-শক্তি সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ,
তাড়িত-তেজ-স্ফুরণে। ৫৯

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

[ভারতোক্তি।]

বাগেশ্বরী—জলদ তেতালা।

রে বিধি! কেন আমারে, নানা রত্ন অলঙ্কারে,
ভূষিত করিয়াছিলে।
এতেক সদয় যদি, না হ'তে তুমি রে বিধি,
আসিতো না নির্য্যাতিতে নানা জাতি দস্যুদলে॥
ছিনু ডুবে সিন্ধু জলে, আদরে হু'করে তুলে,
হিমাদ্রি-কোলেতে কেন আমারে স্থাপিলে।
করিয়ে পরের দাসী, পরের অন্ন প্রত্যাশী,
তবে কেন ওরে বিধি, আগে মান বাড়াইলে॥
আর্য্যকুল-নারী আমি, আর্য্য-ধর্ম্ম অনুগামী,
যবন-করেতে তুমি, আমারে সমর্পিলে।

বিস্তৃত ঐ সিন্ধুনীরে, কেন না ডুবা'লে মোরে,
ঘটিত না এই সব তা হ'লে এ দগ্ধ ভালে। ৬০

দীননাথ ধর।

(দিল্লী-দরবার।)

আজি কিসের এ দিন!
করহ চিন্তন, ভারত-সন্ততিগণ॥
যেই সুবিখ্যাত স্থানে, ভরত-আদি ভূপগণে,
আর্য্যজাতি যশঃ-কীর্ত্তি করিল স্থাপন,
ভারতেরি ভাগ্য ক্রমে, আজি সেই পুণ্যভূমে,
অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইছে ঘোষণ॥
জ্যোতিহীন আর্য্যজাতি, নাহি সে অন্তর-ভাতি,
অলীক আলোকে তাই পুলকিত মন॥
পিতৃগণ যে প্রদেশে, ধাম্বিত বীরের বেশে,
আজি তথা নটসাজে আর্য্যের নন্দন॥
পূজি যথা সূর্য্যদেবে, পূর্ব্ব পূজ্য আর্য্য সবে,
যবন ম্লেচ্ছরে পদে করিল দলন;
আজি আর্য্যসুত তথা, প্রাণভয়ে হেটমাথা,
দেবমালি পূজিতেছে ম্লেচ্ছেরি চরণ॥
এ দীন দগ্ধ মানসে, ভাবিয়া দীন প্রকাশে,
পুত্রহীন ভীমার্জ্জুন, প্রকৃত বচন॥ ৬১

দীননাথ ধর।

বসন্ত বাহার—একতালা।

আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে।
আলোকিতে ছিল যারা, একে একে গেছে তারা,
ত্যজি যায় সুখ-তারা, যেমন প্রভাতে রে।
বিদেশী-চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে।
দুখে ভারতজননী, করিছে রোদন-ধ্বনি,
হারাইলে মণি ফণী, যেমন বিষাদে রে।
আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুধারাশি,
পূরবে ভারত-শশী যেমন উদিলে রে।
ভারত বিহগগণ, গাবে কি মধুর গান,
তারা পূরবে যেমন, গাইত উল্লাসে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,—
পলাবে কি দুরালয়, ভারতের মসী রে।
আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে॥ ৬২

অবিনাশচন্দ্র মিত্র।

(অয়ি সুখময়ী উষে—সুর।)

ললিত—আড়া।

যদি গাবে গাও বঙ্গে দুখের কাহিনী।
মিলিয়া সহস্র স্বরে মাতাও মেদিনী॥
কামিনী-কোমল-গানে, মোজ না যুবকগণে—
রসাতলে যেও না কো মদিরা সেবনে;
উদ্বোধিয়া সাধুভাবে, জাগাও নিদ্রিত জীবে,
পুলকে বঙ্গের অঙ্গে নাচুক ধমনী।

আর দুখ সহে না, দেখিলে যাতনা,
দিবা নিশি দেখিতেছ তবুও ভাব না;
বঙ্গের বিলাপ গীত, উঠুক্ গগণে,
ভাসুক নয়ন-নীরে, বঙ্গের ভামিনী। ৬৩

জগদীশ্বর সেন।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

আয় রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে,
প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে।
আয় রে মুসলমান ভাই, আজি জাতি-ভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই, আমরা সকলে।
ভারতের কাজে আজি, আয় রে সকলে সাজি,
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি এখন তোরা আপন্ হলি,
হই রে তবে গলাগলি, ভাই ভাই ব'লে।
ভারতের যেমন মোরা, ও রে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গে'ছে চলে।
আয় রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি
এমন আর পবিত্র ধূলি, নাহি ভূমণ্ডলে।
এ ধূলি মস্তকে ল'য়ে ভাবেতে প্রমত্ত হ'য়ে,
হিন্দু যবন কাজ করিব, জাতিভেদ ভুলে।
এই ধূলিতে আকবর তোদের,
এই ধূলিতে শ্রীরাম মোদের,

আরও শৌর্য্য বীর্য্য কত, মিশিয়াছে কালে।
ওরে ভাই এ ধূলির গুণে, খাটি সবে প্রাণপণে,
ভারতের দুর্দ্দশা মোরা, নাশিব সমূলে॥ ৬৪

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বেহাগ—আড়া।

আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে,
ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে।
সোণার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারেখারে।
অন্নপূর্ণ রাজ্যে হা রে, হা অন্ন হা অন্ন করে,
লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট কে সহিতে পারে;
ছিল ধন-ধান্যে ভরা, হ'ল এমন কপাল পোড়া,
অন্নাভাবে হা হতোহস্মি, প্রতি ঘরে ঘরে।
এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলাতে যায়,
এই তুলাতে কাপড় তথায়, বোনে মাঞ্চেষ্টারে;
মাঞ্চেষ্টার হ'তে এসে, ঘরের টাকা নেয় রে শুষে,
এ দিকে দেশের তাঁতি, অনাহারে মরে।
এই কি দেশের ভালবাসা, তাঁতি ভাইদের এই দশা,
তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস্ কেমন করে;
আয় রে চেষ্টা করি সবে, দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
সাজাব দেশী তাঁতি সবে, ধন-রত্ন-হারে।
ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
তেতালা চৌতালায় কেমন, সুখে বিরাজ করে;

(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
দেখে তাদের এ দুর্দ্দশা, প্রাণ যে কেমন করে।
এক সমান জিনিষও হ'লে, যেটা ইংরাজের বলে,
দেশী জিনিষ ছেড়ে সেট, নেয় কুলাঙ্গারে ;
কেন কুলাঙ্গার হব, দেশের মোরা ধন বাড়াব,
সুখে রাখিব যত, দেশী দোকানদারে।
আয় সবে দ্বারে দ্বারে, ভাই সকলের পায়ে প'ড়ে,
(যাতে) দেশী লোকের টাকা হয়, বলিগে সবারে ;
বিলাতি ফাঁকিতে ভুলে, আর যেন না টাকা ফেলে,
যতন যেন করে যাতে, দেশের টাকা বাড়ে। ৬৫

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

[নব্য বঙ্গের প্রতি]

(জানি কার রূপসাগরে—সুর।)

ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হ'লে।
ওরে আর্য্য-কুলে জনম ল'য়ে, সকলই কি ভুলে গেলে ?
কিসে যে ভাই এমন হ'ল, বিদ্যা বুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে,
ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে ভাই রে দিবা নিশি মজে র'লে।
(ও ভাই) নাচে গানে থিয়েটারে, কেমন এক মূর্ত্তি ধ'রে,
(বেড়াও) মিলে সবে পান চিবিয়ে দলে দলে,
ওরে দিনান্তরে দেশের দশা একবারও ভাই না ভাবিলে।
দেশী তাঁতি কর্ম্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিদেশী বিলাসের খোঁজে কাল কাটা'লে,

ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে জনমিয়ে আর্য্যকুলে।
ইংরাজী নভেল পড়ে, বেড়াও সদা গর্ব্ব করে,
ও ভাই অর্য্য ঋষির গাঁথা যত জলে ফেলে,
এ ভাব দেখে তোমার, ভাই রে আমরা,
ভাসি সদা নয়নজলে। ৬৬

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

[দিল্লী দরবার।]

ললিত—একতালা।

কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে।
বিজয়-পতাকা কেন বিমানে উড়িছে॥
আনন্দ-বাজনা বাজায়ে বাজারে,
হিন্দু রাজগণ আসিতেছে ধেয়ে,
ভেটীতে কাহারে পুলকিত হ'য়ে,
নানা দিক হতে কেন গো আসিছে।
হেরি কি সভা শোভার বাহার,
হাসিতেছে ধরা আনন্দে অপার,
কিসের আনন্দ হইল এবার,
তোপের ধ্বনিতে ধরণী কাঁপিছে।
কোথা হৃষীকেশ পাণ্ডবতারণ,
পাণ্ডব প্রাধান্য প্রকাশ কারণ,
রাজসূয় কিহে পুনঃ আয়োজন,
এত কাল পরে পুনঃ কি হ'তেছে॥ ৬৭

কালীচরণ ঘোষ।

বেহাগড়া।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে ;
যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিবে না,
তবে ও গান গাস্‌নে।
হৃদয়ে যে কথা লুকান রয়েছে, সে আর জাগাস্‌নে। ৬৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক,
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক,
মুখ তুলে আজি চাহবে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত-গগণে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহবে।

বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশকোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক সুখে হাসিবে।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে, সে দিন আসিবে।

আপনার মাকে, মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে। ৬৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ—চৌতাল।

কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া মিনতি করি চরণে।
মা হ'য়ে মা কেমন ধারা সন্তানে না কর মনে।
কব কত দুঃখের কথা, জানাব কি মনের ব্যথা,
দয়া কর ও গো মাতা, তব দীন পুত্রগণে।
চারিদিকে হাহাকার, অসন্তোষের নাহি পার,
অন্নাভাবে বাঁচা ভার, কেমনে ধরি জীবনে?
অনুগ্রহ নাহি চাই, যেন সুবিচার পাই,
এই ভিক্ষা তব ঠাঁই, করি মা একান্ত মনে। ৭০

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

(১৮৯০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে।)

কে আছিস্ দেখ্‌সে এসে, কেমন শোভা হ'য়েছে!
(আজ) দেশ বিদেশের সবাই এসে, আলো করে বসেছে!
(কারো) নাইকো জাতি, কুলের অভিমান;
(ওরে) কোল দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান!
একটী গানে একটী তানে,—সবাই বীণা সেধেছে;—
(আজ) ভারতবাসী, মায়ের নামে মহাযজ্ঞে মেতেছে।
(ওরে) সামান্ত জন নয়কো এরা,
(একদিন) এরাই ছিল জগৎ সেরা;
(এখন) যতন বিনে, দিনে দিনে,—দশাহারা হ'য়েছে;
কপাল দোষে, কালের বশে,—প্রাণে মরে রয়েছে।
কোথায় গো মা মহারাণি!
(আমরা) তোমা বিনে কুল দেখিনি!
"মা" বলে মা! সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে আছে।
"ছেলে" ব'লে কোলে নে মা।
ভয়াতুরে অভয় দে মা!
মায়ের পরাণ কেমন ক'রে, চুপ করে আজ রয়েছে। ৭১

স্থরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

[ভারতসভার উৎসব উপলক্ষে গীত।]

কীর্ত্তন—খেমটা।

আয় আয় ভাই আয়রে সবে।
কোটী প্রাণ খুলে, কোটী তান তুলে,

কাঁপায়ে গগণ, কাঁপায়ে ভুবন,
জয় জন্মভূমি, জয় জয় রবে।
শিখ মুসলমান, হিন্দুর সন্তান,
কোটী কোটী ভাই, এক হ'য়ে যাই,
কি ভয় কি ভয় আর এ ভবে? ১২ অজ্ঞাত।

বেহাগ।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই
পড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মোরে' কিবা ফল ভাই?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়
সময় সময় করে' পাঁজি পুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল ভাই?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায়
রাজ পথে গলাগলি;
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোনে করে দলাদলি?

বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,

যারা বসে' আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই,
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে' যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই। ১৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[আশার স্বপন।]

মিশ্র-কেদারা—একতালা।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
ধীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা। ৭৪

কুমারী কামিনী সেন।
(কামিনী রায়)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামাজিক সঙ্গীত।

নারীজাতীর হীনাবস্থা।

(লজ্জায় ভারত-যশ—সুর।)

বাহার—খং।

ভারত-নারীর দশা দেখে অশ্রু ঝরে ;
ঝরে নয়নের বারি অবিরত ধারে।
নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান,
মানুষ বলিয়া কভু কেহ না আদরে।
ক্রীড়ার পুতলি প্রায়, অথবা দাসীর ন্যায়,
স্বার্থপর পুরুষেরা সদা ব্যবহারে।
হায় যবে নিরজনে এ সব একান্ত মনে—
ভাবি, দংশে চিত্ত-দেহ কালবিষধরে।
ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি, এদেরে মোচন করি,
সঁপি, আছে যাহা কিছু, ইহাদের তরে। ১৫

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

(কত কাল পরে—সুর।)

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী,
হও "বীর-জায়া, বীর-প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর গুণ-গাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্ব্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না। ৭৬

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

(লজ্জায় ভারত-যশ—সুর।)
ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আজি এ আনন্দ-দিনে মিলে সকলে;
করি হে আনন্দ-ধ্বনি, হৃদয় খু'লে।
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান-আঁধারে,
পাশবদ্ধ-পাখী-প্রায় ছিল এতকাল;
চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়,
চলেছে উন্নতি পথে মন-কুতূহলে।
অমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে,
উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমা'য়ে?
যার যতটুকু বল আছে দেহমনে,
প্রদানিব তাঁহাদের সহায়তা তরে।
দুর্ব্বল ব'লে মোরা করিব না ভয়,
এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায়। ৭৭

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে।]

(লজ্জায় ভারত-যশ—সুর।)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারি॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, স্বরূপ লাবণ্য মাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে, দেখিতে না পারি।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আর ত দেখিতে নারি।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে, যেন নির্ঝরের বারি।
মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি॥ ৭৮

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

স্মরিলে পূর্ব্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে।
পূরব সৌভাগ্যরবি, হায়, পশ্চিম-আকাশে;—
যে দিন প'ড়েছে ঢ'লে, ডুবেছে সে দিন হতে,
অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান তামসে।
কোথা গার্গী, কোথা খনা, মৈত্রেয়ীর জ্ঞানপণা,
সকলি হ'য়েছে লুপ্ত, করাল কালের গ্রাসে;

সে শিক্ষা সে জ্ঞান বল, কিছু নাই, হা, কেবল
দুর্গতির শেষ, নারীজন্ম ভারতবরষে।
বল হে শিক্ষিত দল, সুশিক্ষার এই ফল?
মাতৃকুলে এ দুর্গতি সহ্য কর অনায়াসে!
এস ভাই কর দান, এই দেহ, এই প্রাণ,
যে সম্পত্তি আছে, ঢে'লে দাও মনের হরষে॥
তবে আর্য্য-অঙ্গনার, না রবে এ দশা আর;
ভরিবে বিপুল ধরা, পুনঃ তাহাদের যশে। ৭৯

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ভৈরবী-কাওয়ালি।

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত-রমণী-পানে।
কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে।
অজ্ঞান-আঁধারে তারা, হ'য়ে আছে পথহারা,
হইয়ে গো শান্তিহারা ভ্রমিছে-ভব কাননে।
কোমল কুসুমসম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন;
সমাজ চরণতলে, তাদেরে সতত দলে,
রাখ হে রাখ হে প্রভু দুখিনী রমণী গণে।
বিধবা-নয়নাসার, ঝরিতেছে অনিবার,
ভাসা'য়ে ভারত হৃদি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে;
তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়া আঁখিজল,
উদ্ধারিবে দুখীনীরে, জুড়া'বে তাপিত প্রাণে॥ ৮০

সুন্দরীমোহন দাস।

(হৃদয়ে থাক হে নাথ—সুর।)

ঝিঁঝিট—আড়া।

ভারতনারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ;
দেখে বিষাদ-মূরতি দুনয়নে অশ্রু ঝরে।
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত ললনা,
দলিত কুসুমসম অনাদরে অত্যাচারে।
যে দেশে সাবীত্রী জনা, সীতা দময়ন্তী, খণা,
জন্মেছিল সেই দেশে ঢেকেছে কি অন্ধকারে ?
ভারতযুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী ভগিনীগণ. ভাসিছে দুঃখসাগরে।
গৃহলক্ষীরূপা যাঁরা, মৃত প্রায় আছে তাঁরা,
তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে।
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা,
ঘুচিবে না ঘুচিবে না শত যুগ যুগান্তরে। ৮১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

(কত দিন দহিবে—সুর।)

খাম্বাজ—আড়া।

চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত-সন্তানগণ ;
জননী জন্মভূমি চির বিষাদে মগন।
হারাইয়া রত্নাসন, অরণ্যে করে ভ্রমণ ;
অনাদরে অত্যাচারে, নীরবে করে রোদন।
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা ;
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন।

না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে;
কণকপুত্তলিসম, ভারত-রমণীগণ
শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি;
(সেই) অসহায়া অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ।
কিন্তু হায় যত দিন, অবলা রহিবে হীন;
রবে চির অস্তগত, ভারত-সুখ-তপন। ৮২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

(কত কাল পরে—সুর।)
ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষৌঠুংরি।

কত দিন বল ভারত-রমণী।
কাঁদিয়ে কাটাবে দিবস যামিনী॥
অজ্ঞান-আঁধারে, অকূল সাগরে।
ডুবিল অবলার জীবন তরণী॥
তারাও রমণী, রাণীও রমণী।
(তবে) করুণা কেন না করিবেন তিনি॥
যাচে যোড়করে, রাণীর দুয়ারে।
ঘুচাও তা'দের দুঃখের রজনী॥ ৮৩

অমরচন্দ্র দত্ত।

[নরনারী সম্মিলন।]
(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর।)
ঝিঁঝিট—একতালা।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল।
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল।

কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি,
ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি;
উঠিল তপন মৃদু হাসি হাসি, উল্লাসে পবন বহিল।
ভারতজননী চির বিষাদিনী, পুত্র কন্যা ল'য়ে বসিলা আপনি;
বহু দিন পরে দেখ রে দেখ রে আহা কিবা শোভা হইল।
ঐ দেখ চেয়ে গত কথা স্মরি, বহিছে নয়নে বিষাদের বারি;
ঐ দেখ আশা, ঐ দেখ প্রীতি বদনেতে পুনঃ ভাতিল।
যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে, ভুলিব কি প্রাণ যতদিন রবে,
শুভদিনে আজ মৃত প্রাণে ভাই জীবন-সঞ্চার হইল।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন, এস তবে ভাই করি প্রাণপণ,
জয় বিভু জয় গাও রে সকলে, ভারতের দুঃখ ঘুচিল। ৮৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

সাহানা—ঝাপতাল।

এত দিনে বুঝি, বোন্ দুঃখনিশা অবসান,
উদয় মোদের ভাগ্য, উদিত সুখ তপন।
জনমে জানিনে কভু, জ্ঞান কি পরম ধন;
যুগ যুগান্তর আছি, হ'য়ে অজ্ঞানে মগন।
হ'য়ে স্বার্থপরবশ, কারায় বন্দিনীপ্রায়,
অজ্ঞান-তিমিরে যারা রেখেছিল গো সবায়
ঐ দেখ তারা সবে, সাজিয়ে এসেছে এবে,
সাজাইতে আমাদিগে, দিয়ে জ্ঞান-আভরণ।
সম্মুখে দেখ না চেয়ে, উপহার-ডালা ল'য়ে,
ভেটিতে আসিছে তারা, চল সই গে বরিয়ে;

যদি হ'য়ে অগ্রসর, বাড়াইয়ে দি'ল কর,

হাত ধরাধরি করি চলি তবে ভাই বোন্। ৮৫

অজ্ঞাত।

[বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য।]

বাহার—খং।

ডুবিল সোণার দেশ পাপের সাগরে,

পরিপূর্ণ দশ দিক্ ঘোর হাহাকারে॥

মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,

ছারখার করিল রে, স্বর্ণ-ভারতেরে॥

ধন মান বুদ্ধি বল সব গেল রসাতল ;

জাগ রে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে॥ ৮৬

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

বঙ্গে একি দেখি অত্যাচার, গুণ-জ্ঞান-যুত বঙ্গেরি সন্তান,

জ্ঞান-অভিধানে করে অভিমান, কিন্তু একি জ্ঞান না পাই সন্ধান,

অজ্ঞানের মত যত ব্যবহার।

দুগ্ধপোষ্য-বালক বালিকারি সনে, আবদ্ধ করিছে বিবাহ বন্ধনে,

বারেক ভাবিয়ে নাহি দেখে মনে,

কি বিষম ফল ফলিবে তাহার।

স্বার্থপর হয়ে জনক জননী, সন্তানের শুভাশুভ নাহি গণি,

বাল্য পরিণয়ে করিছে বন্ধন,—একি দেশাচার।

অন্ধ কি তাহারা নিজমঙ্গল জ্ঞানে, বারেক হেরিয়ে না দেখে নয়নে

কেবল মাত্র এই পিশাচ-বন্ধনে,
দুখার্ণবে ভাসে কত পরিবার।
কতদিনে বিধি অনুকূল হবে, এ দারুণ প্রথা বঙ্গ ছাড়ি যাবে,
মনুষ্যধর্ম্মমতে মানবে চলিবে, ঘুচিবে এ দেশের রোদন হাহাকর।৮৭

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

[বিধবার উক্তি।]

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমিরে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা !
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতী ;
তথাপি যুবতী হ'য়ে, পেটে অন্ন নাই দু বেলা।
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নির্দয় হ'য়ে পরের হাতে সঁপে দিয়ে ;
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা ;
কারে ক'ব এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে ;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা। ৮৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বিধবার উক্তি।]

আলাইয়া—খৎ।

নিদয় বিধাতা কেন রে আমারে,
পাঠা'লে ভারতে রমণী কোরেরে।
কি দোষে বলরে, কি ভাবি অন্তরে,
ভাসা'লে আমারে দুঃখ পারাবারে।
ভারত-পুরুষ, অস্থ-সুখ-বশ,
অবলা সুখেতে কাতর নহেরে।
বৈধব্য যন্ত্রণা তারা ত জানে না,
পত্নীর বিয়োগে অন্যেতে মজেরে।
হে বিদ্যাসাগর, কেশব কি কর,
হয়ে অগ্রসর, এ দুঃখ নাশরে। ৮৯ অজ্ঞাত।

[স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর যখন প্রথম বিধবা বিবাহের আন্দোলন করেন, সেই সময় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইত।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া খেমটা।

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছো রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাব, বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,

রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোকলাজ ভয়ে।
একাদশী উপসের জ্বালা, কর্ণেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন,
ছুজনাতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন—
বিনানিয়া বাঁধবো খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে।
যে দিন হতে, মহা প্রসাদ, শুনেছি ভাই এ সম্বাদ,
সে দিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ করেছি বর, না হতে হুকুম।
ঠাকুরপোরে করিব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে॥ ৯০

অজ্ঞাত।

[উপরোক্ত গানের অন্যরকম।]

(ঐ—সুর।)

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের, লেগে যাবে ধুম,
মনের সুখে থাক্‌বো মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,—
আলো চাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই ;—
এয়ো হয়ে, যাব সবে, বরণডালা মাথায় লয়ে॥ ৯১

অজ্ঞাত।

মধুকানের সুর—তেতালা।

মনের দুঃখ বল্‌ব কারে।
অনাথ বিধবা বলে, কে চাহিবে দয়া করে।
দুঃসহ জীবন-ভার, বহিতে পারিনে আর,
এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে
বিষাদে ভগ্ন হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়,
কাঁদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে।
কে আছ লহ এক বার, দুঃখিনীর সমাচার,
বিপদে কর উদ্ধার, বাঁচাও হে প্রাণে। ৯২

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

(মধুকানের সুর।)

মল্লার—কাওয়ালী।

হায়! বাল্যবিধবা দুঃখিনী; হ'য়ে চির পরাধিনী,
কাঁদে শোকে দিবস যামিনী।
মলিন মুখ কমল, ঝরিছে নয়ন জল,
রোদনমাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিণী।
নাহি সুখ পান ভোজনে, বিচিত্র বসন ভূষণে,
পড়ে সদা ধরাসনে, যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী।
যাতনায় শরীর শীর্ণ, কালিমা হ'য়েছে বর্ণ,
বিষাদে সদা বিষণ্ণ, যেন মাতঙ্গ-দলিত নলিনী।
একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রুজলে,
কেহ নাই ভূমণ্ডলে, শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী

ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যা'বে,
অবলার শোকে বিলাপে, পূর্ণ হল গগন মেদিনী। ৯৩
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

[আর্য্যা-বিধবা।]

আসাবরী—আড়া।

কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর!
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
সহ অবনতমুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিবিদ-জ্যোতিঃ যে যুগল লোচনে;
বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি মম যায় শোক-পারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দে যতনে;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর। ৯৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বাগেশ্রী—আড়া।

(কে কাঁদিছ?)
কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে;
কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে।

এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছে কাণে।
নিশীতে ঝরিলে অশ্রু বিষাদে কমল,
মুছান অরুণ আসি তার নেত্র-জল,
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছা'বে না কি ও অশ্রু তপন কিরণ-দানে।
হেরিয়া দুখিনী আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,
বল কোন্ জন্ম ফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে। ৯৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(কৌলীন্য, বহুবিবাহ ও কন্যাপণ।)

[অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের উক্তি।]

(জীব সাজ সমরে—সুর।)

মনদুঃখ ক'ব কায়,
দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কপাল দোষে,
কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এ সব কুলমেয়ে,
বলি দিবে কুলময়ির পায়॥
আমারা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি সুহৃদ এ ভুবনে, কঠিন পিতা মাতা তায়,

স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দু'জনে,
(কেবল) ভ্রাতৃ-জায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে,
পোড়া উদর পোষি আজীবন ভরে,
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়।
সদা মরি মনস্তাপে,
না জানি কি পাপে পাপিনী জেনেছে বিধাতায় (তাতে)
পাপ ভেবে চিতে, পাপীনীদের হাতে,
দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়।
(হায়) মোদের যে যম পতি, সবার করে গতি,
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যমঘরে,
(নিতে) বারণ করে যম রাজায়। ৯৬

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[শিশু বরের প্রতি বৃদ্ধার উক্তি।]

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।)

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশু-বরের পাশে কোন্ বা রসে,
ঘোমটা দিব পাক্‌না চুলে॥
গায়ে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলি,
নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে,
ভাল কল্লো কল বঙ্গালিতে মিল্ল বর এক কচমা ছেলে।
হায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু-বরকে নিয়ে,
কেমনে ঘুরব আমি কলাতলে,

(ওকে) বলব বা কি, বলবে বা কি,

বলবে বা কি এয়োকুলে।

আমার এ অন্তকালে, ওর শুভ দৃষ্টি হ'লে,

ছেলেটী ডরবে এ চাঁদ মুখ দেখিলে,

নিয়ে দুগ্ধের বর, কল্লে ঘর, ডাকবে সে ঠাকুরমা বলে। ৯৭

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকার উক্তি।]

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।)

যাই লো সই, ঐ অসুরে বুড় হেরে ডরে মরে।

দিলে কাশটা, সে আকাশটা

ফাটে, কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধরে।

সাজা'য়ে পাটকাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,

বল্লে মায় দেখিস বরে নয়ন ভরে,

দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে, পাটে বসেছে ঠাট্ করে।

মোট্‌কা সব ঘট্‌কা এসে, শুনালে চোট্‌কা ভাষে,

বুড়টা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে,

আমি অন্তরেতে ডরি লো তার মন্ত্র কৈতে দন্ত নড়ে। ৯৮

ঐ

(হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে—সুর।)

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে।

কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে॥

বল কোন্ দুরাচারে ; তুমি সরলা বালারে ;
এ কঠোর কারাগারে ; অবিচারে দিলে ॥
নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু,
নাই কোন সিন্দুর-বিন্দু ; সুন্দর কপালে।
কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী,
কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনী এ মহিমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃবধুর পদ সেবে,
নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে।
অনাথা কুলিনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে,
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে ॥ ৯৯

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

(দেখলাম যত নারী বসে নীরে—সুর।)

বল্লালী তুই যারে বাঙ্গালা ছেড়ে।
ডুব্‌ল ভারত কদাচারে,
সোণার বাঙ্গালা যায় রে ছারেখারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে ক'রে, ব্যভিচার তুই যা রে মরে,
পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গ-মায়েরে অপার পাথারে।
কমলিনী সমাজে সব কুলিনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হয়ে,
(এরে) ওদের দশা মনে হলে, দুঃখেতে পাষাণ গলে,
কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জলে মরে।
শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত,
(এরে) কুমারী কুলীন-কুমারী করে অশ্রুপাত,

(এরে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি,
ঘটকসনে করে যুক্তি, দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে। ১০০

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

(দেখলাম যত নারী বসে নীরে—সুর)।

মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে।
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল, এথে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মেলে মিল, জাতি কুল সকল রহিবে।
ঘরে ঘরে কুলমেয়ে দুখে ভেসে যায়,
(এরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,
(এরে) বল বল খড়্দ ফুলে, কি গৌরবে আছ ফুলে,
দেশ নালিশে সমূলে, আর কত কাল রবে এ গৌরবে!
সযতনে অন্নদানে কুল-কন্যাগণ, (এরে)
মূক সুকপাখীসম করেছ পোষণ (এরে)
তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধ, সে পাখী জীয়ন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে। ১০১

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[মরণোন্মুখ পিতার প্রতি অনূঢ়া কন্যার উক্তি।]

(পারব না রাজ সভায় যেতে—সুর।)

কার পানে বা চা'বে পিত এ দুঃখিনী কুলমেয়ে,
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি,
রেখে যাও হে কার করে আশ্রয়ে।

ভ্রাতা নহে ভ্রাতার মত, সে যে যায়ার অনুগত,
(আর) দাসী হয়ে রব কত, ভ্রাতৃ-বধূর মুখচেয়ে।
অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
শেষে পিত কার করে যাও হে তা'রে সমর্পিয়ে।
চির দুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে,
(এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে, দুঃখিনীরে ভাসাইযে। ১০২
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[কোন বহুবিবাহকারী স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন।]

(হারে বিধি তোরে যদি বিরলেতে পাই রে—সুর।)

বহু দিন পরে এসেছি. চিনি না কো শ্বশুরবাড়ী.
কোন্ পথে যাইব মা গো, বিশ্বনাথ বাবরীব বাড়ী।
যা'রা ছিল ছেলে পিলে, তা'দেব হ'ল ছেলে পিলে.
বিয়ে কবেই গেলুম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি।
বাড়ী ঘর তা নাহি চিনি, (কেবল) শ্বশুরেরই নামটী জানি.
উত্তবেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।
বাড়ীর মধ্যে এক একচালা, তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা.
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা, বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর ত হাসি রাখতে নারি,
তুমি যা'কে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারি। ১০৩
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[কুলীন কুমারীগণের বিবাহ দর্শনার্থী প্রতিবেশিনী-
গণের উক্তি।]

(গুরু-চিন্তা কর মন যে দিন ত বয়ে যায়—সুর।)

আয় লো আমরা কুলীন-বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখ্‌তে যাই,
তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই।
শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই,
নৈলে নিদান পক্ষে বৃষোৎসর্গ, একটী বৎস চারিটী গাই,
(দিবে) এক বরেই চারিটি মেয়ে লোকের মুখে শুনতে পাই,
(আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়া, পিতা মাতার দয়া নাই। ১০৪

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

[কুলীন কন্যার উক্তি।]

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুলীন তনয়া হয়ে অকূলে ভাসিয়া যাই,
অবলা ডুবিয়া মরি, কোন কূল নাহি পাই।
হইয়া কুলীন বালা, সহে না সহে না জ্বালা,
মরণ হইলে বাঁচি, আর কিছু নাহি চাই।
বহুনারী হয় যার, রমণী হইলে তার,
হয় সার হাহাকার জীবন যন্ত্রণা ঠাঁই। ১০৫

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

[সুরা পান।]

(ওহে দীননাথ—সুর।)

ললিত বিভাস—একতালা।

তোমারে যে জন, করেন গ্রহণ,
তাহার কখন ভাল নাহি হয়।

তুমি সর্ব্বনাশী, বঙ্গ ভূমে আসি,
নাশ রাশি রাশি মানবনিচয়।
যে দিকে যেখানে হেরি বঙ্গভূমে,
সে দিকে পূর্ণিত তোমারই ধূমে ;
ধরি মায়া-বেশ, নাশ বঙ্গদেশ,
তোমারই তরে হাহাকারময়।
যকৃৎ প্লীহাদি শ্বাস-কাশ যত,
সাংঘাতিক রোগ আছে নানা মত ;
সেই সমুদয়, তোমা হ'তে হয়,
আহা কত তায়, মরে জীবচয়!
ও রে সুধা তোর হেরে অত্যাচার,
বসে বঙ্গমাতা কাঁদে অনিবার ;
নীরবে নির্জ্জনে, ব্যাকুলিত মনে,
সে দুখ হেরিলে বিদরে হৃদয়। ১০৬

হরনাথ বসু।

[ওহে দীননাথ—সুর।]
খাম্বাজ—একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়,
ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।
দেখ গো এক বার, ডুবিল সংসার,
আমাদের প্রতি হ'য়ে কৃপাবান্।
জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়,
রহিব কি মোরা হ'য়ে নিরাশ্রয়,
চিরদুঃখী দীনহীন নিরুপায়,
অনাথ দরিদ্র-বালক-সমান।

তোমার অত্যাচারে জননী আমার,
কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার,
শোকে ভগ্ন-দেহ অস্থিচর্ম্মসার,
দেখিলে সে দুঃখ বিদরে পাষাণ। ১০৭

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে।
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ত্যজিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে।
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
জনম-দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃতসমান,
তার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারি রে।
সঞ্চিত ধন-সম্বল, যা ছিল সকল গেল,
দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে। ১০৮

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(মন চল নিজ নিকেতনে—সুর।)

সুরট মল্লার—একতালা।

ও ভাই ম'জোনা সুরাপানে।
বলি বিনয় করে, দুটি পায়ে ধরে,
রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে।
কত গুণবান প্রিয়দরশন,
ভারত-মাতার হৃদয়ভূষণ,

যৌবন বয়সে, মজে সুরারসে,
অকালে মরিল প্রাণে।
ভাসা'য়ে সকলে দুঃখের পাথারে,
চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে,
পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে,
বিষম শেল বুকে হেনে;
দেখ দেখ কত যুবা বলবান্,
মদে মত্ত হ'য়ে হারাইল জ্ঞান,
সাংঘাতিক রোগে সদা ম্রিয়মাণ,
না পায় সুখ জীবনে। ১০৯

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

মল্লার—আড়াঠেকা।

সুরাদলন সংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণ।
কর চূর্ণ মদপাত্র, পাপ-শুণ্ডিকাভবন।
প্রচণ্ড অসুরদল, প্রচারি সুরা-গরল,
মহা পাপে ডুবাইল, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান ধন।
কাঁদি'ছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হৃত,
শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন;
ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক-স্রোতে,
করিতেছে সর্ব্বনাশ, ঘোর অনিষ্ট সাধন। ১১০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

[ভারত-মাতার উক্তি।]

ললিত—তিওট।

বাছা বলি রে অকালে জীবন দিও না।
(মায়ের কথা রাখ রে)

আশু সুখে মত্ত হ'য়ে, নিজ নিজ হাতে তুলে,
সুরা-গরল খেও না ॥
অভাগিনীর পুত্র যত, সুরাপানে হ'য়ে রত,
আমার মরমে দিল কত বেদনা।
সে কথা স্মরণ করি, সদা বহে চক্ষে বারি,
আমারে আর কাঁদা'ও না ॥ ১১১

হরিনাথ মজুমদার।

হায় রে তোদের হাতে ধরে করি রে মানা।
তোমরা কেউ সুধা বলে, হাতে তুলে,
(সুরা-গরল) পান করো না, রে ॥
১। মদ্য হয় কাল ভুজঙ্গ, ওরে' যে করে তাহারি সঙ্গ,
হয় বে তার ধন সাঙ্গ, জীবনো রহে না ;
এই যে গরল পানে, মলো প্রাণে, (সোণার হরিশ),
আর তো উঠে বসিল না (রে) ॥
২। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গশশী, তারে খেলে ঐ রাক্ষসী,
এর মত সর্ব্বনাশী, এমন আর দেখি না ;
খেলে কত রতন, যতনের ধন, তবু উদর পুরিল না ॥ (রে)
৩। মাইকেল শ্রীমধুসূদন, ওরে ছিল বঙ্গের অমূল্য ধন,
করিলে সাধন এখন, সে ধন আর মেলে না ;
সে যে গরল খে'লো, ঢলে প'লো,
মা বলে আর ডাকিল না, রে ॥ (সাধের মধুসূদন)
৪। আমার যে কপাল পোড়া,বেচে কাটনার সুত কলার ছড়া,
শিখালাম লেখাপড়া, পেয়ে রে যাতনা ;

এমন মত্ত মদে, রও আমোদে, (কেঁদে মরি)
মায়ের কথা কেউ শোন না, রে ॥ (মদে মত্ত সদা)
৫। কাঙ্গাল কয় মনের ব্যথা, কাঁদে বঙ্গমাতা, রাখ তাঁর কথা
ওরে ভাই, আপনার মাথা আপনি খেও না ;
ওরে, কাঁদিতে তাঁর জনম গেল, মাকে আর ভাই কাঁদা'ও না রে
(তোদের পায় ধরি)। ১১২ হরিনাথ মজুমদার।

(কি আর জানাব নাথ—সুর।)
পাহাড়—আড়াঠেকা।

কেমনে ভারতে পাপ সুরাস্রোত প্রবেশিল,
অনল-প্লাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল !
সুধু এ অনল নয়, এ বহ্নি গরলময়,
অনন্ত প্রবাহবলে ভারতেরে বিনাশিল !
হায় রে সোণার বঙ্গে, এ পাপ-সুরা-তরঙ্গে,
অঙ্গার করিল সব যা কিছু সম্পদ ছিল !
দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা,
ঐশ্বর্য্য বিভব সহ জীবন আহুতি দিল।
পুত্র শোকে অবিরত, কাঁদে জন্মভূমি কত,
অবিরল অশ্রুজলে এ অনল না নিবিল ! ১১৩
গোবিন্দচন্দ্র দাস।

(যাবে কিহে দিন আমার—সুর।)
মুলতান—আড়াঠেকা।

(বিভো !) কত দুঃখ দিবে আর বল,
হারাইয়া রাজ্যধন, হারাইয়া সিংহাসন,
বাঁচিয়া ছিলাম দেখে যাদের মুখকমল !

সুরার প্রবল স্রোতে, যায় তারা অধঃপাতে,
কাঁদা'য়ে অভাগী মায়--হায় কি পাপের ফল।
দেখ বক্ষে অবিরত, সন্তান-শ্মশান কত,
জলিতেছে মহা ঘোরে পোড়াইয়া মর্ম্মস্থল। ১১৪
গোবিন্দচন্দ্র দাস।

[সুরার উক্তি।]
লক্ষৌ ঠুংরি।

নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগস্ত্য গণ্ডূষ' কর পিপে সমুদয়।
গ্রামে গ্রামে খোলাভাঁটি, আছে বেশ্ পরিপাটি,
জীবন-মুক্তির পথ বহুদূর নয়।
খাও ব্র্যাণ্ডী এক গ্লাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময়।
ভুলে যাও আত্মপর, দ্বেষ হিংসা পরস্পর,
কর হে যোগীর মত উদার হৃদয়।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূ-শয্যায় পড়ি,
কর দোহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়,
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়।
১

[সুরাপায়ীগণ।]
জয় ব্রাণ্ডী শ্যাম্পীন্, তুমি হুইস্কি তুমি জিন্,
নাহি জানি তব পরিচয়।
ক্ল্যারেট মেডেরা সেরি, তুমি রম্ ধান্যেশ্বরী,
খোলা ভাঁটি তুমি বঙ্গময়।

পামর পাষণ্ড যারা, তব নিন্দা করে তারা—
কে বলিবে কত পুণ্যে হয়।
তোমার পিপার গাছ, তোমার বোতলে কাচ,
জয় সুরেশ্বরী জয় জয়।

২

[সুরা।]

খাও হে আরেক গ্রাস—কিসের সংসার?
বুজিলে চক্ষের পাতা কেবা থাকে কার
করিলে চপেটাঘাত, করিও না অশ্রুপাত,
ফিরাইয়া দিও অন্য কপোল তোমার।
প্রদানি মুখের গ্রাস, পরের পুরাও আশ,
যত সাধ্য পার কর পর-উপকার।
আপনার ঘর বাড়ী, পরেরে দিয়েছ ছাড়ি,
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা—প্রশংসা তোমার।
খাও হে আরেক গ্রাস—কিসের সংসার।

৩

[সুরা।]

কাঁদিবে জননী যদি কাঁদিবে কাঁদুক,
ভগিনী তোমর তরে, যদি অশ্রুপাত করে,
সোদর ছুরিকা ঘাতে যদি চিরে বুক,
ক্ষতি লাভ কিবা তায়, দুদিনে ভুলিবে হায়,
এমন সংসারে বল আছে কিবা সুখ?
সমুখে ব্রাণ্ডীর গ্রাস—দেও না চুমুক।

[সুরাদ্বেষীগণ।]

কি বলিলে রাক্ষসী রে?—শুনিলে কি ভাই?
খাইয়া বুকের রক্ত আশা মিটে নাই?
আয় দেখি এক সাথে, দূর করি পদাঘাতে,
মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই!
ভাঙ্গিয়া বোতল গ্লাস, যাহা কিছু সর্ব্বনাশ,
ভারত-সাগরে দিব ভাসাইয়া ভাই।
আয় রে এখনি গিয়ে, এখনি আগুণ দিয়ে,
পোড়াইয়া খোলা ভাঁটী করি ছাই ছাই।
মায়ের বুকের শেল দেশেব বালাই। ১১৫

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

জংলা—একতালা।

খেওনা খেওনা, ছুঁওনা ছুঁওনা, মদ বদ্ জিনিস ভাই রে।
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি,
মতিমান নরে করে হীনমতি,
অল্প দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের ঠাঁই রে।
বিনাশে পদ, ঘটায় বিপদ,
করে দুরাশয়, করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ, পাতকের হ্রদ, মদ আপদের খাঁই রে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে,
কলেবর ত্যাগ করে অভাগারে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষীর বাড়ে ঠাঁই রে।

অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যা-গমন,
অহরহ অপকর্ম্মে আকিঞ্চন,
অধর্ম্ম ময়দানে করায় বিচরণ, বাছে না বলদ গাইরে।
যারে দংশায় সুরা-কাল-সাপ,
কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগ ভোগে, পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাই রে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল,
বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ম্ম ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল, রেগে হতে হয় কাঁই রে।
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে লাল,
চলে যায় বেঁকে, লোকে বলে মাতাল,
পথে ঘাটে প'ড়ে খায় কতগাল,
ছিছি! এমন পাজি নেশা নাই রে। ১১৬

প্যারিমোহন কবিরত্ন।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

আসিয়ে মাদক-দানব, নাশিল সব,
ভারতভূমে দেখ্ রে তোরা।
ঐ দেখ ইডেন্ সৃষ্টি, খোলাভাঁটী,
গরিব লোকদের কল্লে সারা,
দেশী মদ সস্তা পেয়ে, অনেক খেয়ে,
ধনে প্রাণে ম'লো তারা।
ছাড়িয়ে সকল কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম,
করে কেবল সুরা সুরা।

দু'বেলা পায়না অন্ন, অন্নজীর্ণ,
বেড়ায় যেন দিশেহারা।
দেখ তাদের দারাসুত, দীনের মত,
সার করেছে ভিক্ষা করা;
হায়! তাদের দেখ্‌লে পরে, নয়ন ঝরে,
যেন জনম বাপ মা মরা।
আবার ঐ বিলাতি মদ, করিল বধ,
ছিল যত বাবু ভায়া।
সাহেবী কর্ত্তে গিয়ে, ব্রাণ্ডি খেয়ে,
হ'ল পিলে যকৃৎ জ্বরা।
আহা! কি মোহে পড়ে, সকল ছেড়ে,
মদের তরে হ'লো সারা;
মদ কিন্‌চে, বেচে বাড়ী জুড়ী,
শেষে শুঁড়ীর পায়ে ধরা।
মানুষকে পশু বানায়, ফেলে থানায়,
আরো কত করে সুরা।
হায় হায়, এ দেখেও কি, হয় না বুদ্ধি,
ছাড়ে না মদ কেন তারা!
দেখ্ গাঁজা চণ্ডু খেয়ে, পাগল হয়ে,
ম'চ্ছে কত গরীবেরা।
দিতেছে থাক্কিং গুলি, নরবলি,
ধরে ধরে কত তারা।
আবার ঐ মাদৎ চরস, আর তালের রস,
একবারে দেশকে ক'লে সারা;

সিদ্ধিটা বুদ্ধিনেশে, হেসে হেসে,
লোক্‌কে করে চিন্তা-জরা।
তামাক চুরুট নস্যেতে হয় উদরাময়,
দৌর্ব্বল্য আর মাথা ঘোরা;
আনিয়ে যক্ষা কাশি, প্রাণটী নাশি,
করে হুকুম হাসিল তারা।
হায়! পেয়ে অমূল্য ধন, মানব-জনম,
খাও কেন ভাই গরল সুরা,
এস পান করি সবে, শান্তি পাবে,
হরিনাম-গান-মদিরা। ১১৭

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষৌ ঠুংরি।

কত দিন আর ঘুমাইবে বল,
দেখরে চাহিয়ে দেশ ধ্বংশ হল!
আসিয়ে মাদক ভারত-ভূমেতে,
মোহমুগ্ধ করে গ্রাসিল সকল।
যুবা বৃদ্ধ দলে ধরি একে একে,
নিপাত করিল জ্বালিয়া অনল।
কত রমণীকে বিধবা করিল,
কত শিশু দেখ, অনাথ হইল।
দেখ গৃহে অনল জ্বালিল,
গ্রামে গ্রামে রব—"গেল! গেল!"

কোথা হ'তে হায়! এ রাহু আসিল,
কেমনে বলরে দেশেতে পশিল?
ধরিছে, মরিছে, গ্রাসিছে, দহিছে;
অকালে এ যে রে প্রলয় আনিল!
এ দেখে কেমনে, আছ স্থির হ'য়ে?
উঠরে! জাগিয়ে, বিলম্বে কি ফল?
ভগবান স্মরি বিনাশয়ে অরি,
নইলে ভারত ডুবিল! ডুবিল! ১১৮ অজ্ঞাত

ঝিঁঝিট কালাংড়া—যৎ।

মরি হায় হায়!
সুরার তরঙ্গে বুঝি দেশ ভেসে যায়।
কোথা হ'তে সুরা এল, দেশ ছারখার হ'ল,
আবাল বণিতা বৃদ্ধ তা'রই পানে যায়।
কত যুবা যুবাকালে, পড়ে কালের কবলে,
বৃদ্ধ পিতা মাতাগণে, শোকেতে ডুবায়।
কত শত সাধ্বী সতী, অকালে হারায় পতি,
হাহাকার রবে পূর্ণ করিছে ধরায়।
জ্বলিছে এ বিষানল, ধূ ধূ করি অবিরল,
পতঙ্গ সমান লোকে তারি পানে ধায়।
পড়িয়া সেই অনলে, ধনে প্রাণে সদা জ্বলে
অকালে পতঙ্গ সম পরাণ হারায়।
ভারতের কি দুর্দ্দশা, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল চাষা,
অন্নাভাবে শীর্ণকায়, তবু মদ খায়।

তাই বলি এস ভাই, মদ খেয়ে কাজ নাই,
ভাই ভাই মিলে যাই, সাধুজন প্রায়।
দাও তুলে খোলা ভাঁটি, মদ ছেড়ে হও খাঁটি,
সবে মিলে কুতুহলে হরিগুণ গাই। ১১৯ অজ্ঞাত।

[জাতিভেদ, দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ্য।]

মল্লার—আড়াঠেকা।

সাধের ভারত-ভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হযে পরদ্রোহে;
নিজ হস্তে নিজ গৃহ, দুঃখানলে দগ্ধ করে।
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখিনীরে, জন্মভূমি-জননী রে।
এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়,
সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে,
কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবন্মৃত, অনাদরে অত্যাচারে!
পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
দুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাসারে;
ভ্রূণ হত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারেখারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখে'ও তা দেখে না রে। ১২০

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[দারিদ্র্য।]

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

মরি কিবা মূরত্তি ভীষণ ;
একি দৈত্য ক্রূর-দরশন।

পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দন্ত কটমটি ;
জ্বলিছে উদর-মাঝে ঘোর হুতাশন।

লোল জিহ্বা ক্রূর দেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ ;
ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ।

সতীর সতীত্ব নাশে, মা হ'য়ে শিশুরে গ্রাসে ;
নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন।

কভু ধরি উগ্র বেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ ;
লক্ষ লক্ষ নারী নরে করিছে চর্ব্বণ।

দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারেখারে ;
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন দহে হুতাশন !

ভারতের নরনারী, আলস্য সকলে ছাড়ি ;
অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ।

ছিন্ন কর মোহপাশ, ছাড় দাসত্বের আশ ;
চিরদুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন।

যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার ;
গৃহ-সুখ-লালসায় দেহ বিসর্জ্জন।

সাহস সামর্থ্য আর, পথিক বলে কর সার ;
ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ। ১২১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

আলেয়া—ঠুংরি।

গভীর বিষাদে, বিষম প্রমাদে,
সোণার ভারত আঁধার হইল।
আহার বিহনে, মরিছে পরাণে,
দরিদ্র অনাথ মানব সকল।
বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদান,
ভীষণ আকাল নিকটে আইল।
কাতর ক্ষুধায়, কাঁদিছে তনয়,
দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল।
ভাবনায় অবশ, দুঃখেতে নিরাশ,
করিছে হাহাকার হইয়ে আকুল।
সঞ্চিত সম্বল, সকলি ফুরাল,
নিবাতে দারুণ জঠর-অনল।
বল হে কি রূপে, সুখেতে ঘুমাবে,
দ্বারে যে ভিখারী জীবন ত্যজিল।
এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচা'তে
দয়ালু ঈশ্বর ভরসা কেবল। ১২২

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

সুরট মল্লার—আড়া।

ক্ষুধায় জনম আমার, অন্ন নাই খে'তে ঘরে।
পরিবারগণ সবে, ক্ষুধায় ক্রন্দন করে।
প্রাণতুল্য পুত্রগণ, হ'য়ে ব্যাকুলিত মন,
বলে শীঘ্র খে'তে দাও, নতুবা যাই প্রাণে মরে॥

দুর্ভিক্ষ হ'লো প্রবল, আমার নাই অর্থবল,
কি রূপে বাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায় ;
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে,
ভাবিলে সেই ঘোর মৃত্যু, সতত নয়ন ঝরে।
আর কোন স্থান নাই, যথা গেলে অন্ন পাই,
বিপদ-কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয় ;
কোথা ও হে ধনীগণ, দরিদ্রে দিয়ে অশন,
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে॥ ১২৩

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[হিন্দুসমাজের দুরবস্থা ও দেশাচার বিষয়ক।]

(কেন গো কালি লেংটা ফির—সুর।)

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে।
কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে।
অনিয়মের বাধ্য হ'য়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে,
(এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো।
সাধ্য কি কে কারে বলে,
জমিদার ধনীগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে।
(দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে,
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে।
(তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুকাজ তলে তলে।
রাসবিহারী কয় মাটি কাট আমি যাব তোমার তলে।
(তখন) ধরণী কয় কি রূপ কাটি গলিত তোমার নয়ন-জলে। ১২৪

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বেহাগ—আড়া।

হও হে সদয় বিভো! কেন নিরদয়?
বঙ্গের দুর্গতি আর প্রাণে নাহি সয়॥
দুরাচার দেশাচারে, যায় দেশ ছারেখারে,
দেশীয়েরা কুসংস্কারে, আছে অন্ধপ্রায়—
ও বিভো জ্ঞানাঞ্জন! করি জ্ঞান বিতরণ,
কর এ দুঃখ ভঞ্জন, দেহ পদাশ্রয়,
নাথ দেহ পদাশ্রয়॥ ১২৫ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

আলেয়া—আড়া।

ও হে দীনদয়াময়, কি হইল হায় হায়,
ভেবে সমাজের দশা, দেখে প্রাণ যায় যায়।
কি কব দুঃখের কথা, কোথাও কৌলীন্য-প্রথা
দিতেছে অন্তরে ব্যথা, কত কামিনীর—
কোথাও বা কন্যাপণ, করে কত জ্বালাতন,
কোথা অকাল-মরণ বাল্যবিবাহ ঘটায়!!
সুধু নয় এক রোগ, কত দোষ করে ভোগ,
কিসে হবে সুসংযোগ, ভেবে নাহি পাই।
সমাজের পতি যাঁরা, মিছে অভিমানী তাঁরা,
থাকিতে নয়ন-তারা, আছে যেন অন্ধপ্রায়।
সবে স্বপ্রধান ভাবে, ভ্রমিতেছে নানা ভাবে,
কেহই একতা লাভে, নয় যত্নশীল—
নব্য প্রাচীনেতে দ্বন্দ্ব, এ বলে উহার মন্দ,
প্রকৃতি হিত-সম্বন্ধ, নাহি ভাবে এ কি দায়।

বল নাথ কবে কবে, হৃদলে একতা হবে,
যতনে করিবে সবে সমাজ-সোধন—
কুসংস্কার কদাচার, করি সবে পরিহার,
রবে কবে অনিবার, নিয়ত তব সেবায়। ১২৬

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[কুলীনকুমারীর খেদ।]

(জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ—সুর।)

অহং—একতালা।

১

হায় হায় হায়! খেদে প্রাণ যায়,
বলি কায় হায়! মনের দুঃখ।
কেন পোড়া প্রাণ নাহি বাহিরায়,
কেন এতক্ষণ ফাটে না বুক।

২

কেন পোড়া বিধি রমণী গড়িলি।
যদি গড়েছিলি কেন রে তায়,
পাপভরা এই বঙ্গে পাঠাইলি,
ছিল না কি স্থান আর ধরায়?

৩

যদি বা বঙ্গেতে পাঠইলি ধাতা,
কেন পাঠাইলি কুলীনঘরে?
কি আর তোমায় কব মুণ্ড মাথা।
কহিতে বদনে কথা না সরে।

৪

যটে সুদুর্ল্লভ মানবজনম,
দ্বিজকুল-জন্ম দুর্ল্লভ অতি,
কুলীন ব্রাহ্মণসম * * *
আছে কে কোথায় এ বসুমতী ?

৫

জন্ম-জন্মান্তরে পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ
পুঞ্জ পুঞ্জ আছে দুষ্কৃতি যার।
পুঞ্জ পুঞ্জ যার কর্ম্মের বিপাক,
কুলীন-কুমারী-জনম তার।

৬

তার সম আর জনম-দুখিনী,
পাপিনী তাপিনী রমণীকুলে,
ধরে না ধরে না ধরে না মেদিনী,
বিধিও সৃজন করে না ভুলে! ১২৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

পৌরাণিক সঙ্গীত।

দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র, নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, শ্রীমন্তসংবাদ, ব্রজবৃত্তান্ত ও অক্রূর সংবাদ।

[নারদোক্তি।]

বাহার—কাওয়ালী।

মা দাক্ষায়ণী শুন নিবেদন।
তব পিতা যজ্ঞ করে, হর-অপমান-তরে;
ত্রিলোকেরে নিমন্ত্রিল,
লোকনাথে নিমন্ত্রিতে করিল বারণ॥

১। যথাযোগ্য সম্ভাষণে সবে যজ্ঞে যায়;
অবজ্ঞা করিয়া পত্র দিল না মা তোমায়;
জনক সম্ভাবে ভাসে, আনন্দ উল্লাসে হাসে;
তব সহোদরা তারা! তারা তারাগণ॥

২। চন্দ্রচূড়-শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পায়;
বিশদ শরদ-চন্দ্র পদনখে লুকায়;
চন্দ্রনাথে তুচ্ছ কোরে, গগণ-চন্দ্রে সমাদরে;
তব পিতা দক্ষ, বক্ষ করে বিদারণ॥ ১২৮

হরিনাথ মজুমদার।

ভৈরবী—একতালা।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বলো না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না॥
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতা করেছেন জনম-দুঃখিনী,
শিব-অপমানে হ'য়ে অপমানী,
শিব-নিন্দে আমার প্রাণে সবে না॥ * ১২৯

মদন মাষ্টার।

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবে চন্দ্র-মহিষীগণে, যোগেন্দ্র দরশনে,
গজেন্দ্র-গমনে চল রে।
অতুল রূপের প্রভা চরণ-সরোজ-শোভা,
অলি তাহে মধুলোভা, ধায় কুতূহলে রে॥
কিবা হৃদি-পুলকিত তারা, নিশানাথের মনোহরা,
তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাৎপরা।
চাঁদেতে যেমন তারা, বেড়া পরে ধরাতলে রে॥ ১৩০

দাশরথী রায়।

* এই গীতটী কেহ কেহ মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচিতও বলেন।

[শিবোক্তি।]

তাই ভাবি গো মনে—সুর।)

ভৈরবী—একতালা।

হবে কুলক্ষণ তথায় বিলক্ষণ।
সতি যেও না প্রজাপতির যজ্ঞে,
শিব অপমান, হবে যজ্ঞ-স্থান, শ্রবণে মর্ম্ম-বেদনে,
ওহে নারিবে জীবনে করিতে রক্ষে॥

১। আমি শ্মশানবাসী, শ্মশান ভালবাসী,
দেবের যজ্ঞ-ভাগে নহি অভিলাষী;
ত্যজে সোণার কাশী, চিতাভস্মরাশি
মাখি, দিশি দিশি করি হে ভিক্ষে॥

২। অসহ্য ঐশ্বর্য্য-মাৎসর্য্য-ব্যবহার,
মান অপমান সমান আমার;
যে যা বলে বলে হরি দিল ভার;
ঐ যোগে যোগী করে হে দীক্ষে॥ ১৩১

হরিনাথ মজুমদার।

[নন্দীর উক্তি।]

মুলতান—কাওয়ালী।

তোরে যেতে দিব না মা শঙ্করী।
আমার মন সরে না, প্রাণ বুঝে না,
যেতে দিতে দক্ষ-পুরী।
তুই গেলে আর আস্‌বিনি,
ওগো হরের মন-মোহিনী;

মা বলে আর ডাক্‌বো কারে,
সেই ভেবে মরি। ১৩২ রাধানাথ মিত্র।

[সতীর প্রতি শিব।]

(তোমারি করুণায় নাথ—সুর।)

ভৈরবী—আড়া।

যেও না যেও না সতি বারে বারে করি মানা,
ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিবে ভাসাইও না।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ সূচনা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আর এ জগতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না।
সতী-মন্ত্রে ব্রহ্মচারী, (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,
সতীধ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা,
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না। ১৩৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[সতীর উক্তি।]

(যাবে কিহে দিন আমার—সুর।)

মুলতান—আড়া।

যাই যজ্ঞ দেখিবারে জনক-ভবনে।
অনুমতি দেহ পতি মিনতি চরণে।
ভগ্নীগণ যজ্ঞ-আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি হে কেমনে ?

যাইতে বাপের ঘরে, সদা সাধ এ অন্তরে ;—
দিনেশ দিনেক-তরে, আদেশ গমনে।
বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাহি কভু মাকে ;
নিবেদি তাই তোমাকে, বিষাদিত মনে।
আর শুনিলাম নাথ, মহর্ষি নারদের মুখে,
আমার লাগিয়ে মাতা পাগলিনী প্রায়,
অনশনে দীনমনে ভূতলে পড়িয়া,
হা সতি! হা সতি! বলে করিছে রোদন।
আমার এ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে
দেখিতে মায়েবে ;
তাই নাথ বারে বারে করি অনুরোধ,
দিবসেকতরে, আদেশ আমারে,
যাই পিতার সদন। ১৩৪ রাধানাথ মিত্র।

ঝিঁঝিট খেমটা।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে,
আয় সবাই মিলে, ডাকি জয় মা ব'লে।
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগ্লী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা, ওরে দেখ্‌রে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে আমরা মায়ের ছেলে। ১৩৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[সতীর উক্তি।]

বেহাগ—ধামাল।

কুবের ভূষণে কি কাজ রে আমার।
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার॥

১। নিস্ব আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়;
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর॥

২। সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর;
শ্মশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর॥

৩। হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার;
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার। ১৩৬

হরিনাথ মজুমদার।

[প্রসূতীর উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সতী কেন যজ্ঞে এল না।
না দেখে ও বিধুবদন জীবন ধৈর্য্য ধরে না॥

১। জানি সতীর মতিগতি, বিনা পতি-অনুমতি,
কোথাও করে না গতি, বুঝি অনুমতি পেল না।

২। মম কন্যা যত তারা, যজ্ঞেতে এসেছে তারা;
তারা বিনা নয়নতারা, জলধারা ধরে না। ১৩৭

হরিনাথ মজুমদার।

[সতীর উক্তি।]

বেহাগ—খং।

জানি মা তোর দয়া মায়া, পিতার বিবেচনা।
ভিখারীর নারী বলে, মা গো নিমন্ত্রণ দিলে না॥

১। পিতা আমার যজ্ঞ করেন বার্ত্তা পেয়ে নারদমুখে ;
আপনি এসেছি যজ্ঞে মা গো দেখিতে তোমাকে ;
সম্ভাষণে দিয়ে পত্রী, আন্‌লে যত স্নেহপাত্রী,
আমি কি মা তোর কথার পাত্রী, দুঃখীনী বলে হলেম না॥ ১৩৮

হরিনাথ মজুমদার।

বিভাস—আড়াঠেকা।

জননি! আমি আর, আর গো, তোমার কোলে যাব না।
দুঃখিনী বলিয়ে যত কর স্নেহ সকলি জেনেছি জানাতে হবে না॥
আদরিণী মেয়ে ছিল মা যত, সকলি যজ্ঞে হলো নিমন্ত্রিত,
কি দোষের দোষী আমি মা এত,
কথার কথা এক বার আমায় বল্লে না॥ ১৩৯ অজ্ঞাত।

পরজ—একতালা।

ভিখারীর নারী বলে তাচ্ছিল্য কল্লে মোরে,
পিতা আমায় কথার কথা বল্লে না।
আর যত ছিল মেয়ে, আন্‌লে সব পত্র দিয়ে
আমি কি কথার পাত্রী হলেম না।
তাই বলি ও জননী, আমি যে হই দুঃখিনী,
দুঃখিনী বলে মান্য কল্লে না। ১৪০ মদন মষ্টার।

[প্রসূতীর উক্তি।]

টোরি—আড়াঠেকা।

আর অভিমান করিস্ নে মা, ক্ষমা দে গো ও শঙ্করী।
দুনয়নে বহে ধারা মা হ'য়ে কি সইতে পারি॥

তুমি নও সামান্ত কন্যা, ভবজায়া ত্রিলোকমান্যা,
আছি মা তোমারি জন্যে, পথ নিরীক্ষণ করি ॥ ১৪১
মদন মাষ্টার।

[সতীর উক্তি।]

ললিত-বিভাস—একতালা।

শ্রীচরণে স্থান দাও হে প্রাণ যায় প্রাণকান্ত।
পিতা দক্ষ, হ'য়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ আজ নিতান্ত ॥
১। তব আজ্ঞে আজ অবজ্ঞে, আসি যজ্ঞে হ'ল মানান্ত।
ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হর, ত্রিপাপান্ত ॥
২। নিষেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি দ্বন্দ্ব,
বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হ'য়ে ভ্রান্ত ;
তার প্রতিফল, হল সফল, পতি-অযশ-গরল, একান্ত ;
হ'য়ে নারী, সইতে নারি, পতিনিন্দা অবিশ্রান্ত। ১৪২
হরিনাথ মজুমদার।

[প্রসূতীর উক্তি।]
বিভাস—আড়াঠেকা।

কাঙ্গালিনী করে মোরে কোথা গো মা গেলি চলে।
দয়া কি না হ'ল প্রাণে দুঃখিনী জননী বলে।
হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে ;
হেরি তোমা ধরাসনে, ভাসি যে মা আঁখি জলে।
আসি পাপ-যজ্ঞ-স্থানে, পতিনিন্দা শুনে কাণে,
নিজ প্রাণ অভিমানে, ত্যজিলে মা মায়াবলে।
স্বপনে দেখিনু যাহা, সকলি ঘটিল তাহা ;—
সতী-দেহ তাই আহা, লুটা'তেছে ধরাতলে।

উঠ মা উঠ মা সতী প্রাণের নন্দিনী,
ত্যজ মান মানময়ী ধরি তব কর।
বারেকের তরে নয়ন মেলিয়ে,
মা বলিয়ে ডাক একবার।
কাতর অন্তরে ডাকে বারে বারে,
অভাগী জননী তোর ;—
জুড়াক তাপিত প্রাণ তোর কথা শুনে। ১৪৩

রাধানাথ মিত্র।

[প্রসূতীর উক্তি।]

যোগীয়া ভয়ারা—কাওয়ালী।

তোরা দেখ গো সতী কথা কয় না।
আমি কেঁদে কেঁদে হই সারা তবু সে যে চায় না।
আঁখি মেল, কথা কও,
তাপিত প্রাণ জুড়াও ;
আর দুঃখ সয় না।
নিতে এলে সদাশিব,
বল গো মা কি বলিব ;
মেয়ে হ'য়ে মাকে ফেলে,
কি করে মা গেলি চলে ;—
তোর এ ভাল দেখায় না। ১৪৪

রাধানাথ মিত্র।

[শিবের উক্তি।]

মুলতান—একতালা।

কই সে দুঃখিনী ধনী।
ভিখারী হরের ভিখারিণী।
কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী।
নীল-নলিনী, ফণির মণি।
কই সে হরের নয়ন-তারা,
সে বিনা হ'য়েছি নয়নহারা;
কই সে কামিনী, বন-হরিণী,
পাগল শিবে পাগলিনী। ১৪৫

রাধানাথ মিত্র।

[নন্দীর উক্তি।]

(অয়ি সুখময়ী উষে—সুর।)

ললিত—আড়া।

ত্যজে মণি-মন্দির চতুর্দ্দোল রত্ন-আসন।
কি বিষাদে ও মা সতী করেছ আজ ধরায় শয়ন॥
১। কি দুঃখে হরিলে জীবন, ও মা তারা জগৎজীবন;
হর-হৃদে হর সর্ব্বক্ষণ; (তুমি) সর্ব্বজয়ের সর্ব্বস্ব ধন॥
২। যখন আসি যজ্ঞস্থলে,
ত্রিলোচন ভাসি ত্রি-লোচনের জলে,
ত্রিলোচনী ধর বলে, দিলেন ত্রিলোচন;
মাতৃহীন হ'য়ে এখন, কেমনে যাই শিবের সদন;
সুধা'লে দিক্-বসন হরি! (হরি) করিবে কি নিবেদন॥ ১৪৬

হরিনাথ মজুমদার।

আলাইয়া—আড়া।

কেঁদে কহে নন্দী কি বিপদ ঘটিল।
স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো॥
লঙ্ঘি আসি শিব-আজ্ঞে, আসিয়া অশিব যজ্ঞে,
অকস্মাৎ কিমাশ্চর্য্য হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য,
হর-হৃদি করি ত্যাজ্য, শয্যা মায়ের ধরাতলে। ১৪৭

দাশরথী রায়।

ললিত বিভাস—আড়া।

এই দশা হলো ভাই নন্দী, মাকে এনে যজ্ঞস্থলে।
কার কাছে দাঁড়ব আমরা, কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে॥
ভাই আমরা কি করিলাম, কেন দক্ষালয়ে এলাম,
স্নেহময়ী মা হারাইলাম, এই ছিল কি এই কপালে॥ ১৪৮

মদন মাষ্টার।

[শিবের উক্তি।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ একা কেন এলি নন্দী কৈলাশভুবনে।
কার কাছেতে রেখে এলি রে সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে॥
সুহৃদ কুরীত কি বিবরণ, স্বরূপে সব বল রে এখন,
অস্থির হ'তেছে যে মন, না দেখে সেই সতীধনে। ১৪৯

মদন মাষ্টার।

[শিবের উক্তি।]

বিভাস—মধ্যমান।

নন্দি! কি শুনালি রে সতী ছেড়ে গেল।
আমার এ পাষাণ প্রাণ কেন না বেরুলো॥

একে দক্ষ করে অপমান, সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ,
আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল ॥
আমার সর্ব্বস্বধন দক্ষের কষ্টে, সেই নয়ন-তারা তারার জন্যে,
কি করিব কোথাই এখন যাই,—
আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে শ্মশানবাসী হ'তে হলো ॥ ১৫০

মদন মাষ্টার।

বিভাস ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

সতী-শোকে পতিত-পাবন, পশুপতি পতিত ধরা।
সুন্দর রজত-গিরি ধরা লোটায় না যায় ধরা ॥
১। জীবনতারা বিনা তারাপতি, হল রে আজ জীবনতারা,
অন্য ধ্বনি নাহি শুনি, ধ্বনি কেবল তারা তারা,
ত্রিনয়নের ত্রিনয়ন-তারায়, তারাকারা ধারা ॥
২। ও রে, নিরানন্দে সদানন্দ, নন্দীকে বলেন ত্বরা,
কি বলিলি ও রে নন্দি, তারা কি হলেম হারা ;
ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা করি যে তারাপদ ;
তারাপদ দক্ষযজ্ঞে দিলি নন্দি কি সংবাদ ;
কোথা আপদ-ভঞ্জিনী হৃদি-রঞ্জিনী তারা। ১৫১

হরিনাথ মজুমদার।

পিলু—কাওয়ালী।

চলিল বীরভদ্র বীর দক্ষযজ্ঞ বিনাশনে।
সঙ্গেতে অদ্ভুত ভূত, ভূতনাথের আজ্ঞা পালনে ॥
১। যজ্ঞকুণ্ড লণ্ড ভণ্ড, দেখিয়া প্রচণ্ড কাণ্ড,
ভুণ্ড কাঁপে পলায় দ্বিজগণে ;

(ওরে) ভূতে ছাড়ে হুহুঙ্কার, চূর্ণ দক্ষ-অহংকার,
ছিন্নমুণ্ড কদাকার, ধরা আসনে ॥
২। ভয়ঙ্কর গালবাদ্য, নিবারে কাহার সাধ্য,
দেবা বাধ্য শিবসৈন্যগণে ;
(ওরে) তালে তালে নাচে তাল, বেতাল ধরিছে তাল,
উপস্থিত প্রলয়কাল দক্ষভবনে ॥ ১৫২

হরিনাথ মজুমদার ॥

[শিবের উক্তি।]

মুলতান—জলদ তেতালা।

মেছে আর কেন ?
যদি ত্যজিলা আনন্দময়ী আনন্দকাননো !
বিনে সতী শশধরো, কৈলাসো ভূধরো,
হ'লো আঁধরো এখনো। ১।
যারো লাগি ভিক্ষা মাগি, সংসারী শঙ্করো যোগী,
শিব সর্ব্বস্ব সে ধনে, না হেরে ভবনে,
রবে কেমনে জীবনো ? ২। ১৫৩

মনোমোহন বসু।

শিব ও সতীর মিলন।

[কিন্নরের গান।]

সাহানা—ধামাল।

কৈলাসো ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি—
বিরাজিত হরগৌরী—কি যুগল মাধুরী !

রজতে কনকোকান্তি মিলিল আ মরি!
আধ অঙ্গে বিভূষিত, আধ চুয়া কস্তুরী!
একাঙ্গে ভুজঙ্গগণো, একাঙ্গে মণি কাঞ্চনো;
আধ বাঘাম্বরখানি আধ কৌম বসন্তনা;
আধই জটা জুট, আধ শিরে কবরী! ১।
সার্দ্ধনয়নে অঞ্জনো, মরি কি আঁখি রঞ্জনো!
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে, কিবা সার্দ্ধ লোচনো!
কপালে শশধরো, অনলো কোলে করি! ২। ১৫৩

মনোমোহন বসু।

ভৈরবী—একতালা।

(মরি) হরবামে হরি বসি।
হর তুখ হরে, রজত-শেখরে,
আলো করে যেন শরদশশী।
১। হর-গৌরী-মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর,
আধ ধবল গিরি আধ শশধর;
আধ বেণী আধ জটা মনোহর,
আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী।
২। দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল,
বামকর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,
খগ-চঞ্চু নাসা আধ তিলফুল,
অধরে না ধরে মধুর হাঁসি।
৩। বলয়া কঙ্কন কর শোভা করে,
অক্ষমণিহারে, মুনি মনোহরে;

দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল ডম্বুরে ;
অন্য ভুজদ্বয়ে চক্র করাল অসি ॥
বাঘাম্বর-সনে নীলাম্বরী সাজে,
যুগল চরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে,
হরিহররূপ হৃদয়-সরোজে ;
হরি দরশণ করে দিশি নিশি ॥ ১৫৫
হরিনাথ মজুমদার।

[শিবের বিবাহ বিষয়ক।]

সুরট—কাওয়ালী।

আয় রে বেতাল, সাজ তাল, বাঘছাল, হাড় মাল,
এনে দে রে উমাকান্তে।
আয় রে তোরা যাব ত্বরা করে গিরিবর-বাসে,
বরবেশে বরদারে আন্তে ॥
আর কালবিলম্ব কেন, কাল ভুজঙ্গ আন,
শুভ কাল হলো রে কালান্তে।
যাহার জন্যে তনু জরা, যনম-যন্ত্রণা হরা,
নারদ-বদনে পেলেম শুন্তে ॥
বিনে তারিণী, ভয়হারিণী, আছি যে দুঃখে দিবা রজনী,
পার না কি জান্তে ॥ ১৫৬ দাশরথী রায়।

সুরট—কাওলী।

আই আই পালাই কি বালাই, কাজ নাই এ জামাই,
দেখ মিছে একি রঙ্গ।
যত মেয়ের হাট পেয়ে, অন্নেয়ের মাথা খেয়ে,
আবার হয়েছে উলঙ্গ ॥

চল গো সজনী চল, নালা কেটে যেনে জল;
এন না বুড়াকে করি ব্যঙ্গ।
খেপা মহেশের যেও না পাশে, মরি ত্রাসে বুকে এসে,
পাছে খাবে লো ভুজঙ্গ।
এ বড় মর্ম্মের ব্যথা, এ বরেরে স্বর্ণলতা,
দিবে গিরি খেয়ে কি অপাঙ্গ॥
আহা মরি ছি ছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে,
বিরোধে নারদে বুড় রঙ্গ।
সাধের উমার বর, খেপা হর দিগম্বর,
শিরে জটা উদর মোটা কি ঘোরঘটা ভূতের সঙ্গ॥ ১৫৭

দাশরথী রায়।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

মুনি এলো বর, পরিধান বাঘাম্বর,
মাখা ভস্ম কলেবরে।
সাধের গিবিবর-নন্দিনী, ছি মা, এই বরে কেউ বরে।
রূপ দেখে নই মলেম হেসে, অস্থিমালা গলদেশে,
বর এসে কি বলদে বসে, দোষের সাগরে।
বুড়ার কপালে আগুন, কেবল মাত্র একটী গুণ,
মুখে রামগুণ গান করে॥ ১৫৮

দাশরথী রায়।

খাম্বাজ—খং।

তোরা কেউ ধর্ত্তে কুলো যাস্‌নে ওলো কুলবালা।
মহেশের ভূতের হাটে, এ সব ঠাটে সন্ধ্যা বেলা।

যে রূপ ধোরেছিস্ তোরা, চিত্ত উন্মত্ত করা,
চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা। ১৫৯

দাশরথী রায়।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরিপুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা।
দাঁড়া'লেন উমেশ সম্মুখে উর্দ্ধ কর করি,
রাকা চন্দ্র ঢাকা রূপধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চল চঞ্চলা॥
কিবে কাঞ্চন-কবরী আর, কমলাদি কুসুমহার
কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা।
দশ কর-আভায দশদিক্ অন্ধকাব হরে,
প্রতি করনখরে কত শরদ-ইন্দু শোভা করে,
নখর হেরি চকোর সুধামানসে উতলা॥ ১৬০

দাশরথী রায়।

[আগমনী।]

(গৌবচন্দ্রী।)

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। * * *
শ্রীরাম প্রসাদে কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে। ১৬১
রামপ্রসাদ।

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে হাস্য-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥

প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥ ১৬২

রামপ্রসাদ সেন।

মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে,
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ-অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমাহেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে আনন্দ পাশরে॥ ১৬৩

রামপ্রসাদ সেন।

পিলু বাহার—খৎ।

গিরি! এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মনব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ ১৬৪

রামপ্রসাদ সেন।

খটভৈরবী—একতালা।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরি কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো॥ ১৬৫

দাশরথী রায়।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কে হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে, তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী।
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী
কক্ষে লয়ে গজানন গমন গজগামিনী।
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করি-অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী ॥
প্রবল প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী ॥ ১৬৬

দাশরথি রায়।

ললিত—একতালা।

ওগো নিদ্রাদেবি! কেন বঞ্চনা করিলে মোরে।
মিলাইয়ে উমা-ধনে পুন কেন নিলে হরে ॥
যে অবধি তারা-হারা, মুদি না আর আঁখি-তারা,
দুনয়নে শতধারা, বহিছে সদাই—
আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারা-নিধি,
শেষে সুখে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে।
পুনঃ আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি,
উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ—
আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দুটো কথা,
দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথাকারে। ১৬৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার ?
বল্‌তে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন বহে অশ্রুধার।
নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন,
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে, সমর্পন করে,
কেন তত্ত্ব ফিরে, লও না মা একবার। ১৬৮

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

—

[গিরিরাজের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—খয়রা।

রাণী, এক দুই তিন, করে প্রতিদিন,
গণিতেছে দিন, উমা মার যা'বার।
সে যে দণ্ডে শতবার, করে ঘর দ্বার,
কিছুতেই তার, শান্তি নাহি আর।

উঠিলে ভাস্কর, কহে জুড়ি কর,
আশু অস্তগত হও দিনকর,
আবার এলে বিভাবরী, কহে বিনয় করি,
পোহাও গো সর্ব্বরী, কেন থাক আর।
সে যে পুরোহিত পায়, প্রণমি সুধায়,
কন্তে-মাস কবে, কও গো আমায়,
আইলে সে কন্তে, প্রাণের সে কন্তে,
উমা জগৎধন্তে আস্‌বে গো আমার।
যেয়ে শেফালিকা-পাশে, কাতরে জিজ্ঞাসে,
কত আর বিলম্ব কুসুম-বিকাশে,
ফুট্‌লে তোমার ফুল উমা মোর আসে।
আশে গিরিপুরবাসীর মনের আঁধার।
দুবেলা কাঁদিয়ে আমারে জিজ্ঞাসে,
কবে যাবে উমায় আনিতে কৈলাসে,
যাব বল্লে, অমি আঁখি-নীরে ভাসে,
বলে মনে ধৈর্য্য মানে না যে আর। ১৬৯

হরিশ্চন্দ্র মিত্রি।

[পুরবাসীগণের গীত।]

আলিয়া—কাওয়ালী।

রাণী কর, কর, কর, মঙ্গলাচারণ।
হয়েছে শুভক্ষণ।
সহ গুহ গণপতি, পশুপতি, হৈমবতী,
গিরিরাজো হ'ল অই আগমন ;

বেরো গো বেরো গো কেন গৃহে আর।
দেখো সে কেমন শোভা তোমার প্রাণ-উমার
গিরিপুরে আজি গো চাঁদের বাজার,
কার শক্তি বর্ণে রূপ অভয়ার,
লহ গো বরণ করি, শঙ্কর আর শুভঙ্করী,
ডাক সব পুরনারী, করুক জয় উচ্চারণ।
দুঃখের নিশি হ'ল তোমার অবসান,
দ্বারেতে দাঁড়াল এসে ঈশানী সহ ঈশান,
হেরিয়ে জুড়াল তাপিত মন প্রাণ,
আনন্দে উথলে গলিয়ে পাষাণ।
অই শুন সব বাদ্যকরে, সুমঙ্গল বাদ্য করে,
মঙ্গলার মঙ্গল গান গাইছে গায়কগণ। ১৭০

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[রাণীর উক্তি।]

মল্লার—মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই উমা কই।
উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নই।
শয়নে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হ'ল উমা, ভাবি না আর উমা বই।
ভেবে দুঃখিনী জননী, এল কি গণেশজননী,
সুদিন কি হ'ল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী।
না করিয়া মিছে ছল্, বল্ গো তোর সত্য বল্,
মঙ্গলার সুমঙ্গল, আমার ত অপনা অই। ১৭১

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

মল্লার—মধ্যমান।

থাক থাক থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা।
না হেরে যে উমাতারা, বহিছে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা এ কি ধারা।
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে বাধা দেও এ কেমন ধারা।
একে পলক বাধা চোকে, দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা। ১৭২

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[মেনকার উক্তি।]

(বুধা রে লক্ষণ করিয়ে যতন—সুর।)

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস-চন্দ্রমা,
হর-মনোরমা, হলি কি উদয়।
মা বলে এক বার, আয় কোলে আমার,
তোরে না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়॥
নেশ নীলাম্বর নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে আমার উমার বদন, কিরণময়।
তখন শত ধারে চক্ষে বারিধারা বয়॥
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দিখি,
(আমার) সতীর প্রতিমা সদা হৃদে রাখি,
মহা যজ্ঞে নাহি উমারে নিরখি,

কাঁদিল—অ—অ—অ—প্রাণ।
সতী তুই মা প্রসূতীর সুখের মিলয়। ১৭৩

দীনেশচরণ বসু।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়নজলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যার—সেই গিরিবালিকা শিবদারা,
পদতলে বাল ভানু বাল চন্দ্র বাল তারা।
ভানু জিনিয়ে তনু তনয় কোলে দোলে॥
আমি মনে ভাবি উমাকে দেখি,
কি উমা কুমারে দেখি, কোন রূপ সঁপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে।
দাশরথী কহিছে রাণী তুই তুল্য দরশনে,
হের ব্রহ্ম-ময়ী রূপ ব্রহ্মরূপ গজাননে।
ব্রহ্মময়ীর কোলে ব্রহ্ম ডাকে মা বলে॥ ১৭৪

দাশরথী রায়।

ললিত ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হবমহিষি।
রয় যদি মা শত যুগ এ সুখ সপ্তমী নিশি॥
মনের মানসে তবে, ও মা সর্ব্বমঙ্গলে,
পূজি পদ বিল্বদলে, অর্য জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী॥
এসো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ নিবারণ,
আশু ল'য়ে যায় গো মা আশুতোষ আসি॥

তুমিতো আপন বশ মও জানি মা অভয়ে,
হরবাসে হরবশে হর কাল হরপ্রিয়ে,
শ্মশানেতে ল'য়ে যা'বেন শ্মশান-নিবাসী ॥ ১৭৫

দাশরথী রায়।

[আগমনী।]

অহং—একতালা।

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
যুগল শিশু ল'যে কোলে, মা কই আমার বলে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর-বদনী।
ত্রিভুবনে ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি।
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবের ভয়হারিণী।
ধন্নি যে রত্ন উদরে, তোর মতন সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর হর-মনোমোহিনী। ১৭৬

দাশরথী রায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

আয় মা উমা আয় কেমন ক'রে ভুলেছিলি।
মা ব'লে কি মনে নাই মা, ঘর পেয়ে সব ভুলে গেলি ॥

যখন তুই মা গিয়েছিলি, যাবার বেলা কি বলিলি,
কেঁদ না মা আস্‌বো ব'লে, অঞ্চলে নয়ন মুছালি।
তুই ও তো মা কেঁদে গেলি, কেমন করে গো ভুলিলি,
পাষাণের মেয়ে ব'লে নিজেও কি পাষাণী হ'লি ?
বড় মনে আশা ছিল, উমা আমার বড় হ'ল,
সে আশার আশা দূবে গেল এখন কতকাল পরে এলি। ১৭৭

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

একবার উঠ মা গৌরি !
পূর্ব্বদিক প্রকাশ হল পোহা'লো শর্ব্বরী।
উঠ আমার প্রাণ-কুমারি, ডাক্‌ছে তোমার সহচরী,
মঙ্গল আরতি করি, বিধুবদন হেরি। ১৭৮

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আলাইয়া—আড়া।

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।
পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্মমাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপর, থাক গৌরি কেমন করে।
সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না, জামাই তাই কি ভিক্ষা করে।
গঙ্গানামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি পিনাকী নাকি, অধিক যতন করে।

রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ সহ শুনি,
শুন গো ঈশানী বাণী, আর না পাঠাব তোরে। ১৭৯

অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

আগমনী—আড়াঠেকা।

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা বড় দুঃখে রয়েছে।
দেখেছি স্বপন, নারদবচন, উমা মা মা ব'লে কেঁদেছে॥
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার, সোণার ভ্রমরী গৌরী আমার,
উমার যত বসন ভূষণ, বেটা তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে। ১৮০

অজ্ঞাত।

[আগমনী।]

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার দুঃখ পাশরা নয়ন-তারা
আয় মা একবার করি কোলে।
অভাগিনী জননীরে, ডাক্ মা একবার মা মা ব'লে।
কতদিন না দেখি তোমায়, ছিলাম আমি মৃতপ্রায়,
জীবনের জীবন তুই, আমার জীবন দিলি এতকালে॥ ১৮১

অজ্ঞাত।

কাফি—যৎ।

কি শুনালে গিরিবর উমা কি ভবনে এলো।
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা শশী না হেরিয়ে, ছিল নয়ন অন্ধ হ'য়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে, আঁখি মম জুড়াইল। ১৮২

দাশরথী রায়।

আলেয়া—একতালা।

তুই কি এলি মা গৌরী।
আয় মা তোরে কোলে করি।
হৃদয়ে রাখিয়ে বারেক, তাপিত প্রাণ শীতল করি ॥
কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, হেরিলাম আজ চাঁদ মুখ,
যার লাগি পঞ্চমুখ, জপে সব পরিহরি।
পূর্ণ হ'লো মঙ্গলাচার, মঙ্গলময় আমার বাছার,
আগমনে যায় দুরাচার, পুলকিত গিরিপুরি ॥ ১৮৩

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

আলেয়া—আড়া।

এস মা, এস মা, ও মা হর মনোমোহিনী।
সংবৎসর আশাপথ চেয়ে আছি গো জননি ॥
চিরদিন পরাধীন, আমরা বাঙ্গালী দীন,
সুখ আশা তিনটী দিন, পুরা'লো সুখদায়িনি।
বঙ্গহৃদি উজলিয়া, দশদিশি প্রকাশিয়া,
বরাভয় প্রদানিয়া, তোষ শিব বিলাসিনি।
ষড়ানন গজাননে, বাণী কমলার সনে,
বলবুদ্ধি বিদ্যাধনে, আন শুভ বিধায়িনি।
রোগ শোক দূর কর, যাতনা সন্ত্রাস হর,
অকাল মরকে তর, ও গো বিপদনাশিনি।
অধীন জীবন-ক্লেশ, দুর্দ্দশার তীব্র শ্লেষ,
সকলি কর নিঃশেষ, অমঙ্গল সংহারিণি।
আলস্য জড়তা নাশ, বাড়াও উৎসাহ আশ,
সংসার সমরে শক্তি, দেও শক্তি স্বরূপিণি।

পাপতাপ নাশ কর, কু-ইচ্ছা দুর্ম্মতি হর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মুক্তি-মোক্ষ-প্রদায়িনি ॥ ১৮৪

রাখালদাস নাগচৌধুরী।

[বিজয়া।]

বেহাগ—একতালা।

তুমি গো রজনী।
জগৎ-যন্ত্রণা-হারিণী, ত্রিতাপ-বারিণী,
প্রভাতা হইও না ধরি পায়।
প্রভাতা হইলে প্রাণের উমায় দিতে হয় বিদায়।
কত ক্লেশ প্রাণ সইল, তবে উমায় আনে শৈল,
কেমনে বল না শৈল, বিদায় দিব শৈলজায়।
তারা আমার নয়ন-তারা, সে তারারে হ'লে হারা,
হব যে জীবন-হারা, ঘটিবে বিষম দায়। ১৮৫

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

ভৈরবী—একতালা।

কে নাম দিল ত্রিগুণধারিণী।
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী ॥
বল, মা হতে প্রাণ উমা, কার কাছে এত মা,
হয়েছ আদরিণী।
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজি তো শুনিলাম,
সবে নাকি রেখেছে তোর নাম ভবের ভয়নাশিনী।

সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম,
দুঃখে দুঃখে কাল হয় অবিরাম,
কে দিয়াছে মা তোর দুঃখ-হরা নাম ?
আমি তো জানি দুঃখিনী।
সদানন্দের ঘরে অন্ন শূন্য সদা,
কে তোমার নামটী রেখেছে অন্নদা,
দাশরথী দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভব ভয়-হারিণী? ১৮৬ দাশরথী রায়।

[উমার উক্তি।]

সুরট—আড়াঠেকা।

কাঁদে গো পরাণ আজি, তোমা সবে ছাড়িতে।
বিধি জানে কবে পাব, তোমা সবে হেরিতে॥
প্রাণে প্রাণে মিলা'য়ে, খেলিতাম ধূলা ল'য়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে॥
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
বলি বলি করি, কই পারি না যে বলিতে।
কর দু'টী ধ'রে কই, ভুল না আমারে সই,
এবে গো বিদায় হই, পতি সনে যাইতে॥ ১৮৭

রাজকৃষ্ণ রায়।

[বিজয়া-সঙ্গীত।]

ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপি'ছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হল বিদায়॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি-রাজ-রাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥ ১৮৮

রামপ্রসাদ সেন।

আলেয়া—আড়খেমটা।

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।
নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার করে হবে অন্তর্দ্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ পরিবার সনে।
তাই করি প্রার্থনা করি যোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ, এই ভিক্ষে চরণে॥ ১৮৯

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী।

[বিজয়া-দশমী।]

ললিত-বিভাস—আড়াঠেকা।

যেয়ো না, রজনী! আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!

উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারমাস তিতি, সতি! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটী দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণ-দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছে বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে?
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরিশের রাণী। ১৯০

কবিবর মধুসূদন দত্ত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

শুন গো রজনি; করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া করে॥
১। সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি;
অস্তে যাবে উমা-শশী; হিমালয় আঁধার করে॥
২। কি বল্‌ব তোমায় যামিনী, তুমি ত অন্তর্যামিনী;
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে॥ ১৯১

হরিনাথ মজুমদার।

অহং—একতালা।

একবার জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনি,
শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী।
আমি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদ্রিত,
শঙ্কর সহিত, শঙ্কর-মোহিনী॥
১। দেখ, তারা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি,
পোহাইল তারা ত্রিনয়নী।
পূজার সময় হ'ল ; উঠ শিবে।
শিব-মন্মোহিনী, শিবপূজা কর শিব-সীমন্তিনি।
২। দিনে দিন গত, সে দিন আগত ;
হল কাল গত, শুন হরির রাণী ;
কিসে চেতন পাব মা ; মায়া-নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য
তুমি চৈতন্য না হলে চৈতন্য-রূপিণি॥ ১৯২

—— হরিনাথ মজুমদার।

বিভাস ঝিঁঝিট অং—ঝাঁপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে।
তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে॥
১। দুঃখিনী জননী ব'ধে, ঈশানী যাবে কেমনে।
তুমি আমার নয়নতারা, তোরে বিদায় দিয়ে তারা,
তারা-হারা নয়নে রব কেমনে ভবনে॥
২। ও মা তিন দিনের তরে আসিয়া,
নিবান আগুণ জেলে দিয়া,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে।

প্রাণান্তে নয়নপ্রান্তে যেতে দিব না তোমা ধনে,
সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে ॥ ১৯৩

হরিনাথ মজুমদার।

ললিত বিভাস—একতালা।

আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্য।
নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন।
জয়া দে গো মুক্তকেশীর কেশ করে পরিচ্ছন্ন।
পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায় সিঁদূর চিহ্ন।
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
উমা ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ।
দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণ পুরী হেরি শূন্য।
হরি বলে মা আমায়, দে গো বিদায় যাব তূর্ণ ॥ ১৯৪

হরিনাথ মজুমদার।

[শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ।]

আড়াঃখেমটা।

ওহে মন্ত্রীবর অঙ্গ জর জর,
কেমনে সহিব তাই বল না।
সামান্যা এক কন্যা, ত্রিভুবন মান্যা,
দৈত্যগণে সব করিছে তাড়না ॥
কত সব বল এত অত্যাচার,
দৈত্যদল সব হ'তেছে ছারখার,

দেখিব সে বামা কেমন প্রকার,
সহে না আর প্রাণে এ সব যাতনা ॥ ১৯৫

অজ্ঞাত।

[নিশুম্ভের প্রতি শুম্ভ।]

গারা-ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

'বলব কি, ও রে ভাই! তুই আমার জীবন ধন।
কোন্ প্রাণে তোমা ধনে, সেই কালে কর্‌বো সমর্পণ ॥
কোথা হ'তে এল নারী, কিছু না বুঝিতে পারি,
অনুগত হ'য়ে তাবি, মন হ'লো উচাটন।
ছিল যত মম গর্ব্ব, সকলি হইল খর্ব্ব,
সেনাপতি-আদি সর্ব্ব, নারী করিছে নিধন ॥' ১৯৬

অজ্ঞাত।

[নিশুম্ভের উক্তি।]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

'কোথা থেকে এলো বামা সেই দনুজদলনী।
হবে বুঝি হররমা ত্রিভুবন-মোহকারিণী ॥
হেন সাধ্য আছে কার, লীলা বুঝিবে তাঁহার,
অসুরদিগের অত্যাচার, দেখে এলো সে আপনি।
সে অতি কঠিন বামা, কি দিব তাঁহার উপমা,
চতুর্ভুজা হয়ে শ্যামা, সদা থাকে উলঙ্গিনী।' ১৯৭

অজ্ঞাত।

খাম্বাজ—খং।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল নলিনী॥
প্রভাতে ভানুর আভা, কিরণ চরণ শোভা,
রণ শোভা করিছে ঐ রণরঙ্গিনী।
দ্বিজ দাশরথী কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হর ঘরণী॥ ১৯৮ দাশরথী রায়।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন,
তোমারে নিদয় বামা কি জন্যে।
এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী কুলকন্যা॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছে নিদয়া মেয়ে, সারিলে প্রাণে॥
চল হে রাজন চল, প্রাণ ভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল সাগরে কুল আর দেখিনে।
ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,
দাশরথী গতি পায় অতি যতনে॥ ১৯৯
দাশরথী রায়।

জয়জয়ন্তী—খং।

ওরে শুম্ভ সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিও না।
বধে যদি ব্রহ্মময়ী ভবে জন্ম হবে না॥

অদ্য কি শত বৎসরে, যাবে প্রাণ রবে না রে,
প্রাণ ভয়ে হাতে পেয়ে পরমার্থ হারাইও না ॥ ২০০

দাশরথী রয়।

[ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র।]

(ধ্রুবের উক্তি।)

যোগীয়া—কাওয়ালী।

বনে যাই আমি মন দুঃখে।
দারুণ বিমাতাব কথা শেল হয়ে বিঁধেছে বুকে।
আশীর্ব্বাদ কর আমাবে কৃষ্ণ যদি কৃপা করে,
পুনঃ ফিরে আসৃব তবে কুটীরে।
নিদয় হলে কৃষ্ণধনে, প্রাণ ত্যজিব বিষপানে,
নতুবা মর্‌বো আগুনে বিদায় হই তোমারে রেখে ॥ ২০১

মদন মাষ্টার।

[সুনীতির প্রতি ধ্রুবের উক্তি।]

ললিত—আড়া।

বিদায় হলেম গো জননি, মা রলে কি নিদ্রাগত ?
এত সাধের ধ্রুব তোমার, বিদায় হয় মা জম্মের মত।
পদ্মপলাশ অন্বেষণে, মা আমি চলিলাম বনে,
যদি হয় মা দরশন—তবে হব সমাগত।
বিমাতার বাক্য শুনে—দগ্ধ হয় মা কলেবরে,
কি দোষ দিব মহারাজারে অদৃষ্টেরি ফল যত ॥ ২০২

অজ্ঞাত।

[সুনীতির উক্তি।]

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ এত কষ্ট সইতে নারি ॥
পার কর দুঃখিনীরে, দুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী
বনে দিলেন স্বামী, নিরাশ্রয়ে আছি আমি,
রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন ভূভার-হারী ॥
শুনেছি নাম দীনবন্ধু, কৃপাময় কৃপাসিন্ধু,
দাও হে চরণারবৃন্দ, পতিত পাবন হরি ॥ ২০৩

দাশরথী রায়।

[সুনীতির উক্তি।]

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ধ্রুব লাগি কান্দিয়ে আকুল।
বলে এ দুঃখ-সাগরে কে আর কুলাবে কুল ॥
শুনিয়াছি রামায়ণে, কৈকেয়ী দিল রামকে বনে,
সুরুচি মোর পুত্র ধনে, প্রতি হলো প্রতিকূল ॥
নৃপতির পত্নী হয়ে, আছি বনবাসী হয়ে,
ধ্রুব রে তোর মুখ চেয়ে, বুঝি হারাইলাম মূল ॥ ২০৪

দাশরথী রায়।

ললিত—একতালা।

ভরসা তোমার নাথ!—ভরসা তোমার!
তোমা বিনে দীনহীনের, বল কেবা আছে আর?
অধম পাতকী বলে, তোমা বই কে লবে কোলে,
পাপাত্মার আর্ত্তনাদে, দয়া হবে আর কার?

তনয়ের নয়ন-জল, পিতা বই কে মুছায় বল?
কে আর করে শীতল, তাপিত প্রাণ তাহার?
সাক্ষাৎ পাপের অংশে, জন্মেছি হে দৈত্যবংশে,
আপনি আপন ধ্বংসে, করিতেছি পাপাচার!
অজ্ঞান অবোধ ছেলে, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে,
পিতে তারে, তার তরে, করে কি হে পরিহার?
ক্ষমার আধার তুমি, নানা পাপে পাপী আমি,
তাই কি হে বিশ্বস্বামী, করিবে না দীনে পার?
কেহ কল্পতরু-কাছে, কাতরে যদি হে যাচে,
পাপী দেখি, করে না কি, সে বাসনা পূর্ণ তার?
নিজগুণে দয়াময়! দেহ দাসে পদাশ্রয়,
এস ওহে মনোময়, মনোমন্দিরে আমার—
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি তোমায় হৃদে রাখি,
যায় প্রাণ, যাক্ তায়, মমতা কি আছে আর? ২০৫

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

ললিত—একতালা।

আজি কি সুদিন মম—আজি কিবা শুভক্ষণ।
হরি-প্রেমামৃত-লোভে করিব গরল ভক্ষণ॥
হরি বোলে বিষপানে, যদি আমি মরি প্রাণে,
এর সম ভাগ্য মম, হবে কি আরো কখন?
অনুক্ষণ পাপে তাপে, জ্বলিতেছি অনুতাপে,
তাহে হলাহল তাপে, যদি আরো অঙ্গ তাপে—

আছে কি সন্তাপ তায়? না হলে সন্তপ্ত-কায়
কে কবে জানিতে পায়, ছায়া সুখদ কেমন?
যদি হরি পদ ধ্যান, যদি হরি-গুণ-গান,
যদি হরিনামামৃত, পান করে থাকে মন—
তবে আর হলাহল, আমায় কি করিবে বল?
সর্প-বিষে, মরে কি সে, সুধাপায়ী যেই জন? ২০৬

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[প্রহ্লাদের মাতা কয়াধুর সখীদ্বয়ের গান।]

খট্—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ঘাতুকগণ!
বিনয় করি, করে ধরি,
এক বার দেখা বাছার চাঁদবদন!
জানিস্ তো রে কত আদরের প্রহ্লাদ,
তার এই দশা এ কি পরমাদ!
কেন, না পূরিতে সাধ, সাধে সাদিস্ বাদ
অপরাধ বাছার হোল কি এমন?
রাণী, যারে কোলে করে, বিধু পায় করে,
কেন তায় বেঁধেছিস্ করে করে করে?
বাছা, হেন কি দোষ করে, ক রে তাই ক রে,
আগে ত্বরা খুলে দে রে, হাত পার বন্ধন।
শুনে কুমারের দুঃখের সমাচার,
[illegible] প্রাণ নাই রে আর,

হয়ে, উন্মাদিনী প্রায়, এসেছেন হেথায়,
একবার দেখা তায় তার হৃদয়ের রতন। ২০৭
হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[মাতার প্রতি প্রহ্লাদ।]

বিভাস—একতালা।

মা গো, কেন কর ভয়।
অভয়-চরণ, যে লয় শরণ,
ভয় তারে করে ভয়।
হরিবারে প্রাণ বিষের কি শক্তি?
হরিপদে যদি থাকে মম ভক্তি,
দিনে দয়া তাঁর, হোলে এক বার,
বিষ হবে সুধা সম।
মা তোমার জঠরে, বিষম কঠোরে
যে সময় মম উৎপাদন,
যখন, শক্তি প্রার্থনার, ছিল না আমার,
রক্ষিলেন আমায় কে তখন?
না ডাকিতে যেই নিজ গুণে রক্ষে,
সদা যে সদয় স্বদাসের পক্ষে,
কাতর বচন, শুনে সে এখন,
দিবে না কি পদাশ্রয়?
পঞ্চভূত দিয়ে, যতনে গড়িয়ে
মনোহর এই কলেবর।

(যিনি) হয়ে কৃপাবান, দিলেন প্রাণদান,
যিনি এই জীবিতেশ্বর,
তাঁর ভজনায়, যদি প্রাণ যায়
শ্লাঘ্য গণি মনে, ক্ষোভ কিবা তায়,
আরাধিয়ে হরি, যদি প্রাণে মরি,
করিব শমনে জয়। ২০৮ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

[গরল পান করিয়া প্রহ্লাদ দৈত্যগণের প্রতি।]

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কি অমিয়ে আমায় দিয়েছিস্, ওরে দৈত্যগণ!
কোরে পান, জুড়ালো প্রাণ, আছে কি পেয় এমন।
নিয়ে বিষপূর্ণ পাত্র, হরিনাম স্মরিবামাত্র,
হলাহল সুধার বল, করিল রে বিতরণ।
হরি কেমন দয়াময়, পেলি ত তার পরিচয়,
গরল অমিয়া হয়, নামের মহিমা এমন।
সর্ব্বশক্তিমান্ হরি, তোরা তাঁরে ভাবিস্ অরি,
এ কি ভ্রান্তি মরি মরি! ভাল হরির বিড়ম্বন।
বাহুবলে হ'য়ে বলী, গণিস্ নে তায় তুচ্ছ বলি,
দেখ্ রে বারেক হরি বলি, জুড়াবে তাপিত জীবন। ২০৯
হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

ভৈরবী—কেয়তা।

নাহি চাই রাজ্য, ধন, জন,
ও হে ভক্তের জীবন।

দেহি এই বর, ওহে পীতাম্বর!
যেন নিরন্তর ভাবি শ্রীচরণ হে।
নাহি চাহি ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ,
কি ছার মিছার ধন রাজ্যপদ,
শিবের সম্পদ, তব যেই পদ,
দেহি দাসে সেই পদ কোকনদ—
মম এই আকিঞ্চন হে।
ভাগ্যগুণে যেই চিন্তামণি পায়,
সে কি নাথ, আর তুচ্ছ কাচ চায়?
তুমি বিভো, হও সুপ্রসন্ন যায়,
সে কি ভুলে আর বৈভব-মায়ায়?
তুমিই সাধনের ধন হে।
সাযুজ্য, সালোক্য জীবন্মুক্তি আর,
কিছুতেই নাই বাসনা আমার,
ও হে বিশ্বাধার! শ্রীপদে তোমার,
থাকে যেন দৃঢ় ভক্তি অনিবার,
দাসের এই নিবেদন হে। ২১০

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

সিন্ধু ভৈরবী—খৎ।

কোথা হে অনাথের জীবন, আজি বুঝি মোর জীবন গেল।
ওহে জীবনের জীবন, জীবন-মাঝে ভক্তের জীবন রাখতে হল॥
শক্র-শঙ্কটে উত্তরি, হরি এ দাসে কৃপা বিতরি,
দেহ চরণ-তরি তবে ত তরি এ সাগর সলিলে।

গুণসাগর আজি আমারে, ডুবাও যদি এ সাগরে,
তব কলঙ্ক-সাগরে তোমার ভক্তের হরি নাম ডুবিল॥ ১১

দাশরথী রায়।

[পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি।]

আলাইয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

পিতঃ, কর এই ভিক্ষা দান ;
ত্যজ পাপ অভিমান,
হরি-নাম ল'য়ে, জীবন্মুক্ত হ'য়ে,
প্রহ্লাদের বধ প্রাণ।
তুমি পিতা আমার ধরণী-ঈশ্বর,
তোমার আমার পিতা অনন্ত ঈশ্বর ;
তাঁরি শান্তি কোলে, ইহ-পরকালে,
সকলে লইব স্থান।
রত্ন সিংহাসনে নাহি আমার আশা ;
হরি-পদাম্বুজ কেবল ভরসা ;
হৃদি-সিংহাসনে, বসা'য়ে সে ধনে,
কর্‌বো নিত্য সুধাপান।
করি-পদতলে পাষাণ চাপনে,
অনলে গরলে কি ভয় মরণে ?
দয়াময় হরি, দিয়ে পদতরী,
করিবেন পরিত্রাণ।
সত্য সত্য পিতঃ এ প্রতিজ্ঞা করি,
এই স্তম্ভমাঝে আছেন আমার হরি ;

দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি,
"ভক্তের অধীন ভগবান।" ২১২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[প্রহ্লাদ চরিত্র।]

হরিনাম বড় ভালবাসী।
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি।
সে নাম স্মরণে সিহরে পরাণ, পুলকে অশ্রুবারি।
নামে সুধা ঝরে, পিয় প্রাণ ভ'রে, আনন্দ
সাগরে ভাসি। ২১৩

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন।

অনন্ত যাতনা ভুগিতে হবে না
অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে।
আমা সবার প্রতি, যে সবার মতি,
সে সবার গতি সুধু এখানে।
দূর ধরাতলে, পাপ-তাপানলে,
পুড়িস্ কেনরে জীব,
আমা চারি জনে, স্থান দেরে মনে,
স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে॥ ২১৪

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

তোর নাম রেখেছি হরিবলা।
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল্‌না হরি নামের খেলা।

প্রেমে মেখে ভক্তি মাটি,
গড় না হরির চরণ দুটী,
আয় দু'জনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বনফুলের মালা॥ ২১৫

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন—খেমটা।

তালে তালে পা ফেলে হরি বলে নাচি ভাই।
গ'লে গ'লে বা তুলে হরিনামের গুণ গাই।
হাতে কর তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরি নামের ভিক্ষা দিয়ে, হরি নামের ভিক্ষা চাই। ২১৬

রাজকৃষ্ণ রায়।

কীর্ত্তন—খেমটা।

হরি ব'লে সবাই নাচে, এম্‌নি হরি নামের লীলা,
সাগর জলে হেলে দু'লে, লহর নাচে তাল বেতালা।
তুই কেনরে মরার মত, নিঝুম হয়ে থাকিস্ এত,
নাচ্ না রে মন হরি ব'লে, জু'ড়িয়ে যাবে প্রাণের জ্বালা॥ ২১৭

রাজকৃষ্ণ রায়।

[হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান।]

বাহার—আড়া।

(হরিশ্চন্দ্র বনগমনকালে মন্ত্রীর উক্তি।)

বিধাতার লীলা-খেলা বোঝা নাহি যায় ;
মানব-সৌভাগ্য কেবল জলবিম্বপ্রায়, হায়॥

আজ যিনি সিংহাসনে, পূজা করে জনগণে,
কাল আবার তিনি বনে বৃক্ষেরি তলায়, হায়।
ব্যাকুলিত অন্ন বিনে দারুণ ক্ষুধায়, হায়॥
হরিশ্চন্দ্র মহামতি, ছিলেন অযোধ্যার পতি,
মরি তাঁর কি দুর্গতি মুনিরাজ ঘটায়, হায়,
রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা বনবাসে যায়, হায়॥ ২১৮

হরিনাথ মজুমদার।

[প্রজাগণের উক্তি।]

বেহাগ—আড়া।

হরিশ্চন্দ্র বিনে হেরি অযোধ্যা আঁধার।
অকস্মাৎ গ্রাসিল আসি রাহু দুরাচার॥
প্রতিবাসী প্রতিবাসে, শোক-অশ্রু জলে ভাসে,
ধরণী লোটায় সবে করে হাহাকার।
শোকানল হৃদয়ে জ্বলে, শয্যা ত্যজি ধরাতলে,
পুরবাসী পড়ে আছে সবে শবাকার।
নীল পতাকা দুর্গোপরে নীল বসন পরে,
শূন্যে শোক প্রকাশ করে, সৈন্য অনিবার॥ ২১৯

হরিনাথ মজুমদার।

[হরিশ্চন্দ্রের উক্তি।]

ভীম পলাশ্রী—আড়াঠেকা।

কপালে আমার বিধি একি বিধি লিখেছিলে?
ধন মান দিয়ে দান কেন পুনঃ হরে নিলে।

তব লীলা লীলাময়, জীবেতে মিলায়ে রয়
শুভাশুভ ফলদ্বয়, অনুক্ষণ তাহে মিলে।
তুমি অগতির গতি, অখিল-ভুবন-পতি,
কি করিলে মোর প্রতি, চির-দুঃখে ভাসাইলে।
অথবা যে যার দোষে, পড়ে বিভু তব রোষে;
কে বা সবে পরিতোষে, দীনেশ হে, না দেখিলে॥২২০

রাধানাথ মিত্র।

[শৈব্যার উক্তি।]

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

তাই প্রাণ প্রাণধন অনুক্ষণ ভেবেছে।
থাকি থাকি ডান আঁখি অভাগীর নেচেছে।
যায় যাক রাজ্য ধন, নাহি তাহে প্রয়োজন,
মিলে এ সুত-রতন, সব সাধ মিটেছে।
কি বা কাজ এ ভবনে, প্রাণধনে লয়ে সনে,
চল যাই ঘোর বনে, এই মন হতেছে॥ ২২১ ঐ

[রোহিতাশ্ব এবং শৈব্যাসহ নিশাকালে প্রস্থান।]

ছায়ানট জংলা—একতালা।

ওরে বাপধন, না জানি কখন,
হ'বে যে এমন, কি হ'ল, কি হ'ল হায়।
আঁখি-নীর ঝরে, হৃদয় বিদরে;
তোরে প্রাণ ধরে, ল'য়ে যাইব কোথায়।
দুখের কারণ, কাঁদিবি যখন,
কি দিয়ে তখন, যাদু ভুলাব তোমায়! ২২২ ঐ

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

বিধি যদি হ'ল বাদী, কেন হৃদি নিরবধি,
ডাকে তাঁরে বারে বারে।
রাজ্য ধন বন্ধুজন, গেল সব অকারণ;
তবু প্রাণ গেল না রে।
মুনি সাঁপে সব সঁপে, অনুতাপে প্রাণ কাঁপে
এ দুঃখ কহিব কারে!
আমি অতি হীনমতি, ভবপতি মোর প্রতি,
তাই বুঝি দেখে না রে॥ ২২৩

রাধানাথ মিত্র।

[শৈব্যার উক্তি।]

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(হরিশ্চন্দ্রের গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক)

উঠ উঠ প্রাণনাথ অভাগী-জীবন-ধন।
দুরু দুরু করে হিয়া কর আঁখি উন্মীলন।
হেরি তোমা ধরাসনে, বহে বারি দুনয়নে.
বারেক হে সম্ভাসনে, জুড়াও তাপিত মন।
একাকিনী বিদেশেতে, আমি নারী সুতসাথে.
বসে আছি এই পথে, কর নাথ দরশন॥ ২২৪

রাধানাথ মিত্র।

[শৈব্যার উক্তি।]

টোড়ি জংলা—কাওয়ালী।

তবে যাই নাথ রেখ হে স্মরণ।
অনাথিনী শৈব্যা রাণী, তা'রে ভুল না কখন।

বারেকেরি তরে, মধুমাখা স্বরে,
প্রিয়া বলে ডাক মোরে, জুড়াই জীবন ॥ ২২৫

[শৈব্যার বিদায় গ্রহণ কালে হরিশ্চন্দ্রের উক্তি।]

বিভাস—কাওয়ালী।

কোথায় চল্লে প্রিয়ে হৃদয়ধাম করে অন্ধকার।
কেন বিচ্ছেদবাণ বিদ্ধ করে হরিবে জীবন-ভার ॥
তুমি আমার নয়ন-মণি, জীবনের জীবাত্মা তুমি,
দেহের বন্ধনী।
তুমি আমার আলোক, সুখের প্রদীপ,
শান্তি-বারি এ অভাগার। ২২৬

রাধানাথ মিত্র।

[হরিশ্চন্দ্রের আক্ষেপ।]

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

বিধি এই তব মনে ছিল!
সূর্য্য-বংশ-গৃহলক্ষ্মী পরের কিঙ্করী হ'ল!
রবি শশী যে বদন, হেরে নাহি কদাচন;
আসিয়া পথিক জন, হায় তা'রে কিনে নিল।
শশীসম সুকুমার, বিকাইনু সাথে তার;
কুবুদ্ধি একি আমার, কলঙ্ক মম রটিল।
ধিক্ এই অভাজনে, আপন জন বিহনে,
এখনও বেঁচে প্রাণে, কেন প্রাণ না যাইল।
হা কুমার! হা প্রেয়সী! দেখা দাও ত্বরা আসি;
তোমাদের দুঃখরাশি, অধম হ'তে ঘটিল ॥ ২২৭ ঐ

[শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রের উক্তি।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শোক-মাখা চারু-চিত্র ভীষণ শ্মশান!
ভব-বঙ্গ-ভূমে এই কাঁদিবার স্থান!
নীরব ধরা-সুন্দরী, মৃতদেহ কোলে করি;—
নীরব বিহগ মরি, ভুলে গেছে গান।
বিষাদ বসন তাঁর, কঙ্কাল কুসুম-হার;
বিভূতি চন্দনসার, ধুলা ধুসরিত কেশ;—
লয়ে সঙ্গে প্রতিধ্বনি, — সাজি রাণী পাগলিনী,
চিতা জ্বেলে চিতে ধনী, কাঁদিয়ে কাঁদান॥ ২২৮

রাধানাথ মিত্র।

[মৃত সন্তান-অঙ্কে শশ্মানে শৈব্যার প্রবেশ।]

আলেয়া—একতালা।

আমার কি হ'ল, কি হ'ল, কেন হ'ল গো এমন।
আমি দুর্ব্বাবনে হারালাম প্রাণের রতন।
আর কে ডাকিবে ও রে, 'মা' বলে মধুর স্বরে,
কা'র বা অধর ধরে, করিব চুম্বন।
নাথেরে হইয়ে হারা গিয়াছে নয়ন-তারা;
না শুকাতে আঁখি ধারা, ভাঙ্গা কপালে ভাঙ্গিল;—
গোপনে আসিল চোর, কাটিল স্নেহের ডোর,
প্রাণের তনয়ে মোর, করিল হরণ॥ ২২৯

রাধানাথ মিত্র।

[হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সিংহাসনে আরোহণ ;
দেব ও অপ্সরীগণের গীত।]

বেহাগ জংলা—একতালা।

গাও রে জগতজন (সবে) মিলিয়ে,
কুসুমদাম ফুটিয়ে, চাঁদ কিরণ ঢালিয়ে ;
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে।
গাও রে কোকিল নিকুঞ্জকুলে,
গাও রে মধুপ বসিয়ে ফুলে,
সরসী-সলিল তরঙ্গ তুলে,
গাও নাচিয়ে নাচিয়ে ;—
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে।
গাও হে পবন মধুর স্বরে,
কাননে কাননে ভ্রমণ ক'রে ;
নিশির শিশির প্রেমের ভরে,
গাও সুবাস মাখিয়ে ;—
নবীন নির্ঝর নবীন রবে,
আছ রে বিজনে যে যথা সবে ;
গাও রে প্রকৃতি জাগা'য়ে ভবে,
প্রেম-লহরী তুলিয়ে ;—
আজি এ মধুর মিলনে মাতিয়ে। ২৩০

রাধানাথ মিত্র।

[দময়ন্তীর উক্তি।]

টোরী-ভৈরবী—একতালা।

বলব কি বলব কি প্রাণ দহে অনলে,
নলের বিচ্ছেদানল জলে গেলেও জলে।
যাব আমি যমপুরে, পদরজ দেও মা শিরে।
গৃহে লয়ে প্রাণ-পতিরে আসি সত্বরে,
রাজ্য ধন ত্যাগিয়ে, বনে এলাম পতি লয়ে,
বিধাতা বিবাদী হয়ে নলে হরিলে ॥ ২৩১ অজ্ঞাত।

[নলের প্রতি দময়ন্তী।]

খাম্বাজ—একতালা।

বলি, যেন স্মরণ থাকে হে রাজন্ প্রাণধন।
এ অধিনী সঁপিয়াছে তব পদে প্রাণ মন ॥
শুন ওহে মহামতি, ও হে নিষধাধিপতি,
আপনি হবেন পতি, বাসনা এমন।
বিহনে তাহা নাহি রাখিব জীবন।
ভাল যাহা হবে কর, করি নিবেদন। ২৩২ অজ্ঞাত।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হায় বিধি কি হইল দারুণ মনোবেদন।
কেমনে লিখিলে মম কপালে হেন লিখন ॥
রাজার নন্দিনী আমি, প্রাণনাথ ধরাস্বামী,
তাহে হই বনগামী, কে আছে, মম মতন।

সে দুঃখ ভাবিনে মনে, প্রাণপতি অকারণে ;
ত্যজিয়ে গেলেন বনে, সহে না সে অদর্শন ॥ ২৩৩

অজ্ঞাত।

[নলের উক্তি।]

আলেয়া—জলদ তেতালা।

কোথা গেলে প্রিয়সীর পাব আমি দরশন।
প্রিয়সী বিহনে মম দহিতেছে সদা মন ॥
কি কহিব হায় হায়, বিনা দোষে অবলায়,
ত্যজেছি এ দুঃখ তায়, প্রাণে বাঁচিনে এখন ॥ ২৩৪

অজ্ঞাত।

[সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান।]

(সাবিত্রীর প্রতি সত্যবান।)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন কি কারণ, হেরি প্রিয়ে মলিন বদন।
কেন কমল আঁখিদ্বয়, করিছে বারি বর্ষণ ॥
কেন চারু চন্দ্রানন ; বর্ণহীন অনুক্ষণ ;
কেন ভাসে সুবদন, অশ্রুত বচন।
হৃদয় উন্নত কেন, হইতেছে ঘন ঘন,
শ্বাস বহে অনুক্ষণ কিসের কারণ ॥ ২৩৫ অজ্ঞাত।

[সত্যবানের প্রতি সাবিত্রী।]

পাহাড়িয়া—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ প্রাণপতি, ধরি চরণে হে।
কেন হে ধূলায় পড়ি, সংজ্ঞাহীন আছ হে।

রজনী আগত হল, অন্ধকারে আচ্ছাদিল,
চল সখা চল চল আশ্রমে যাইব হে।
কি কব আর তোমায়, খেদে হৃদি বিদরয়,
সব দেখি শূন্যময়, তোমার বিরহে হে।
কি দোষে দাসীর প্রতি, হ'লে প্রতিকূল-গতি,
উঠ হে করি-মিনতি চরণে ধরিয়ে হে॥ ২৩৬ অজ্ঞাত।

[দুষ্মন্ত তপোবন-সন্নিহিত পথে।]

অহং খাম্বাজ—আদ্ধা।

ধর শরাহত মৃগযূথং, কৃতসন্ধানমপিক্রুতং
মৃগয়তি রাজা।
চলতি পততি করোতীহ খলু বাণ-যাজনং
সারথী সহিতং সন্ধ্যানমপিশং,
ললিতং সুকান্তং পালিত হরিণং কমল-কোমল
শরীরং তপোবনাশ্রিতং
তরসা ব্রজন্তি ভয়েন, হরিণ-শিশব ঈক্ষন্তে
মুহুস্তদনুনৃপকর প্রয়োজিত মধিজ্যং
খলু বাণভীতিগতা, ধাবন্তি হরিণাঃ মুনিনাং শরণং,
দূবাদিহ দৃষ্ট্বা মুনয়স্তরয়া মাধব মাধব বদন্তি
নৃপতিং সঘনং॥ ২৩৭ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[দুষ্মন্তের প্রতি মুনিগণ।]

খাম্বাজ—একতালা।

ও হে নৃপতি মাধব মাধব হরিণ-শিশু-জীবন।
আশ্রম-পালিত বটে মৃগযূথ না কর হনন॥

তব হে শর অনল প্রায়, মৃগ-তুলারাশি দহিলে তায়
তব সম লোকে শোভা নাহি পায়, বঁধ না কখন॥ ২৩৮

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[তপোবনস্থ উদ্যানে দুষ্মন্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ
করিতে করিতে।]

তিলকামোদ—ঝপ।

রমণীয় তপোবনে কি ভাব নেহারি,
পুণ্য-নিকেতনে শান্তি সহচরী।
কানন-পালিত, পশু যত ভাসিছে আনন্দে;
নাহি হিংসা দ্বেষ কার, কেহ নহে বৈরী,
সার্দ্দূল হরিণে সদা সখ্যভাব হেরি।
ধরিয়ে সুতান, পাখী যেন বেদগানে মগন,
হ'য়ে আছে নিরন্তর মুনি-অনুকারী,
ইচ্ছা রাজ্য ত্যজি হই বনচারী॥ ২৩৯ ঐ

[কলসী-কক্ষে প্রিয়ম্বদা, অনুসূয়া এবং শকুন্তলার
কাননে প্রবেশ।]

পরজ—আদ্ধা।

সখি চল চল সবে কাননে যাই,
নিয়ে বারি, সেচন করিগে তরুতলায়।
দিবাকর-করে, লতাসহকারে,
তাপিত অতি মলিন হায়,
(আবার) বারি দিয়ে চল তুষি তাহায়।

এবে মুকুলিত, অতি সুশোভিত,

মাধবীলতা, দেখিবে তায়,

(এখন) বারদিনে তুমি চল ত্বরায়॥ ২৪০

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(শকুন্তলার স্বামী-গৃহে গমন কালে আকাশে

বনদেবতাদিগের সঙ্গীত।)

ললিত—আড়া।

সুখে থাক যেয়ে স্বামীসদনে।

মায়ার পুতলি, স্নেহের কমলকলি,

তুমি আমাদের মা এ কাননে।

শিশু কোলে নিয়ে, জুড়াইবে তব হিয়ে,

আশীর্ব্বাদ করি গো তোমা ধনে॥ ২৪১ ঐ

[সখিগণের নিকট শকুন্তলার বিদায়।]

ঝিংঝিট—আড়া।

বিদায় হই প্রাণসখিগণ, দেখ দেখ ভুল না আমারে।

ক্ষম অপরাধ মম, সদা রেখ অন্তরে,

কত না যাতনা দিয়েছি বল না, কখন ক'র না মনেতে

স্মরিলে সে সব কথা সহে না সহে না অন্তরে। ২৪২ ঐ

[মেনকার উক্তি।]

শঙ্করা—আড়া।

হায়, হায়, বিধি কেমন দারুণ,

রাজার চরিত নিঠুর অতি।

কেমন ক'রে মা শকুন্তলে!
মন প্রাণ দিলে ইহার প্রতি।
বল্‌ব বা কায়, দুঃখের কথা,
না বুঝে কল্লে প্রেম অযথা,
অদৃষ্টেরি ফল, যা হ'বার তা হ'ল,
চল চল এবে নিজ বসতি॥ ২৪৩

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(দুষ্মন্তের প্রতি মিশ্রকেশীর উক্তি।)

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

(হায়!) কেন এ ভাব, নৃপতি তব, বুঝিতে না পারি।
শ্রীমুখ মলিন, বল বল কেন, তাপিত তনুরুচি।
শকুন্তলা মনে প'ড়ে কি এখনে, অনুতাপিত পরাণ
জানিব তা আজ ভাল করি॥ ২৪৪ ঐ

(বহুদিন পরে রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলার উক্তি।)

ভৈরবী—পোস্তা।

হৃদয় বল্লভে কেন হেরি এ কাননে,
দাসীরে মনে কি হ'ল এত দিনে।
বুঝি মম হারানিধি, দেখাইয়ে বিধি,
পুনঃ মোরে ছলিতে বাসনা মনে॥ ২৪৫ ঐ

(দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন।)

বেহাগ—আদ্ধা।

আহামরি একি হেরি রূপ মাধুরী।
পতি পাশে সতী শোভে হের প্রাণ ভরি॥
(ও গো সই হের প্রাণ ভরি)
ঝটিকার অবসানে, হাসিলে তপনে,
দেখ চেয়ে কমলিনী নাচিছে তারে নেহারি।
জল পেয়ে চাতকীর প্রফুল্লিত অন্তর,
হাসিছে ভাসিছে রসে ডুবিছে নিজ পাসরি!
সহকার পেয়ে আজি দেখ মাধবী লতা,
ভাসিছে আনন্দে আহা তারে আলিঙ্গন করি॥ ২৪৬

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(শ্রীমন্তসংবাদ।)

[শ্রীমন্তের সিংহল গমনকালে খুল্লনার উক্তি।]

বেহাগ—মধ্যমান।

হায় রে কেমনে, তোমাধনে, দিব রে বিদায়।
শীতল শোকানল, নব হ'ল যাদু তোর কথায়॥
বিমাতা তোমার, বিবাধার বিষধর প্রায়;
কত কথা কয়, সব প্রাণে সয়,
মনে এই হয়, হইবে সময়;—
কাঁদা'য়ে হৃদয়, যা'বে রে কোথায়॥ ২৪৭

রাধানাথ মিত্র।

[খুল্লনার প্রতি শ্রীমন্ত ।]

মিশ্র মল্লার—আড়াঠেকা।

যাই যাই জননী গো কর না বারণ।
সুখেতে থাকিব আমি কর অশ্রু সম্বরণ।
দেশত্যাগী পিতা-তরে, অপবাদ সবে করে,
যাব সে সিংহলপুরে আনিবারে পিতৃধন।
আশীষ এ দাসে তব, বিষম বিপদ সব,
অনায়াসে পার হ'ব কেন করিছ রোদন।
পদধূলি মা তোমার, মাথায় দাও আমার,
লয়ে পিতা পুনর্ব্বার, আসিব ফিরে ভবন ॥ ২৪৮

রাধানাথ মিত্র।

[ব্রজ-বৃত্তান্ত ।]

(নন্দের প্রতি যশোদা ।)

বেহাগ—একতালা।

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়া গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে,
জননি দে ননী দে ননী বলে ॥
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বোলে। এ।
কত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর সর,

নাহি অবসর কেবা দিবে সর,
সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে ॥
ধুলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন চাঁদ,
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে এ। এ।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
"বল্লেম" চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ চাঁদ আছে তোর চরণতলে ॥ ২৪৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[বসুদেবের প্রতি দৈবকী।]

খাম্বাজ—একতালা।

যায় যাবে প্রাণ কিসেবি সম্মান,
দেহে থাকতে প্রাণ দিব না সন্তান।
না হয় কংশ-রাজ্য—এই পাপরাজ্য
ছাড়ি অন্য রাজ্যে করিব প্রস্থান,
বনবাসী হ'ব বনফল খা'ব,
নির্জ্জনে দু'জনে পুত্র নিয়ে রব।
হেরি চন্দ্রানন, জুড়াবে জীবন,
যদি হয় মরণ করবে পিণ্ডদান॥ ২৫০

রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী।

[বলরামের প্রতি যশোদা।]

আড়া।

ও বাছা বলরাম রে গোপাল আমার দিলাম তোর হাতে।
সঙ্গে সঙ্গে রেখ গোপাল, দিও না দূর বনে যেতে।
নিকটে চরাইও ধেনু, হু'ভাইয়ে বাজা'ও বেণু।
রোদেতে ঘামিল তনু, বসো তমালের তলেতে।
গোপাল আমার কেলে সোণা, দুখের বার্ত্তা কি তা জানে না।
ক্ষির সর নবনী ছানা দণ্ডে দণ্ডে দিও খেতে ॥ ২৫১

অজ্ঞাত।

[যশোদার উক্তি।]

লোফা।

ঐ দেখরে দুগ্ধে আমার বসন ভেসে যায়।
শুনেছি নারদের মুখে শতবর্ষ পর,
নিয়ে ক্ষির সর দিব রে তোর চাঁদ বদনে ও রে জলধর।
দুখিনীরে ভুলে রলি রে,
মা বলিয়ে এক বার কোলে আয় দ্বারকায় ॥ ২৫২

মুচিরাম মৃধা।

[যশোদার উক্তি।]

ললিত যোগিয়া—আড়া।

হায় আমি কি করিলেম, পেয়ে রতন হারাইলেম.
পরের কথায় ঘরে দিলেম, অনল গো।
অক্রূর বা কোথাকার কে, সে আমা সবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে, সে কেন নীলমণিকে,
হোরে নিল গো ॥ ২৫৩ অজ্ঞাত।

[বলরামের প্রতি যশোদা।]

বলাই ডাকিস্‌নে রে, শিঙ্গা বাজাইস্‌ না রে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
যাবি গোচারণ করিতে, সহ রাখাল সঙ্গেতে,
গহন বনেতে—আমার নীলমণি
আজ বনেতে যাবে না।
নিশির শেষে, দেখ্‌লেম স্বপ্নাবেশে
শোন বলাই বলি তোরে—দুরাত্মা কংশের চরে,
নিবে মোর কৃষ্ণধনকে চুরি করে।
আমি শোন বলাই তাই বলি—যে দুখের নীলমণি
জানে রোহিণী—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না॥ ২৫৪

অজ্ঞাত।

[বলরামের প্রতি যশোদা।]

নীলমনি-ধন দিব না আর গোষ্ঠেতে।
বলাই ফিরে যা তোর গৃহেতে।
আমার একেলা নিমাই, মা বলিতে নাই।
গোপাল যদি নিবি মনে, পাষাণ দে মোর বুকেতে॥ ১৫৫

অজ্ঞাত।

[গোষ্ঠ গীত।]

ঝুমমিশ্র—একতালা।

হারে রে রে রে রে, ওঠ রে কানাই।
বেলা হ'ল চল, চল গোঠে যাই।

আয়রে কানু আয় ;
ওঠরে গোপাল দাঁড়ায়ে রাখাল পথপানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাব বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে, আয় আয় কানু উঠরে উঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু, কাননে নাই যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাই চায়॥ ২৫৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[বলরামের প্রতি গোপাল।]

বলাই ডেকো না, মা বিদায় না দিলে যাওয়া হ'বে না।
আমি মায়ের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা নৈলে যেতে নারি,
আমায় নিতে হ'লে পরে, মাকে কর সান্ত্বনা।
গোষ্ঠের অতি বেলা হলো, ধেনু সব গৃহে রইল।
আজি গোষ্ঠে গেলে পরে মা তো প্রাণে বাঁচবে না॥ ২৫৭

অজ্ঞাত।

[যশোদার উক্তি।]

বলো বলো নারদ মুনি মথুরায় এই দুঃখের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
শত বর্ষ কৃষ্ণহারা এ দুঃখিনীর বাঁচা ভার॥ ২৫৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[শ্রীদামের উক্তি।]

বসন্ত—তেতালা।

ভাই রে সুবল বল্ রে সুবল উপায় কি করি বল্?
কেবল রিপুবল, হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে
দুর্ব্বলের আর কি আছে বল।
পুন কি কালীয় দহে বিষজলে প্রাণ দহে,
কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর দেনেক দু'দিন,
যদি বিধি না দেয় সুদিন,
তবে আর কেন দিনের দিন,
দিন গণে দিন কাটাই বিফল ॥ ২৫৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

মধুকানের সুর।

(দেখ্‌লাম যত নারী বসে নীরে—সুর।)

দেখ্‌তে যেন কাঙ্গালিনীর মত, না হইলে কাঁদিবে কেন এত।
গোপাল আয়, গোপাল আয় বলে, করাঘাত হানে কপালে,
বলে এই ছিল কপালে, আসতেম না রে জান্‌তেম যদি এত।
মুক্ত কেশে, মুক্ত ভাসে নয়নের নীরে,
বলে মলেম দ্বারির হাতে মুক্ত কর মোরে।
সুদন কয় চিন না দ্বারি, ইনি যে রাজমাতারি।
এ দশা হয় তোমারই, দেখিলেম মাতারি কত শত ॥

মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে, রাজার এক মাতা,
যদ্যপি কাঙ্গালি হ'ত, মনমত ধন চাহিত,
ধনহারা কাঙ্গালি নয় ত, উহার প্রাণ কেবল কৃষ্ণগত॥ ২৬০

মধুকান।

[যশোদার উক্তি।]

আলেয়া—খয়রা।

ও সুবল রে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী,
এখন আমায় চিন্‌বিনে বাপ।
তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন, হারা'য়ে সে ধন,
হইলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানিস নে সুবল,
এ জীবনের বল, কেবল নীলকান্তমণি।
নিশিতে স্বপনে, দেখ্‌লাম নীল রতনে,
ননী দে মা বলি করিছে রোদন।
হ'ল প্রভাত রজনী, কৈ সে নীলমণি,
আশা করে আছি দ্বারে, ঐ দেখ্ নীয়ে ক্ষীর সর ননী॥ ২৬১

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[যশোদার উক্তি।]

মধুকানের সুর।

নিল মুনি নীলমণি যে দিন, আমার মনে হইল সে দিন
ফিরে কি আর হবে এমন দিন?

যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, জানলে কি রে দিতেম ছেড়ে
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন।
ও মা যাই যাই ব'লে কারে বা সুধায় গো,
নে রে খা রে ক্ষীরননী কে তারে বলে গো,
কারে বা বলে জননী কে বা দেয় ক্ষীরননী,
খায় কি রে সে ক্ষীরননী, দুখিনীরে মনে হয় কি একদিন ॥ ২৬২

মধুকান।

পরজ—ঠেকা।

কে আলি আমার রতনমণি বল শুনি।
এ মাতা পাসরি ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী।
ধর্ম্ম মাতা পিতা পেয়ে ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি সেই দুখেতে;
মনে ভাবলে ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথায় পাবে, ঐ দেখরে রেখেছি ননী।
গোচারণ ভয়ে কিরে এসব আচরণ,
নন্দের বাঁধা এত ভারি হ'লরে এখন;
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
সূদন কয় কি বল রাণি! কোথায় তোমার নীলমণি ॥ ২৬৩

মধুসূদন কিন্নর (কান)।

অতিরিক্ত পৌরাণিক সঙ্গীত।

[দক্ষযজ্ঞ—আগমনী।]

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ও গো জয়া বল জয়া কখন আসিবে,
মনের বিচ্ছেদ-তম হেরি সে নাশিবে।
গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হ'ল আসিতে,
কখন আসি অশিতে অঙ্কেতে বসিবে।
গৌরি হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল,
মা বলে এল কুন্তলে কুন্তলা ভাসিবে।
গত যামিনীর শেষে, দেখেছি স্বপ্নাবেশে,
আমার সিওরে বসে, শিব সঙ্গে শিবে।
সে হইতে উৎকণ্ঠিতা, আছি ধূলায় লুণ্ঠিতা,
স্বপন-বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে॥ ২৬৪

আশুতোষ দেব।

ভৈরবী—আড়া তেতালা

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ।
গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
আশুতোষ-হৃদাসনে, বেড়ি যোগিনীসমাজ।
মন মম স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে,
কে বুঝিবে মরম-যাতনা,—
শুন হে ভূধরস্বামী, কেমন কঠিন তুমি,
তনয়া পাশুরে আছ, তোমার কি এই কাজ। ২৬৫ ঐ

যোগিয়া—আড়া।

রাণী গো শুধু তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়।
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়।
বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা,
তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না সয়।
অর্দ্ধহীন পশুপতি, তাঁ'র সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়।
রমাপতির এই মন, হর-পার্ব্বতীরে আন,
সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয়॥ ২৮৬

রমাপতি রায়।

যোগিয়া—তিওট।

সে দিন আমার কবে হ'বে।
আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলা মা বলে ডাকিবে
হ'ব কি এ সম্ভব, সদয় হইবেন শিব,
হয়ে সরল স্বভাব, উমারে পাঠা'বে।
বাছারে ল'য়ে বিরলে সাদরে করিব কোলে,
পুরবাসীগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে।
কৈলাসের বার্ত্তা সব, উমার মুখে শুনিব,
তবেই মনের সাধ ও বাসনা পূরিবে।

এই মনে অভিলাষী, সহচরীগণে আসি,
পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনা'বে।
দ্বিজ রমাপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণী
আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে। ২৬৭

রমাপতি রায়।

যোগিয়া—আড়া।

কও মা ছিলে কেমন ভিখারী শিবের ঘরে।
শুনি মা সবার ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই,
জামাতা শ্মশানে ফিরে।
কত বা যতন করে, রাখিতাম হৃদি পরে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে মা থাকিতে মানভরে।
সেথানে কে আছে শিবে, তোমার দৌরাত্ম্য সবে,
কে রাখিত সমাদরে।
আর কত কথা শুনি, গঙ্গা-নামেতে সতিনী,
তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে।
দ্বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠা'ব পুনঃ,
বুঝাইব জামাতারে॥ ২৬৮ ঐ

বিভাস—জলদ তেতালা।

আর কেঁদ না প্রাণ-উমা নাহি পারি দুখ সহিতে।
এস মা সঙ্গেতে মম সুখে হাসিতে হাসিতে।
তোমারে কি বিস্মরণ, হ'তে পারি কদাচন,
কি করি মা পঞ্চানন, নাহি চান পাঠাইতে।

তোমা বিনে অন্ধকার, হ'য়েছে গৃহ আমার
একান্ত না পারি আর, অমনি তথা থাকিতে।
তব জননী দুখিনী, তোমা বিনে পাগলিনী,
দিবস দিবা যামিনী, আছে পড়ি ধরণীতে॥ ২৬৯

বনোয়ারি লাল।

আলেয়া—আড়া।

হর কর অনুমতি, যাই হিমালয়।
জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয়॥
এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মা'র একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, র'ব পিত্রালয়॥
গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশ হ'য়ে,
আসিব কৈলাসে হ'লে, নবমী উদয়।
জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হ'লো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে, হ'তেছে সংশয়॥ ২৭০

জগন্নাথপ্রসাদ বসু।

খটভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কোলে আয় মা ভবদারা, নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা,
যা'রা তারা চায় আমার মত হয় কি তা'রা?
বিধাতারে আরাধিব, মা তোর মা আর না হইব,
মেয়ে হ'য়ে দেখাইব মার মায়া কেমন ধারা। ২৭১

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

[সতী-বিরহে শিব।]

ললিত ঝিঁঝিট—ছোট ঝাঁপতাল।

নন্দি গিরি-নন্দিনী ত্রিনয়নের নয়ন তারা।
তারা হারা হ'য়ে আমি হ'য়েছি রে তারাহারা॥
যে দিন তিন দিন বলে গেছে রে সেই দীনতারা,
সেই দিনে তখনি আমি দেখে'ছি রে দিনে তারা,
তারা-শোকে বহিছে আমার তারাকারা ধারা॥ (নন্দি রে)
যোগাসনে তারা রূপে, যা'রা আছে তারা সঁপে,
ও রে নন্দি তারা কি ধন জেনেছে তা'রা;
তোরা রে এত কাল নিদ্রে কাল ঘরে কাল হরিলি,
জ্ঞান হয় রে জ্ঞানচক্ষে মম তারারে না হেরিলি,
জলাভাবে আকুল সিন্ধুকূলে থেকে তোরা॥ ২৭২

দাশরথী রায়।

[পার্ব্বতী বিরহে শিব।]

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

ভব-তিমিরনাশা ভবের আশাপথে কবে আসিবে,
কবে দুঃখ নাশিবে শিবে, শিবে করুণা প্রকাশিবে।
অসিতবরণী অসিধারিণী, অসাধারণ গুণধারিণী,
আশু দুঃখহারিণী আসি আশুতোষে কবে তোষিবে।
নীলবরণী নিস্তার, নীলকণ্ঠে কত আর,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসা'বে;
হরদুঃখ হরণকারণে, আপদ হর পদ প্রদানে,
কবে দুর্গা দাশরথীর ভব-ভাবনা প্রনাশিবে॥ ২৭৩ ঐ

কালেংড়া।

ত্রিলোচন-দুঃখ বিমোচন কর হে করুণা করে।
বিদায় দাও আমায় অভয়া ল'য়ে যা'ব গিরিপুরে॥
পাষাণী হ'য়ে অধীরা, অচৈতন্ত আছে ধরা,
চৈতন্তরূপিনী তারা ধনে কে চৈতন্ত করে॥ ২৭৪

দেওয়ান মহাশয়।

[শারদোৎসব।]

বাহার বসন্ত—ত্রিতালী।

মহিষাসুর-মর্দ্দিনী মহামায়া-আগমনে।
আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ত্রিভুবনে।
করি নানা অনুষ্ঠান,
উৎসবে সবে নিমগন,
ভক্তিভাবে ভাবি দশভুজার চরণ ;
হৃষ্ট চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি করিয়ে অর্পণ,
প্রমোদে কাটায় কাল ভবানীর গুণগানে॥ ২৭৫

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[মেনকার উক্তি।]

কেদারী সম্পূর্ণ—একতালা।

আমি কি ভুলিতে পারি মম প্রাণ-উমাধনে।
উমা উমা ক'রে গো মা কেঁদে মরি রাত্রি দিনে।
আর কত ক্লেশ স'ব, কি করিব কোথা যা'ব,
হায়! কবে কোলে পা'ব আমার উমা-রতনে।

উমার মুখারবিন্দ, জিনিয়ে শারদ চন্দ্র,
না হেরিয়ে নিরানন্দ দেখ মম নিকেতন ॥ ২৭৬

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[শঙ্কর বিষণ্ণ বদনে মৌনাবলম্বন এবং উমা তাঁহার করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক।]

পিলু—খেমটা।

কেন বসিলে হে বিষণ্ণ বদনে।
কেন বহিছে অশ্রুধারা নয়নে।
ও হে প্রাণনাথ, চল মম সাথ,
ল'য়ে কার্ত্তিক গজাননে।
এই নিবেদন তোমার চরণে ॥ ২৭৭ ঐ

[গিরিরাজের উক্তি।]

পূরবী—আড়াঠেকা।

বল মা মঙ্গলা তব সর্ব্বাঙ্গীন সুমঙ্গল।
জামাতা দৌহিত্রদ্বয় সকলে আছে ত ভাল।
তোমার তত্ত্ব লইতে, না পারি সদা আসিতে,
দেখ এ বৃদ্ধ দেহেতে শূন্য হইয়াছে বল।
তায় তব অদর্শনে, বেঁচে মাত্র আছি প্রাণে,
আজি তব চন্দ্রাননে, হেরিয়ে আনন্দ হ'ল ॥ ২৭৮ ঐ

[উমার উক্তি।]

গৌরী—আড়া।

বল বল বল পিতঃ শুনিতে ব্যাকুল মন।
নাহি পাই সমাচার মা মম আছেন কেমন।
মম বাল্য-সখিদলে, সবে আছে ত কুশলে,
প্রতিবাসিনী সকলে, আছে বল কে কেমন ॥ ২৭৯

—— রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[শঙ্করের প্রতি গিরিরাজের স্তুতি।]

ইমন—কাওয়ালী।

কুরুমে করুণা ত্রিলোচন।
দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ পঞ্চানন।
ব্যোমকেশ ঈশ বিভূতিভূষণ,
ব্যাল-উপবীত বপুতে শোভন,
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর পরিধান।
গলে অস্থিমালা করে পিনাক ডম্বুরু
ভালে শিশু শশধর ত্রিপুরাসুরসূদন।
দক্ষযজ্ঞান্তক সাধক-তারক কর বিভু কৃপাদান।
ত্যজি রোষ আশুতোষ, হ'য়ে মোরে সন্তোষ,
মনোহভীষ্ট কর পূরণ ॥ ২৮০ ঐ

[উমার উক্তি।]

ভৈরবী—একতালা।

প্রাণেশ্বর আজ্ঞা কর যাইব পিত্রালয়।
বড় বিচলিত হইয়াছে চিত, ক্ষণ ধৈর্য্য নাহি হয়।

পিতার সম্মুখে হ'লে প্রতিশ্রুত,
ষষ্ঠীতে আমারে পাঠা'বে নিশ্চিত,
সে ষষ্ঠী ত আজি হ'ল সমাগত, আর বিলম্ব না সয়।
জননী আমার আছেন যে দুঃখে,
শুনেছ ত সব জনকের মুখে,
তাইতে বাসনা ত্বরা তাঁরে দেখে, জুড়াই তপ্ত হৃদয়॥ ২৮১
রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[শিবের উক্তি।]
ভৈরবী—একতালা।

তবে এস প্রাণপ্রিয়ে বিলম্ব ক'র না আর।
কার্ত্তিকেয় গণপতি সঙ্গে যাউক তোমার।
কোথা গো আয় বিজয়া, তুই যা আর যা'ক জয়া,
দেখিস যেন অভয়া, কষ্ট না পায় আমার।
পান্থমধ্যে বিল্বমূলে, থেক সবে সন্ধ্যা হ'লে;
যেও কল্য প্রাতঃকালে, সাবধানে গিরিপুরে॥ ২৮২ ঐ

দূর হইতে গিরিরাজ উমাকে দর্শন করিয়া রাণীর প্রতি।]
আলাইয়া—কাওয়ালী।

রাণি দ্বারে তব দাঁড়াইয়ে উমা ধন, সহ গুহ গজানন।
আর লক্ষ্মী সরস্বতী, জয়া বিজয়া প্রভৃতি,
করিয়াছে শঙ্করীর সঙ্গে আগমন।
আয় গো ত্বরায় যেন গৃহে আর,
মঙ্গলাচরণ কর আসি সর্ব্বমঙ্গলার,

আজি কি সৌভাগ্য গো রাণি তোমার,
বহিছে আনন্দ-স্রোত-পারাবার,
ডাক সব পুরনারী, উমায় বরণ করি,
পুরে লোক ত্বরা করি, করি জয় উচ্চারণ॥ ২৮৩

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

[গিরিরাণী উমাকে ক্রোড়ে লইয়া।]

ভৈরবী—একতালা।

ও গো উমা আয় গো মা আয় করি কোলে।
জুড়া'বে জীবন, করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' ব'লে।
পথশ্রমে সেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি মা ধর দিব বদন-কমলে।
তুই গো মা মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতুলি অমূল্য রতন,
মায়েরে দুখিনী করে দরশন, ছিলি কি মা তুই ভুলে? ২৮৪ ঐ

ললিত—আড়া।

করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ঐখানে।
তুমি গেলে অস্তাচলে হারাইব তারাধনে।
দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর, লইতে উমা রতনে।
সদত ভাবি যে তারা, সে তারা আঁখির তারা
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিবে কেমনে প্রাণে॥ ২৮৫ ঐ

[মেনকার উক্তি।]

ভৈরবী—ত্রিতালী।

দেখ দেখ দেখ বাছা দুখিনীর বাক্য মনে।
বর্ষে বর্ষে এই কালে এস মম নিকেতনে।
তুমি মম প্রাণধন, হেরি জুড়ায় নয়ন,
অশ্রুধারা নিপতন, নতুবা হয় নয়নে।
তোমার গমন দেখি, দেখ পৌরজন দুঃখী,
যত তব বাল্যসখী, ভ্রমে মলিন বদনে।
পশু পক্ষী আদি সবে, ক্রন্দন করে নীরবে,
ঐ 'হা হতোস্মি'-রবে এলো প্রতিবাসী গণে॥ ২৮

রাজা মহেন্দ্রলাল খান

[গিরিরাজ ও মেনকা সমস্বরে।]

ভৈরবী—ত্রিতালা।

থাক অভিন্ন হৃদয়ে সুখে শঙ্করী শঙ্করে।
বিশুদ্ধ প্রণয় বদ্ধ হো'ক দোঁহার অন্তরে।
স্নেহ অনুরাগ যেন, পরস্পরে বেষ্টন,
করিয়ে কর নিমগ্ন, সদা আনন্দ-সাগরে।
আর দীর্ঘজীবী হ'য়ে, পুত্র পৌত্রাদি ল'য়ে,
বিহর স্বচ্ছন্দ হ'য়ে, রম্য কৈলাশ-শিখরে॥ ২৮৭

[সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান।]
(সত্যবানের উক্তি।)

বেহাগ—একতালা।

আমার মন ভুলিল, এ বিজন বনে কি হেরি নয়নে,
দেবী কি মানবী করিল এ ছল রে।

চাঁচর চিকুর নবকাদম্বিনী, ধরাতল ধায় ধরিতে ধরণী,
কে কোথা দেখেছে স্থিরা সৌদামিনী,
বিচরে ভূতল-তল রে।
বদন-কমল সুধার আকর, নয়নযুগল নিন্দি ইন্দিবর,
কটাক্ষে যেন রে কালকূট শর, মরমে বিঁধিল রে।
লাবণ্য-সলিলে কনকের লতা, অধর দশন প্রবাল মুকুতা,
লাজ-সমীরণে সতত চকিতা, কেমনে গিরি ধরিল রে॥ ২৮৮

—— প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[সাবিত্রীর পিতার উক্তি।]

খাম্বাজ—লোফা।

সরলা বালিকা, প্রাণের অধিকা, সোণার সাবিত্রী ধনে।
আজ কোন প্রাণে, সঁপিব কেমনে,
ভিখারী অল্পায়ু জনে।
আদরে পালিতা, স্নেহনীর মাখা,
এ বিপুল কুলে আশার লতিকা,
কেমনে এমন কুসুম-কলিকা, ফেলে দিব হুতাশনে।
সত্যপরায়ণা সতীকুল-চাঁদ,
ধরিতে পাতিলি কেম সত্য ফাঁদ,
হায় রে বিধাতা সাধিলি কি বাদ দেখাইয়ে সত্যবানে॥ ২৮৯ ঐ

[সাবিত্রীর মাতার উক্তি।]

খাম্বাজ—একতালা।

শুনি প্রাণ কাঁপে মরি মা সন্তাপে করো না দারুণ পণ।
মা কি পারে মা সোণার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন॥

ফণিনীর মণি, ননীর পুতলি,
সুধামাখা বাণী, কোকিলকাকলী,
কে তোরে ভুলালে, কি মন্ত্রণা পেলি, কেন মা হ'লি এমন ।
হায় কি কুক্ষণে, হেরিলি নয়নে,
মায়ার নিদান যোগী সত্যবানে,
ক্ষমা দে সাবিত্রী, স'বে, না প্রাণে, ও অঙ্গে ভস্মভূষণ ॥ ২৯০

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ।

[সাবিত্রীকে বিমর্ষ দেখিয়া সত্যবানের উক্তি ।]

ললিত—আড়াঠেকা ।

কেন রে মলিন মুখ হেরি সজল নয়ন ।
শ্যাম আভা ইন্দীবর কেন লোহিত বরণ ॥
নন্দনকানন-সার, পারিজাত-পুষ্পহার,
দৈবযোগে অভাগার গলার হ'ল ভূষণ ।
রবির খর কিরণে, ক্ষীণ ভাতি দিনে দিনে,
মলিন ধূলার সনে কুসুম-রতন ।
অমর-বাঞ্ছিত নিধি, যদি বা দিলেন বিধি,
প্রাণ কাঁদে নিরবধি রাখিতে নাহি রে স্থান ॥ ২৯১ ঐ

[সত্যবানের উক্তি ।]

ললিত—আড়াঠেকা ।

না জানি কেন রে আজি অন্তর এত চঞ্চল ।
সদা সশঙ্কিত প্রাণ বুঝি বিপদ ঘটিল ॥

কাতরা দীন মনে, হরিণী স্থির লোচনে,
চেয়ে কেন মুখপানে, অশ্রু বহে অবিরল।
জল নাহি খায়, কি যেন বলিতে চায়,
ভাবিয়া আকুল যেন ভাবী অমঙ্গল।
কে যেন করুণ স্বরে, বলি'ছে কর্ণকুহরে,
হরি বল প্রাণ ভরে, দিন তোর ফুরাইল॥ ২৯২

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[যমের উক্তি।]

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এ কি অপরূপ হেরিলাম কাননে।
ঘোর তমোময় রজনী সময়, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান হয়,
যেন আদি সতী মূর্ত্তিমতী বিমলা এখানে।
বাসব-বজ্রসম, সুকঠিন এই প্রাণ,
কেঁদে উঠে আজ কেন বালার রোদনে।
অশ্রুতে অনল গতি, সন্তাপিতা বসুমতী,
এ সতীর প্রাণপতি হরিব কেমনে॥ ২৯৩ ঐ

[যমের প্রতি সাবিত্রী।]

মুলতান—আড়াঠেকা।

দয়া কর দেব বলি হে কাতরে,
দুটী পায়ে ধরে দাসী ভিক্ষা করে।
পতির চরণ সতীর জীবন, পারিব না দিতে প্রাণ ধরে॥

বিলম্ব সহে না আর, কর দেব প্রতীকার,
মুক্ত কর পাপ প্রাণ-ভারে।
এই করো দয়াময় দেখো যেন মনে রয়,
প্রাণপতি পাই তব পুরে।
যথা র'বে সত্যবান, সেই মম সুখ-স্থান,
স্বর্গ কিম্বা নরক ভুবনে॥ ২৯৪

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

[মাতার প্রতি সাবিত্রী।]

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

মা গো বিদায় লইলাম তব চরণে।
যাই পতি সনে চির নির্ব্বাসনে॥
না দেখিনু তাত মাত, যাই মা জনমের মত,
মৃত্যু-কালে খেদ বড় মনে।
ঋষির সেই কাল বাণী, ফলিল আজ জননী,
ফণিনী হারালে মণি বনে॥
অপরাধ শত শত, করেছি মা অবিরত,
ক্ষমা কর স্নেহময় গুণে।
কর এই আশীর্ব্বাদ পূরে যেন মন-সাধ,
পরলোকে পাই সত্যবানে॥ ২৯৫ ঐ

ব্রজবৃত্তান্ত।

[যশোদার উক্তি।]

আড়াখেমটা—কীর্ত্তনের সুর।

আজকের মতন রেখে যা বলাই।
গোঠে যাবে না রে প্রাণ কানাই।
বনে রক্ষা করে বল কে,
আমি ঘরে যা'রে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে,
ঘরে কারে হেরে প্রাণ জুড়াই।
তোরি অনুগত নীলমণি,
তোর কথা ভিন্ন খায় না নবনী,
কানাই তোরি বাধ্য, তোর সুসাধ্য,
তুই যা বলিবি কানাই শুনবে তাই।
মনের কথা শুন রে বলরাম,
আজ কান্না এসে শুনলে বনের নাম,
তেঞি ভাবি নিরবধি, তুই বলিস যদি,
বরং আমি তোদের সঙ্গে যাই।
কারে বলি না বলি তোরে,
গোপাল হেসেছে কালি ঘুমের ঘোরে,
কুলকন্যের রজ দক্ষিণাঙ্গ আমার নৃত্য কর্ত্তেছে সদাই।
দ্বিজ রমাপতির এই বাণী,
কার জন্তে ভাব যশোদা রাণী,

দেখ গো অন্তরে, এই চরাচরে,
তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই ॥ ২৯৬

রমাপতি রায়।

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল।
এখন কেন গোপাল আমার গৃহে না এলো।
গোপালে পাঠায়ে বনে, চেয়ে আছি পথপানে,
কতক্ষণে আসবে গোপাল, অস্তাচলে সূর্য্য গেল।
লয়ে ধেনু বৎসগণে, রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে খেলিতে খেলিতে,—
কিম্বা সে উন্মত্ত হ'য়ে, বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হ'য়ে, বুঝি কারে মা বলিল।
ক্ষীর সর নবনী ল'য়ে, বসে আছি মুখ চেয়ে,
গোপাল আসবে ধেয়ে, মা মা বলিয়ে,—
না দেখিয়ে প্রাণধন, চঞ্চল হ'তেছে মন,
কে বা যাবে বৃন্দাবন, যদুরে পাঠাতে হ'লো ॥ ২৯৭

যদুনাথ।

খাম্বাজ—আড়া।

রাণী পাঠায় কোন প্রাণে।
বিধু-বদন ঘামিয়াছে রবির কিরণে।
হর পূজে বিল্বদলে, যে ধনে পেয়েছ কোলে,
গোচারণে তারে দিলে রাখালের সনে।
ক্ষীরের পুতলী জিনি, অঙ্গের গঠনখানি,
কেমনে পাঠালে রাণী, গহন কাননে।

যদি ব্রজের বালক হ'তাম, রাখাল হয়ে সঙ্গে যেতাম,
ক্ষীর সর অঞ্চলে নিতাম, দিতাম বদনে।
তপন-তাপেতে অতি, উত্তাপিত বসুমতি,
সুকোমল পদ দুটী; যাইবে কেমনে।
যদুনাথের হৃদাকাশে, দাঁড়াও দাঁড়াও গোষ্ঠের বেশে,
মনোপদ্ম প্রেমোল্লাসে, দিব চরণে ॥ ২৯৮

যদুনাথ।

অক্রূর সম্বাদ।

[কংশের উক্তি।]

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হলো আমার মনে; কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দুনয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে, অন্তরে তা বুঝিতে পারিনে ॥
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ),
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ),
মনে পাইনে মনের কথা, তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে।
যে দিকে যাই যে দিকে চাই, দেখতে কৃষ্ণ পাই,—
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ, বুঝি কৃষ্ণ পাই—
কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষিকেশে,
ধরিল আমার কেশে, সুদন বলে শেষে জানবে মনে ॥ ২৯৯

মধুকান।

[অক্রূরের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হও রথ যাও রথে, এমন রথে।
ত্যজ্য করে ন্যায্য পথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে॥
পথের সম্বল মন হরি-বল, হ'বে পথের জয়,—
জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হ'বে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন ভাব হৃদে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি,—তাইতে পাঠাইলে কংশ,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তা'রে কর্‌বে ধ্বংস,
হ'লে হরির কোপের অংশ, কংশ যে হইবে ধ্বংস,—
সুদন কয় এমন কুবংশ, কি কায থেকে মথুরাতে॥ ৩০০

মধুকান

[অক্রূরের প্রতি দেবকী।]

দেওগিরি—চিমাতেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে।
ব'ল তায় যেও না ভুলে,
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—হ'য়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা ব'ল শুনে হ'বে সুখজনক,—
পাশরি র'য়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক;

ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পারে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে ॥
ব'ল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সুদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ॥ ৩০১

মধুকান।

[কৃষ্ণের উক্তি।]

জয়জয়ন্তী—ঢিমাতেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কি রূপে হ'ব প্রতিকূল,
যাবে ব্রজের একুল ওকুল দুকুল ॥
ঘুমালে পর মা জননী, ডাকিয়ে খাওয়ায় নবনী,
সে মা হ'বে কাঙ্গালিনী, ত্যজবে প্রাণী যে বিন যাব ওকুল ॥
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়বে বাধা ফেলিবে মাথে,
মরবে সকল বৎস ধেনু, খা'বে না খা'বে না তৃণ,
শুকাবে সব তৃণ বন, বন হ'বে বৃন্দাবন হ'বে আকুল ॥
যে কিশোরী বাঁসরী বিনা না শুনে কাণে,
সে বাসে বাঁসের বাঁশী বাজবে কেমনে,—
সে রয়েছে আপন মনে, তার মন ল'য়ে যাই কেমনে,
বলবে এই তার ছিল মনে,
মরবে সুদন পাবে না কোন কূল ॥ ৩০২ মধুকান।

[কৃষ্ণ মথুরায় গমনকালে ললিতার উক্তি।]

মঙ্গল বিভাস—চিমাতেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্য বদল হ'বে না জানি কার সনে॥
কেন গাঁথ চিকন মালা, ছেড়ে যা'বে চিকন কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা, জপমালা হ'বে মনে॥
মালা হেরে হবে জ্বালা, মরিব প্রাণ জ্বলে—
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,—
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হ'বে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা মতির মালা দিবে এনে॥
কাল হারাবি মোহনমালা পরিবে কে—
কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই দুখে—
রথ লয়ে এসেছে মুনি হরে নিতে মাথার মণি,
সূদন বলে বিনোদিনি! বৃথা মালা গাঁথ কেনে॥ ৩০৩

মধুকান।

বিভাস—চিমাতেতালা।

বোলো তারে কারাগারে আর কত দিন রইতে হবে।
সে দিনের আর বাকি ক'দিন চিরদিন কি কাঁদতে হবে।
একে কপাল পাষাণ চাপা, বুকের মাঝে পাথর চাপা,
নয়ন জলে নয়ন ঝাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে॥
পুণ্য ফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,—
তেমনি সুখে বন্দিশালে জন্ম গোঁয়ালাম।

যে সুখেতে হেথা আছি, একবার কৃষ্ণ পেলে বাঁচি,
কিম্বা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি, এ বাঁচায় আর কি ফল হবে।
অসিতে অষ্টমী রেতে, এই কারাগারে,
ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল করুণা ক'রে।
কোন্ পুণ্যে বা গর্ব্ভে ধরে,
কোন্ পাপে বা কারাগারে,—
সূদন বলে ব'লো তারে, এ বন্ধন ঘুচিবে কবে॥ ৩০৪

মধুকান।

[প্রহ্লাদ চরিত্র।]

হরিনামে পাষাণ গলে, মা গো আমার কিসের ভয়?
যখন বল্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার ও মা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বল্‌বো হরি,
হরির কাছে বল্‌বো মা। ৩০৫ রাজকৃষ্ণ রায়।

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে! আমার প্রাণের হরি!)
মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরিবলা সাধ পূরিল না হে,—
সাধের হরিবলা আধা রয়ে গেল—
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে,
ভেসে গেল—ভেসে গেল হে—
ও কাঙ্গালের নাথ!

যায় যাক্, তায় ক্ষতি নাই,
কেবল এই চাই, হরি ! এই চাই—
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই । ৩০৬

রাজকৃষ্ণ রায় ।

পিতা ! একবার হরি হরি বল,
মনের সুখে হরি বল,
প্রাণের সুখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—
আমার হরিকে হে
সেই মুখে একবার হরি বল—
হরি হরি হরি বল । ৩০৭ ঐ

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু,
এমন গুরু আর পাব না ।
এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর—
নাম জেনেছি আর ভুলি না ।
হরিবল মন ! ভক্তি ভরে,
বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাক্‌বে দূরে,
পাপে-মরা আর রব না ;—
ইহ লোকেই স্বর্গ পাব,
ঘুচে যাবে যম-যাতনা ॥ ৩০৮ ঐ

ও মা! হরি হরি বল না?
প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না।
হরিনামে বিপদ ঘোচে,
মরণ ছু য়েও জীবন বাঁচে,
ঐ মা, হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না?
হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না॥ ৩০৯

রাজকৃষ্ণ রায়।

আহা আয়রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদবদন খানি!
ও হে ভক্ত চূড়ামণি!
আমায় বেঁধেছিস্ বাপ! ভক্তিডোরে,
আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
হেরে তোরে ভাসি প্রেমসাগরে।
বাছা! তোর মত না হ'লে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে?
মনের সুখে না ডাকিলে, প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে,
আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত,—বাছারে,—
তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
বাঁধা আমি তার দুয়ারে॥ ৩১০ ঐ

গুরো! সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে—
স্বপন মুরতি অতীব সুন্দর, কাল বরণ তবু মনোহর,
বল গুরো! এখন কোথা গেলে মিলে?
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ বলে,
এই যে আমায় কোলে নিলে তুলে,
নূপুর বাজে তার পায়, আমায় ছেড়ে শূন্যে চলে গেলে।
বল গুরো! তারে কোথায় মিলে,
কেন আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে॥ ৩১১

শরচ্চন্দ্র সরকার।

গুরো! কি শিখালে গো আজি আমারে।
যে নামের ভিখারী আমি,
আদি যে তার এই অক্ষরে।
যারে বড় ভালবাসি, যার তরে অভিলাষি,
সে নামের আদিবর্ণ,
আজ পশিল অন্তরে॥ ৩১২

শরচ্চন্দ্র রায়।

ঝুম খাম্বাজ—একতালা।

আমার বংশীবদন শ্যাম নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী।
ধেয়ে আয় দেখ্‌বি যদি, বদন ভরে বল হরি।
মরি হায় কি মোহন সাজে
কি মধুর নূপুর বাজে,

দোলে বনমালা নাচে কালা প্রাণ মন মজে ;
প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে, আয় রে আয় কোলে করি ॥২১৩

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[দক্ষ যজ্ঞ।]

আশা যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী।
রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তত্ব তোমার কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি॥ ৩১৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর, ওলো রাখিস্ ধরে ;
বড় স্যায়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি করে, যেন যায় না স'রে।
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নেনা,
আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা,
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,—
মজায় যারে তারে, কাঁদায় এম্‌নি ক'রে॥ ৩১৫ ঐ

[ধ্রুবচরিত্র।]

পুম ঝিল—একতালা।

নাচ বনমালী, দিব করতালি,
শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।
হরি বলে, ধ্রুব নেচে চলে, হরি বলে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায়।

নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি

ধ্রুব ভালবাসে পীতবাসে ;— প্রাণ দেখিতে ধায়।

বাঁকা শিখি পাখা, দুটী নয়ন বাঁকা,

কিবা অলকা তিলকা রেখা ;—

পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়।

ধ্রুব ও দুটী চায়॥ ৩১৬ অজ্ঞাত।

[ব্রজলীলা।]

কীর্ত্তন।

আয় রে আয় কানাই বলাই।

আয়না রে ভাই ব্রজে যাই।

তিন দিন না দেখে তোদের ; বুঝিবা মা যশোদা বেঁচে নাই।

সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে,

এ ছার মথুরা পুরে, সব ভুলে রয়েছ ভাই।

গোষ্ঠের খেলা কদমতলা কিছুই কি আর মনে নাই॥ ৩১৭

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।

বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই।

দাঁড়াবে কদমতলায়, সাজাব বনমালায়,

প্রাণের কানাই, কানাই বিনে,

রাখালদের তো কেহ নাই।

আবার গোষ্ঠে বাজাবে বেণু,

আবার গোষ্ঠে নাচ্‌বে ধেনু,

আবার গোঠে খেল্‌বে কানু,
কানাই নিয়ে খেল্‌ব ভাই ॥ ৩১৮ অজ্ঞাত।

ভৈরবী—মধ্যমান।

আজ গোঠে যেও না গোপাল।
প্রাণ কাঁদে নীলমণি, ও ব্রজদুলাল।
যারে রে বালক তোরা, রেখে যা মোর ননীচোরা,
এ নীলরতন ভিক্ষা আজি দেরে রাখাল ॥ ৩১৯

অজ্ঞাত।

[যশোদার উক্তি।]

গোষ্ঠলীলা।

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর, নীলমণি ধনে।
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি, যেন হারাইয়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি,
মন মানে তো নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা, ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইরে হারা, নয়নতারা দিয়ে বনে ॥ ৩২০

মন্নুলাল মিশ্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

[বাল্মীকির প্রতি।]

সাহানা বাহার—যৎ।

নমি আমি কবিগুরু তব চরণ-কমলে ;
স্মরিতে তোমার নাম অজস্র প্রেম উথলে।
আর্য্যদের শিরোমণি, তুমি শত রত্নমণি ,
জগত মোহিতে কিবা কাব্যশক্তি প্রকাশিলে।
শুভক্ষণে কবি গুরু, রোপিলে যে কল্পতরু ,
ভবিল ভারত হায় তার কত ফুল ফলে।
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্ত্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে।
পুণ্যের ভাণ্ডার সম, তব চিত্ত অনুপম ,
অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরাতলে।
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম,
সতীত্ব-রূপিণী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি, গাইছে ভারতভূমি-
জয় বাল্মীকির জয়, জয় সীতারাম বলে॥ ৩২১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বুদ্ধদেবের প্রতি।]

বসন্তবাহার—তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান ;
কোটী কোটী নারীনরে করিছে অভিবাদন।
রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হয়ে,
জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন ;
দয়ারূপে অবতীর্ণ, তুমি হে সুজন ;—
ধরার দুঃখ ঘুচাইতে কর্‌লে আত্ম-বিসর্জ্জন।
প্রেমের প্লাবনে তুমি, ভাসাইলে আর্য্য-ভূমি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার ;
স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার ;—
সাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন॥ ৩২২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[রামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কা-সমর, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, তরণীসেন বধ, মেঘনাদ বধ, সীতাহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ ও বিজয় বসন্ত।]

মল্লার—একতালা।

নব জলধর রাম-রঘুবর বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে
কিবা, বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে।
হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ, মিলিত হেমাঙ্গী জানকী-সঙ্গ,
পরম পবিত্র প্রণয়-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, কোদণ্ড শোভিত তাহে।

লোকাভিরাম, গুণ অনুপম, জগজন-মন মোহে।
অতি গভীর ধীর শান্ত, সুশীল সরলচিত্ত একান্ত
অনুজগণ প্রিয় নিতান্ত, বিজয়ী সমরকাজে॥ ৩২৩

মনোমোহন বসু।

[রামের অভিষেক-কালে।]

সাহানা—ঢিমেতেতালা।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার।
রাম রাজ্যেশ্বর হ'বে, শুভ সমাচার।
মধুর মঙ্গল গীত, শুনি অতি সুললিত,
মঙ্গল বাজনা কত, বাজে অনিবার।
পল্লব-কুসুম-হারে, কি বা শোভা দ্বারে দ্বারে,
প্রতি ঘরে সবে করে মঙ্গল আচার॥ ৩২৪ ঐ

ধনেশ্রী—কাওয়ালী।

কি আনন্দ উদয় আজি অযোধ্যা-ভবনে।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে রাম বস্‌লেন সিংহাসনে।
দুঃখ গেল অস্ত, পুরজন ব্যস্ত,
আনন্দ-উৎসব আর মঙ্গল আচরণে॥ ৩২৫

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

খট্—কাওয়ালী।

হায় কি হইল, এই মনে ছিল, ও হে বিধি তোমারো।
কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে, আশালতা আমারো।

কে প্রলয়, হেন জ্ঞান হয়, নাহি হেরিলে যা'রে,
নে সে ধনে, পাঠা'য়ে বনে, রব ভবনে আরো।
কে আর যতনে, মধুর বচনে, ডাকিবে বলে মা মা,
তাপিত হৃদয়, হইবে শীতল, হেরে মুখ কাহারো।
বাঁচিয়ে কি ফল, ভখিব গরল, অথবা অনলে পশি,
অথবা জীবনে, জীবন ত্যজিয়ে, জুড়া'ব জ্বালা এবারো ॥ ৩২৬

মনোমোহন বসু।

[দশরথের উক্তি।]

জুরির—সুর।

এ কি হ'ল রে আমার রামকে দিলেম বনে,
কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম কেকৈরাণীর কথা শুনে।
হাতে নিয়ে ধনুর্ব্বাণ বধেছিলেম মুনির প্রাণ,
অন্ধ মুনির অভিশাপ ফল্লো বুঝি এত দিনে।
রাজবরণ কেড়ে নিলেম জটা বাকল পরাইলেম,
হস্তে ধরে বনে দিলেম ধিক্ রে আমার এ জীবনে ॥ ৩২৭

অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি কৌশল্যা।]

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—একতালা।

ও রে রাম কেমনে দি বিদায় এ প্রাণে।
একবার আয় রে কোলে,
সাধনের আমার সর্ব্বস্ব ধন,
ও বাপ তোর শোকে তোর পিতা প'ড়ে ধরাসনে।
কত যাগ যজ্ঞ করে, পেয়েছি বাপ তোরে,
রাজা হবি বস্‌বি সিংহাসনে ॥

কে সাধিল বাদ, হ'ল হরিষে বিষাদ,
বুঝি অন্ধমুনির শাপ ফল্লো এত দিনে।
তোর কুণ্ডল হার মণি, কৈ রে রঘুমণি,
নূপুর দুখানি কৈ চরণে;
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, ছিন্ন ভিন্ন চাঁচর কেশ,
ও বাপ কেমনেতে যাবি সে কঠিন কাননে।
তোর জটা বাকল হেরে, মন প্রাণ বিদরে,
এমন করে অঙ্গে দিলে কোন্ প্রাণে;
তোর বিদায় শুনে, আমার বক্ষে শেল হানে,
ও বাপ তুই কেন রে যাবি আমি যাই সে বনে।
মায়ে দিয়ে মনস্তাপ, যেও না রে বাপ,
দিব জলে ঝাঁপ কাজ কি এ প্রাণে;
তুই গুণের নিধি, বুঝি বাম হ'ল বিধি,
হ'ল সুদিনেতে কুদিন যদুদাসে ভনে॥ ৩২৮

যদুনাথ দাস।

জঙ্গলা-সারঙ্গ-গৎ—চিমেতেতালা।

বনবাসে যাবি রে রাম তুই শুনে জ্ঞানশূন্য
হ'য়ে আছি যাদুমণি।
বহু আরাধনাতে, বিধি দিয়েছিল,
তোমা তুল্য নন্দন,
ভাগ্য-দোষে বুঝি তোরে হারাই বাছাধন।
কাল সতিনীর মনে যা ছিল, হায় বিধি পুরাইল,
শোকে বুক ফেটে গেল॥ ৩২৯

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[ভরতের উক্তি।]

মল্লার মিশ্রিত—মনোহরসাই।

যত দিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে।
তত দিন শোব আমি কুশের উপরে ॥
জল কিম্বা ফলমূল ভোজন করিব।
চিরবাস কিম্বা বৃক্ষ-বাকল পরিব ॥
শত্রুঘ্ন বটক্ষীর কর আরোহণ।
এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥ ৩৩০

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[ভরতের উক্তি।]

মনোহরসাই—লোভা।

এখন আমায় যোগী সাজাইয়ে দে রে ভাই (যোগী);
আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে)
আমাব রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে) ॥
যদি যোগী হলেন রঘুবর, তবে আমাকেও ভাই যোগী কর।
(আমার রাজবেশের কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে) ॥ ৩৩১ ঐ

[সুমিত্রার প্রতি কৌশল্যার উক্তি।]

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

এই লয় মনে বাছা রামধনে,
পেলেম নাকো আমি বুঝি যেন আর।
পাব বলি আশা, করি যে দুরাশা,
আশার বাসা বিধি, ভেঙ্গেছে আমার ॥

বাজে অঙ্গ যায়, কুসুমের সেযে,
এ দারুণ পথে, কেমনে বা সে যে
করেছে গমন, ভাবি অনুক্ষণ ও তাই বল রে,
হায় কত যাতনা হয়েছে বাছার ॥ ৩৩২

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

মিশ্রভৈরবী—আড়াঠেকা।

বিদায় দেও রামধনে আমার, কেকৈ তোমার করে ধরি।
উপবাসী রামকে আমার করো না কো বনচারী ॥
আমি থাকিব না আর অযোধ্যাতে, রাজ্যধন দেও ভরতে,
রামধনকে নিয়ে কোলেতে, হব আমি দেশান্তরী ॥ ৩৩৩

অজ্ঞাত।

[কৌশল্যার উক্তি।]

ঝিঁঝিট—খয়রা।

কোথায় রলি রে দুঃখিনীর তনয়, দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়,
চাঁদবদনে একবার আমায় মা বোলে বাপ কোলে আয়!
আমি অনাথিনী হ'য়ে তোদের মুখ না হেরিয়ে।
দুঃখের উপর দুঃখের হিয়ে, দুঃখানলে জ্বলে যায় ॥
(১) আমার সাগর-সেঁচা ধন, বাছাধন রে তোরে,
কত আরাধন কোরে পেয়েছিলেম।
আমি কারে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব প্রতিবন্ধ হলো রে, ও তাই যতনের ধন,
তুই যে রাম রতন, অযতন কোরে হারাইলেম ॥

এ বার এসে অভাগীরে, জন্মের মত দেখে যা রে।
আর যে মারে দেখবি না রে, মা যদি তোর মোরে যায়॥ ৩৩৪

—— কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[দশরথের মৃত্যুতে ভরতের প্রতি রাম।]

বিভাস ও মল্লার মিশ্রিত—খয়রা।

কি শুনালি ও ভাই ভরত রে।
পিতার প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখলেম না রে॥
মুনি পেয়ে মনস্তাপ, দিয়েছিলেন শাপ,
সে শাপ কাল-সাপ হয়ে দংশিল কি তাঁরে॥
(১) আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,
চিরদিন আর জলবেন না বোলে, ত্বরায় ত্যজিলেন জীবন,
না জানি রে তখন, কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে।
(২) পিতাকে প্রণাম করে, যখন আসি বনান্তরে,
তখন তিনি ধরাতে পোড়ে, শোকে ছিলেন অচেতন।
সে বেদন রে যেমন,আমার,শেল সম হয়ে রয়েছে অন্তরে॥ ৩৩৫

—— ঐ

[উর্ম্মিলার প্রতি জানকী।]

ঝংলাট—একতালা।

সুধাও কি গো ভগ্নী, সুধাংশুবদনী,
দুঃখের কাহিনী, বোল্‌বো কি।
বিধি, দুঃখ আহরিয়ে, দারুণ,
বিধি দুঃখ আহরিয়ে, বিষ মিশাইয়ে,
গড়েছিল দুঃখের মূরতী জানকী।

কোরে হরধনুঃভঙ্গ জনকপ্রতিজ্ঞায়,
পরে শ্রীরাম আমায় কোল্লেন পরিণয়,
পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়,
অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়।
ও গো আমায় এনে ঘরে, প্রভু,
ও গো আমায় এনে ঘরে, রাম রঘুবরে,
এক দিনের তরে হলেন না কো সুখী॥
যখন ক্ষিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি,
আমি অভাগিনী হব রাজরাণী।
কপালের লেখা স্বপনে না জানি,
রাজমহিষী হতে হলেম কাঙ্গালিনী॥
দেখ তরুতলে বাস, ত্যজে রাজবাস,
কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি॥
আমি দেখি নাই জন্মে জননী কখন,
আমার ধরণী জননী জানে সর্ব্বজন।
বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন,
না জানি কপালে কি আছে লিখন।
দেখে প্রভুর শ্রীচরণ, দেবর-বদন,
আমার সকল দুখ আমি নিবারিয়ে থাকি॥ ৩৩৬

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

নিয়ে জানকীরে, আর কি ঘরে ফিরে,
যাবি নে রে বাপ দুঃখিনীর জীবন।

আমি তোদের থুয়ে বনে, যাইব ভবনে,
সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন ॥
আর কি রে বাছা দেখ্‌বো না তোমাকে,
আর কি রে মা বলে জুড়াবি নে মাকে,
তাকি জান না রে জগত মাঝারে,
তোমা বিহনে,
আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছা ধন ॥ ৩৩৭

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

ও রামশশী হবি কানন বাসী,
কে আমারে ডাক্‌বে "মা" বলে।
খিরসর নবনী রে বাপ দিব কার বদন কমলে ॥
জটা বাকল পরে যাবি রে বনে,
তাই কি সহে মায়ের প্রাণে,
আমি হেরব কেমনে,
মণিহারা ফণীর মত হ'ব রাম তুই গেলে বনে ॥ ৩৩৮

অজ্ঞাত।

[কৌশল্যার উক্তি।]

যোগিয়া—একতালা।

এই ছিল কি মোর কপালে-লিখন (রাম রে)।
কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব,
সাধ করে বসেছি মনে ; কোথা রামধন দিয়ে বনে,
অযোধ্যাভবনে, হতে হলো কাঙ্গালিনী এখন।

(হতে হলো এখন; সেই ধন হারাইয়ে,
আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে;
আমার কতই আরা; কত যাগ যজ্ঞ, কঠিন ব্রত,
কোরে তোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে,
হতে হলো,——এখন; আমার কতই আরা;
ও যার রক্ষা লাগি আপন বক্ষ চিরে,
ও সেই রুধির দিয়ে কত দেব দেবী পূজেছি,
সেই ধন হারাইয়ে, হতে হলো এখন)।
দণ্ডে দশ বার না দেখিলে যায়,
জ্ঞান হয় যেন বুক ফেটে যায়,
চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়,
কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায়।
তোমার শোকে যদি মরণ না হয়,
কেন্দে কেন্দে অন্ধ হব যে নিশ্চয়,
এক বার এস বাছাধন ও বিধুবদন,
জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন॥ ৩৩৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[ভরতের প্রতি রাম।]

বিভাস—একতালা।

প্রাণের ভরত রে, তুমি আমার মাকে দেখো।
মা যেন না মরেন প্রাণে সদা সাবধানে রেখো॥
মা যখন বোসে বিরলে, কাঁদবেন রে ভাই রাম রাম বোলে,
তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে, চাঁদমুখে মা বোলে ডেকো।

আমি মায়ের এমনি কুসন্তান,
দূরে থাক্ মায়ের সুখসম্প্রদান।
জনম অবধি কেবল নিরবধি,
হইলেম তাঁর দুঃখের নিদান॥
যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন,
নাহি করিতাম ভাই জনম ধারণ।
তা হ'লে কখন, থাকিতে জীবন,
ও তাঁর, পুত্রশোকানলে দহিত না প্রাণ।
চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি ফিরে আসি ঘরে,
তবে তখন মায়ের সেবা কোরে, করিব জীবন সার্থক॥ ৩৪০
কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[রামের বনগমন কালে অযোধ্যা নগরবাসীদের উক্তি।]
যোগীয়া—চিমেতেতালা।

কি সাধে বিষাদ ঘটিল, হায় কি হইল!
অযোধ্যা-জীবন রাম দেখ বিপিনে চলিল।
সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ, ত্যজিয়ে রাজভূষণ,
কটীতে চীর বসন, মস্তকে জটা বাঁধিল।
জনক-রাজনন্দিনী, রূপে স্থিরা সৌদামিনী,
হইতে পতিসঙ্গিনী, সব সুখ তেয়াগিল।
রাজারাণী কি পাষাণ, কেমনে ধরিয়ে প্রাণ,
এমন অমূল্য ধন, বনে বিসর্জ্জন দিল।
মনের বাসনা যত, সমূলে হইল হত,
সুখ-রবি অস্তগত, দুখ-যামিনী আইল।

আর অযোধ্যা-নিবাসে, রহিব কি সুখ-আশে,
এই সঙ্গে বনবাসে, যাই সবে চল চল ॥ ৩৪১

মনোমোহন বসু।

[রাম বনবাস গমনকালে সীতার উক্তি।]

(বিদায় দেও রামধনে—সুর)

কালেংড়া—আড়খেমটা।

কেন ও হে প্রাণনাথ, গৃহে থাকতে বল আমায়।
তুমি যাবে বনবাসে শূন্য গৃহে কি ফল থাকায়।
কখন কি তোমায় ছাড়ি, একাকিনী রইতে পারি,
না করিলে সহচরী, দুঃখ কেবল প্রাণ রাখায়।
বনবাসে বহুতর, কষ্ট পাবে প্রাণেশ্বর,
এ দাসী থাকিতে কেন, বিঘ্ন হবে তোমার সেবায় ॥ ৩৪২

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[সীতার প্রতি সুমিত্রা।]

দেখিও লক্ষ্মী মম লক্ষ্মণে,
আর লক্ষ্য নাই, লক্ষ্মণ বিনে।
আমার অভাবে তুমি মা হবে,
নিত্য এই ভাবে তুষিও বনে।
ছাড়ি ধন সংহতি, বনেতে চলিলে সতী,
ধন্য সীতে সতী জগতমাঝে ॥ ৩৪৩

অজ্ঞাত।

[রাম-শোকে দশরথের মৃত্যুকালে রাণীগণের উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ মহারাজ! বারেক সম্ভাষ কর।
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর॥
আমরা চিরসঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাথিনী, করে গেলে প্রাণেশ্বর।
অকূল দুঃখ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র-শোক-পারাবারে, আপনি হইলে পার।
কি করিব কোথা যাব? কোথা গে প্রাণ জুড়াব?
আর কার মুখ চাব? হেরি সব অন্ধকার॥ ৩৪৪

মনোমোহন বসু।

[রামের প্রতি কেকয়ীর উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

তুই কি আলি রে রামধন,
তুই কি আলি রে রামধন।
তুই বিনা আর কেটা বুকে মর্ম্ম ব্যথা,
কৈ কই দুঃখের কথা শুন বে বাপধন॥
ভুবন-জীবন তোরে বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরই ভাব জান অন্তর্যামি,
রাবণ-বধিবারে বনে গেলে তুমি,
আমায় করে বিড়ম্বন!
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,

কুলবধূ কাঁদে কোলে নিয়ে কুমার,
পাপিনী মা বলে দেখে না আমার পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন ॥ ৩৪৫

দাশরথী রায়।

কাল-মৃগয়া।

[দশরথের প্রতি অন্ধ মুনির তনয়।]

খট—ঝাঁপতাল।

কি দোষ করেছি তোমার, কেন গো হানিলে বাণ !
এ কি বাণে বধিলে যে, দুটী অভাগার প্রাণ !
শিশু বনচারী আমি, কিছু নাহিক জানি,
ফল মূল তুলে আনি, করি সাম-বেদ গান !
জন্মান্ধ জনক মম, তৃষায় কাতর হ'য়ে,
র'য়েছেন পথ চেয়ে, কখন যাব বারি ল'য়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেও, এ দেহ তাঁর কোলে দিও,
দেখো, দেখো ভুল না কো, কোরো তাঁরে বারি দান !
মার্জ্জনা করিবেন পিতা, তাঁর যে দয়ার প্রাণ ! ৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[অন্ধ মুনির উক্তি।]

সিন্ধু—চৌতাল।

এতক্ষণে বুঝি এলি রে !
হৃদি মাঝে আয় রে, বাছা রে !
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রেতে,
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি !

আছি সারা নিশি হায় রে,
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর,
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে! ৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালেংড়া—ঢিমেতেতালা।

ও হে ভূপ বধ করে'ছ পুত্রধনে।
আজ্ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'রব মোরা আগুনে।
শুন রাজা দশরথ, হ'য়ে তুমি পাপে রত,
বিনা দোষে সন্তানেরে করে'ছ নিধন;
পুত্রশোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,
তব মৃত্যু হ'বে সেই পুত্রশোক-কারণে॥ ৩৪৮

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[পুত্রের প্রতি অন্ধ মুনি।]

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছু নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলি'ছে প্রবাহি!
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত-নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে!
দেবঋষি, রাজঋষি ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যান-ভরে গান করে এক তানে!
যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য কিরণে,

যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব-সদনে! ৩৪৯

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[সীতার প্রতি যোগী, পঞ্চবটী বনে।]
("পাড়াতে দুধ্ যোগাতে"—এই গানের সুর।)
পূরবী—আড়খেম্‌টা।

যোগী এসেছে দ্বারে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতি।
উপবাসে দিন যায় আমার শীঘ্রগতি,
ও গো সীতে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কর এ অতিথি॥
দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ও গো নারি,
ভিক্ষা নিয়ে নিজ হস্তে,
দয়া ধর্ম্ম রাখ আজি দয়াবতি! ৩৫০

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[সীতার উক্তি।]
বসন্ত বাহার—একতালা।

কি ভিক্ষা আজ দিব হে তোমারে, (ওহে যোগীবর)
আমি অতি দুখিনী, ভিখারির ঘরণী,
বৃক্ষমূলে থাকি পত্রের কুটীরে।
যখন দেহে প্রবল হয় ক্ষুধানল,
দেবর লক্ষ্মণ আনেন দুটী ফল,
কিছুমাত্র নাই সম্বল।
আমি জানিনে চাতুরী, ওহে জটাধারি,
বারে বারে লজ্জা দিওনা আমারে॥ ৩৫১

অজ্ঞাত।

——

[যোগীর প্রতি সীতা।]

বসন্ত বাহার—একতালা।

ও রে যোগী চোর, মরণের তোর,
বিলম্ব দেখিনে আর।
হরিলি আমারে, পেয়ে একা ঘরে,
চোর তোর হ'বে প্রতীকার।
ও রে দশানন, এই আচরণ,
কেবল রে তোর পতন কারণ,
শ্রীরামের নারী, যোগীবেশে হরি,
সবংশে হবি সংহার।
ও রে দুষ্টমতি, স্বামী ভিন্ন সতী,
কভু অন্য প্রতি করে না মন ;
কৌশল্যা-নন্দন, বিনে অন্য জন,
ভ্রমেও মনেতে হবে না সীতার ॥ ৩৫২

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[সীতা হরণে রামের উক্তি।]

গৌরী—আড়া।

(আমার) প্রাণের সীতে না দেখে রে—হেরি সব শূন্যময়।
সীতে বিনা জীবন যা'বে, ফিরে যাবে না আলয়।
পে'তেছিলাম ছত্র দণ্ড, কৈকেয়ী মা দিল দণ্ড,
কখন কি ও রে লক্ষ্মণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয়,
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে ঘরে,
কে হরিল ও রে ও ভাই, হইয়ে নিদয় ॥ ৩৫৩ ঐ

[মারীচের প্রতি রাবণ।]

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

শুন শুন ও রে মারীচ আদেশ আমার।
হিরণ্য হরিণ হ'য়ে হর মনঃ সীতার।
ছলিতে রামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
যাইতে হইবে ও হে নিশ্চয় তোমার।
হায় একি প্রাণে সয়, লক্ষ্মণের নাহি ভয়,
ভগিনীর নাসা কর্ণ কাটে দুরাচার।
মম আজ্ঞা পালন, করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
নতুবা অবশ্য তুমি হইবে সংহার॥ ৩৫৪ ঐ

[রাবণের প্রতি মারীচ।]

আলেয়া—আড়া।

আমার নিকটে মরণ।
তাই মায়ামৃগ হ'তে বলিছ রাজন্।
কখন এই খলভাব রবে না গোপন।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই তব কার্য্য,
মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিন্তা অকারণ।
শুন ও হে লঙ্কাপতি, হ'য়েছে হে দুর্ম্মতি,
তাই পরনারী প্রতি করিয়াছ মন।
শেষে এই ব'লে যাই, রক্ষঃকুলের রক্ষা নাই,
যখন হ'য়েছে ইচ্ছা জানকী-হরণ॥ ৩৫৫ ঐ

[সীতা অশোক বনে।]

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি শুনালি রে সুফল রামনাম সুধামাখা।
কবে সে দিন হ'বে, দেখিব রাঘবে,
সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা॥
সর্ব্বদা অসুখ অশোকবন-মাঝে,
যে করে পরাণী বলিব কার কাছে,
অবশেষে আমার আরো বা কি আছে,
কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা॥ ৩৫৬ অজ্ঞাত।

[সীতা অশোক-কাননে।]

টোরী—ভৈরবী।

কোথা হে এ সময় রহিলে দয়াল রাম।
কাঁদে জানকী দুঃখিনী, রাজাধিরাজ-গৃহিণী।
দুরন্ত চেড়ীর দাপে, সদা মম হিয়া কাঁপে।
রাখ রাখ এ বিপাকে কোথা ওহে গুণধাম॥ ৩৫৭

অজ্ঞাত।

[তরণীর প্রতি সরমা।]

আছে অসুখে অশোক-বনে সে রমা,
বড় মরমে মরিয়া আছে রামের মনোরমা।
বাছা তরণী রে না জান কি মা জানকী তোমার মার সমান।
বাছা বলিস্ রে তোর পিতাকে, বলিতে তার মিতাকে,
সীতাকে করিতে রে উদ্ধার;

সীতা ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে ধায়, ক্ষণেক চৈতন্য পায়,
মৃত্যু-প্রায় পড়িয়ে ধরায়।
বলে ধরা গো বিদীর্ণ হও, ত্বরা করি মোরে লও,
সহে না সহে না দুঃখ আর, আমি প্রবেশিব মা তোমায়,
করুণা কর আমায়, কর ত্রাণ ঘুচাও যাতনা।
সীতা নাহি খায় অন্নজল, বলে এনে দে গো হলাহল,
তারে প্রবোধ দিতে নাহি পারে সরমা॥ ৩৫৮

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ।

[হনুমানের উক্তি।]

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরাম-চরণ-কল্পতরুমূলে রৈ,
যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কৈ, ও ফল গ্রাহক নৈ,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলা'য়ে॥ ৩৫৯

দাশরথী রায়।

[রামের উক্তি।]

বাহার বাগেশ্রী—একতালা।

জীবনে কি প্রয়োজন।
বিহনে প্রিয়জন, জীবন-জীবন, সীতা-প্রাণধন।

পশিব সলিলে, অথবা অনলে,
সীতা-শোকানলে জ্বলে দেহ প্রাণ মন ॥
কনক-লতিকা, মম প্রাণাধিকা,
নিশাচর-করে আহা, হ'য়েছে নিধন ॥ ৩৬০ অজ্ঞাত।

[মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের খেদ।]
সিন্ধু—কাওয়ালী।

বল কি করে শোক বারি,
নিবারি নয়ন-বারি, বিনে বাসবারি ॥
বিহনে জীবন-ধন, কেমনে ধরি জীবন,
আকুল পরাণ মন, সে ধনে না হেরি।
ত্রিভুবন পরাজিত, স্বরাস্থর যাবে ভীত,
ল'য়েছে আজি বিধাতা, সে রতন হরি ॥ ৩৬১

অজ্ঞাত।

[প্রমীলা অলঙ্কার উন্মোচন করিতে করিতে।]
সিন্ধু—কাওয়ালী।

বল কি কাজ ছার প্রাণে।
অবলা-জীবনধন প্রাণেশ বিহনে ॥
আর কি সুখের লোভে, থাকিব বল এ ভবে,
ভূষণে সখি কি হ'বে, বিধবা-জীবনে।
(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)
এ পাপ দেহ থাকিতে, পাব না নাথে দেখিতে,
পোড়া'ব এ ছার তনু আজি হুতাশনে ॥ ৩৬২

অজ্ঞাত।

[রাবণের প্রতি মন্দোদরী।]

ভৈরবী—একতালা।

শুন প্রাণধন,—আমার বচন।
সামান্য মানব নহে রাঘব কখন॥
ভূভার হরিতে হরি, ত্যজিয়া গোলকপুরী,
অবনীতে রামরূপ ক'রেছেন ধারণ॥
লক্ষ্মীরূপা তাঁর সীতে, রক্ষঃকুল বিনাশিতে,
করিয়াছ রক্ষঃপতে, তুমি হে হরণ।
গুণাকর রঘুবরে, সীতা সমর্পণ করে,
তাঁহার চরণে কর, শরণ গ্রহণ॥ ৩৬৩ অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি বিভীষণ।]

ভৈরবী—একতালা।

কেন অকারণ—রাজীবলোচন।
চিন্তে চিন্ত চিন্তামণি চিন্তানিবারণ॥
আমার বচন ধর, অন্তর শীতল কর,
মনের উদ্বেগ হর, জানকীরমণ॥
ভবানী ভবভাবনা, ভাব না তাঁর ভাবনা,
রবে না তব ভাবনা, ভাবনা-বারণ।
অশিব-নাশিনী-শিবে, নাশিবে তব অশিবে,
সুখ-শশী প্রকাশিবে, মরিবে রাবণ॥ ৩৬৪ অজ্ঞাত।

[মন্দোদরীর—উক্তি।]

বিভাস—একতালা।

গা তোল ও হে প্রাণেশ এ কি বেশ হায়।
কি কারণে প্রাণধন পতিত ধরায়॥
রাক্ষস-কুলভূষণ, তুমি রাজা দশানন,
এ দশা তোমার কেন, বল হে আমায়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, নহে তব সমকক্ষ,
কেবা হ'য়ে প্রতিপক্ষ, ব'ধেছে তোমায়—
ভূষিত হয়ে ভূষণে, বসিতে রত্ন-আসনে,
ধূলাতে কি ধরাসনে, তব শোভা পায়॥ ৩৬৫

অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি রাবণ মৃত্যুকালে।]

বিভাস—একতালা।

ও হে হৃষিকেশ! এ জনমের শেষ,
কৃপা করি হরি দাঁড়াও সম্মুখে।
আমি অতি দীন, ভজন-বিহীন,
সুদিন কর আমায় অধীন দেখে।
শঙ্খ চক্র হরি ধর গদাপদ্ম,
দেখে প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম,
মুদি নয়নপদ্ম, ধ্যান করি পদ,
শ্রীপাদ-পদ্ম আমার দেও হে মস্তকে।
বলেছিলে হরি জন্ম-জন্মান্তরে,
শত্রুভাব ভাবলে দয়া কর্‌বো তোরে,

(তাই) মা জানকী হরে আন্‌লেম লঙ্কাপুরে
(এখন) মুক্ত কর আমায় রক্ষকুল থেকে।
ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি,
পার কর আমায় দিয়ে চরণ-তরি,
মুখে বলে হরি হরি, মুকুন্দমুরারী,
যেন প্রাণ গেলেও নাম রসনায় ডাকে॥ ৩৬৬

দাশরথী রায়।

[রাবণ মৃত্যুকালে।]

আলেয়া—একতালা।

প্রাণান্ত হলো আজি আমার কমল-আঁখি।
একবার হৃদ্‌কমলে দাঁড়াও দেখি॥
ইন্দ্র বেটা হার যোগালে, অশ্বশালে কালকে রাখি।
পাছে কালবেটা কাল পেয়ে ধরে ঐ ভয়ে রাম তোমায় ডাকি॥
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা রাম কিছু মোর নাই হে বাকি।
একবার বন্ধু হ'লে পরকালে কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি॥ ৩৬৭

দাশরথী রায়।

[সীতার প্রতি মন্দোদরী।]

পরজ—একতালা।

ভূষণে হয়ে ভূষিতে, ভূসুতা যাও রাম তুষিতে।
দেখ দুখে মরিবে রামের বিষ-নয়নে পড়িবে সীতে॥
চল্লে বধে আমার পতি, দেখো মোর শাপে তোমায় সতী
দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, বাম হ'য়ে বামে বসিতে॥
শুন গো সীতে রূপসি, সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি,
বিমুখ হ'বেন গোলকশশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে॥ ৩৬৮

দাশরথী রায়।

[তরণীর প্রতি সরমা।]

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

প্রাণ থাকিতে, তোরে যেতে দিব না শ্রীরাম-রণে।
সে রাম সামান্ত নয় রে, হেন জ্ঞান হয় রে মনে॥
ছিল লঙ্কায় বীরপূর্ণ, রামশরে হ'ল শূন্য,
মকরাক্ষ কুম্ভকর্ণ, সকলেই মরিল প্রাণে।
শুন রে বাপ রে বলি তোরে, যেয়ে বল তোর লঙ্কেশ্বরে,
সীতা ফিরে দিয়ে তারে শরণ লও গে তার চরণে॥ ৩৬৯

অজ্ঞাত।

[সরমার প্রতি তরণী।]

(অয়ি সুখময়ী উষে—সুর।)

ললিত—আড়া।

বিদায় দাও গো মাতঃ! আমায় যাইব আমি আজ রণে।
মহারাজার আজ্ঞা বল লঙ্ঘন করি কেমনে॥
যেয়ে সেই রণস্থল, হের্‌বো রামের পদযুগল,
লক্ষ্মণের চরণ কমল, নিরখিব দু নয়নে॥
হইয়ে প্রসন্ন মন, কর মাতঃ! বিদায় দান,
রণে যেতে মম মন, হ'য়েছে চঞ্চল ;—
যদি মরি রামের শরে, যাব আমি স্বর্গপুরে,
কিছু ভেব না অন্তরে, চলিলাম সমরাঙ্গনে॥ ৩৭০

অজ্ঞাত।

[মাতার প্রতি তরণীসেনের উক্তি।]

ধৈর্য্য ধর মা সরমা রোদন করো না গো আর।
অনিত্য সংসার এই কেহ নহে কার॥

দেখ গো মা দেহতত্ত্ব, দেহ-প্রাণে কি সম্পর্ক।
তবে কেন অবিরত কর গো আমার।
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আমারি আমার॥ ৩৭১
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ।

[বিভীষণের প্রতি রাম।]

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

দেখ মৈত্র বিভীষণ!
রণস্থলে এল হে কোন জন॥
ঐ যে যাচ্ছে দেখা, রথে রামনাম লেখা,
ধ্বজ পতাকা, রাম-নামে শোভন।
দেখ দেখ মৈত্র দেখ তুমি চেয়ে,
রামনামাঙ্কিত সর্ব্ব সৈন্য গায়ে,
রামনাম হস্তী হ'য়ে ;——
(ও) এমন যে ভক্ত, ভক্তের উপযুক্ত,
ভক্তসনে কেমনে করি বল রণ॥ ৩৭২ অজ্ঞাত।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

বল মিত্রবর কি করি উপায়,
কোন্ প্রাণে পাঠাই লক্ষ্মণ সমরে।
প্রাণের লক্ষ্মণ, হৃদয়-রতন,
সংগ্রামে পাঠা'তে না লয় অন্তরে॥
লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমতুল্য ভাই,
বল মিত্রবর, ইহার উপায়,
তরণীর রণে পাঠা'ব কারে॥ ৩৭৩ অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের আক্ষেপ।]

ললিত—আড়া।

কি কাল নিদ্রায় তোমায় ঘেরেছে রে প্রাণধন।
(আমায়) বিপদসাগরে ফেলে তুমি র'লে অচেতন॥
সব কার্য্যে অগ্রে আমি,
আজি কেন রে অগ্রগামী হইছ লক্ষ্মণ তুমি,
এই কি ভ্রাতৃভক্তি-লক্ষণ।
যখন সুমিত্রা মাতা, সুধাবেন কৈ রাম কোথা,
রেখে এলি তুই কই আমার নয়নের তারা।
কি উত্তর দি অরে, কি বলে উর্ম্মিলা বৌরে,
সান্ত্বনা করিব ভাই রে, ভেবে আমি হলেম সারা।
কিন্তু আজ তোমাকে সুধাই, ক্লান্ত যদি রণে ভাই,
বৃথা যুদ্ধে কাজ নাই, কাজ নাই রে ভাই।
কাজ নাই উদ্ধার করে, অভাগিনী জানকীরে,
চল যাই সরযূতীরে একত্রে ত্যজিতে জীবন॥ ৩৭৪

দীনেশচরণ বসু।

[লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের উক্তি।]

ও রে লক্ষ্মণ একি হেরি এসে রণস্থলে।
তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই ক'রো আমি ভাই ম'লে॥
অগ্রে আমি জন্ম নিলেম, অগ্রে ধনুর্ব্বাণ শিখিলেম,
অগ্রে রণে যাত্রা কল্লেম ও রে ভাই লক্ষ্মণ ;
অগ্রে জটা বাকল পরি, হয়েছি রে বনচারী,
পশ্চাতে আসিয়ে কেন অগ্রে প্রাণ ত্যজিলে॥ ৩৭৫

অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম নাগপাশ বন্ধনে।]

ললিত বিভাস—একতালা।

বৃথা রে লক্ষ্মণ, করিয়ে যতন,
জলধি বন্ধন করিয়েছিলেম,
মায়ামৃগ বনে হ'য়েছিল কাল, সীতা হরে নিল রাবণ মহীপাল,
এসে লঙ্কাপুরে, এত যুদ্ধ করে,
অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম।
যে সীতার তরে, কপির ঘরে ঘরে,
আমরা দুটী ভাই কতই কেঁদেছিলেম,
এখন সে সীতারে, এজনমের তরে,
রাবণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিলেম ॥ ৩৭৬ মদন মাষ্টার।

[মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরী।]

বেহাগ।

কেমনে দি বিদায় তোরে এ কাল সমরে,
না জানি রাঘব বৎস কি মায়া ধরে,
বারে বারে পরাজয় করিলি রে তারে,
তবুও দুরন্ত রিপু মরে কি না মরে।
জানি আমি বাছাধন, তুই রে বীররতন,
তবুও পোড়া পরাণ কেন এমন করে ॥ ৩৭৭ অজ্ঞাত।

[রাম বিভীষণের প্রতি।]

মল্লার—আড়া।

ভিখারীর রত্ন মিত্র সঁপিলাম তব করে,
দেখিও দেখিও মম প্রাণাধিক লক্ষ্মণেরে।

এই যে রাক্ষসালয়, যেন যমপুরী-প্রায়।
তাহে দুরন্ত রাবণী মহাপরাক্রম ধরে॥ ৩৭৮

অজ্ঞাত।

সীতার বনবাস।

[সীতার প্রতি লক্ষ্মণ।]

ও মা জানকি শুন আমার বচন।
আমি যে জন্য এলেম এথায়, নিবেদি তব পায়,
পাঠালে আমারে রাজীবলোচন॥
কাল শ্রীরাম সম্মুখে, বলেছ শ্রীমুখে,
করিবে মুনিপত্নী দরশন।
হেন সাধ থাকে মনে, এস মোর সনে,
যাবে যদি মুনির তপোবন॥
ও মা দ্বারেতে ল'য়ে রথ, সুমন্ত্র চাহে পথ,
অব্যাজ কর পর আভরণ।
ওমা যাইবে গোপনে, যেন কেউ না জানে,
প্রভুর আজ্ঞা যেতে তিন জন॥
শুন রাঘব-ভামিনী, হও অগ্রগামিনী,
যামিনী হ'বে আসিতে ভবন।
বল ফল কি বিলম্বে, চল জগদম্বে,
রাম নব কাদম্বে করে স্মরণ॥ ৩৭৯

কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতা তপোবন-গমনকালে।]

হেন কেন হে দেবর লক্ষ্মণ;
নাচে দক্ষিণ ভুজাঙ্গ-আঁখি, দক্ষিণে ভুজঙ্গ দেখি,
প্রদক্ষিণ করি হেরি সকলি কুলক্ষণ॥
অনেক অশিব এ সব কিবে,
দিবাভাগে কান্দে কাননে শিবে;
কাটে মোর বুক, বুঝি প্রভুর মুখ, না করিব নিরীক্ষণ॥
না হেরিলাম আসিবার কালে রাম,
না করিলাম শাশুড়ি প্রণাম।
স্থির নহে দেহ দহে অবিশ্রাম,
জ্ঞান হয় যেন না আসিব ধাম॥
যেতে তপোবনে ভয় হয়,
গৃহ-পথ-পানে ফিরাও রথ হয়;
নহে যাত্রাসিদ্ধি, এই বুদ্ধি শুদ্ধি আলয়ে চল এক্ষণ॥
কপালে কি আছে না যায় গণন,
বুঝিতে না পারি প্রভুর মনন;
কিবে ভেবে আমায় পাঠালে কানন,
বুঝি না হেরিবে আমার আনন।
যদি গুণনিধি হ'য়ে থাকে বাম,
এক বার চল ফিরে হেরে আসি রাম,
হ'য়ে বিদায় শ্রীনাথের ঠাঁই, বলে যাই সে বিলক্ষণ॥ ৩৮০

কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কোন্ প্রাণে জানকী রতনে,
রাখিয়ে আসিব আমি নিবিড় কাননে ॥
পতিব্রতা সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী,
তাঁর প্রতি রঘুপতি, কঠিন হলে কেমনে ॥ ৩৮১

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—আড়া।

কেমনে ভবনে আমি রাখিব রে জানকীরে।
অকলঙ্ক রঘুকুল ডুবিল কলঙ্ক-নীরে ॥
জানি সীতা পতিব্রতা, পতিপ্রাণা পতিরতা,
তবু প্রজাদের তরে কাননে দিব অচিরে ॥ ৩৮২ ঐ

[সীতা লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া।]

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমার রে।
বহিতেছে দু'নয়নে শোক-নীরধারে ॥
বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাল তো আছেন প্রাণে, প্রাণেশ আমার রে ॥
হেরি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
উথলিয়ে উঠিতেছে, শোক-পারাবার রে ॥ ৩৮৩ ঐ

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতা।]

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা রে একি হ'ল রে আমার, এই ছিল কপালে।
যত আশা ক'রেছিলেম সকল গেল বিফলে,
রাজনন্দিনী রাজরাণী আমি জনমতুঃখিনী,
তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ সকল তুঃখ আছি ভুলে।
বাঁধিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে,
অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জ্জন দিলে।
ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব,
সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ যা'বার কালে।
জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী,
এ জীবনে হেরব না রে মরি এই শোকানলে।
ও রে লক্ষ্মণ ধরি হাতে, ল'য়ে আমার রঘুনাথে,
সুখে থেকো অযোধ্যাতে (কভু) ভেব না জানকী বলে॥ ৩৮৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

পিলু—কাওয়ালী।

দেবি, কেমনে কহিব সেই দারুণ বচন।
বলিতে বিদরে বুক, বরিষে নয়ন॥
কে খ'ণ্ডাতে পারে বল, বিধির লিখন;
সরস শরদ-চাঁদে, কলঙ্ক-ভূষণ॥
লোক-অপবাদে রাম কমল-লোচন,
তোমা ধনে বনবাসে করে'ছে বিসর্জ্জন॥ ৩৮৫

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের খেদ।]

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

হায় রে দারুণ বিধি, কি বিধি তোমার হে।
লিখে'ছিলে এত দুখ, কপালে সীতার হে ॥
আহা আহা মরি মরি, সোণার প্রতিমা হরি,
করিলে কি একে বারে জগৎ আঁধার হে ॥
এই জনকের কন্থে, রূপে গুণে মহী-ধন্থে,
এঁর সমা পতিব্রতা কোথায় কে আর হে ॥ ৩৮৬

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

(ধর হে নাথ ধর ধর— সুর।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

গা তোল ধরণী-সুতা কেন মা পড়ে ধরায়।
মূৰ্চ্ছিতা দেখে তোমারে, হৃদি বিদরিয়া যায় ॥
হা রে বিধি নিদারুণ, কি দোষে হ'লি বিগুণ ;
এত দিনে রঘুকুল-পূর্ণশশী অস্ত যায় ॥
ধিক্ রে প্রজারঞ্জনে, সাক্ষাৎ কমলা-ধনে,
বিসর্জ্জন দিয়ে বনে, জীবন কি ধরা যায় ॥ ৩৮৭ ঐ

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতা।]

দেবর দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও।
ও হে লক্ষ্মণ ধানুকী, শ্রীরামের জানকী
কার কাছে সঁপে যাও তা বলে যাও।

তুমি তা ভেব না, সঙ্গে আর যাব না,
রামের কিরে একবার ফিরে চাও ॥
দাঁড়াও দাঁড়াও দেবর লক্ষ্মণ, ডাকিলে শুন না,
ভয় কি হে আমি তোমার সঙ্গেতে যা'ব না।
বারেক দাঁড়ায়ে শুন শুটি দুই কথা,
সীতানাথের সীতা তুমি ফেলে যাও কোথা ?
এই বুঝি তোমাদের ছিল অভিলাষ,
ছলে তপোবনে এনে দিলে বনবাস ॥ ৩৮৮ কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি।]

লক্ষ্মণ বল আমায়, করি কি উপায়
আমি একাকিনী কোথা যাই রে।
হলেম অচল, উপায় কি বল,
অঙ্গে কিছুমাত্র বল আব নাই রে।
এ বনে নির্জ্জনে আমি কেমন করে প্রাণ বাঁচাই রে ॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর রে লক্ষ্মণ,
জন্মের মতন এক বার করি নিরীক্ষণ।
কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত রে ;
মৃত্যু নাই কোথা যাই দেখি যতক্ষণ তোরে পাই রে ॥
কলঙ্কিনী অকারণে, এ দুঃখ কি সয় রে প্রাণে ;
ইচ্ছা মৃত্যু নাই এখনে কোথা যাই রে।
গর্ভবতী যদি না হতেম লক্ষ্মণ,
এ মুহূর্ত্তে আমি ত্যজিতাম জীবন,

এ ছার জীবনে, ক্ষণেক বহনে,

কিছুমাত্র সাধ আর নাই রে।

ইচ্ছা হয় এ সময় আমি বিষ পেলে বিষ খাই রে ॥ ৩৮৯

চন্দ্রমোহন পাগলা।

[সীতার উক্তি।]

(বিদায় দাও রাম ধনে—সুর।)

ঝিঁঝোটী—পোস্তা।

বনবাস শুনে যখন যায় নাই প্রাণ রে।

তখনি জেনেছি, দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ রে ॥

দুখিনীর মাথা খাও, অযোধ্যায় ফিরে যাও,

তিনি যেন মম তরে, যাতনা না পান রে ॥

মৃণালে কণ্টক-ভার, সৃজিত যে বিধাতার,

তিনি ক'রেছেন মম, কানন-বিধান রে ॥ ৩৯০

হরিমোহন রায়।

[সীতার উক্তি]

ভৈরবী—মধ্যমান।

বলো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, বিনয় বচনে,

দিনান্তে এ দুঃখিনীরে, করে যেন মনে ॥

এত যদি ছিল মনে, আমারে দিবেন বনে,

তবে কেন তত কষ্ট, রাবণ নিধনে ॥

জন্ম দুখিনীর ভার, এত হ'য়েছিল তাঁর,

তবে কেন উদ্ধারিয়ে আনিলে ভবনে ॥

অভাগীর নির্ব্বাসন, অপবাদ বিমোচন,
এখন নিযুক্ত র'ন, প্রজা-রঞ্জনে ॥ ৩৯১

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা দেখিয়া সীতার আক্ষেপ।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

কমল-নয়নদ্বয়, কর উন্মীলন।
দেখিয়ে শীতল হোক্, তাপিত জীবন ॥
নীরব দেখে তোমায়, হৃদয় যে ফেটে যায়,
পুনঃ শক্তিশেল কি রে, করিলে ধারণ ॥
কি লাগি এত কাতর, শোক তাপ পরিহর,
উঠ উঠ ঊর্ম্মিলার হৃদয়-রতন ॥
মম ভাগ্যে ছিল যাহা, বিধি ঘটা'লেন তাহা,
নিবারিতে পারি কি তব অচেতন ॥ ৩৯২ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, রেখ অতি সযতনে।
আমার লাগিয়ে যেন, ব্যাকুল না হ'ন মনে ॥
দুখিনীর কথা রেখো, নিকটে নিকটে থেকো,
নিতান্ত ব্যাকুল হ'লে, তুষো অন্য আলাপনে। ৩৯৩ ঐ

[তপোবনে সীতার খেদ।]

কোথা এ সময় হরি মরি করুণা-নিধান,
হরিগণ এলো হরিতে জানকীর প্রাণ।

ব্যাঘ্র হরি সিংহ হরি, বিষময় ভুজঙ্গ হরি,
সব ভয়ঙ্কর হেরি, কর হরি পরিত্রাণ॥
হরিময় হেরি হরি, হের কৃপাময় হরি,
হরিভয় হয় হরি, কর করুণা প্রদান॥ ৩৯৪

কালী বাবু।

[বনমধ্যে সীতাকে দেখিয়া বাল্মীকির উক্তি।]

ধন্যে কার কন্যে, কি লাবণ্যে মরি হায় হায়,
একা কি জন্যে, এ ঘোরারণ্যে,
রাম রাম বলি উঠে পড়ে ধায়।
তড়িতজড়িত-গড়িত রূপ,
শশধরাধরে সুধার কূপ,
আসিয়ে পশিল মৃগশিশু সুপ্ত,
তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।
ইন্দু ধরে বিন্দু সিন্দূর ভালে,
বেশর কেশব নাসায় দোলে;
তাহে কর্ণমূলে, স্বর্ণ কর্ণফুলে
শোভে, লোভে ভুলে কাম, মোহ যায়।
করিকুম্ভ যিনি বক্ষ বাখানি,
হরিকক্ষ হরি কক্ষখানি,
রামরম্ভাতরু যিনি উরু শুরু,
তরুণ অরুণবরণ চরণকিরণ প্রায়॥
বুকে কর হানে মুখে রাম রাম,
স্থির নাহি বাঁধে কাঁদে অবিশ্রাম,

জানিলাম রাম জানকীরে বাম,
বিনা দোষে বনবাস দিলে তায়। ৩৯৫

কালী বাবু।

[বাল্মীকির প্রতি সীতা।]

অবধান কর মহামুনি।
আমি জনকদুহিতে, শ্রীরামের বনিতে,
আমার নাম সীতে, জনমদুঃখিনী।
কর্ম্মকথা কই মম কর্ম্মদোষে,
রাম বাম মম প্রতি হ'য়ে রোষে,
বনবাসে দিয়েছে রঘুমণি, আমি ভ্রমি এ কাননে একাকিনী।
রামের কামিনী, কানন-গামিনী;
পাপিনী তাপিনী মম সমান নাই।
তাহে গর্ভবতী, বনে দিলে পতি,
এমত দুর্গতি কার বল তাই।
চাহি মরি, না পারি করি ভয়,
গর্ভে প্রভুরসুত পাছে নষ্ট হয়,
কি ফেরে ফেলে'ছে চিন্তামণি।
আমি না মরি না তরি সংশয় প্রাণী॥ ৩৯৬ ঐ

[বাল্মীকি সীতার প্রতি।]

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

কেন মা বিরস বদনে।
শরদ চন্দ্রমা যথা মলিন গ্রহণে॥

বল গো মা রামপ্রিয়ে, সকাতরা কি লাগিয়ে,
বিষাদে বিদরে হিয়ে, তব রোদনে ॥
বিরস মুখ-কমল, কমল-নয়নে জল,
বহিতেছে অবিরল, কহ কি দুখে ;—
তোমার সন্তাপভার, ধরায় ধরে না আর,
তাই কি নিরব ধরা, তব কারণে ? ৩৯৭

হরিমোহন রায়।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ও মা জানকী, বল মা একি ধরাতনয়া পড়ে ধরা।
সঙ্কট কি হ'লো, কেন পঙ্কজনয়নে ধারা ॥
কেন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধ্বনি অবিরাম, রাম রাম গো রামদারা।
ও মা বল ব্রহ্মস্বরূপিনী, কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী, গো মা শিরোমণি হ'য়ে হারা।
নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক,
ভানুতাপে ঘেমেছে মুখ, অনুতাপে তনু জরা ॥ ৩৯৮

দাশরথী রায়।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ও গো এস মা রামপ্রিয়ে ভেস না নয়ননীরে।
থাকৃতে হবে কিছু দিন অতি দীন মুনি-মন্দিরে ॥
ভবভাবা-ভাবিনী সীতে তুমি ভাব কি অন্তরে।
সহজে কি এসেছ আমার সাধ পূরাতে সাধ করে ?
বেন্ধে এনেছি পদ নিজসাধনের ডোরে ॥

তোমায় বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সংহরে,
সম্প্রীত বিতর, ধন্য কর মুনিবরে ॥
রাজভূষণ রাজবাস ভালবাস গো রাজরাণী,
আমি কোথা পা'ব, দিতে কেবল দিব গো জগদ্বন্দিনী
চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে ॥ ৩৯৯ দাশরথী রায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

[মুনিকন্যাদিগের নিকট সীতার উক্তি।]

সাধে কি আজ কাঁদি আমি যে দুঃখ আজ আমার মনে,
কি দিয়ে পালিব শিশু ক্ষুধার সময় দুগ্ধ বিনে ॥
রাজমহিষী রাজার কন্যে, তাহে আমি এ অরণ্যে।
কাঁদে শিশু দুগ্ধের জন্যে এ দুঃখ কি সয় মা প্রাণে!
একটী পয়সা নাই সংগস্থা, তা'তে আমার দুটী বাছা।
কি দিয়ে বাঁচাব বাছা, উপায় না দেখি এখনে ॥ ৪০০
চন্দ্রমোহন শাপলা।

[সীতাকে বনে দিয়া রামের খেদ-উক্তি।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

সে ধনে কাননে, করিয়ে বিসর্জ্জন।
এখন রয়েছে দেহে নির্লজ্জ জীবন ॥
যাও ত্বরা করি, দেহ পরিহরি,
যথা একাকিনী, সে প্রাণ-রতন।
বিজন কাননে, বিরসবদনে,
অভিমানে কত করি'ছে রোদন ॥ ৪০১
হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

সত্য বল না, করো না ছলনা,
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ গুণমণি রে।
শূন্য রথ লয়ে, আইলে আলয়ে,
কোন্ বনে রেখে চন্দ্রাননীরে॥
মূঢ় মম মতি, পতি হ'য়ে সতী,
বিনা দোষে দিলেম বনবাস;
না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস,
হ'লে গর্ভ নাশ ফলে সর্ব্বনাশ।
শুনিয়া কুজন জনের বচন, হিতাহিত চিতে না করি সূচন,
ত্যজিলাম জনক-নন্দিনীরে।
তারে নিরীক্ষণ, না করে লক্ষ্মণ,
প্রাণ যায়, না যায় রক্ষণ;
ইচ্ছা হয় এইক্ষণ গরল ভক্ষণ করি মরি;
বরং সেই বিলক্ষণ, আর না করিব ও মুখ ঈক্ষণ;
বিনা দোষে করিলাম উপেক্ষণ,
কাননে দিলাম একাকিনী রে॥ ৪০২ কালী বাবু।

[রামের উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

কে আছে অবোধ আর আমারি মতন।
হেন গুণবতী সতী সীতায় কি দোষে কল্লেম বর্জ্জন॥
ফুটে না পারি কহিতে, হায় না পারি সহিতে,
হৃদয় আজি দহিছে (আমার) সীতা-বিরহ-দহনে।

রজক-বাক্যে ভুলিয়ে, জানকীরে বনে দিয়ে,
এখন কেন তাই ভাবিয়ে কর্‌তেছি রোদন;
হায় আমি কি করিব, কিসে প্রাণ জুড়াইব,
কেমনে বা পাশরিব, দেহে থাকিতে জীবন॥ ৪০৩

চন্দ্রমোহন শাপলা।

[বাল্মীকির সহিত লবকুশের অযোধ্যা গমন
ও রামের নিকটে রামায়ণ গান।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রাম রঘুপতি, অনুজের সনে।
লভিলেন মিথিলায় জানকী-রতনে॥
পরে রাম জনকের প্রতিজ্ঞা পালনে।
লক্ষ্মণ সীতার সহ প্রবেশিলা বনে॥
একাকিনী জানকীরে বিজন কাননে,
পাইয়ে রাবণ, হরি আনিল ভবনে।
হারাইয়া প্রাণসমা প্রেয়সী-রতনে,
কেঁদে কেঁদে রঘুবীর ভ্রমেণ কাননে॥ ৪০৪

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—মধ্যমান।

সীতার বিরহে রাম, কাননে। (কাননে)
ভ্রমিছেন নিরবধি ম্লান বদনে॥
বিনে সীতা শশীমুখী, কিছুতে না হ'ন সুখী,
নিরাধারা শোক-নীর বহে নয়নে॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, নিরন্তর দেহ জ্বলে,
প্রেয়সী-বিয়োগরূপ শোক-দহনে॥

বারিধি বন্ধন করি, সুগ্রীবের সনে,
বধিলেন সবংশেতে রাক্ষস রাবণে॥
সীতার পরীক্ষা ল'য়ে জলন্ত দহনে,
রাজা হইলেন আসি অযোধ্যা-ভুবনে॥
পরেতে নিদয় রাম খলের বচনে,
গর্ভবতী জানকীরে দিলেন কাননে॥ ৪০৫

হরিমোহন রায়।

[লবকুশের রামায়ণ গান।]

(হায় হায় বিধি—সুর।)

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।
ঝুরু ঝুরু ঝরে চাঁদের হাস,
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
চাঁদের কিরণে কোকিলার সনে
রাম-গুণ-গান কোকিলা গায়॥
ছোট ছোট ফুল ফোট ফোট মুখে,
গলে গল রাখি খেলা করে সুখে।
রাম লছমন ভাই দুই জন
গলা ধরাধরি করিয়ে যায়;—
আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে,
যেন দুই চাঁদ দুদিকে হাসে,

রাম লছমন ভাই দুই জন,

দুই চাঁদ চাঁদ-হাসি বিলায়॥ ৪০৬ রাজকৃষ্ণ রা।

[লবকুশের প্রতি রাম।]

কে শিখালে বীণাযন্ত্রে রামায়ণ,

তোরা বল্ রে মুনির নন্দন।

তোদের বীণার স্বর শুনে, আমার হেমাঙ্গিনী পড়ে মনে,

ধৈরয না মানে প্রাণে, কোথায় ধনুকভাঙ্গা-ধন।

তোদের বীণার মধুর স্বরে, জলে মীন্ ভাসে চাঁদ-বদন হেরে,

মৃত প্রাণ সঞ্চারিল বীণার গান করে শ্রবণ॥ ৪০৭

অজ্ঞাত।

[পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া সীতার উক্তি।]

জয়জয়ন্তী—একতালা।

জননী, বিদীর্ণা হও, তোমাতে প্রবেশ করি।

কাহার লাগিয়ে আর, এ পাপ জীবন ধরি॥

দুখিনীর মুখ চাও, শ্রীচরণে স্থান দাও,

নতুবা এখনি আজি, এ শরীর পরিহরি॥

বনে বনে অবিরত, যাতনা পেয়েছি কত,

তুমি হ'লে অনুকূল, যাতনা-সাগরে তরি॥ ৪০৮

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা মা ধরিত্রে দেবী দ্বিধা হও মা ত্বরা করে।

সকল কষ্ট পরিহরি, আজ তবে গর্ভে প্রবেশ করে॥

আমি মা বড় দুঃখিনী, পাষাণ চেয়ে পাষাণী,
নতুবা এ মহাপ্রাণী, আছে কেন শরীরে॥ ৪০৯

অজ্ঞাত।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির সহিত লবকুশের যুদ্ধ
বিষয়ক সঙ্গীত।

[শত্রুঘ্নের প্রতি লবকুশ।]

শত্রুঘ্ন গর্ব্ব করো না, খর্ব্ব হইবে নিশ্চয়।
তুমি আমাদের না চিন আগে কর রণ,
এখনি পা'বে পরে পরিচয়।
আমরা বেঁধেছি তোমারি বিজ্ঞ রামের যজ্ঞ-হয়।
কেমন ধনুঃশর ধর, যদি থাকে সাধ্য,
তবে কর যুদ্ধ, গালবাদ্য বৃথা কর।
ও হে তুমি সেই রামের ভাই, কর বড় বড়াই,
আমরা কি রাখি তোমার রামের ভয়।
অভিপ্রায় বুঝা যায়, শিশু দেখে তুচ্ছ অতিশয়।
মোরা লবকুশ নাম ধরি, নারে অমরে সমরে,
গণি কি তোমারে, তৃণ হেন জ্ঞান করি।
কিন্তু আজিকার সমরে বাঁচ না না মরে,
এখন মেরে পাঠাই যমালয়॥ ৪১০ কালী বাবু।

[শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণ।]

চিন্তা কি চিন্তামণি রাম,
আমি যা'ব শিশুর সনে করিতে সংগ্রাম।

তোমার প্রসাদে জীতে, কে মোরে সমরে জিতে,
ইন্দ্রজিতে ইন্দ্র জিতে তারে জিতিলাম।
অহঙ্কার করি কই, ত্রিভুবন করি জয়,
রণে কভু ঊন নই, তোমার অনুজ হই;
পঞ্চ বৎসরের বালক মারি আঁখির পলকে,
তুরঙ্গ ল'য়ে কৌতুকে আসিব শ্রীরাম॥ ৪১১ কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

লক্ষ্মণ কাজ নাই ভাই রণেতে।
এক দিন রাবণ বধেছিল প্রাণ, কত করে বাঁচাই তাহাতে,
ও রে আমার সেই ভয় হয় মনেতে,
কেহ শক্তিশেল মারে পাছে বুকেতে।
ভাই শত্রুঘ্ন বধিয়ে লবণ, মৈল শত্রু-শিশুর হাতে।
ও রে তুমি নারবে যুঝিতে শিশুর সাথে;
কেমন করে কোন্ প্রাণে কব যেতে॥ ৪১২ ঐ

[ভরতের প্রতি রাম।]

দেখো দেখো ভাই ভরত থেকো সাবধানে,
সঁপিলেম তোমার করে ধরে নেও লক্ষ্মণে।
শত্রুঘ্নের শোকে জরা, হ'য়েছি জীয়ন্তে মরা,
লক্ষ্মণ হইলে হারা হব সারা পরাণে।
শুন ভরত গুণনিধি, তোমায় আমার শপথি,
ক্ষুধা হ'লে খেতে দিও সঙ্গে থেকো নিরবধি।

লক্ষ্মণ মোর নয়নের তারা, তিলেক না যায় পাসরা,
যেন আমি তারাহারা হই না তপোবনে॥ ৪১৩

কালী বাবু।

[তপোবন হইতে বিলম্বে আসাতে
লবকুশের প্রতি সীতা।]

আজি এত বিলম্ব কেনে,
ও রে লবকুশ তোরা গিয়েছিলি কোন্ গহন বনে।
মা বোলে আয় রে মায়ের কোলে নিদয় ছেলে,
এতক্ষণ কোথা ছিলে মা ভুলে ;
আমার পয়োধরে পয়ঃ অধরে স্রবয়ে,
অধরে ধরিয়া খা দুজনে।
বনে গেলে মনে থাকে না মা বলে,
এত বেলা খেলা করে ছিলে মা ফেলে ;
আমার ধনজন নাই, ও রে লবাই কুশাই,
তোরা দুই ভাই বিনে ভুবনে।
নির্ভয় কি রবে সর্ব্বদা বনে,
কবে হ'বি তোরা জীবনহারা রণে,
কেবল আছি বনে করে বাসা, ঘুচাবি সে আশা,
মন্দ দশাই সন্দেহ হয় মনে॥ ৪১৪ ঐ

[বাণের আঘাতে লবকুশের প্রতি রাম।]

আমায় আর মের না রে বাণ
ও রে নিদয় হৃদয় দুটী মুনির সন্তান।

সম্বর গাণ্ডীব শর, তিলেক দেহ অবসর,
না সরে আমার স্বর, শরে শরে সরে প্রাণ।
না সরে যাহার স্বর, তারে কি রে মারে শর,
ধনুঃশর ল'য়ে শর পুর না শরসন্ধান।
না দেখি আর দোসর, হেন ধনুঃশর ধর তোরা,
দোহ সমশর-শর শমন সমান ॥ ৪১৫ কালী বাবু।

[রামকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সীতার প্রতি লবকুশ।]

জননী বলি গো তোমার গোচর।
সপ্তদিন পর্য্যন্ত মোরা অবিশ্রান্ত
করিলাম শ্রীরাম সহ সমর।
ও মা ভরত আর শত্রুঘ্ন, ধীর বীর লক্ষ্মণ,
এ তিন তাহার সহোদর।
আর কত রথ সৈন্য, করী হয় অগণ্য,
সসৈন্যে মেরে এলেম রঘুবর।
ও মা শ্রীরাম নাম যার, তার অঙ্গের অলঙ্কার,
এনেছি কত মনোহর;
দেখ কিরীট কুণ্ডল আর, মাতঙ্গ-মণিহার,
আর এনেছি তার ধনুঃশর।
ওমা কপি এক চমৎকার, এক রাক্ষস আর,
এক ভল্লুক ভয়ঙ্কর;
তাদের বন্ধন করিয়ে, এনেছি ধরিয়ে,
না মরে সমরে তিন অমর ॥ ৪১৬ ঐ

[লবকুশের প্রতি সীতা।]

(ও রে) কি শুনালি লবকুশ তোরা মোরে অকস্মাৎ,
জ্ঞান হেন যেন হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
এই লেগে কি এত দুঃখে, তোদের ধরেছিলেম কক্ষে,
অনাথিনী করে মাকে, মেরে এলি রঘুনাথ ॥
গর্ব্ভে এসে পঞ্চমাসে, দিলে আমায় বনবাসে,
বাকি বুঝি ছিল শেষে বধিবারে খুল্লতাত।
হেন দুই কাল উদরে, থুয়েছিলেম তোদের কি রে,
তনয় তাতেরে মারে, কে করে হেন আঘাত ॥ ৪১৭

কালী বাবু।

[রামের প্রতি সীতা।]

ধর হে নাথ ধর ধর তোমার বংশধর কোলে লও।
আমায় বিমুখ হ'লে হ'লে, পুত্রে বিমুখ কেন হও ॥
দেখ হে নাথ নয়ন মেলে, সোণার কমল দুটী ছেলে
অকূল পাথারে পড়ে ভাস্‌তেছে।
এত সাধের কুশিলব, কারে দিব এ বৈভব ?
তোমারি ধন তোমায় দিলেম তুমি এখন বুকে লয় ॥ ৪১৮

চন্দ্রমোহন শাপলা।

অভিমন্যু বধ।

[দ্রোণের উক্তি।]

মূলতান—কাওয়ালী।

ছি ছি ধর্ম্মরাজ একি কায করিলে,
জীবনভয়ে স্বধর্ম্ম পাশরিলে,

যদি এত ভয় যুদ্ধ দানে, তবে কেন যুদ্ধস্থানে আসিলে ;
করে ধরি শরাসন, অসংখ্য রিপুগণ হাসা'লে ;
ক্ষত্রকুলে কলঙ্ক রাখিলে।
মম প্রতিজ্ঞা শুন হে রাজন্, তোমারে করিব বন্ধন যুদ্ধস্থলে,
অদ্য নাহি রক্ষে, স্বয়ং ধর্ম্ম তব পক্ষে আসিলে ;
বাঁধিব তোমারে বাহুবলে॥ ৪১৯ হরিনাথ মজুমদার।

[পাণ্ডব সেনার প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষের উক্তি।]

মূলতান—একতালা।

রণে ভঙ্গ দিও না পাণ্ডব-সেনাগণ।
কর রে স্মরণ ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ,
দেহে থাকিতে জীবন, প্রতিজ্ঞা না করিব পলায়ন।
(ও রে) কুরুসেনাপতি দ্রোণ, সমরে আসি'ছে যেন
সাক্ষাৎ শমন ; ব্যাকুল হ'ও না কেহ,
সাবধানে নিজ দেহ কর রক্ষণ ; করেতে করি ধারণ শরাসন
(ও রে) কি ভয় আছে মরণে, মরিব মারিব রণে,
এইতো পণ ; রিপুগণ করে যদি সম্মুখ সমরে হয় মরণ,
দিব্য রথে স্বর্গে করিব গমন॥ ৪২০ ঐ

[ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠির]

খাম্বাজ—তেতালা।

কি হবে কি হবে ভীম, সুমন্ত্রণা বল বল।
এ অতি কঠিন ব্যূহ, কে ভেদিবে মোরে বল॥

দ্বারে আছে সিন্ধুসুত, মহারথী জয়দ্রথ,
কেমনে পাইব পথ, সকলি হ'ল বিফল।
সহ কৃষ্ণ ফাল্গুনী, যথা সৈন্য নারায়ণী,
গমন ক'রেছেন জানি (তবে) কে রক্ষিবে সৈন্যদল॥ ৪২১

অজ্ঞাত।

[মাতা সুভদ্রা প্রতি অভিমন্যু।]

ভৈরবী—আড়খেমটা।

দাও গো জননী বিদায় হইয়ে সদয়।
সংগ্রামে যাইব আমি, আর বিলম্ব নাহি সয়॥
মন হলো অতি চঞ্চল, বিলম্বে আর নাইকো ফল,
না কর ছল,—
সদয় হ'য়ে দেহ বিদায় করি গিয়ে রণজয়।
কর সবে আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন মনসাধ,
নিও না গো অপরাধ, হয় যেন রণে অভয়॥ ৪২২

অজ্ঞাত।

[জয়দ্রথের উক্তি।]

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পালা অভিমন্যু রণে দিয়ে ভঙ্গ।
ও রে কুমার সুচারু মুখ-চন্দ্রমা তোমার,
নবীন বয়সে রণে কে পাঠা'লে তোমায়,
অনলে পশিতে এলি হইয়ে পতঙ্গ।
কুরুসৈন্য সামান্য জলধি নয়,
লঙ্ঘিতে এ জলধি তোর পিতা পার্থ করে ভয়,

লজ্জিতে উপদেশ কে দিল হইয়ে নিদয়,
অাতঙ্কে মরিবি দেখে সমরতরঙ্গ ॥ ৪২৩

হরিনাথ মজুমদার।

[অভিমন্যুর উত্তর।]

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

করি প্রণিপাত শুন পিসা মহাশয়।
বলি তোমায় করিতে পরীক্ষা আমায়,
শরাসন করে ধরি আও কুরু সমুদয়,
পা'বে মম বাহুবলের পরিচয়।
তব পক্ষে অকূল জলধি হয়,
পাণ্ডবের পক্ষে কুরু গোষ্পদের তুল্য হয়,
পাণ্ডব বারণ, কুরুগণ কদলীনিচয়,
শিবাগণ দেখে কোথা সিংহশিশু করে ভয় ॥ ৪২৪ ঐ

[সুভদ্রার প্রতি অভিমন্যু।]

ললিত—মধ্যমান।

জননি! জন্মের মতন যাই, বিদায় দাও শ্রীচরণে।
ল'যে সপ্তরথী কুরুপতি, বাদ সাধিল এ জীবনে।
মম প্রতি যত করিতে গো স্নেহ,
বিফলেতে আজ সব গেল সেহ,
এ সময়ে এসে একবার দেখা দেহ,
মা মা বলে ডাকি আমি এই বদনে।
এখন মম সদা নয়নের জলে,
বক্ষ ভেসে যায় যেন স্রোতজলে,

আমার অন্তিম কালে, কে করে গো কোলে,
মনস্তুঃখ মম রহিল মনে॥ ৪২৫ অজ্ঞাত।

[অভিমন্যু-শোকে সহদেব।]
ভৈরবী—মধ্যমান।

ও রে জীবন ধন, কেন ধরায় করিয়ে শয়ন।
উঠ রে বাপ যাদুমণি, হেরি তোমার চাঁদবদন॥
তুই রে বংশের ভূষণ, অর্জ্জুনের প্রাণধন,
সুভদ্রার হৃদয় রতন, উত্তরা-শিরোভূষণ।
হেরে তোর মুখশশী, আঁখিনীরে সদা ভাসি,
কেমনে কব প্রকাশি, তোমা ধন বিসর্জ্জন॥ ৪২৬
অজ্ঞাত।

[অভিমন্যু-শোকে সুভদ্রা।]
ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি কৈ লো আমার অভিমন্যু নয়নতারা ধন।
জীবন্মৃত হ'য়ে আছি দেখে জুড়াই চাঁদবদন॥
না হেরে তার বদনশশী, আঁখিনীরে সদা ভাসি,
সে যে আমার জীবনের শশী,—
সে ধনে বঞ্চিত হ'য়ে জীবন রহে কতক্ষণ॥ ৪২৭

কুমারী কামিনী সেন।

[গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি উত্তরার উক্তি।]
ললিত—আড়া।

জরায়ুনিবাসী কুমার বল রে তোর এ কি ব্যবহার,
এখনো গর্ভে আছ শুনি পিতৃহত্যা-সমাচার?

পূর্ণ কর মায়ের ইষ্ট, ত্বরা করি হও তুমিষ্ট,
পিতৃ-বৈরি করি নষ্ট, তর্পণ কর সাক্ষাতে আমার।
ও রে সন্তান বলি তোরে, তুই না থাকলে পাপ উদরে
প্রাণপতির চিতানল'পরে, প্রাণ দিতাম এবার।
নাহি পারি জীবন দিতে, না পারি জীবন ধরিতে,
উভয় সঙ্কট, যদি কাটে শাঁখের করাতের ধার॥ ৪২৮

হরিনাথ মজুমদার।

ভঁয়রো—একতালা।

পণ করি পার্থ চলে রণস্থলে জয়দ্রথ বধের তরে।
ক্রোধে গাণ্ডীব করিল করে, ও রে নর কিবা ছার,
শুনি হুহুঙ্কার অমর সভয়ে মরে।
কদলীর বন দলিতে বারণ চলিল, বারণ কে করে,
হ'য়ে ভীষণ মূরতি, কুরুসেনাপতি, স্থিতি না করে সমরে,
পার্থ অগ্রসর হেরি, শোক পরিহরি।
জয়ঢাক তুরী মধুর বাঁশরি,
নানা যন্ত্র ধরি, রণবাদ্য করি,
আবার রণবাদ্য করে, ও রে চতুরঙ্গ দল,
হইয়ে প্রবল, সবলে চলে সমরে।
মিশাইয়ে তান লয়, বলে ধর্ম্মেরি জয়,
সবে মিলি উচ্চৈঃস্বরে॥ ৪২৯ হরিনাথ মজুমদার।

[অভিমন্যু-শোকে উত্তরা]

পাহাড়ী—আড়া।

ও রে নিদারুণ বিধি এই কি করিলি রে,
নয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে,
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে,
জীবনের সুখতারা আঁধারে ঢাকিলি রে।
অকারণে পাপ-রণে বধিলি দুঃখিনী-ধনে,
হাতে ধরে দুঃখিনীরে সাগরে ভাসালি রে।
কোথা পিতা ধনঞ্জয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয়,
অভাগিনীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলি রে ॥ ৪৩০

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

পার্থ-পরাজয়।

[অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের উক্তি।]

ঝিঁঝিট সারঙ্গ—ভেওরা।

আজি পাণ্ডব-যশোরব, যত গুণ গৌরব, সব যা'বে !
গুণময় গাণ্ডীব, আজি নির্গুণ করিব, দেখিবে সবে !
অক্ষয় তূণ নিশ্চয় শূন্যময় হবে ;
চক্রাকারে কপিধ্বজ ঘুরিবে।
মহাবীর ভীমসেনে শোয়াব ধরাসনে ;
মহা মহা রথী অগণ্য, যতেক সৈন্য,
চুম্বিয়ে ধরা যবে লুটিবে,
পুত্র বলি তবে চিনিবে। ৪৩১ মনোমোহন বসু।

[মদনের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি।]

বাহার বাগেশ্রী—মধ্যমান।

কি ক'ব মাধব-স্নুত মাধব-গুণ কাহিনী!
বিপদে সম্পদে সখা সেই কৃষ্ণ গুণমণি!
খাণ্ডব যাদব জয়, কালকের কুলক্ষয়,
পাণ্ডব হ'তে কি হয়, সব-মূল চক্রপাণি!
(ও হে) পঞ্চালে কিবা বিরাটে, দুর্ব্বাসা ঘোর সঙ্কটে,
অরণ্যে কি রাজপাটে, সহায় তিনি—
দাসের হৃদয় মাঝে, বাঁকা সাজে,
বিরাজ করেন আপনি! ৪৩২ মনোমোহন বসু।

[বভ্রুবাহনের বীরত্ব দেখিয়া অর্জ্জুনের উক্তি।]

পরজ—ঝাঁপতাল।

কি দেহ-জ্যোতি, ভূতলে দিনপতি,
গতি যূথপতি, অতি মত্ত বারণ।
লাবণ্য নব কিশোর, অথচ ভুজ কঠোর,
কি চঞ্চল নীলোৎপল যুগল নয়ন!
দোলে শ্রবণে হীর-কুণ্ডল যথা বিধুমণ্ডল,
ওষ্ঠাধরে ধরে কিবা রাগ রঞ্জন!
বিশাল ললাট-পাট, বিশাল হৃদয়-ঠাট,
সুকোমল সমুজ্জল সুন্দর গঠন!
সভ্য সুধীর সভামণ্ডলে, পাবক সম ক্রোধ কালে,
ধৈর্য্যে ধরা শৌর্য্যে সুরপতি সমান।

অনায়াসে ভুবন জয়, পারে হেন জ্ঞান হয়।
তেজে ভীম, এ অবস্থা মম প্রাণধন! ৪৩৩

মনোমোহন বসু।

[বৃষকেতুর পতনে অর্জ্জুনের উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

কি হ'লো কি হ'লো মরি, এ কি হে নয়নে হেরি;
কি ল'য়ে কোন মুখে ফিরে, যাব রে হস্তিনাপুরী?
ঐ দেখ হে মীনকেতু, এক মাত্র বংশসেতু,
ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি!
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,
কি বলে বুঝা'ব তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি! ৪৩৪

ঐ

[বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের পতনে কুন্তীর উক্তি।]

ভঁয়রা—কাওয়ালী।

দুখ-নীরে আরো কি ডুবাবে বিধি!
দুখ নিরবধি, নীরে নিরবধি, দুখিনী তো ভাসে জন্মাবধি,
যন্ত্রণার নাহি অবধি!
অভাগিনীর সুখ-সাধ সদা বিসম্বাদী,
যৌবনে পতি-ধনে হ'লে প্রতিবাদী,
(পাল্‌টা)
যৌবনে হারা'য়ে পতি, বনে বসি কাঁদি!
পঞ্চদেবের বরে পঞ্চ অঞ্চলের নিধি,
ভাবিতে তাঁদের দুখ বিদীর্ণ হয় হৃদি।

(পাল্‌টা)

মনে হ'লে তাদের কষ্ট বিদীর্ণ হয় হৃদি।
সদয় হ'য়ে সম্পদের মুখ দেখাইলে যদি,
অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত এই কি তোমার বিধি ?

(পাল্‌টা)

হৃদয়নিধি হরে নিলে এই কি তোমার বিধি ? ৪৩৫

মনোমোহন বসু।

[অর্জ্জুনের পতনে সুভদ্রার আক্ষেপ-উক্তি।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

হায় রে, কি হেরি ধরা'পরি শ্রীঅঙ্গ-লুটায় !
মলিন-বিধু-প্রায়, প্রভাহীন বদন কেন হায় ?
ডাকে অধিনী, নাহি শুনি সে সুধাবাণী ;—
বল কি কারণ, হ'লো আ'জ এমন, নাহি সম্ভাষণ,
প্রেম-আলাপন, সে প্রিয়বচন তব প্রমদায় ?
এ কি অসম্ভব, অঙ্গে নাই সুসজ্জা সে সব !
যে শরাসন জয়ী ত্রিভুবন, কিরীটী ভূষণ,
কুণ্ডল রতন, ভূমে ঐ এখন গড়াগড়ি যায় ॥ ৪৩৬ ঐ

[শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতি ভারত-মাতার উক্তি।]

বিভাস—ঝাঁপতাল।

কোথা গেলি ও রে পৃথু পৃথিবীর চূড়ামণি।
দুরদৃষ্ট ভারতের আবরিল দিনমণি।
হারা'য়ে পাণ্ডব কুরু ভারত হ'লো মহারণ্য,
ও রে পৃথু তোর জন্য পৃথিবীতে ছিল মান্য,

যবনদলে তোমা ভিন্ন, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী
ও রে সমর সিংহ তুই রে ধন্য, রাখিলি ভারত-মান্য,
সমরে করি বিচ্ছিন্ন, যবন-বাহিনী।
তোরা যত বীরবরে, সম্মুখে সংগ্রাম করে,
সবে গেলি রে স্বর্গপুরে, ভারতেরে ডেকে নে রে,
নতুবা ডুবা'য়ে দে রে সাগরে এখনি ॥ ৪৩৭

হরিনাথ মজুমদার।

[পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা।]
পিলু বাহার—যৎ।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান ;
একাকী যাইব বলে বধো না দুঃখিনীর প্রাণ।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে ?
তা হ'লে যে হবে নাথ পৃথ্বীরাজের অপমান।
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান।
স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত ;
মরিলেও নিত্য ধামে তব পদে পাব স্থান ॥ ৪৩৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[রাজপুত বীরাঙ্গণাদিগের উক্তি।]
অহং—একতালা।

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন, জুড়া'বে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন শোন্ রে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হ'বে ॥ ১

ওই যে সবাই পশিল চিতায়, একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন, পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ, চিতানলে আজ সঁপিব জীবন,
ওই যবনের শোন কোলাহল, আয় লো চিতায় আয় লো সই॥ ২

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুণ, পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোরা, কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী॥ ৩

আয় আয় বোন্! আয় সখি আয়, জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকা'তে জ্বলন্ত চিতায়, জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ॥ ৪

দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন, দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগণ!
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ, জলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে, সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজি কে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥ ৫

৪৩৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[প্রতাপসিংহের প্রতি।]

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভাল বাসি।
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি?

জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে?
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি॥ ৪৪০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গণার প্রতি।]

আলেয়া—কাওয়ালী।

এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয়-ললনা!
যবন-প্লাবন-কালে, পড়িয়া জঞ্জাল-জালে
সহিলে কতই যন্ত্রণা।
পরশিলে দুরাশয়ে, সতীত্ব যাইবে ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা।
জ্বালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল,
দিলে ভূষণ সকল, হ'য়ে প্রসন্নবদনা।
স্বদেশের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠা'লে যবনের আগে সুতে করি উত্তেজনা।
যত দিন রহিবে ক্ষিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী পতিপরায়ণা॥ ৪৪১

হিন্দুমেলা।

চৈতন্য-লীলা বা নিমাই-সন্ন্যাস।

[সচীর উক্তি।]

টোরী ভৈরবী—চৌতাল।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল।
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ আন্ধার হ'লো॥
আমি অতি দুঃখিনী রে! আমায় ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
সে হেন গুণখনিরে কেন বিধি হরে নিলে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের উদ্দেশে, যা'ব আমি কোন্ দেশে,
কৌশল্যার দশা কি শেষে আমার কপালে ঘটিল॥ ৪৪২

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[সচীর উক্তি।]

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন্ প্রাণে আমায় ছেড়ে হবি সর্ব্বত্যাগী,
উদাসীন বৈরাগী—নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে।
একে বিশ্বরূপের বিরহ-অনলে, চিরদিন আমার
শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচ্‌ব কেমন করে।
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা র'বে,
সোণার সংসার মোর ছার খার হ'বে,
অনাথিনী মা'রে, পাথারে ভাসা'য়ে,
যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে॥ ৪৪৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

[বাবু গিরিশ্চন্দ্র ঘোষের ষ্টার থিয়েটারে গীত হয়।]

দেশমিশ্র—একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন-মুরলীধারী ॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার,
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন ;
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধনধারণ বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী,
শ্যাম রাস রস-বিহারী,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার ॥ ৪৪৪

শ্রীগিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

দেশমিশ্র—একতালা।

কার ভাবে গৌউর বেশে যুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাক্‌বে না আর কুলমান।
মন মজা'লে গৌউর হে।
ব্রজমাঝে রাখাল-সাজে চরা'লে গোধন,
ধর্‌লে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর মন।
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায় ধরে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদবয়ান।
মন মজা'লে গৌউর হে ॥ ৪৪৫ ঐ

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাই তো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥ ৪৪৬

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

ভৈঁরো মিশ্র—একতালা।

প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ, হরিবলে নাচ ভাই॥
বল রে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল রে তোল হরিনামের রোল;
পাও নি প্রেমের স্বাদ, ও রে হরি বলে কাঁদ,
হেরবি হৃদয়-চাঁদ,
ও রে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে ভাই॥ ৪৪৭ ঐ

সংকীর্ত্তন।

[কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কুটীরে চৈতন্যের
সন্ন্যাস গ্রহণকালে]

লোফা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে।
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মূরতি,
দুনয়নে প্রেমবহে শতধারে,

গৌরমত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন-জলে ভাসে রে ;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি,
সিংহ-রবে রে ;
আবার দন্তে তৃণ ল'য়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়া'য়ে চাঁচর কেশ, ধরে'ছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি-ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে ;
জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে ;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে চৈতন্যচরণে,
দাস হ'য়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে॥ ৪৪৮

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

খাম্বাজ—একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে, প্রেমিক ভকতের শিরোমণি ;
আহা ! কি দেখালে কি নাম শুনা'লে,
দেখে শুনে দুনয়নের বারি ঝরে।
আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে।
মরুভূমি হ'ল প্রেমসরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,
শিখা'লে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে॥ ৪৪৯ ঐ

[গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

জয় সচিনন্দন, গৌরগুণাকর,
প্রেম-পরশ-মণি ভাব-রসসাগর।
কিবা সুন্দর মূরতি মোহন, আঁখিরঞ্জন কণকবরণ;
কিবা মৃণাল-নিন্দিত, আজানুলম্বিত,
প্রেম প্রসারিত কোমল যুগল কর।
কিবা রুচির বদন-কমল; প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল,
হরিপ্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত,
আনন্দে পুলকিত অঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।
হরি-গুণ-গায়ক, প্রেমরস-নায়ক,
সাধু-হৃদি-রঞ্জক, আলোক-সামান্য;
ভক্তি-সিন্ধু শ্রীচৈতন্য;
আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে,
নাচেন দুবাহু তুলে, হরিবোল হরিবোল বলে;
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর।
কোথা হরি প্রাণধন, ব'লে করে রোদন,
মহা স্বেদ-কম্পন, হুঙ্কার গর্জ্জন;
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,
ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।

হরি-লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ;
দীনজন-বান্ধব, বঙ্গের গৌরব,
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম-শশধর ॥ ৪৫০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

কাফি—আড়া।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে।
কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হরে পাপ তাপপুঞ্জ, যে নয়নে হেরে।
অবনীতে অবতরি, ভবেতে তরিতে তরী,
হরিনামে পরিণামে জীবেতে উদ্ধারে ॥
কহিতেছে কালীদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম নরাধম কে আছে সংসারে ॥ ৪৫১

—— কালী মিরজা।

কাফি—আড়া।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন, অবনীতে উপনীত,
ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-তুল্য রূপেতে প্রবীণ।
হা রে বিধি হেন নিধি কে পরালে ডোর কপিন,
কিবা শোভা নিত্যানন্দ, ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ,
কালী অতি দীন ॥ ৪৫২ ঐ

[চৈতন্যের সন্ন্যাসে নবদ্বীপবাসীর উক্তি।]

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝিব আর কেমনে, হায় কেমনে,
কা'রে কি কর হে বিধি অনন্ত লীলা-গুণে।
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠাও বনে,
সহসা মধুর হাসি পরিণত রোদনে।

একমাত্র পুত্র মা'র, তা'কেও হরিলে তার,
সুমতি যুবতী জায়া জীবন্মৃত জীবনে।
নবদ্বীপ-সুধানিধি, অকালে হরিলা বিধি,
স্মরিতে বিদরে হৃদি ধারা বহে নয়নে॥ ৪৫৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বিধাতার প্রতি চৈতন্য।]

আলেয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

দীনে দয়া কর ভগবান;
কর আশীর্ব্বাদ দান, দিয়ে পদতরী,
হে ভবকাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।
নিজ কৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ,
ধরার দুঃখে পুনঃ কাঁদে হে পরাণ;
আর এ যাতনা সহে না সহে না
কর দুঃখ অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে,
উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার সেই কার্য্যে,
যায় যেন দাসের প্রাণ।
গৃহে সচীমাতা জনম দুঃখিনী,
সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিহারা ফণী;
ও হে প্রেমসিন্ধু দিয়ে কৃপাবিন্দু
কা'রো দোঁহে শান্তিদান॥ ৪৫৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[চাঁদ কবি।]

ঘুমাস্ নে ঘুমাস্ নে রে আর।
দেখ রে কে ল'য়ে গেল প্রতিমা সোণার ॥
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ-প্রতিমার।
দেখ রে নয়ন মেলি দেখ দেখ এক বার।
যা'দিগে প্রহরী-বেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
কলহে প্রমত্ত হ'য়ে ছেড়ে দিল দ্বার ;
দেহ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতি ভরে, পূজিতিস সমাদরে,
হেবিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার ॥ ৪৫৫

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[রাজপুত বীর মহারাজা ভীমসিংহের প্রতি
আলাউদ্দিন বাদসাহের উক্তি।]

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

কেন বৃথা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায়।
প্রাণের পদ্মিনী তোমার, আমারে যে চায় ॥
এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিবে পতি,
তোমার কি হ'বে গতি, বুঝা নাহি যায়।
নারী কভু নিজ নয়, জেনো রাজা সুনিশ্চয়,
পদ্মিনী তার পরিচয় দিল জানা যায় ॥ ৪৫৬

— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[পদ্মিনীর উক্তি।]

বিভাস—আড়া।

ও হে মহারাজ আর, যুদ্ধ করা অকারণ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখিব জাতি-কুলমান ॥
দুষ্ট আলাউদ্দিন, হইয়াছে জ্ঞানহীন,
পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ ;
এই দেহে প্রাণ থাকিতে,
সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,
নারীধর্ম্ম না যাইতে পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ ॥ ৪৫৭

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়

[বঙ্গদেশের শেষ ভূপতির প্রতি পণ্ডিতগণের উক্তি।]

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

ছাড় ছাড় রাজ্য-আশা ভূপতি লক্ষ্মণ,
অবশ্য বিজয়ী হবে দুরন্ত যবন।
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হ'বে তা'র অনুরূপ,
বৃথা কেন যুদ্ধ ক'রে হারাবে জীবন ॥
রত্নভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,
সুখের রবে না লেশ, কেবল পতন।
ও হে নৃপ লক্ষ্মণ, কর শীঘ্র পলায়ন,
নতুবা যবন-হস্তে হইবে নিধন ॥ ৪৫৮ ঐ

[সিরাজউদ্দৌলার উক্তি।]

রামকেলী—খং।

কেন মিরজাফর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই ?
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই ॥

অন্যতর সেনাপতি, মোহনলাল মহামতি,
করি'ছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই।
শুন ও হে বীরবর, বীরধর্ম্ম রক্ষা কর,
তুমি হ'লে অবিশ্বাসী, হ'ব কারাগার বাসী,
রাজ্য-ধন সব যা'বে, ভেবে মরি তাই ॥ ৪৫৯

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

লক্ষৌ—ঠুংরি।

কপালে কি আমার, ছিল রে হায়,
মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায়।
বেঁধে দিল ফকির বঙ্গ-অধীশ্বর,
কি করি নিজ দোষে এবে নিরুপায়।
পেয়ে রাজ্য-ভার, বহু অত্যাচার,
ক'রেছি ব'লে কেহ হ'লো না সহায়।
যে মিরজাফর, হ'য়ে যোড়-কর,
থাকিত নিরন্তর আমার সভায়;
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায় ॥ ৪৬০ ঐ

সুরট—ঝাঁপতাল।

বণিক্-বেশে, এসে দেশে, শেষে এই ঘটাইল।
সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, সকলেরে ভুলাইল ॥
লোকের দোষ কেবল, বলে কিবা হবে ফল,
ভাগ্য মম প্রতিকূল, ফলে তাহা দেখাইল।

যাতনা দেখিবার তরে, বধিয়াছি বহু নরে,
জাতি মান কত জনে, মম লোভে হারাইল।
বণিকের কি সাধ্য হয়, বঙ্গেশ্বরে করে জয়,
আমারে করিতে ক্ষয়, বিধি বণিক্ পাঠাইল॥ ৪৬১

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে।]

ঝিঁঝিট।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন,
তোমার জন্ম-ভূমি ভারত-ভূমি হ'য়েছে কি স্বশোভন
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি,
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন।
আশা তব ছিল মাত্র, বুঝিবে লোক সত্য-তত্ত্ব;
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্ত হ'য়েছে এখন ;
তোমায় যা'রা করিত পীড়ন, তা'দের সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা-উপহার তোমায় করিছে অর্পণ॥ ৪৬২

—— ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কোথা গেল রামমোহন ও হে ভারত ভুষণ।
স্মরিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন॥
ধর্ম্মবীর শুদ্ধচিত নানা শাস্ত্রে স্বপণ্ডিত,
জ্ঞান-প্রেমে বিভূষিত সুকবি তুমি সুজন।
সতী-দাহ নিবারিতে, অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে ক'রেছিলে প্রাণপণ।

ধর্ম্ম সাধনের আশে, পার হ'লে অনায়াসে,
পদব্রজে হিমগিরি করে অসাধ্য সাধন।
করিতে ধর্ম্ম প্রচার, গেলে সপ্ত-সিন্ধু পার,
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন।
এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয়নাম উচ্চারণ॥ ৪৬৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

ছিল ভ্রান্ত-ধর্ম্মে তমোময় ভারত-ভুবন।
যেমন অস্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন॥
হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি,
মোচন করিতে তাহা করিলেন প্রাণপণ।
সর্ব্ব-জাতি-পিতা-মাতা পূজিয়ে সকল ভ্রাতা,
করিতে উপায় তার ভাবিলেন মহাত্মন্।
হ'লো ব্রাহ্ম-ধর্ম্মোদয় পবিত্র অমৃতময়,
খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ।
ধন্য মহাভাগ তুমি! ধন্য হে ভারতভূমি,
শুভক্ষণে প্রসবিলে পুরুষ-রতন॥ ৪৬৪

ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

[ভারত মাতার উক্তি।]

সিন্ধু খাম্বাজ—ধামাল।

হায় কি শুনিলাম আমি,
শুনে বুক ফেটে যায়।
প্রাণের রামমোহন ছে'ড়ে গিয়েছে আমায়॥

ও ওরে বাপ্ রামমোহন,
তোর শোক নিবারণ,
কি রূপে হ'বে এখন, দেখি না কোন উপায়।
বিশ্বেশ্বর কৃপা করে,
বহু শত বর্ষ পরে,
তোর তুল্য সন্তানেরে
দিয়েছিলেন দুঃখিনীরে, ওরে বাছা রে।
কিন্তু ভাগ্যদোষে মৃত্যু,
অকালে হরিল তোমায়॥
সকল ভ্রাতার তরে, জননীরে ত্যাগ করে,
গিয়েছিলি দেশান্তরে,
নানা ক্লেশ সহ্য করে,
ও রে বাছা রে! বিদেশে হারালি প্রাণ,
কেবল পরের মায়ায়॥ ৪৬৫

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[তাজমহল দর্শনে।]

(কত কাল পরে—সুর।)
লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

বল, বল, গৃহরাজ শুনি,
সেই ভারত ভূত পুরাণ কথা হে।
যা'র সুখ সম্পদে, এ তনু-শোভা তব।
সে জন শোভন গেল আজি কোথায় হে॥
কোথায় সে গৌরব, যবনাধিরাজের।
লুঠিতো ভারত যেই, পাদ-ধূলায় হে॥

কাঁপিত ভয়ে যথা, সদা ভূপতিগণ।
মথিছে চরণে দেখ, দীন তথায় হে॥
চুম্বিতো মুখে যার, সুখ সম্পদ সদা।
কেনে সেই ভোগসুখ, পাষাণে গাঁথা হে॥
গাঁথে কি সবে শেষ, ধনে রতনে এই।
হায় যদি এই! কেনে, ঝকড়া বৃথা হে।
যা'ব নিশ্চয় যদি, কি এত সমারোহে।
প্রভেদ না রহে ধনী, দীন যথায় হে॥
গেছে সকলি তার, মিটি আকাশে অই।
তুমি চিহ্ন রবে আর, কদিন হেথা হে॥ ৪৬৬

গোবিন্দচন্দ্র রায

[১৮৫৭ সালে কাণপুর-হত্যাকাণ্ড বিষয়ে]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কাণপুর হ'য়েছে যমপুর আজ দেখ্‌তে পাই।
বাল বৃদ্ধা নর নারী, সব খ্রীষ্টান ভূতলশায়ী॥
মাতার সম্মুখে সুতে,
খণ্ড করে খড়্গাঘাতে,
কি রূপে এই ঘোর পাপে
জৈ হইবে সিপাই।
তৈমুর নীরো নাদির,
নিষ্ঠুর বলে ছিল স্থির,
এখন নানাসাহেব হ'লো তাদের
সঙ্গে চিরস্থায়ী।

ভুই নানাসাহেব তুমি,
কলঙ্কিত ভারতভূমি,
করিলে শিশুর রক্তে,
কভু তোমার রক্ষা নাই ॥ ৪৬৭

রাজা মহিমারঞ্জন রা

[১৮৫৭ সালে দিল্লী পুনরধিকারকালে।]

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

চল বৃটনের যত সুতগণ!
রণে বীরত্বের আজ প্রয়োজন ॥
বৃটিশেরা প্রাণভয় রণকালে করে না।
দে'খো সেই নাম ধ্বংস যেন আজ হয় না।
জয় বা মরণ সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন।
আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার।
করিয়ে দেখা'ব সবে কত চমৎকার।
তাই হে উৎসাহে সবে শীঘ্র যেতে বলে নিকল্‌সন ॥ ৪৬৮

[মন্দোদরীর উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

নাথ! রাম কি বস্তু সাধারণ?
ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ।
ছি ছি তার সনে কি রণ সাজে, রণসাজ অকারণ।
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,
আন্‌লে তার সীতে বংশ বিনাশিতে,
কাটিলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে না শুনে কারো বা৷

[illegible] মূতন, দেখ্‌লে না নাথ চিত্তে,
তোমারে কুপিতে, শ্রীরাম জগত্তপিতে,
জগৎমাতা সীতে তোমারে ভুপিতে,
(তাইতে) কপিতে করে মানহরণ ॥ ৪৬৯

দাশরথী রায়।

[রাম বনবাস-গমন কালে।]

অহং সিন্ধু—খং।

সঙ্গী কর রঘুবর ত্যজ না রাম নিজ দাসে।
এই যে বল ভালবাসি একাকী যাও বনবাসে।
পীত বসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি,
মরি মরি কাজ কি আমায় এ ছার আবরণ বাসে।
রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুখ,
ছত্রধারী হবে কে এসে।
ক্ষুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগা'বে ফলমূল,
এ দাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি হরিষে ॥ ৪৭০ ঐ

[রামের প্রতি মন্দোদরীর উক্তি।]

মালশ্রী—একতালা।

দীননাথ, এ কি বজ্রাঘাত, কেন আমাকে অনাথ করিলে।
সুখ সম্পদ বিভব, দেবের দুর্ল্লভ, দিয়া হে জানকীবল্লভ,
আমার প্রাণের বল্লভে কেন বা হরিলে।
করিতেন জানি লঙ্কার রাজন,
তোমার সাধন, তোমারি ভজন,

তোমারি প্রসাদে পেয়ে লঙ্কার-নন্দন,
এবে বিসর্জ্জন আপনি দিলে।
বলে মহাবলী ছিলেন দেবর,
পেয়েছিলেন তব আশীর্ব্বাদে বর,
এখন ধূলায় ধূসর তাঁর কলেবর,
কেন নিদ্রাভঙ্গ অকালে করিলে।
ঘুচাইলে নারীর আয়্য অলঙ্কার,
মুহূর্ত্তে শ্রীভ্রষ্ট হইল লঙ্কার,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দিনে অন্ধকার,
দাসীর প্রতি কেন হেন বিচারিলে।
নতুবা ত্যজিব চরণে জীবন।
কহে রমাপতি রাজীবলোচন,
রাবণেরে আজি ছলে উদ্ধারিলে॥ ৪৭১
রমাপতি রা

[লক্ষ্মণ-শক্তিশেলে রামের উক্তি।]

(এত দিনের পরে লক্ষ্মণে হারালেম—সুর।)

(ও রে) অবিলম্বে কর্ তোরা চিতা সজ্জার আয়োজন।
এমন দিন কি আর হ'বে যাব লক্ষ্মণের সহমরণ॥
আমি প্রাণের ভাই করিয়ে কোলে, প্রবেশিব চিতান[ে]
(ও তার) অঙ্গে অঙ্গ আচ্ছাদিয়ে করব ভাইর তাপ নিবা[রণ]
আমার এই কপালে ধার্য্য লক্ষ্মণ করব অগ্নিকার্য্য,
একি সহ্য রে—(আমি) এখনও অযোগ্য প্রাণ দিব,
রাখব না কখন॥ ৪৭২ অজ্ঞাত।

রাম বনবাস।

[জটায়ুর প্রতি সীতা।]

ও হে পক্ষীরাজ রাখ বাক্য আজ দুখিনী সীতার।
দেখা হ'লে রামসনে, বলো তাঁর ঐ শ্রীচরণে,
ল'য়ে যাব লঙ্কাধামে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর।
জিজ্ঞাসিলে প্রাণপতি, বলো তাঁরে শীঘ্রগতি,
দুষ্ট দমন করে শীঘ্র করিতে উদ্ধার ॥ ৪৭৩ অজ্ঞাত।

[সীতার প্রতি।]

(বিদায় দাও রামধনে—সুর।)

এস গো বস গো সীতে, এস গো জনকনন্দিনী।
তব জন্যে স্থান রেখেছেন মম পতি বাল্মীকি মুনি ॥
রামায়ণ হয় রাম না হ'তে,
ষাট হাজার বৎসর অগ্রেতে,
এসেছ তাই পূর্ণ কর্ত্তে ও গো পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণী ॥ ৪৭৪
অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি লবকুশ।]

(কি ভিক্ষা আজ দিব হে—সুর।)

পরিচয় কি দিব হে তোমারে (ও হে ও রঘুবর)।
আমরা দুটি ভাই, অরণ্যে বেড়াই,
মা বিনে আর কেহ নাই এ ত্রিসংসারে।
পিতার নাম কভু শ্রবণে না শুনি,
মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী;
তিনি জনম-দুঃখিনী।

মায়ের সদত নিরখি, ঝরে দুটি আঁখি,
কেবল রামনামের ধ্বনি সদায় অধরে।
ধামাভাবে করি বনে অবস্থান,
বস্ত্র বিনে করি বাকল পরিধান,
করি কর-পাত্রে বারি পান ;
দুঃখ বলব কি হে আর, বনফল আহার,
শয্যা বিনে শয়ন মৃত্তিকা-উপরে॥ ৪৭৫ অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণ-শক্তিশেলে রামের উক্তি।]

(ও রে) এত দিনের পর লক্ষ্মণ হারা'লেম।
আমি অকিঞ্চিৎকর ভার্য্যার তরে সঞ্চিত ধন খোয়া'লেম।
বিধির কোপে গেলাম বনে, কৈকেয়ী মাকে অকারণে,
চিরদিনের কলঙ্কিনী করিলেম ;
(আমার) রাজ্য গেল, ভার্য্যা গেল,
তাও প্রাণে সহ্য হ'লো ;
(ও রে) প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ ম'ল, আমি বেঁচে রহিলেম।
সোণার পুতুলি ভাই, জীবনের তুল্য নাই,
সে ভাই মোর ধূলমাঝে র'য়েছে ;
(ও হে) আমার যদি থাকে কেহ,
(প্রাণের) লক্ষ্মণকে বাঁচা'য়ে দেহ।
(আমি) নতুবা ত্যজিব দেহ,
এই প্রতিজ্ঞা করিলাম॥ ৪৭৬ অজ্ঞাত।

[লবকুশের যুদ্ধে লক্ষ্মণের পতনে
রামের উক্তি।]

উঠ রে প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ।
(ও রে) শুনে তোমার জীবনান্ত মম হৃদি হয় দাহন॥
জিতে ইন্দ্রজিতের সনে, (ওহে ভাই) প্রাণ ত্যজিলে শিশুর রণে,
আমি লাভের তরে মূলপার করে,
সঞ্চিত ধন হারাই এখন।
যখন মা বলবেন আমাকে,
কোথায় লক্ষ্মণ নেও আমাকে,
(তখন) কি দিয়ে মার প্রাণ জুড়াব,
কে আছে এমন ধন? ৪৭৭ অজ্ঞাত।

[লবকুশের প্রতি সীতার উক্তি।]

(ও রে) কুসন্তান কি কথা শুনা'লি।
তোরা বজ্রসম বাক্যবাণে মায়ের প্রাণ বধিলি।
ও রে নিষ্ঠুর অনিবার্য্য, এ কি রে তোর পুত্রের কার্য্য,
সোণার রাজ্য ছারখার করিলি।
কোন্ বনে প্রাণেশ্বরে, ব'ধে এলি তীক্ষ্ণ শরে,
এ অভাগীরে একেবারে অবসান করিলি।
সকল সম্পদ হারাইয়ে, ছিলেম রে এয়োত্ব নিয়ে,
তোরা দু'ভাই শত্রু হ'য়ে তাও কি ঘুচালি॥ ৪৭৮
অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

(পরিচয় কি দিব হে—সুর।)

যা'ব না আর অযোধ্যা-ভুবনে, (ও রে সুমন্ত্র)।
রাজ্যের কার্য্য নাই, ফিরে বনে যাই;
আমি রাম সীতার নাম না শুনি যেখানে।
আমার মরণ ভাল ছিল, বেঁচে এই লাভ হ'লো,
উদ্ধারিয়ে যাঁকে (পুন) রেখে এলেম বনে॥ ৪৭৯

অজ্ঞাত।

[কৌশল্যার উক্তি।]

ও হে প্রাণপতি, করি এই মিনতি,
জীবন-রামকে বনে দিও না।
জীবন-রামকে বনে দিলে, জীবনে জীবন রবে না।
রামকে নিয়ে দেশান্তরে খাওয়াইব ভিক্ষা করে,
যাব অযোধ্যা ছেড়ে;
ভরতকে রাজ্য দিয়ে পুরাও মনের বাসনা॥ ৪৮০ ঐ

[দুর্ম্মুখের উক্তি।]

(ধর হে নাথ ধর ধর—সুর।)

বলব কি হে কমলাক্ষ বলতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়,
রাজমহিষী দোষী বলে দোষী লোকে কত না কয়।
শ্রীরামচন্দ্র জগতপতি, জগতলক্ষ্মী সীতা সতী,
হরে নিল লঙ্কাপতি দুরাশয়।

সীতা নিয়ে রাখে অশোকবনে, অসতী কয় অসৎ জনে,
সে দুঃখ কি সহে প্রাণে, প্রাণান্ত হ'লে দুঃখ যায়।
যিনি হ'ন জগতের মাতা, তাঁর বিরুদ্ধে এ সব কথা,
প্রাণদণ্ডে ঘুচাও ব্যথা, করে দুষ্ট দমন তোমাকে কই ॥ ৪৮১

অজ্ঞাত।

[মৃত্যুকালে রাবণ রামের প্রতি।]

সাধে কি হ'রেছি সীতে।
ও রাম সাধে কি হ'রেছি সীতে হে।
ঘরে আনি সীতে, দিবস নিশিতে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ হেরি হরষেতে।
আমি যদি হরে না আনিতাম সীতে,
তবে কি হে রাম লঙ্কাতে আসিতে ;
আমায় বিনাশিতে, অমরে তুষিতে,
কে দেখে'ছে শিলে জলেতে ভাসিতে ॥ ৪৮২ ঐ

[অশোকবনে সীতার আক্ষেপ।]

একতালা।

কোথা দয়াময়, বিপদ-সময়,
রাখ হে আমায় দিয়ে পদাশ্রয়।
দেখ রাবণ-অসিতে, এসেছে নাশিতে,
মরি হে ত্রাসেতে, কি করি উপায়।
অশোকবনে তোমার সীতা পায় নাশ,
দাসী ব'লে নাথ হও হে প্রকাশ ;

নবীন বলে ত্রাস, ভেব না আকাশ,
সৃষ্টি স্থিতি নাশ তোমারি ঐ পায়॥ ৪৮৩ নবীন।

[রাবণের প্রতি মন্দোদরী।]

কেন হে কান্ত হ'য়েছ ভ্রান্ত, রণেতে ক্ষান্ত হও এখনে।
ও হে লক্ষ্মীকান্ত, হ'লো সর্ব্বস্বান্ত,
লক্ষ্মী দাও হে কান্ত কমললোচনে।
চল চল রামের ধরি গিয়ে পায়,
ও পায়ে উপায় বিনে নাই উপায়;
যদি রাখেন পায়ে তবে সে উপায়,
নতুবা উপায় হবে না হবে না।
যে দিন হ'তে সীতা করে'ছ হরণ,
সে দিন হ'তে লঙ্কা হ'তেছে দাহন;
নবীন বলে, শুন রাজা দশানন,
সামান্যা রমণী ভেব না মনে॥ ৪৮৪ ঐ

[সপ্তরথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত অবস্থাতে অভিমন্যুর উক্তি।]

ও হে কোথা পিতঃ ধনঞ্জয়, কোথা মাতুল ভগবান,
সপ্তরথী মিলে বধে নির্দ্দোষী বালকের প্রাণ।
আমি পড়িয়ে হেন বিপাকে, ডাকিতেছি হে তোমাকে,
(ও হে) ত্বরায় আসি রণস্থলে রক্ষ করুণানিধান।
(ও হে) শকুনি দুঃশাসন দ্রোণ, অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ,
আর দুর্য্যোধন,
সবে একত্রে হানি'ছে বাণ, নাহি আর পরিত্রাণ॥ ৪৮৫
রেবতীমোহন গাঙ্গুলী।

তরণীসেন বধ।

[সরমার উক্তি।]

ইমন কল্যাণ—কাটা ধামাল।

নিশিতে দেখে'ছি সীতে স্বপন,
আমার যেন প্রাণপুত্র রণে হ'য়েছে নিধন ॥
হারা হ'য়ে তরণীরে, ভাসিতেছি দুঃখনীরে,
দুখিনীরে দুঃখনীরে দিয়ে গেল বিসর্জ্জন।
হেন কেন এ অশিব, শিব কি করবেন অশিব,
তা হ'লে প্রাণ নাশিব, আর রাখব না এ জীবন ॥ ৪৮৬

হরিনাথ সেন।

[নিকষার উক্তি।]

ইমন কল্যাণ—কাটা ধামাল।

জানকীরে জান কি রে দশানন ?
গোলকবাসিনী রমা যাঁরে সেবে সুরগণ ॥
ইনি সত্যেতে হন বেদবতী, ত্রেতাযুগে সীতাসতী,
পবিত্র করিতে ক্ষিতি, ক্ষিতিগর্ভে জন্ম লন ॥
বংশধর বিনাশিতে, হ'রে আনলে রামের সীতে,
হরি কহে কুল নাশিতে কুললক্ষ্মীর আগমন ॥ ৪৮৭ ঐ

[সরমার উক্তি।]

ভৈরবী—একতালা।

বাছা তরণী রে, কভু যেও না রে,
ব্রহ্মসনাতন রাম-সমরে।

তার বৈরীপক্ষ, সৈন্য লক্ষ লক্ষ,
শক্রভাবে গিয়ে জীবনে মরে ॥
তোর পিতা জ্ঞানী ধর্ম্মেতে তৎপর,
জানেন তিনি রাম ব্রহ্মপরাৎপর,
শরণ নিয়ে পদে, আছেন নিরাপদে,
সম্পদের সুখ কভু না করে ॥
রাজ্য ত্যজ্য আর গৃহ পরিহরি,
অনিবার ভজে রাম-নরহরি,
মোরা মিছে পাপে গৃহে কাল হরি,
কাঁদে গুপ্ত হরি যম-ভয় ভরে ॥ ৪৮৮ হরিনাথ সেন

[তরণীর উক্তি ।]

ললিত—আড়া ।

রাম-সমরে যে'তে আমায় ক'র না মা আর বারণ ।
আমি ভালমতে জানি শ্রীরাম ভবতারণ ॥
ছুটে'ছে মোর মন-বারণ, কি দিয়ে করি বারণ,
ইচ্ছা হয় রামরূপ সদা করি দরশন ॥
এক নিবেদন শুন, মম পিতা বিভীষণ,
রামকে করে দরশন ;
পুলক হৃদয় মা আমারে দেহ বিদায়,
পবিত্র করিব দেহ, দাস-পুত্র বলে স্নেহ,
রাম করিবেন বিলক্ষণ ॥ ৪৮৯ ঐ

[বিভীষণের উক্তি।]

ললিত ভৈরবী—ঢিমা আড়খেমটা।

ওহে দয়াময়, ত্বংহি বিশ্বময়, বিশ্বব্যাপী হরি নিত্যভগবান।
(আমি) বিষয়-আশা ত্যজে, ও চরণ ভজে,
কি লাভ আমার হ'ল বল হে বিধান ॥
যে জন্তেতে কাঁদি রাম কলানিধি,
অমর ক'রেছে আমার যে বিধি,
তব পদ্ম-হস্তে মরণ হ'ত যদি,
তবে আমার হ'ত, গোলকেতে স্থান ॥
শত্রুভাবে তারা গেল স্বর্গধাম,
মিত্রভাবে রাম আমায় হ'লে বাম,
বল আমায় নব দুর্ব্বাদলশ্যাম,
বেদে বলে তোমায় করুণানিধান ॥ ৪৯০

হরিনাথ সেন।

ললিত—আড়া।

পুত্র-শোকানলে, দেহ মন জ্বলে,
দাবানলে যেন দহে ঘোর বন।
তেমি জ্বলে হিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে,
জলে গেলে তাহা হয় না নিবারণ ॥
হারা হ'য়ে আমি তরণী-রতনে,
প্রাণ-হরিণী আমার থাকিবে কেমনে,
নয়নতারা হারা হ'লেম এত দিনে,
তারাকারা ধারা বহিছে নয়ন ॥

বন্ধ্যানারী ভাল পুত্রবতী হ'তে,
পুত্র-শোক-শেল হয় না তা'র সৈতে,
পুত্রশোকাতুরা পুত্র-শোকে র'তে,
থাকিতে নারে, সদা ফাঁফর করে প্রাণ ॥ ৪৯১

হরিনাথ সেন।

[পাণ্ডব-নির্ব্বাসন সময়ে ভীমের উক্তি।]

আড়া জুড়ি।

করিব করিব কুরু-বংশের সংহার,
ভীমের ভীম গদা নৈলে ধরিব না আর।
কা'রে মারব পদাঘাতে, কা'রে মারব গদাঘাতে,
মারব কা'রে মুষ্টাঘাতে কৃতান্তের প্রায়—
দুর্য্যোধনের উরু ভেঙ্গে নিব যম-দ্বার ॥
অন্ধ রাজার মন্দ মতি, তাঁ'র সাক্ষাতে এ দুর্গতি,
পতিব্রতা মহা সতীর করে অপমান—
হরি কহে সে পাপেতে নাহিক নিস্তার ॥ ৪৯২ ঐ

[দ্রৌপদীর উক্তি।]

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

ও হে রমাপতে! এই বন পথে,
দাসীর মনোরথে কর পদার্পণ।
আমি নয়ন-বারি দিয়ে, চরণ পাখালিয়ে,
কেশে মুছাইয়ে সেবিব চরণ ॥

শ্রদ্ধা-মন্ত্রে তব উপাসনা করি,
মনোপুষ্প দিয়ে পূজিব শ্রীহরি,
ষোড়শ উপচারে, নৈবিদ্যাদি করে,
জ্ঞান-প্রদীপ জ্বেলে করিব অর্চ্চন ॥
দয়াসিন্ধু প্রভো! কৃপাসিন্ধু নাম,
ভকতবৎসল নব-ঘনশ্যাম,
হরিনাম দীনে, ভজন বিহীনে,
নিজ-গুণে দয়া কর বিতরণ ॥ ৪৯৩ হরিনাথ সেন।

(বীরবাহু বধোপলক্ষে চিত্রাঙ্গদার উক্তি।)

ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা।

ও হে প্রাণেশ্বর, লঙ্কার ঈশ্বর,
রক্ষকুলমণি রমণীভূষণ।
তব নিকেতনে, হৃদয়-রতনে,
রেখে'ছিলাম আমি, কর হে অর্পণ ॥
বহু দিন হ'ল নয়নের মণি,
না হেরিয়ে আমি মণিহারা ফণী,
তদপ্রায় ভাবে তোমার রমণী,
চিত্রাঙ্গদা এল হের হে রাজন ॥
লাজ ত্যজে আমি এলাম সভা-মাঝ,
বিলম্ব সহে না, অহে মহারাজ ;
নীরব হ'য়ে নাথ র'লে কেন আজ,
কোথায় রেখে এলে দুঃখিনীর ধন ॥ ৪৯৪ ঐ

[চিত্রাঙ্গদার উক্তি।]

ভৈরবী—ডবল আড়খেম্‌টা।

হ'লে কেন ভ্রান্ত, ও হে প্রাণকান্ত,
রাম রমাকান্ত, গোলক-বিহারী।
ব্রহ্মা-আদি ইন্দ্র, যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র,
চন্দ্রচূড় যাঁর লাগি জটাধারী॥
দয়াসিন্ধু রামের চরণ পরশিলে,
পাষাণ মানব হয়, জলে ভাসে শিলে,
তুমি নাথ কীর্ত্তি লঙ্কাতে রাখিলে,
বংশনাশতরে সীতা করলে চুরি।
নারী হ'য়ে আমি দেই উপদেশ,
রামের প্রতি ত্যজ বিষম বিদ্বেষ,
ন'লে নাথ তোমার হ'ল আয়ু শেষ,
কালরূপী রাম স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥ ৪৯৫ হরিনাথ সেন।

[গুহকের অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কুপিত লক্ষ্মণের
প্রতি রামের উপদেশ।]

বিভাস—আড়খেম্‌টা।

কার প্রাণ নাশন, করিব রে ভাই শোন,
মিতের আমার কোন অপরাধ নাই।
প্রেমে আরে ওরে, ও বলে আমারে,
আমি ওরে বড় ভালবাসি রে ভাই।
আরে ওরে বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরেতে উহার বড়ই ভক্তিভাব,

নইলে আমি ধন, সাধুজনার মন জুড়াই রে ;
ভাবগ্রাহী আমি ভাবেতে মিসাই ॥ ৪৯৬
দাশরথী রায়।

[রামের উক্তি।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

আর কি ফল এ বিফল জীবনে এ-এ-এ।
গুণবতী সতী বিহনে ॥
এ কি অনুচিত অনিত্য লোক-ভাষিত,
তাহাতে একান্ত মম চিত অবিরত ;
অকলঙ্ক শশিসমা প্রিয়ারে আমার,
অনায়াসে বনবাসে করিলাম পরিহার,
দুরাচার মম তুল্য আর কে আছে এমন ভুবনে ॥ ৪৯৭
অজ্ঞাত।

ললিত ভাঁয়রো—একতালা।

ও কি শোভা রে রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতাসনে, রাজ-ভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র মুখে পায় আতঙ্গ,
মরি হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রামরূপ হেরি নয়নে, প্রেম তরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা ক'ন ত্রিনয়নে ছেড় না রামরূপ-সঙ্গ ;
চিন্তামণির গুণের বাণী, বলতে বাণীর রাণী সাঙ্গ ;
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ ॥ ৪৯৮
দাশরথী রায়।

কোথা হে করুণাময় নারায়ণ।
বিপক্ষের পরাক্রমে, রক্ষা নাই আর কোনক্রমে,
এই ছিল কি পরিণামে দাসীর কপালে লিখন।
অন্তর্যামী তুমি নিত্য নিরঞ্জন,
দয়া কর এ দাসীরে ও হে বিপদভঞ্জন,
হরি তোমার নামের বলে, সলিলেতে ভাসে শীলে,
মানবদেহ ধরে শীলে পরশিলে শ্রীচরণ॥
শিশুমতি প্রহ্লাদ পড়িয়ে বিপদে,
করযোড়ে নিয়ে শরণ তোমার অভয় শ্রীপদে,
পড়ে'ছিল সিন্ধুজলে, পেল জীবন রামনাম ব'লে,
শমনভয় তার বিনাশিলে অহে শমনদমন।
সত্যে বদ্ধ আছেন পতি সদাশয়,
তুমি বিনে সতীর গতি কি আছে হে দয়াময়,
ডাকি হে অকূলে পড়ি, বিপদে উদ্ধার হরি,
এ দুঃখিনীর জীবনতরি অকূলেতে হয় মগন॥ ৪৯৯
রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিন্তা কি হে চিন্তামণি নারায়ণ।
অমর-আশ্রিত হ'য়ে সমরে ভয় অকারণ॥
কর দাসে আশীর্ব্বাদ, পূরাইব মন-সাধ,
রণেতে আজ ইন্দ্রজিতে করিয়ে নিধন।
এ বিশাল ভুজ-তেজ দেখিবে অমরগণ,
অকালে কাল-সাগরে ক'রব তা'রে বিসর্জ্জন;

ধরে তুই কত বল, ক'রব তা'রে হতবল;
যত বল তত বল বারে অনুক্ষণ।
শত্রুর শোণিতে নদী করাব আজ দরশন,
মীনরূপে সৈন্যগণ করিবে তা'য় সন্তরণ॥
বিনাশিল মায়া-সীতে, চল্লেম মায়া বিনাশিতে,
এ অসিতে মায়াজাল তার করিব ছেদন।
দাশরথি, রথ রথী নাই হে আমার প্রয়োজন,
সঙ্গের সম্বল মাত্র তোমার অভয় শ্রীচরণ॥ ৫০০

রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ললিত—আড়া।

ছেড়ে গেলে মেঘনাদ বিধি এ বাদ সাধিল।
লঙ্কার শশাঙ্ক কি রে চির অস্তাচলে গেল।
বীরচূড়ামণি যত, অকালে হইল হত,
আহা সে প্রমীলা সতী চিতানলে প্রবেশিল।
হা রে নিদারুণ বিধি, এ কি নিদারুণ বিধি,
মেঘনাদকে প্রাণে বধি তোর কি সাধ পূর্ণ হ'ল॥ ৫০১

রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

[রাবণ মৃত্যুবাণ দর্শনে।]

ললিত বিভাস—আড়খেম্‌টা।

আর নাই মোচন, পিতা ত্রিলোচন,
বস্‌লেন শরমধ্যে জীবন বধিতে।

এমন সময় কোথা গো মা ঈশানী
বিপদ নাশিনী মা রাখ সন্তানে শ্রীপাদপদ্মে।
কি করি শঙ্করী পিতা শঙ্কর বিরূপ,
ভাই হ'য়ে চিরকাল কালের স্বরূপ,
বিনে চরণতরি তরি গো মা কিরূপ,
ব্রহ্মময়ী বিপদ-সাগর-মধ্যে।
ছিল যে ভাই আমার প্রাণের অনুগত,
হ'ল সে দিন গত সে ভাই আমার গত,
না হ'তে কাল গত হ'ল কালাগত,
আমি ভেঙ্গেছিলাম ও তার অকাল-নিদ্রে॥ ৫০২

দাশরথী রায়।

[রাবণের মুমূর্ষু বাক্য।]

ভৈরবী—একতালা।

দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত;
আমার গত অপরাধ কত,
প্রাণ নির্গত সময়ে দেও হে চরণ, হ'লেম চরণে শরণাগত।
সতের সঙ্গে হরি, স্বতন্তর করি।
অসত্ ক্রিয়া সতত;
তোমায় শত শত মন্দ, বলেছি রামচন্দ্র,
(একবার) না ভাবিয়ে ভবিষ্যৎ।
ও হে গুণধাম সগুণ-প্রকাশ,
গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ,
সগুণে তারিলে কি পৌরষ,

সে তো স্বগুণে পাবে স্বপথ ;
জননী জঠরে কঠোর-যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম কত ;
আমার নাহি কালব্যাজ, দশরথাত্মজ,
ঘুচাও দাশরথির যাতায়াত ॥ ৫০৩ দাশরথী রায়।

অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

বিজয়-বসন্ত।

[জয়সেনের উক্তি।]

যা রে যা নগরপাল এই দণ্ডে।
বেঁধে বিজয়-বসন্ত পাষণ্ডে,
রাখ কারাগারে দুই ভণ্ডে সমুচিত দণ্ডে ॥
তা'রা আমার পুত্র নয়—শত্রু নিতান্ত,
আমি তা'দের পিতা নই, হই রে কৃতান্ত,
শুন কই রে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হ'লে তবে মম-দুঃখ খণ্ডে ॥ ৫০৪
মতিলাল রায়।

[শান্তা দাসীর উক্তি।]

কি কর রে বিজয়চন্দ্র অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে।
বিমাতা-সাপিনী তো'দের অজ্ঞাতসারে দংশেছে ॥
আজ্ঞা দিয়াছেন নরপাল,
বাঁধবে তোদের নগরপাল,
হায় কি আমার পোড়া কপাল, এখন জীবন রয়েছে ॥
বুঝেছি মনে নিতান্ত,
পিতা নয় তোদের কৃতান্ত, বিজয়-বসন্ত,

আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, বুঝি আর নাই রে ত্রাণ,
নইলে পুত্রের প্রতি এমন পাষাণ,
পিতা আর কোথা আছে ॥ ৫০৫ মতিলাল রায়।

[দুঃখে কোটালের উক্তি।]

বিজয় বসন্তে, আমি জীবনান্তে,
বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে।
দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে,
চক্ষের জল দেখে চক্ষের জল আসে ॥
মরি মরি মন-ব্যথায়,
এমন ত শুনিনি কোথায়,
কোন্ প্রাণে কোন্ খানে পিতায় পুত্রগণে নাশে।
মা-হারা বাঘিনীসুত, হায় কাঁপে রে শৃগালের পাশে ॥ ৫০৬ ঐ

[বিজয়ের উক্তি।]

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে।
কর আমার শিরশ্ছেদন, দূরে যা'ক সকল বেদন,
(আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে)
(করি বিমাতার ধার পরিশোধ)
এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিবে ॥
যে পথে মা গিয়াছেন সেই পথে যাই,
মার কাছে গিয়ে মাকে মা বলে জীবন জুড়াই।

মা বিনে পুত্রের কে আছে, আগে যাই মার কাছে,
(আমায় মার কাছে পাঠায়ে দে রে)
(মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে ॥ ৫০৭

মতিলাল রায়।

দারুণ বিধি কি এই ছিল রে তোর মনে।
নাশিয়ে মাতায় শত্রু করলি রে পিতায়,
নহিলে পিতায় কি বধে রে পুত্রধনে ॥
যখন সঁপিলি মাকে শমনে,
কেন সেই সাথে দিলিনে বিধি বসন্ত-ধনে।
তা হ'লে আর এ যাতনা, হ'ত না হ'ত না রে,
(আর ত বসন্তের দুঃখ দেখ্‌তে নারি)
(আর যে সয় না জীবন যায় না কেন)
শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে ॥ ৫০৮ ঐ

[শান্তার উক্তি।]

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে।
ও রে কোটাল শুন বিনয়, একে শিশু তায় রাজতনয়,
এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে।
কাঁদে বাছা হ'য়ে কাতর, দয়া মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভ্রাতা-যুগলে, দুঃখে যে পাষাণ গলে,
ও রে যা'রা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে ॥ ৫০৯

ঐ

[বসন্তের উক্তি।]

কোথা যাস্ আয়ি ফেলে মশানে। গো—
হৃদয় বেঁধে পাষাণে,
আয়ি আমাদের আর কেহ নাই, বড় দুঃখী দুটী ভাই।
আয় রেখে আয়, মা গিয়েছে যেখানে।
আমার অবশ অঙ্গ সকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল।
আঁধারময় দেখি সব নয়নে।
এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কায়, পিপাসায় বুক ফেটে যায়,
(আয়ি জল এনে দিয়ে যা গো)
(আয়ি ফিরে আয় পায়ে ধরি।)
বুঝি এই বার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে॥ ৫১০

মতিলাল রায়।

[দুঃখের উক্তি।]

আয় বসন্ত আয় রে ভাই যাই অন্য দেশে।
কাজ নাই আর এ পাপরাজ্যে থেকে পিতার দ্বেষে॥
ভাই তো'রে ক'রে কোলে, চলে যাই আমরা সকলে,
ডাক্‌বো দুর্গা দুর্গা ব'লে, ক্ষুধা কি পিপাসা হ'লে॥
আমাদের মা অন্নপূর্ণা, অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে॥ ৫১১ ঐ

[বসন্তের উক্তি।]

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি।
সহে না সহে না ক্ষুধার যাতনা,
(চক্ষে আঁধার দেখি দাদা)

(আমি ম'লাম আর বাঁচিনে গো)
খেতে দেও দেও পায়ে ধরি ॥
দাদা, বনে প্রাণ যায় পাছে, শান্তা আয়ির কাছে,
রেখে এস ত্বরা করি।
অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস,
(সারা দিন উপবাসে)
(দাদা খেতে কি আর দিবে না গো)
দেখ এলো বিভাবরী ॥
দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে,
সে সব পরিহরি।
কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে,
(কিছুই যখন দিলে না গো)
(দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে)
রাখ নয় দেও গলায় ছুরি ॥ ৫১২ মতিলাল রায়।

[বিজয়ের উক্তি।]

কোথা যা'ব বসন্ত রে তোরে একা রেখে বনে।
যদি যেতে হয় যা'ব আমি ভাই রে তোমার সনে।
আমি তো'রে ছেড়ে রই কেমনে।
(তুই রে বিজয়ের নয়নতারা)
(আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)
আমি বড় অনাথ বনচারী দেখেছি জগজ্জনে।

ভাই কেন কেন ধরাসনে,
(ও কি অভিমান হ'য়েছে তোর)
(চাঁদ কি ভূমে পড়লে শোভা পায়)
ভাই উঠে কোলে দাদা ব'লে একবার ডাক রে চাঁদ বদনে।
ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
(তোর সেই হতভাগ্য দাদার দশা)
(হায় রে ফলে কি ফল হ'ল এই)
নয় তো'রে নিয়ে দুর্গা বলে ঝাঁপ দিব জীবনে॥ ৫১৩

মতিলাল রায়।

হৃদয় ছাড়া করবো না আর আয় রে হৃদয়ে রাখি।
(ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই)
এই পিঞ্জর মাত্র ছিল, কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি।
এই হৃদ্-পিঞ্জরে রাখি তো'রে,
(মধুর দাদা-বুলি বল বসন্ত)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি,
(ক্ষুধায় মলেম ফল দেও ব'লে)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, এখনি ত যেতেম জলে,
ভাই কোথা ব'লে ;—
যদি দিলে সে বিধি, হৃদয়ের নিধি,
(যে ধন বনমাঝে হারায়েছিলেম)
হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি,

(আমি আর পলক ফেলব না রে ভাই)
হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি ॥ ৫১৪

মতিলাল রায়।

[বিজয়-বসন্তের পিতা জয়সেনের উক্তি।]

এক বার উঠে আয় বসন্ত তো'র দুরাত্মা পিতার কোলে।
(যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি)
আমি ফেলে দিয়েছি রে তো'রে দূর হ দুর্ব্বৃত্ত ব'লে।
এক বার পিতা ব'লে ডাক্, জীবন জুড়াক্,
(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ্)
তো'রা জল দে রে এই শোকানলে ॥ ৫১৫ ঐ

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুন।]

যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।
হে রাজন বারণ করি শুন হে বিনয়,
যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয়।
পাশায় তা'রে পরাভব, করা অতি অসম্ভব,
অমৃতে গরল-উদ্ভব, হ'বে আমার মনে লয়।
দুর্য্যোধন অতি অভাজন, কুজন তা'র সব সভাজন,
জান ত রাজন,
খেলাতে এই হয় অনুমান, তোমারে করবে অপমান,
জ্ঞাতিবাক্য বিষ-সমান, শেষে বিচ্ছেদ হ'বে প্রণয় ॥ ৫১৬ ঐ

[দ্রৌপদীর উক্তি।]

কান্ত হে কান্ত হও যেও না হস্তিনায়।
(যা'রা শত্রু ভাবে) (তা কি জান না, ও হে ও মহারাজ)
তা'রা স্বকার্য্য সাধিতে মিত্রতা জানায়।
নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ,
(কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ) (প্রাণাকুল ভেবে পাই নেই কুল)
বিষম আতঙ্গ, দুর্ঘটন বুঝি ঘটিবে পাশায়॥ ৪১৭
মতিলাল রায়।

[ভীমের প্রতি অর্জ্জুন।]

দাদা দিও না ধর্ম্ম বিসর্জ্জন।
জগতে ক'বে পাণ্ডব দুর্জ্জন,
ধর্ম্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়,
(দাদা যথা ধর্ম্ম তথা জয়)
(দাদা ধর্ম্মের তুল্য ধন কি আছে)
কি বিলম্ব সামান্য ধন কর্‌তে উপার্জ্জন।
জান না কি কর্ম্ম দোষে ধর্ম্ম যায়,
ধর্ম্ম নাশি মর্ম্মে দুঃখ দিও না ধর্ম্মরাজায়,
মহারাজের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে,
(আমরা সকল দুঃখ সইতে পারি)
(এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তায়)
যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন॥ ৫১৮ ঐ

[দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদী।]

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ,
ও হে দেবর দুঃশাসন।
আমি অপবিত্রা নারী, লাজে কইতে নারি,
বেদ-বিধিমতে নিষেধ পরশন।
শোন নাই কি নারীর কেশ ধ'র্‌লে বলে,
পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বলে, বঞ্চিত ধর্ম্মবল সম্বলে,
বলে ধরে সীতার কেশ, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ,
কালীর কেশ ধরে শুম্ভ হয় পতন॥ ৫১৯

মতিলাল রায়।

[কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদী।]

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী ব'লে গুণমণি।
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
বল কি দোষে বঞ্চিত শ্রীপদে দুঃখিনী পাণ্ডব-রমণী।
ঐ দেখ পাণ্ডবগণ, দুঃখেতে মগন,
(হরি এ খেলা কা'র বুঝতে নারি)
কৃষ্ণ-ভ্রষ্ট যেন মণিহারা ফণি।
দাসীরে কর দরশন, দুঃশাসন হরি'ছে বসন,
হে পীতবসন, কর লজ্জা নিবারণ, নীরদ-বরণ
লক্ষ্মীকান্ত জগৎ-স্বামী॥ ৫২০ ঐ

সীতাহরণ।

[সূর্পনখার প্রতি রাম।]

শুন হে সুন্দরি শ্রীরাম নাম আমার।
সূর্য্যকুলে পূজ্যপাদ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার।
স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি, গৌরাঙ্গিনী সঙ্গে যিনি,
তিনি আমার সীমন্তিনী, সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার।
কি ক'ব দুঃখের বিবরণ, পিতৃ-সত্য-পালন-কারণ,
সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার॥ ৫২১

মতিলাল রায়।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব-লক্ষণ,
কি জানি রে লক্ষ্মণ, ঘটিবে কি দায়।
তাই করি বারণ, ক'র না রে রণ,
(আমার কপাল ভাল নয় ভাল নয়)
পাছে গৌরবরণ হারাই ভাই তোমায়।
কমল হ'তে জানি কোমল অঙ্গ তো'র,
রাক্ষসের বাণে হ'বি রে কাতর,
(ভয় এই পাছে ভাই-হারা হই)
সকল মেলে ভাই, ভাই মেলে কোথায়॥ ৫২২

[রাবণের উক্তি।]

এ কি শুনি মধুর নাম।
কে এমন বন্ধু আছে শুনায় রাম নাম অবিরাম॥

প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অন্ধকার হরে,
একবার সবে কহ রে, বদন ভ'রে রাম রাম ॥ ৫২৩
মতিলাল রায়।

যেও না যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে।
হও ক্ষান্ত লঙ্কাকান্ত ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে।
সোণার লঙ্কানাশের কারণ, সীতাকে কি কর্‌বে হরণ,
পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে।
নর নহে রঘুমণি, মুনিগণের শিরোমণি,
নারায়ণী তাঁ'র রমণী, পঞ্চবটীতে (এ-এ-এ) পঞ্চানন।
যাঁর ক'রে স্মরণ, পঞ্চত্ব-কালে যাঁর চরণ,
শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবার্ণব তরিতে ॥ ৫২৪ ঐ

[রামের প্রতি সীতা।]

কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময়।
হরে রাক্ষসে, দাসীরে রাখ এসে,
নইলে দুঃখিনী জন্মের মত বিদায় হয়।
জানি যে তোমায় করে হে স্মরণ,
নীরদবরণ কর আর তুমি বিপদ বারণ,
আমি ডাকি তাই অবিরাম, কোথায় রাম রাখ রাম,
(আমি তোমা বই আর জানিনে হে)
(জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি)
ও হে গুণধাম হ'য়ো না বাম এ সময় ॥ ৫২৫ ঐ

[পঞ্চবটীকে সম্বোধন করিয়া সীতার উক্তি।]
অপরাধিনী আমি বটি পঞ্চবটী বলি তোমায়।
ক্ষম মম অপরাধ জন্মের মত হই বিদায়॥
আমার রামকে দিও এই সমাচার
(স্বর্ণ মৃগ ল'য়ে আসবেন যখন)
(যখন ডাক্‌বেন কোথা সীতা ব'লে)
(যখন কেঁদে আকুল হ'বেন নাথ)
সীতায় হরেছে রাবন দুরাচার,
(কপট যোগীর বেশে) (ভিক্ষার ছলে)
সীতায় হরেছে রাবণ দুরাচার॥
তোমায় বিনয়ে করি নিবেদন,
(আমার রামকে রেখো যত্ন ক'রে)
(কান্ত কাঁদলে তাঁ'রে শান্ত ক'রো)
(নাথের কাননে যে কেউ নাই)
(এ পাপিনী-কারণ) (এ বন-মাঝে)
দেখো যেন না যায় রামের জীবন,
জানি লক্ষ্মণ আছে রামের কাছে,
(বনে তারেই বা আর কে বুঝা'বে)
(হায় রে জীবন কেন রইল দেহে)
(সে যে শিশু কিছু জানে না)
(মরে পাছে সে আমার শোকে)
(মা কোথা ব'লে) (সে যে মা জানে না)
সে আমার শোকে মরে পাছে॥ ৫২৬

মতিলাল রায়।

[সীতার প্রতি জটায়ু।]

কি ভাবিলাম হায় রে হ'ল কি ভুবন শূন্য দেখি।
এখন অন্তিমকালে, আমায় ফেলে,
কোথায় যাও মা জানকী॥
বড় সাধ ছিল মনে, তোমায় সঁপে রাম চরণে,
যুগলরূপ দরশনে জুড়া'ব আঁখি,
আমি কোথায় তুমি কোথায়, কোথায় সে কমল আঁখি॥ ৫২৭

মতিলাল রায়।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

প্রাণ তো আর বাঁচে না রে লক্ষ্মণ, হ'ল মরণ লক্ষণ॥
সত্য সীতা আমার নাই, ভাই তোমায় জানাই।
রাক্ষসে কি ব্যাঘ্রে করেছে ভক্ষণ॥
আর কোথা যা'ব চলে না যে চরণ,
ত্রিজগৎ দেখি তিমির বরণ,
দেখে সীতার এই আভরণ, একবার দাদা বল চাঁদমুখে,
তো'রে রেখে বুকে,
জন্মের মত ভাই রে বিদায় হই এখন॥ ৫২৮ ঐ

অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

ভৈরব—একতালা।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই।
রসনা রস নাম লেত, সন্তান কো দরশদেত।
বিহসিত মুখচন্দ্র মন্দ্র সুসর সুখদাই।

দশন দমক চঁওর চাল, অয়নবয়ন দৃগবিশাল,
ভ্রূকুটি মন অদনপায়, নাসিকা সুহাই।
কেশবকো তিলক ভাল, মানুরবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, রতিপতি সবিশাই।
গলমে শোভে মতি-মাল, তারাগণ উরু-বিশাল,
মানু গিরি সের উপার, সুর সর চলি আই।
শ্যামেরো ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছ নিকট কাজনি থঙ্গ,
মানুহ সারা কি দবি আপহি বলাই।
সখা সহিতু সরযূতীর বৈঠে রঘুবংশবীর,
হরখ নিরখ তুলশিদাস, চরণ রজ পাই। ৫২৯

তুলশিদাস।

মেঘনাদ-বধ।

ইমন কল্যাণ—ঠেকা।

শুনালে কি সমাচার, নিশার স্বপন সম।
মরিয়াছে বীরবাহু বলে অনুপম।
হায় আমি কি করিলাম, কেন বা সীতা হরিলাম,
নিজ দোষে মজাইলাম স্বর্ণলঙ্কা নিরুপম।
একে একে বীর যত, সকল তো হ'ল হত,
এতদিনে শির নত, হ'লো গেল মান মম।
আমি চিরজয়ী রণে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে,
বুঝি সে বিপুল মানে, কালী দেয় নর রাম॥ ৫৩০

হরিশ্চন্দ্র তর্কলঙ্কার।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন।
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন।
মনে নাহি সুখোদয়, কেন গো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময়, করি দরশন।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে হারাই বুঝি পতিধন॥ ৫৩১

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সীতাপতি রাঘবেন্দ্র, সুন্দর মহামতি।
সুঠাম অভিরাম, মনোহর মূরতি।
দুষ্ট রাক্ষস বংশ দেব-রক্ষাকৃত ধ্বংস,
ক্ষত্রিয় কুলাবতংস, বীর অযোধ্যাপতি,
দশরথ রাজ সূনু, স্বং প্রভু বংশ ভানু,
শূর চিহ্ন দৃঢ় তনু, শশাঙ্ক সম জ্যোতি।
ধরণী সমান ধৈর্য্য, তপন সমান বীর্য্য,
অদ্ভুত শ্রীরাম কার্য্য, নির্ম্মল সৎ প্রকৃতি।
লক্ষ্মীরূপ সাধ্বী দারা, কোমল নির্দ্দোষ ধারা।
আসমুদ্র বসুন্ধরা একচ্ছত্র ভূপতি।
সজ্জন মনোরঞ্জন দুর্জ্জন অহং ভঞ্জন,
চন্দ্র শ্রীরাম বন্দন, কৃত অদ্ভুত আরতি॥ ৫৩২

মহারাজা মহাতাপচাঁদ।

বিভাস—একতালা।

ভাই বলিহে রাবণ করো না আর রণ।
লও শরণ নীলবরণ-চরণ-পল্লবে।
কেন রণ সাজে, আর কি রণ সাজে,
কে জিনে ত্রিভুবন মাঝে, সে লক্ষ্মী-বল্লবে।
জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে,
যে চরণ পূজেন হর হরষিতে,
তার হরণ করে সীতে, সবংশ নাশিতে,
আনিলে হে চল ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে।
মানব জ্ঞানে অশোক বনে রাখিলে সীতে,
পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে,
তুমি যাও সীতে অসিতে নাশিতে,
জ্ঞান নাই হে ঐ সীতেকে অসিতে যে যা ভাবে ভবে॥

৫৩৩। দাশরথী রায়।

(জগৎ !) দেখ্ রে চেয়ে,
যাচ্চি বেয়ে সোণার তরণী ;
তরীর উপর শ্যাম কলেবর রামরঘুমণি,
(যিনি) ভবের জলে অবহেলে,
করেন জীবে পার, আজকে তাঁরে,
নিচ্চি পারে, হ'য়ে কর্ণধার ;—
পারের কড়ি থোরে নিবো চরণ দুখানি॥ ৫৩৪

রাজকৃষ্ণ রায়।

পিলু—পোস্তা।

চল সবে ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে।
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বল্‌ব তাঁর ধরে চরণ,
এবার ভার লইলাম যেমন, হরি সে ভার আর দিওনা ভবে।
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর তো ভার সইতে নারি,
না ভজে ভূভার-হারী, ভার হলো ভার বইতে ভবে॥ ৫৩৫

দাশরথী রায়।

সীতার বনবাস।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই।
কি আছে কপালে ভাবি তাই।
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়াছে সে দিন আর সে দিন তো নাই।
পড়ে মনে রাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই।
তাই প্রাণ শিওরে সদাই॥ ৫৩৬

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

কালেংড়া রামকেলি—জলদ একতালা।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে।
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ পাড়া ছেলে লইয়ে কোলে।

জনক-কিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে।
আয় লো সকলে, দেখ্‌লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে॥ ৫৩৭ রাজকৃষ্ণ রায়।

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, জয় জয় জয় রাম।
আকাশ ছায়ায়, উষা সতী গায়, শ্রীরাম মধুর নাম।
শতদল জলে, ফোটে পরিমলে, রাম রাম বলে অলি।
রামনাম শুনে উদ্দেশে নলিনী, রাম পায়ে পড়ে ঢলি।
ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
পাখি বলে রাম রাম বুলি।
জাগরে সকলে, রাম রাম ব'লে, ভকতি কপাট খুলি। ৫৩৮
রাজকৃষ্ণ রায়।

আলেয়া—একতালা।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়।
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র সে দশরথের পুত্র, যার নাম শ্রবণ মাত্র,
ত্রিনেত্র পবিত্র, রবি পুত্র দূরে যায়।
ধন্য দশরথ শ্রীরাম-ধনে ধনী, রত্নগর্ভা-রাণী সে কৌশল্যা ধনী,
এমন পুত্র গর্ভে ধরেছিলেন তিনি, জম্মেন সুরধুনী যার পায়। ৫৩৯
দাশরথী রায়।

রাম-বনবাস।

[সীতার উক্তি।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খং।

যাবে অনাথিনী করে কাননে।
রব কেমনে ভবনে।
প্রাণ যাবে এ দেহ ছেড়ে, শূন্য দেহ রবে পড়ে,
কি সুখ বল পিঞ্জরে বিহঙ্গ বিহনে।
নবীন নীরদ তুমি, তৃষিতা চাতকী আমি,
হব হে নাথ সহগামী, যাব সে বনে ;
মন দুঃখ নিবারিব তবপদ সেবনে॥ ৫৪০

কেদারনাথ রায়।

গায়া ভৈরবী—খং।

যদি যাবে নাথ আমায় পরিহরি,
তবে কি লাগি জলদ অঙ্গ হর শরাসন ভঙ্গ,
করিয়ে আনিলে এ কিঙ্করী।
তুমি হে নাথ মরণ বারণ, তারণ কারণ নীরদবরণ,
জন্মের মতন ঐ চরণে লয়েছি হে শরণ ;—
যেমন বিনা বরিষণে, চাতকিনী মরে প্রাণে,
তেমি তোমার অদর্শনে জীবনে শিহরি॥ ৫৪১ ঐ

[রামের উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

জানকী জানকি তুমি যন্ত্রণা যত কাননে।
সে দুঃখ বর্ণিতে আমি নাহি পারি এ কাননে॥

তুমি হে রাজনন্দিনী রূপ সরোজিনী জিনি,
কেন বিপিনবাসিনী, হবে সুধাংশু বদনে।
বাজিলে হে কুশাঙ্কুর, কাতর হবে অন্তর,
কমল নয়নে নীর সব কেমনে,—
বনে ফলমূল অশন, বাকল হবে বসন,
ত্যজি এ কুসুমাসন, শয়ন সে ধরাসনে ॥ ৫৪২

কেদারনাথ রায়।

[দশরথের উক্তি।]

দেহে থাকিতে জীবন, ও লক্ষ্মণ বাপ্ এখন,
আমি কেমনে বলিব যা তোরা বনে।
নিতান্ত জেনেছি শুন্‌বি নেরে বারণ,
রামের আগে বাকল করেছিস্ ধারণ
ও গৌড় বরণ ;—
হ'লে তোদের অদর্শন, নিশ্চয় আমার মন,
জন্মের মতন এই হলো দরশন ॥ ৫৪৩

মতিলাল রায়।

[সীতার উক্তি।]

কও বিবরণ, কেন হে নীলবরণ,
মৌন-মেঘ মুখ-শশী করে আবরণ।
আমার হলো প্রাণাকুল, ভেবে পাইনে কূল,
অকূল ভবার্ণবের কাণ্ডারি হে!
একি ভাব কিবা ভবে নারায়ণ ॥

ভূষিত হয়ে রাজভূষণে, কখন বস্‌বেন সিংহাসনে,
দয়াময়। তোমার বিলম্ব দর্শনে, মনো হুতাশনে,
দয়াময়! দাসীর প্রাণ যে কাঁদে,
জ্বলে মরি হরি না রহে জীবন॥ ৫৪৪ মতিলাল রায়।

কেন চিত্ত চঞ্চল চল চারু-চাঁদ মুখী।
তোমা বিনা কে আছে আমার
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী।
কেন আর কর রোদন চাঁদবদনী তুলে বদন,
ঘুচাও মনোবেদন,
তুমি আমি ভিন্ন নই কি জন্যে তবে হও অসুখী॥ ৫৪৫ ঐ

কোথায় আজ হব ভূপালঘরণী, কি কপাল রে।
কোথায় নাথের সঙ্গে হ'লাম বনগামিনী,
কি কপাল রে॥
স্বপনে জানি না আমি নাথ হবেন বনগামী,
এসে কূলের কাছে ডুব্‌ল তরণী, কি কপাল রে॥ ৫৪৬ ঐ

[কৌশল্যার উক্তি।]

কেন কেন রাম আজ তোর এ বেশ ধারণ,
কও বিবরণ।
দেখে হলো আমার প্রাণ বিকল,
বল কেন অঙ্গে বন্ধল,

দুঃখে বুক (ও বুক কেটে যায়রে, হায় মা হয়ে কি সইতে পারি)
দুঃখে চক্ষে বারি আমার না হয় নিবারণ ॥
কোথা রে তোর রাজ-বসন ভূষণ,
সন্ন্যাসীর বেশ কেন করি আমি দরশন,
শুন রে আমার কথা শোন, কেন চক্ষে বারি বর্ষণ,
(কেন চাঁদ বদন মলিন বাপ তোর)
ওরে কে তোর বসন কল্লে হরণ,
কে দিলেরে নিদ্রাকালে গৃহে হুতাশন ॥ ৫৪৭

মতিলাল রায়।

সীতাহরণ।

[মুনিপত্নীর উক্তি।]

হয়ে রাজকন্তে, কেন কিসের জন্ত,
দীনবেশে অরণ্যে গমন।
পরিধান গাছের বাকল বিহনে বিচিত্র বসন ॥
পিতা যার মিথিলা পতি, জগৎ জীবন যার পতি,
তার একি দুর্গতি, হেরে যোগিনী আকৃতি,
বাহির হতেছে জীবন।
মণিময় অলঙ্কারে যে অঙ্গেতে শোভা করে,
বর্ণ হেরে স্বুবর্ণ হারে ;
সে অঙ্গেতে কেমন করে, করে বিভূতি ভূষণ ॥ ৫৪৮

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

[শূর্পনখার উক্তি।]

কে তুমি হে জটাধারী বল বল।
ভুবনমোহন রূপে কানন করেছ আলো।

হেরে তোমার মুখশশী, হইল মন উদাসী,
ক'রে ঐ চরণের দাসী, তাপিত প্রাণ কর শীতল।
সুধাংশু জিনি বদন, ভস্মে কর আচ্ছাদন,
নবীন বয়সে কেন সন্ন্যাসী হয়েছ বল ॥ ৫৪৯

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

লক্ষ্মণ রে, কোথা রে এসে রাখ আমার প্রাণ।
এ ঘোর বিপদ কালে দেরে আমায় দরশন ॥
মায়াবী পাপ নিশাচরে, সঙ্কটে ফেলেছে মোরে,
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচারে।
নতুবা জনমের মত জীবনধন আজ হারাইলাম ॥ ৫৫০

ঐ

[সীতার উক্তি।]

এ বিপদে কোথা বিশ্ব বিপদ নাশন।
ওহে জানকী জীবন ॥
মায়াবী পাপ লঙ্কেশে, আসি দুষ্ট যোগী বেশে,
শূন্য বাসে পেয়ে আমায় করিল হরণ।
গিয়ে মৃগ অন্বেষণে, প্রবেশ করি কাননে,
কেমনে দাসীরে হলে বিস্মরণ।
তরিতে এ বিপদ-সিন্ধু, দেখা দাও হে দীনবন্ধু,
কৃপাসিন্ধু করে আমায় কৃপা বিতরণ ॥ ৫৫১ ঐ

[রাবণের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

জেনেছি যে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপে নারায়ণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা হেতু ত্যজিব না কভু রণ॥
মহিষী বল জানকি, স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী,
তাঁর কোপে বলিব কি, দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
কিবা কর অনুমান, রুদ্র অংশ হনুমান,
ছদ্মবেশে লঙ্কাপুরে, করেছিল আগমন॥ ৫৫২

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

প্রসাদীসুর—একতালা।

এবার রাবণ রাজা খেল্‌চে দাবা।
রাম টিপ্‌চে বড়ে সামাল হাবা॥
(তোর) দোষে রামের হস্তগত,
হয়েছে বিভীষণ দাবা ;—
তার মন্ত্রণায় রাম চাল্‌চে বড়ে,
তোর এখন আর মিছে ভাবা।
(ঐ যে) আস্‌চে রুকে অঙ্গদ ঘোড়া,
ওর কাছে আর কোথায় যাবা,
ওরে রাম রাজা কি হয় সাধারণ,
রাম জগতের বাবার বাবা॥ ৫৫৩ ঐ

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছিলো ময়ূরী সনে।
ফুল্ল প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী শিরে পাখীগণে।
ফুল ফুল, সখীছলে, হাসি হাসি সম্ভাসি প্রাণ খুলে,
হাসি হাসি আঁখি, আঁখি নীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে।
নাথসনে সখি গহন বনে॥ ৫৫৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

টোরি ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণি, ও মা লজ্জা নিবারিণী।
গর্ভবতী পতিহারা বনমাঝে পাগলিনী,
ঘোরা যামিনী, দুঃখিনী একাকিনী,
চিত চমকে মা তমনাশিনী।
বন শ্বাপদ সঙ্কুল, ও মা পরাণ আকুল,
রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণী।
অবলায় রাখ গো রাঙ্গা পায়,
তারা তাপহরা দীন জননী॥ ৫৫৫ ঐ

বেহাগ।

চিন্তামণি চরণাম্বুজ চিত,
ভূখা ভূখা রহো পিও রামনাম সুধা,
গাও তো রামনাম, জপত রামনাম,
বোলত রামনাম, বদন ভরি ভরি। মিত্র।

ধনুর্ধারী পাপতাপহারি,

নারায়ণ মদন মান মথন রে ॥ ৫৫৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

রামকেলী—দাদরা।

রামনাম গাওরে বনের পাখী।

প্রাণ ভরে আয় রাম বলে ডাকি ॥

রামনাম গাওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শীলে,

রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,

শুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,

পেয়েছে নীল কমল আঁখি ॥ ৫৫৭ ঐ

পুরবী—আড়াঠেকা।

মনদুঃখ শুন যামিনী।

শুন শুন তরুলতা, সীতার দুঃখের কথা,

সমীরণ শুন শুন দুঃখের কাহিনী।

শুন শুন তারামালা তাপিত প্রাণের জ্বালা,

নিদয় বিধাতা মন কাঁদে অভাগিনী ॥ ৫৫৮ ঐ

শ্রীরাগ।

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,

জগজ্জনতারণ, জয় রাবণারি।

জয় বনচারি, জয় ধনুর্ধারি,

হরধনুভঞ্জন, দুর্জ্জনশমন,

মধুসূদন দর্পহারি ॥ ৫৫৯ ঐ

পৌরাণিক সঙ্গীত।

হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান।

[সব্যার উক্তি।]

ললিত—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো কোথা গেল আমার হৃদিভূষণ।
প্রাণের রোহিত মম নয়ন মনোরঞ্জন ॥
হয়ে রাজার রমণী, হলেম পরিচারিণী,
শেষেতে হারাতে হ'ল, প্রাণের তনয়ধন।
কোথা মম প্রাণপতি, অযোধ্যার নরপতি,
কোথা আমি কোথা মম জীবন রতন;
জ্বলিছে হৃদি আমার, প্রবোধ না মানে আর,
এ দেহ করিয়ে ছার, করিব দুঃখ নির্ব্বাণ ॥ ৫৬০

কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়।

[সাবিত্রী সত্যবান।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে।
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কাল শাসনে ॥
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে ॥ ৫৬১

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

আলেয়া—জলদ তেতালা।

এস না শমন আর লইতে অধিনীধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে॥
কালনিশি নীলাম্বরে, ঘিরেছে তাপসবরে,
অভাগিনী অন্তহারে, ত্যজ অন্তকাল ;—
শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে॥ ৫৬২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন কখন সমান না যায়।
সুখ দুঃখ দেখ প্রত্যক্ষ সকলি জলবিম্ব জল প্রায়॥
অদৃষ্টের গুণে কি জানি কি করে, (ক্ষণে)
পাণ্ডুপুত্র পাশা খেলি গেল বনে।
অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়।
অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল, দময়ন্তী হারাল, শনির কোপে কষ্ট পায়।
দেখ হে ভূপতি, অযোধ্যার পতি,
রাজা হবে রাম, বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে, সীতা সতী হরে লয়॥ ৫৬৩

প্যারিমোহন কবিরত্ন।

ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

[অভিমন্যু বধ।]

উঠ উঠ বীরবর, চল অমর ভবনে।
অমাময় চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে॥

চল হে বিমল বিভা, উজলিতে দেব সভা,
চল হে ত্রিদিব ধামে, আরোহী এ দিব্য যানে।
ষোড়শ বরষগত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে॥ ৫৬৪

প্রমথনাথ মিত্র।

[কমলে কামিনী।]

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-বাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশীবদনী॥
এই যে দেখি কালীদয়, সকলিত জলময়,
কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয়;—
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, (বুঝি জ্ঞান হয় হরঘরণী)॥ ৫৬৫

কিশোরীমোহন শর্ম্মা।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য ও মা সীতে, তব বন্ধন তুষিতে,
তুমি সীতে তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসীতা রূপে অসি-ধরা, দনুজ-কুল নাশ করা,
সীতারূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে।
দেহি অন্ন দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিওনা আসিতে।
যদি কৃপা না কর দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
দাশরথিরে হবে নিদানে চরণ-দানে তুষিতে। ৫৬৬

দাশরথী রায়।

আলেয়া—একতালা।

কি হ'লো মরি! একি রে নয়নে হেরি,
কি লয়ে কোন্ মুখে ফিরে, যাব আর হস্তিনাপুরী।
ঐ দেখ হে মীনকেতু, একমাত্র বংশসেতু;
ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি।
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,
কি ব'লে জুড়া'বে তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি॥ ৫৬৭

মনোমোহন বসু।

[ভীষ্মের শরশয্যা।]

ভৈরবী—পোস্তা।

মরি রে প্রাণকুমার আমার, এ দশা তোর কে করিল।
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচাল॥
জানিরে তোর ইচ্ছা-মরণ, এ দশা তোর কিশের কারণ,
ওরে জীবন-ধন, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, কোন্ পাষণ্ড হরে নিল।
দেখে রে তোর জীর্ণ দেহ, কার কি হলো না মোহ,
তোর মাতামহ জগদিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ,
বল দেখিরে কোথায় ছিল॥ ৫৬৮ অজ্ঞাত।

[অজ্ঞাত বাস।]

সরফরদা—ঢিমে তেতালা।

রক্ষ রক্ষ আজ নারায়ণ।
এ বিপদে কর পরিত্রাণ॥
শুন ওহে দয়াময়, তুমি বিপন্ন আশ্রয়,
সকলি ঘটিছে হরি তোমারি মায়ায়,
কোন্ মহাপাপে নাথ কর এত বিড়ম্বন।

তব নাম উচ্চারণ, করে বিপদে যে জন,
তাহার মঙ্গল হয়, বেদের বচন—
মরি তাতে ক্ষতি নাই, হাসাও না শত্রুগণে।
কোথা হবো রাজ্যেশ্বরি, কোথা সুদেষ্ণা কিঙ্করী,
হইয়ে দুঃখেতে কাঁদি, দিবস শর্ব্বরী,
তবু তব মনোবাঞ্ছা হ'ল না কি পূরণ।
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বীর বৃকোদর,
আসিয়ে দেখ হে তব দুর্গতি পত্নীর—
মৃত্যুকালে বড় সাধ, দেখি পতি-শ্রীচরণ ॥ ৫৬৯

যোগীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

[সুভদ্রা হরণ।]

পিলু—ঠুংরি।

এতেক দিনের পরে আশা পূরাব,
সবে মিলি মোরা আনন্দে ভাসিব।
সখীর পাশে মোরা সকলে,
নাগরে হেরিয়ে মন সাধে নয়ন জুড়াব ॥ ৫৭০

অজ্ঞাত।

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

মোহন গুণমণি রতন হারে।
নবীন জীবন নবনলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে।
রেখ সযতনে, এ সতী রতনে,
সাজা'য়ে বনে বনহারে ॥ ৫৭১

অজ্ঞাত।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

সুমন্দ হিল্লোলে আজি প্রেমসমীর বহিল,
খেলিছে মালতী সনে হেরে নয়ন মোহিল।
বিধাতা হইও সহায়, যেন হে লতিকায়,
ছিন্ন ভিন্ন নাহি করে, অনিল হয়ে প্রবল ॥ ৫৭২

অজ্ঞাত।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দিলাম বাঁধিয়ে কবরী।
কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি ॥
নীলাম্বর মাঝে যেন শরতের শশী,
তেমতি আননে তব শোভিছে সুন্দরি।
আসিয়ে তোমারি পাশে ও গো জলেশ্বরি,
মোহিত হইবে নাথ হেরিয়ে মাধুরী ॥ ৫৭৩ অজ্ঞাত।

পিলু—খং।

আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যে শোভা পায় সেই সেই রতনে।
বেঁধে দিব কেশপাশ ও গো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাব চিকণ মালা গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরি রতিপতি পড়ে রবে চরণে ॥ ৫৭৪

অজ্ঞাত।

[দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।]

জয়জয়ন্তি—একতালা।

খেল না খেল না পাশা হে ধর্ম্ম রাজন,
পাশায় সর্ব্বস্ব হারি হইবে নিধন।

সময় গুণে সব যাবে, ধন যাবে, মান যাবে,
শেষেতে কলঙ্ক হবে, আছে কপালের লিখন।
নলরাজা দময়ন্তী, পাশাতে হয় কতই শাস্তি,
রাজ্যধন সব গেল করে অরণ্যে ভ্রমণ।
পাশাতে পড়িলে আড়ি, রাজ্যধন সব ছাড়ি,
হতে হবে বনচারি অতি খল দুর্য্যোধন ॥ ৫৭৫

বিশ্বনাথ দে।

গারা ভৈরবী—একতালা।

আমি কেমন করে নারী হয়ে যাইব সভায়।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় ॥
একে আমি কুলনারী, ঘরের বাহির হ'তে নারি,
হায় কি করিলে হরি, ঘটালে ঘোর দায়।
এই কপালে মোর ছিল, লজ্জা মান সব গেল,
বরঞ্চ মরণ ভাল, বুক ফাটি যায় ॥ ৫৭৬ ঐ

বারোয়া—ঠুংরি।

হরি দয়াময়।
চিন্তে পাল্লে চিন্তামণি তবে কি বিপদ রয়।
ভক্তাধীন নাম ধরে, ভক্ত ডাক্‌লে রইতে নারে,
ভক্তিভাবে ছাওয়াল হয়ে, নন্দের বাধা মাথায় বয়।
বিশ্বনাথের এই বাণী, সদায় ডাক চিন্তামণি,
জুড়াবে প্রাণী ;—
হরি হরি হরি ব'লে যেন আমার প্রাণ যায় ॥ ৫৭৭ ঐ

পৌরাণিক সঙ্গীত।

[প্রহ্লাদের উক্তি।]

ললিত—আড়খেম্‌টা।

কোথায় আছ নারায়ণ।
অস্ত্রাঘাতে মরি প্রাণে রক্ষ বিপদভঞ্জন॥
তোমা বিনে নাহি জানি, তুমি সবার অন্তর্যামি,
ঘোর বিপদে পড়ে প্রভু ডাকি তোমায় অনুক্ষণ॥
ডাকি আমি বার বার, রক্ষা কর গদাধর,
তুমি না রাখিলে মোরে, কে করে রক্ষণ।
বিশ্বনাথের এই বাণী, ভয় কি প্রহ্লাদ ●ণমণি,
তোমারে করিবে রক্ষা শ্রীমধুসূদন॥ ৫৭৮

বিশ্বনাথ দে।

পাহাড়ী—লোফা।

আয় আয় আয় গুটিগুটি চলি,
আয় আয় আয় ধবলী শ্যামলী,
ওরে গোলক ত্যজে আস্‌বে হরি ধরাতলে।
হরি রাখ রাঙ্গা চরণকমলে, হরি হে হরি হে;
ধেনু শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি ব'লে।
ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী,
ডাক্‌লে হরি রইতে নারি,
রাঙ্গা চরণকমল দেয় তারে,
প'ড়ে বিপদে, শুন ভক্ত ডাকে বারে বারে,
রুণ রুণ রুণ নূপুর বাজে, ভক্ত হৃদয়ে তার বাজে,

কানু বিভোর, ধেনু নেহার, কানু চলে ঢলে ঢলে,
বনমালা দোলে গলে, কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে ॥ ৫৭৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[যবন কর্ত্তৃক আক্রমণ সময়ে রাজপুতগণের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আয় লো সজনি ত্যজি সুখ নিকেতন,
চিতানলে চিতানল করি নিবারণ।
ঘটিল যে পরমাদ, পরাণে নাহিক সাধ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ আশ অবসাদ,
বিনা স্বাধীনতা ধন ;—
চিতায় চিতের সাধ ফুরাল এখন ॥ ৫৮০
কুঞ্জবিহারী বসু।

[প্রতাপ সিংহ।]

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধন্য হে প্রতাপ সিংহ ক্ষত্রকুল ধুরন্ধর,
তব নাম নিরবধি রবে ভারত ভিতর।
প্রবল সম্রাট ভয়ে, রাজগণ ভীত হয়ে,
অনায়াসে যবন করে, দিল সবে রাজকর।
কিন্তু তুমি সে সময়ে, সামান্য সামন্ত নয়ে,
রহিলে অটল হয়ে, করিলে মহা সমর।
তব ভয়ে শশঙ্কিত, সর্ব্বদা আকবর চিত,
কৌশল করিয়া কত, তোমা বাধ্য করিবার।

তৃণশয্যা করি সার, বনফল মূলাহার,
তথাপি অধীন হ'তে, নাহি হলে অগ্রসর।
যতদিন রবে ক্ষিতি, তব এই যশ খ্যাতি,
ঘোষিবে পৃথিবীময়, ধন্য প্রতাপ বীরবর॥ ৫৮১

অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে,
না জানি কোন্ অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে।
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রুভঙ্গে ফুল-ধনু,
কটাক্ষ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে,
অধরে সুধার রাশি, রেখছ কি গোপনে।
অমর নগরবাসী তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে লয়ে যাই যতনে,
নন্দন কানন মাঝে, সুরগণ সদনে॥ ৫৮২

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বেহাগ মিশ্র—একতালা।

রতন-আসনে রতন-ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নূপুর, আহা কি মধুর, রুণুঝুনু ঝুনু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে॥ ৫৮৩

রাজকৃষ্ণ রায়।

খাম্বাজ—একতালা।

একি হলো মম দেবর লক্ষ্মণ,
আনন্দে বিষাদ একি কুঘটন।
নৃত্য করে কেন দক্ষিণ নয়ন, কহ হে দেবর ইহার কারণ।
করি অনুমান, প্রভু ভগবান, পীড়িত হয়েছেন, হেন করি মন॥
কেন এলাম আজ বাল্মীক নগরে,
চল চল মোরা যাই গৃহে ফিরে,
দেখে চিন্তামণি ওহে গুণমণি,
আস্‌বো পুনর্বার মুনি তপোবন॥ ৫৮৪

অজ্ঞাত।

টোড়ি ঝিঁঝিট—একতালা।

কোথা পঙ্কজমুখী, দুঃখিনী জানকী রহিল।
বুঝি এতদিনে সোণার কমল শুকাইল॥
আমা বিনে নাহি জানে, আছে কি জীবিত প্রাণে,
আর তো জ্বালা সহে না,
অনলে পশিব, সাগরে ডুবিব, তাহে যদি যায় যাতনা;
কেরে হেন নিদারুণ দুতি, প্রাণের প্রাণ হরিল॥ ৫৮৫

অঘোরনাথ পাঠক।

চৈতন্য লীলা।

[চৈতন্যের উক্তি।]

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়।
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়॥

কালশশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী কল্লে উদাস,
কুল ত্যজে অকূলে ভাসি,
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় ॥ ৫৮৬
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধানাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধা, তারে বড় ভালবাসি ॥ ৫৮৭ ঐ

খাম্বাজ মিশ্রিত—খেং।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে।
প্রাণ মন কেন মজালে ॥
সাধে কি কাননে আসি, কে হে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে ॥ ৫৮৮ ঐ

কাফি বারোয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরি বোল,
ঘুচ্‌বে মনের কালিমা ॥
হরিনামের রসে পাষাণ গলে,

আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
হরি ব'লে ভবে যাই চলে ;—
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে,
হরি প্রেমের নাই সীমা ॥ ৫৮৯ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মুলতানী—জলদ্ একতালা।

প্রাণ গা রে! মন গা রে!
নিখিল ভুবন, ভাবে মগন, হইয়ে ভাবে যাঁরে।
প্রাণায়াম রামনাম, গা রসনা অবিরাম,
ধরাধাম স্বর্গধাম পাবি একধারে।
জলন্ত মরুভূ-মাঝে ভিজিবে সুধাধারে ॥ ৫৯০
রাজকৃষ্ণ রায়।

ভৈরবী—দাদ্রা।

রাম নামের প্রেম বল্‌বো কত,
রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে।
যে রাম বলে বাহু তুলে, সেই যেতে পারে রামের কাছে।
(আমার) হৃদয় মাঝে রাম বিরাজে,
বীরের সাজে ধনুকধারী,
বীরের সাজ নয় প্রেমের সাজ
প্রেমরূপ রাম বসে আছে ॥ ৫৯১ ঐ

বিল্বমঙ্গল।

টোড়ি ভৈরবী—একতালা।

চল তাঁরে, সবে মিলে করি দরশন।
ভাবেতে বিভোর হয়ে, প্রেমে প্রাণ মজাইয়ে,
যে জন আসিছে ধেয়ে, সেই মহাজন।
তাঁহারি করুণা বলে, ভব পারে যা'ব চলে,
গুরু দেখাইল পথ (দিয়ে) নূতন নয়ন॥ ৫৯২

শরচ্চন্দ্র সরকার।

পাষাণের ভার নয়রে গুরু,
পাপের ভারই গুরু অতি।
পাপকে আমি ডরাই বড়,
শিলায় আমার কিসের ক্ষতি।
তিল পরিমাণ পাপের ভার,
বইতে পারে সাধ্য কার,
জগৎ কোটী অনেক লঘু, তুচ্ছ পাষাণ রতি রতি॥
কোথায় হরি দাও হে দেখা,
পাপের গিরি মাথায় রাখা,
সাধ্যাতীত মোর,
পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে পাপের পাষাণ পাপীর গতি॥ ৫৯৩

রাজকৃষ্ণ রায়।

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান,
কাল হরি আর হরি ব'লে, শীতল করি তাপিত প্রাণ।

অলসে দিন ব'য়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়;
সুধায় ভাসি, দিবানিশি, সুখে সুধা করিপান॥ ৫৯৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন।
ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার স্বপন॥
(একবার হরি বল বলরে!)
আয় ভক্তি ভরে, উচ্চৈঃস্বরে,
করি হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
(ওরে নেচে নেচে রে)
আমরা প্রেম ভিখারী প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ॥ ৫৯৫

রাজকৃষ্ণ রায়।

বিহঙ্গড়া—জলদ একতালা।

তুলি যাতি যুতি মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী।
পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর, পরিমল তরতর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হাসে ফুল ফুল ফুল বাস অবচই॥ ৫৯৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়।
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গলে গল রাখি দুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চোখে চায়॥ ৫৯৭

রাজকৃষ্ণ রায়।

আলেয়া—খৎ।

চর্ম্মচক্ষে রামকে দেখে কি ফল পাব ওহে ভাই।
যাচ্ছি মনে করে আশা যদি জ্ঞান-নেত্রে পাই॥
শুনেছি রাম গুণনিধি, হরেন পাপীর পাপজলধি,
আছে আশা সেই অবধি, আমি পাপে পূর্ণ ভাই॥
হারায়েছি চর্ম্মচক্ষু, তাহে আমার নাহি দুঃখ,
পাছে আবার জ্ঞান চক্ষু, ভবে এসে হারায়ে যাই॥
এ ভবের বাজারে ভাই, কেবল গোল শুনিতে পাই,
কেহতো শুনিতে নাই, তাই রামের কাছে যাই॥
সূক্ষ্ম চক্ষু হারাই পাছে, ঐ ভয় অন্তরে আছে,
এবার তো হারালেম মিছে, সে পক্ষের সম্বল চাই॥ ৫৯৮

হরিপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কে তায় সাজাবে জটাধারী,
সোণার অঙ্গে পরিবে বাকল আমরি মরি।
যে রামের পদ-সরোজে, কুশাঙ্কুর ফুটিলে বাজে।
বন মাঝে তার কি যাওয়া সাজে,
ছি ছি এমন কথা আর বলিস্‌নে নিষ্ঠুরা নারী॥
মরি মরি প্রাণ কাঁদে, যে বিধি করিল চাঁদে,
রাহুর আহার সেই বিধি বাদ সাধে,
আমি মরিলে দিস্‌ রামকে বনে তোর পায়ে ধরি॥ ৫৯৯

হরিপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

[দুষ্মন্ত সভায় শকুন্তলার উক্তি।]

(যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন না)
সখি বিজনোরে * যাই।
বাসন্তি কোকিল সনে, মিলাইয়ে লয় তানে,
করিব সঙ্গীত আমি শুনিব তাহাই ;
কি কাজ লো রাজসভায় ?
বিজনোরে যাই।
ঊষায় মুরলী লয়ে, ঘুমন্ত সে প্রকৃতিরে,
জাগাব যমুনাতীরে গাইয়ে সদাই ;
কি কাজ লো রাজসুখে ?
বিজনোরে যাই।
ফুলে ফুলে আশে পাশে, শরতে পদ্মিনী হেসে,

* বিজনোর—শকুন্তলার জন্মগ্রাম।

নাচিবে, নাচাবে জলে চল চল গাই ;
কি কাজ নগরে ? গ্রামে
বিজনোরে যাই।

চাঁদমুখ নিরখিয়ে, তপোবন ঘরে গিয়ে
নাচাব হরিণী লয়ে মৃদুল নাচাই' ;
কি কাজ লো রণতালে ?
বিজনোরে যাই।

ফুটিলে মল্লিকা ফুল, করিব কাণের দুল,
বকুলের কণ্ঠহার পরিব সদাই ;
কি কাজ রাজ আভরণে ?
বিজনোরে যাই।

গোলাপ সীমন্তে দিব, যুথির বলয় পরি,
মালতী কঙ্কন হবে পরিব তাহাই ;
কি কাজ কনকে মম ?
বিজনোরে যাই।

চাঁপার মেখলা করি, পরিব লো কোটিদেশে
সাজিব বনের মেয়ে, আছিলো যা তাই ;
কি কাজ রাণীর বেশে ?
বিজনোরে যাই। ৬০০

কামিনীকুমার দত্ত।

বেহাগ—একতালা।

(ও তাই) ভাবিরে মনে,
বিধি কি এমন হবেন সদয় প্রেয়সী বিরহ সন্তাপিত জনে।

...রে শিশুদ্বয় মম অবয়ব, জানকী কুমার হয় অনুভব,
...ছু মনে কত হতেছে উদ্ভব সম্ভব তা হবে কেমনে।
...য়ে রাজ্য ভার তুষিতে প্রজায়, উহু মরি বলতে বিদরে হৃদয়,
পঞ্চমাস গর্ভা বিনা দোষে হায়! প্রিয়াকে দিয়াছি বনে।
ভারতে এমন কেবা আছে আর, মমতুল্য করে নৃশংস আচার,
অভিমানে বুঝি প্রেয়সী আমার জীবন ত্যজেছেন কাননে॥

৬০১ অজ্ঞাত।

ভুপালী—কাওয়ালী।

উপায় কি করিব এখন।
সংসপ্তকগণ সহ, অর্জ্জুন করে বিগ্রহ,
দ্রোণ করি চক্রব্যূহ নাশে সৈন্যগণ।
বৃকোদর আদি বীরে, ব্যূহ প্রবেশিতে নারে,
আছে দ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দন।
যদি কেহ ধনুর্দ্ধর, পার শঙ্কটে উদ্ধার,
করি রিপু দর্প চুর করিয়ে প্রধান॥ ৬০২

মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

[ভরদ্বাজ মুনির উক্তি।]

সুরট মল্লার—আড়খেমটা।

শ্মশান ভবনে ভব যাঁর ভাবে;
পাব ভবের ধন সে রাঘবে।
হবে দীনের প্রতি দীননাথের দয়া,
এ দীনের কি সে দিন হবে।

আমি অতি দীন হীন নিরাশ্রয়,
কর্‌বেন কিহে আমার আশ্রয়ে আশ্রয়,
দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ পল্লবে।
বন যাত্রা কালে একদিন মম ধাম,
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আরবার দয়া করে আস্‌বেন কি সে রাম,
এত দয়া কি সম্ভবে।
তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার,
স্বগুণে গুণ-সিন্ধু অবতার,
দাশরথী বিনে দাশরথীর ভার গ্রহণ কে করে ভবে॥ ৬০৩

দাশরথী রায়।

[বাল্মীকির অন্বেষণ।]

সুরট মল্লার—একতালা।

ওরে লব কোথা লুকালি।
জানকী-কুমার জীবন আমার জীবন বুঝি হারালি॥
তোরে এ সে নয়নে না হেরিয়ে সীতে,
নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে,
জীবন নাশিতে জলে প্রবেশিতে যাবে মনতুঃখে জ্বলি।
একে হয় না সীতের শোক সম্বরণ, নিরপরাধে সে নীরদ বরণ,
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়াছেন বন, শোকে সোণার অঙ্গ কালী।
দৃষ্টিহীন জনের যষ্টিরে যেমন, তেমতিরে তুই জানকীর সবে ধন,
আর আছে কি ধন কিসের সম্বরণ, করিব লব কি বলি।
(ওরে) দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,
তপনের তাপ তোরে নাহি সয়,

বৃন্দাবন ত্যজে কোন্ বন মাঝে কি খেলা খেলাতে গেলি ॥
বনে বনে তোর না পেয়ে সন্ধান, হ'লরে আমার হত ধ্যান জ্ঞান,
ধরিরে আবার হরিসুত আমার, হরিসাধন ভুলালি ॥ ৬০৪

দাশরথী রায়।

[সতীদেহ ত্যাগ সংবাদ শ্রবণে শিবের বিলাপ।]

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

নন্দিরে কার মায়ায় বন্দী হয়ে থাকি এ মন্দিরে।
মহামায়ায় হারালেম কার মায়ায় হয়ে বন্দীরে ॥
দক্ষালয়ে গিয়েছিলি, তুইত সতীর সঙ্গে ছিলি,
(নন্দিরে) প্রাণ ত্যজিতে কেন দিলি আমার প্রাণের উমারে।
আমি ঈশান সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী,
বাস বাসে ভাল না বাসি বাসনা হয় অন্তরে।
তবে গৃহে বসতি করি সতী ভার্য্যারই মায়ায়,
হৃদ বসতি ছেড়ে আমার সে সতী আজ রইল কোথায়,
মিছে মায়ায় কেউ কারো নয় নন্দি দেখ মনে করে ॥ ৬০৫

দাশরথী রায়।

[গুহক চণ্ডালের উক্তি।]

বনে গেলিনে বলেরে ভাই ভেবে ছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ দিন পেয়েরে রামা মিতে ॥
আমারে অগণ্য করে, অন্য পথে গেলে পরে,
ত্যজিতাম রে প্রাণবাণ দান করে হৃদয় পরে,
নতুবা জীবনে যেতেম জীবন সঁপিতে ॥
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আস্‌ব বলে আশা কালে,
সে আসার আসাতে আছি আশা পথ চেয়ে ;

সতত নবঘন রূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগণে হেরি নবঘন 'ক্ষণ ক্ষণ নয়ন ঝোরে',
ভালবাসিরে মিতে তোরে জীবন সহিতে ॥ ৬০৬

দাশরথী রায়।

যোগিয়া ভায়রোঁ—যৎ।

উমা যাও কি মা হরের নিবাসে।
এলে গিরিপুরে, তিন দিনের তরে, ছিলাম আমি মনের উল্লাসে।
তোমায় নিতে উমা শশি, আজ বিজয়া উদয় আসি,
পুরবাসী নয়ন জলে ভাসে।
মা এ দুখ কি জানে অন্যে, তুমি মোর অন্নপূর্ণে,
তোমাকে তিন দিনের জন্যে এনে এ বাসে।
না পূরে মা মন সাধ, সাধ পূরাতে এ বিষাদ,
পূরে কেবল শিবের সাধ শেষে।
দুখিনীর মুখ চেয়ে, আর দুদিন রও হিমালয়ে,
এবার শিবকে ব'লে ক'য়ে পাঠাও কৈলাসে।
অভাগিনীর কপাল গুণে, এসেন জামাই দিন গুণে,
পাষাণ গুণে বাঁচি প্রাণে শেষে।
(আমি) মৈনাকের শোকে জরা, তুমি মেয়ে দুখপাসরা,
তোমায় পেয়ে হই মা হারা কপালের দোষে।
চেয়ে দেখ্‌গো ওমা তারা, অচল গিরি পড়ে ধরা,
তারা ব'লে নয়ন জলে ভাসে ॥ ৬০৭

শ্রীকান্ত শর্ম্মা।

নিমাই সন্ন্যাস।

দেশ মিশ্রিত—খং।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদ হে গৌর সাজে।
দ্যাখ্‌রে প্রেমের খেলা মন আমার,
আনন্দে ভাসল ধরা এল গৌউর চাঁদ,
মন মজালে মোহনবেশে, পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
হরিনাম রটল রে দেশে,
প্রেম বিলাবে প্রেমনীরে ভেসে,
পিবে সুধা প্রাণ পদ-রাজিব রাজে,
দাঁড়া'বে বাঁকা হ'য়ে হৃদয় মাঝে,
দ্যাখ্‌রে প্রেমের খেলা মন আমার॥ ৬০৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বিভাস—একতালা।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী, শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম শুদাম রাখালগণ, কাঁহা মে পাই।
কাঁহা মেরা যমুনা তট, কাঁহা মেরা বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী, মেরি, কাঁহা হাঁমারি রাই॥ ৬০৯ ঐ

বিভাস—কাওয়ালী।

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না।

রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই,
এবার গোঁউর হ'য়ে ধর্‌বো পায়ে, আরত কাল রব না।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই।
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরে ত মন বসে না॥ ৬১০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

টোরী ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ।
অনাথ ত্রাণ জীব প্রাণ ভীত ভয়-বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব অঙ্গ,
নব রতঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরা ভার-ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাস-রস-বিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাস কারণ॥ ৬১১ ঐ

বিভাস মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই।
খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই।
দেনা মা যা দিবি আদর কোরে,
আদর কোরে দিলে মনে ধরে,
দেরি কোর না মা মোরা খেলিতে যাই॥ ৬১২ ঐ

বারোয়া মিশ্রিত—একতালা।

দেগো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে ॥
ওমা ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি;
ওগো তাইত আসি দেখ মা উপবাসী,
দেখ মা দ্বারে যোগী, বলে রাধে রাধে ॥
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনা তীরে,
আঁখিনীর মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদুনাদে ॥ ৬১৩

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামন-রূপধারী।
গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী,
জয় রাধে শ্রীরাধে ॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ,
উন্মাদিনী ব্রজ-কামিনী, উন্মাদ রতঙ্গ,
দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয়হারী;
ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে ॥ ৬১৪ ঐ

টোরী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন।
মায়া ঘোরে কত দিন রবে অচেতন ॥

কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের অরুণ তপন ॥ ৬১৫ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায় ॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইত আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায় ॥ ৬১৬ ঐ

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই ॥
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এলো, কোথা গেল এনে দেলো হরি,
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না কৃষ্ণ আন না,
বলো বলো তারে রাধে প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই ॥ ৬১৭ ঐ

সিন্ধু খাম্বাজ—চিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
স্মুখে শুক শারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী॥
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়,
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী॥ ৬১৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈঁরো মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ ৬১৯ ঐ

ভৈঁরো মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি ব'লে নাচ ভাই॥
বলরে হরি বোল, প্রেমিক হরি প্রেম দিবে কোল,
তোল্‌রে তোল হরি নামের রোল;

পাওনি প্রেমের সাধ, ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হেরবি হৃদয় চাঁদ ;
ওরে প্রেমের তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ॥ ৬২০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম হরি বল না।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'ল না॥
পাপী তাপী নাইক রে বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর ;
নামে হও মাতুয়ারা, মিছে মদে ভুলনা॥ ৬২১ ঐ

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

উপদেশ সূচক।

ইমন—আড়াঠেকা।

ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্ম-তরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন।
নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ॥
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ ॥ ৬২২

রাজা রামমোহন রায়।

ইমন কল্যাণ—তেওট।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ৬২৩ ঐ

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁ'রে না থাকে অন্তের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়॥ ৬২৪

রাজা রামমোহন রায়।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কে বা আন কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁ'রে এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁ'রে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥ ৬২৫ ঐ

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ,
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ-হীন
নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।

সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।
উপমা-রহিত, সর্ব্বজনহিত,
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেণ নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দু'পরি, শিল্পকার্য্য করি,
দেন রূপ চমৎকার।
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেই ভাবে সব রয়।
আহার উদরে, দেন সবাকারে,
জীবের জীবনদাতা।
রস-রক্ত-স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে,
পানহেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার-প্রসঙ্গ,
হয় যাঁ'র নিয়মেতে।

সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিধিমতে ॥ ৬২৬

রাজা রামমোহন রায়।

ইমন কল্যাণ—ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং ॥
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং ॥
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ ॥
ভবতি ততোজগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ ॥
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতিপুনর্ণশুচামধিরোহঃ ॥
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং ॥ ৬২৭ ঐ

বেহাগ—কাওয়ালী।

শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন।
দিন তো মিছা গেল ব'য়ে!
ইন্দ্রিয় দশ, হ'তেছে অবশ,
ক্রমেতে দিবস যায় ফুরা'য়ে।
এ কি অনুচিত সত্যে নাহি প্রীত,
বিষয়ে মোহিত র'য়েছ হ'য়ে।

সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর,
তাঁহ'তে অন্তর, আছ ভাবিয়ে।
সৃজন-কারণ, জীবের জীবন,
তিনি এক হ'ন, দেখ বুঝিয়ে।
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ,
আত্মপরায়ণ, থাক রে হয়ে ॥ ৬২৮

নীলমণি ঘোষ।

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

কেমনে হ'বে পার সংসার-পারাবার,
বিনা জ্ঞান-তরণী বিবেক-কর্ণধার।
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস,
কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তা'রা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার ॥ ৬২৯

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

মালকোষ—আড়াঠেকা।

ওহে পথিক মন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হ'য়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।

যে দেখ ইন্দ্রিয়-গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
আত্মতত্ত্ব-নিজধাম, কর তা'র অন্বেষণ।
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড় ভূতের উপদেশে,
ভ্রম কেন অন্বুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ॥ ৬৩০

নীলরতন হালদার।

প্রাতঃকাল।

ললিত—ঢিমা তেতালা।

অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়ে মন বারেক তাঁরে ভাব না।
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাঁ হ'তে হ'তেছে এই সংসার কল্পনা॥ ৬৩১

কালীনাথ রায়।

বেহাগ—একতালা।

পর নিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা॥
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না।
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর্ম্ম আভরণ,
সফল হ'বে জীবন, ঘুচিবে মনোবেদনা।
আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি,
সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম-উপাসনা॥ ৬৩২

নিমাইচরণ মিত্র।

সায়ংকাল।

কেদারা—কাওয়ালী।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন ? কি জান না॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বা যাস র'বে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, আপন ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥ ৬৩৩

ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

কেদারা—চৌতাল।

যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মা-রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে॥
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে,
রাখিতে তাঁ'রে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া
যাঁ'র তাঁ'র লাভ ব্রহ্মধাম॥ ৬৩৪

হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জা ন রে ;
প্রখর বুদ্ধি না পে'য়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে ;

প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি
যে জন যায় নাম, ফেরে ॥ ৬৩৫

শে, — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অমুন্দে—আড়াঠেকা।

কেন ভোল, রসুহৃদে,
ভুল না চিরসুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সক প্রা যাঁহ'তে,
এমন সুহৃদে কেন ভোল।
থেক না থেক না তাঁহ'তে অন্তর,
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ;
চিরজীবনসখা চির-সহায়ে,
করুণা-নিলয়ে কেন ভোল ॥ ৬৩৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

জননী-সমান করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর,
দুগ্ধ র লেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু,
দিবেন সবারে মঙ্গল-ছায়া ;
কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা,
ল'য়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে ॥ ৬৩৭

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুরট মল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে ?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন,
ভুলি'ছ আপন জনে ?
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন,
গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শান্তি হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসীগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥ ৬৩৮

——— অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান;
ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁ'রে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥ ৬৩৯

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

ভুলো না ভুলো না,
প্রাণসখারে ভুলো না, যাতনা রবে না।
যাঁর প্রেমে-মুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি,
সুধাধার জ্যোৎস্না।
কতবার প্রেমভরে, দাঁড়া'য়ে হৃদয়দ্বারে,
ডাকি'ছেন তোমারে সুমধুর স্বরে;
কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ,
শুনিয়েও শুন না ॥ ৬৪০

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ! যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে,
ক্ষুদ্রকীট-জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে আহা) দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ।
এমন দয়াল পিতা কোথা পা'বে আর,
যিনি দীন দরিদ্রের ল'ন সমাচার,
গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ও রে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
(কেন) সুখ অন্বেষণ কর অন্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ ॥ ৬৪১

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

আলেয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ও রে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।
কেন রে ভাব আর ;
ও রে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল বলে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ-গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না,
কলুষ-কুম্ভীর-পানে ফিরেও চাহিও না ;
ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুলো না,
কিছুতেই কিছু হ'বে না ;
যদি পড় রে আবর্ত্ত-জলে, ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
বলো কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার।

চেয়ে দেখ হ'লো বেলা অবসান,
মিছে কাযে কেন হায় রে ভুল নিজ পরিত্রাণ,
দূরে ফেলে দাও ধূলির ধন মান,
বিবেক-ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ ;
ও রে সাহসে নির্ভর করে, ঝাঁপ দিয়ে যাও রে পড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পা'বে উদ্ধার ॥ ৬৪২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

রামপ্রসাদী সুর।

যদি চাও হে সুখ এ জগতে।
হবে সংসারী-বৈরাগ্য হ'তে ॥
উদাসীন বৈরাগী হ'লে কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে;
সুখসিন্ধু ছেড়ে যে জন যায় সে মরে দুঃখ-পিপাসাতে।
অর্থনাশ বা স্বজন-বিয়োগ এরূপ কোন ঘটনাতে ;
যা'রা হ'য়েছে শ্মশানবৈরাগী সুখ নাই তা'দের অন্তরেতে।
বিরক্ত-বৈরাগী হ'লে পা'বে না সুখ কোন স্থলে,
সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায় যে'ও না মরুভূমিতে।
"মর্কট-বৈরাগ্য" তুমি করো না মন লোক দেখা'তে
ও রে "স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ত্রাঙ্কৈরেবং প্রকীর্ত্তিতে।" ৬৪৩

কুঞ্জবিহারী দেব।

বেহাগ—আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর,
অমৃতসাগর বিনা ?

ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয়-বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তা'র।
ও রে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হ'য়ে শান্তিহারা;
অমৃত-সাগরে যাও, যা'বে তাপ পা'বে শান্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ॥ ৬৪৪

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ললিত বিভাস—একতালা।

যিনি মহারাজ, বিশ্ব যাঁর প্রজা,
জান না রে মন আমি পুত্র তাঁ'র।
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়,
আমারে কে বা দিতে পারে ভয়,
এ ভবসংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে;
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে,
বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায় জল রে;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার ॥ ৬৪৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে।

বিভু-পাদপদ্মে-সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ, সত্য, হিরণ্ময় মানস-পটে তাঁরে,
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে ॥ ৬৪৬

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধন বা বোধন সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁ'র নাম গান;
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁ'র হে মহিমা-জলন্ত-জ্যোতি,
জগত করে হে আলো;
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি,
সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি,
যাঁ'র প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে
সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে,
জলগর্ভে কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁ'র, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশরতন,
সেই নয়ন-অনিমেষ;

নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে ॥ ৬৪৭

—— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

গাও রে গণপতি জগবন্দন
ব্রহ্ম-সনাতন পাতক নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক;
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমোদ মঙ্গল-দাতা,
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা;
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে,
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে ॥ ৬৪৮

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—রূপক।

প্রেমময় দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁ'র।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার;
সর্ব্ব সম্পদ তাতে মেলে, যখন থাকি তাঁ'র সাথ।
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁ'র কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যা'ব অনায়াসে, তাঁ'রে করিব দান ॥ ৬৪৯

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁ'র বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁ'র নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁ'র গগনে গগনে,
কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁ'র পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁ'র নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁ'র শান্তিরূপে, ভক্ত-হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন নির্ব্বিকার মহিমা যাঁ'র হয় অপার,
যাঁ'র শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি-বল হারে॥ ৬৫০

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টোরী—আড়াঠেকা।

আনন্দ-মনে, বিমল হৃদয়ে, ভ'রে ভবতারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুম,
ঢালি দাও প্রভুর চরণে ॥৬৫১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলের সুর—একতালা।

পুরবাসী রে,
তোরা যা'বি যদি অমৃত-নিকেতনে চলে আয়।
থাকুক যথা আছে ধনজন,
আর সে ছার ধনে কাজ নাই।
তো'দের মর্ম্ম-ব্যথা আর না র'বে,
রোগ শোক পাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হ'বে,
এক বার দেখিলে প্রভুর প্রেম-মুখ, সব দুঃখ দূরে যায়

আর কত দিন সে মায়েরে ভুলে,
থাকবি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে,
(তোদের) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে,
ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥ ৬৫২

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

বাউলের সুর—একতাল।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাসে যেতে স্বদেশে।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন ;
কবে যা'বে জ্বালা প্রাণ জুড়া'বে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে,
আর ফিরা'ব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সেই হারাণ রতন,
রাখব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন ;
যা'বে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে ॥ ৬৫৩

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

বাহার—একতালা।

গাও রে আনন্দে আজ ভবশোকভঞ্জনে।
ঢালি দেও প্রাণ মন, তাঁ'রনামকীর্ত্তনে ॥
নিখিল ভুবন লেখন যাঁ'র, যাঁ'র প্রেম-চিন্তনে
অমিয়ার ধার উথলে আপনি, হৃদয়পদ্মসদনে ;

[illegible], চিত্ত[illegible]পূরণে,
জগত মাতাও যোবি, জগত-জীব-জীবনে
মধুর মূরতি ভাতি'ছে যাঁর, গগনে মৃগলাঞ্ছনে,
স্তুতির লহ[illegible] বিপিন-মাঝে, বিহগ-কণ্ঠ-নিঃস্বনে ;
হৃদয় ভরি[illegible]ক রে সেই, ভকতহৃদয়রঞ্জনে,
না রবে স[illegible] পাপ, নিরখি আঁখি-রঞ্জনে ॥ ৬৫৪

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পিলু—খং।

দুর্লভ যৌবনকাল করো না বৃথা ক্ষেপণ।
বল কবে আর তবে করিবে ধর্ম্ম অর্জ্জন ॥
বাল্য বাল্য-ক্রীড়া ছলে, গেছে রে মন বিফলে,
তেমনি যৌবনকালে, করিবে কি বিসর্জ্জন।
হইলে শরীর ক্ষীণ, বার্দ্ধক্যে ফুরা'লে দিন,
ও রে মন অর্ব্বাচীন, বিফলে যা'বে জীবন।
শুন রে বিধান শুন, করি সদা প্রাণপণ,
পরব্রহ্ম উপাসনায়, হও রে হও মগন ॥ ৬৫৫

অজ্ঞাত।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

সবে মিলে গাও রে এখন ;
গাও তাঁ'রে গায় যাঁ'রে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি করে, যাঁর নাম-সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।

ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন।
হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে, হও রে মগন ॥ ৬৫৬

আনন্দচন্দ্র মিত্র

ভৈরবী—টিমা তেতালা।

জাগি দেখ রে কে তোর হৃদয়-কুটীর-দ্বারে।
ও রে ব্যাকুলিত জগজ্জন যাঁ'রে দেখিবার তরে ॥
হ'য়ে জগজ্জন-পিতা, জগতের পালয়িতা,
তোর কাছে প্রীতি-ধন, চাহি'ছেন বিনয় করে।
ত্রিভুবন যাঁর দ্বারে, দিবানিশি ভিক্ষা করে,
সেই রাজরাজেশ্বর, আজ রে হৃদয়-দ্বারে।
দেখে তোরে জন্মদুখী, করিবারে চিরসুখী,
আজ শুভদিন দেখি, এসেছেন কৃপা করে ॥ ৬৫৭

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

বেহাগ—যৎ।

গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন।
পবিত্র তীর্থ এ সংসার-তপোবন ॥

প্রেমের আধার গৃহ পরিবার-বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ জঞ্জাল, বিষয়ের তমোজাল
যোগবলে করিয়ে ছেদন ;
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবন-মুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, শম দম ক্ষমা শান্তি,
সযতনে করিবে পালন ;
সুখ-দুঃখে সমভাবে, বিধাতার হস্ত দেখিবে,
দয়াময়-নাম-মন্ত্র করিবে স্মরণ ॥ ৬৫৮

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

বেহাগ—একতালা।

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'রে, গাই'ছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।
জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ ;
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি-জয়।
অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম ;
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি-ধামে ;
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয় ?
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ,
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥ ৬৫৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র

প্রভাত-সঙ্গীত।

ভৈরব—ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন,
জগদীশ জগতারণ হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন,
কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর,
তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি,
এ দীনহীন জনার হে॥ ৬৬০

হরলাল রায়।

ললিত—আড়া।

অয়ি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসি'ছে সবে,
কে শিখা'ল এই হাসি, কে বা সে যে হাসাইল ?
ভুবন মোহিত করি, গাই'ছ বিপিনে কা'রে,
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি'ছ যাঁ'রে ?
কমল-নয়ন মেলি, কা'র পানে চে'য়ে আছ,
কা'র তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশনমাত্র পাইল নবজীবন ;
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাও দেখি তাঁ'রে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল॥ ৬৬১

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

আসোয়ারি—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী ;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব-অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জন-চিত্তহারী ;
ডাকো রে নাথে বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি ॥ ৬৬২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরব—একতালা।

প্রাতঃ সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে।
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়,
সরোজবান্ধব সমুদিতপ্রায়,
ঝলসি'ছে নব নীল নীরদ,
দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব,
নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,
জীবকোলাহল, আহা ঐ শোন,
উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন,
যাঁ'র কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁ'র হায় রে এখন,
হের না কেন নয়নে।

পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ,
পরিতৃপ্ত হ'বে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে,
সঁপ রে তাঁ'র চরণে ॥ ৬৬৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

টোরি—আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী, আইলা শুভ্র-বসনা ঊষা।
মগন হও রে অমৃত-সাগরে।
চিরদিন তাঁ'রে রাখ হৃদয়ে;
কেহ তাঁ'র সমান, চখে দেখে নাই,
শুনে নাই শ্রবণে ॥ ৬৬৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধ্যা ও রজনী সঙ্গীত।

পুরবী—ঠেকা।

সবে মিলে সমস্বরে ডাক সেই পরাৎপরে।
ডাক তাঁ'রে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁ'রে প্রাণ ভরে॥
শুভ সন্ধ্যা-সমাগমে মগ্ন হও সেই নামে,
বাজি'ছে যে নামধ্বনি গগনে গিরি-কন্দরে।
সবে মিলে শান্ত চিতে, ভজ সে অচ্যুতাচ্যুতে,
ভজনা হই'ছে যাঁর গৃজা মস্‌জিদ মন্দিরে ॥ ৬৬৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ললিত—জলদ তেতালা।

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি!
নিদ্রা নাই কি মা তো'র চথে, ও প্রসন্নবদনি।
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
সুসুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী॥
অধম তনয়ে মা গো, কেন তো'র এত করুণা,
সতত নিকটে বসে থাক অকারণে ;
বুঝে'ছি বুঝে'ছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
বিচর মা সদাকাল, সন্তান-সাথে আপনি॥
বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব,
অগণ্য তনয়পাশে, জাগি'ছ একা ;
পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব,
করুণার নাহি পার, ও গো, সন্তানতোষিণি! ৬৬৬

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি মধুর বেণুরব লা'গি'ছে শ্রবণে,
নির্জন নিস্তব্ধ এই তামসি-নিশীথে!
এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু-আহ্বান,
ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে॥ ৬৬৭

রাজনারায়ণ বসু।

বসন্তবাহার—যৎ।

আজ কেন পূর্ণশশী উদিল আকাশে।
অগণ্য তারকাবলী ল'য়ে চারি পাশে॥
তরুগুল্মলতাবলী, নবপত্রে শোভাশালী,
কেন আজ সুগন্ধ বহে মলয়-বাতাসে।
ঝিল্লিগুলি তার স্বরে বিভুগুণ কীর্ত্তন করে,
সুকণ্ঠ বিহঙ্গ গায় প্রেমোচ্ছ্বাসে।
এরা কি দেখিল কি পাইল কা'র প্রেমে উন্মত্ত হ'ল
আজ সকলেই মজিল কি রে বিভু-সহবাসে।
চন্দ্র সূর্য্য জলে স্থলে, আকাশে মেঘপটলে,
আজ সবাকার অন্তরালে ব্রহ্মজ্যোতি ভাসে।
প্রেমিক ভকতবৃন্দ, ল'য়ে মধুর মৃদঙ্গ,
গাই'ছে সখার প্রেম মনের উল্লাসে॥ ৬৬৮

দুর্গানাথ রায়।

বিভাস—কাওয়ালী।

নিশী গো! কোথা যাও চলি,
তিমির-ঘোমটা খুলি কাহার ভাবেতে ভুলি? (ধুয়া)
চন্দ্র অধোমুখে মধু হাসি হাসি,
বিহঙ্গ-রবে প্রেম-ভাষ ভাষি ভাষি,
লাজেতে আধমুদিত-নয়ন কুমুদকলি।
গলে দোলে রজনীগন্ধার মালা,
রজনী সজনী কা'র ভাবে উতলা,
তারার অলঙ্কার আর কত উজলা।

শিরে শোভে প্রভাতিক তারামণি,
কা'র গুণ ঘোষিতেছে সদা ধনী,
পূর্ব্ব দিকে স্বরক্তিম লাবণ্য ছটাবলি॥ ৬৬৯

মদনমোহন মিত্র

স্বভাব সঙ্গীত।

পরজ—ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রতনমণি-খচিত অম্বর কি শোভে।
তরুণ বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে।
সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে॥ ৬৭০

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরজ—চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা;

রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে,
সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥ ৬৭১

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গৌড়মল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁ'রে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী
মহেশের মহৎ যশ ঘোষ বারিদ;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেক না নীরব;
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তঁারে ॥ ৬৭২ ঐ

আলেয়া—আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন;
নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভি'ছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন;

মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ ;
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥ ৬৭৩

—— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

[নানকের গীত, বাঙ্গালা অনুবাদিত।]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন-চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন, তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥ ৬৭৪

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাস—একতালা।

এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজা'য়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে,
তা'র উপরে তোমার নামটি দিয়েছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটি লেখা,

সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ-তুল্য গগন-মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝল মল,
তা'র মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু-নাম তায় অঙ্কিত ক'রেছ।
জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন,
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ম্ময়-নামে জগৎ দেখা'তেছ।
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী-নাম লিখে'ছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ।
হৃদয়ে লিখেছ হৃদয়-বল্লভ,
প্রেম-সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব,
তন্নামে অঙ্কিত তোমারি ত সব,
হাতে কলমেতে ধরা যে প'ড়েছ॥ ৬৭৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

তরু বল রে বল ও তরু বল রে।
কে তোরে সাজা'লে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে॥

ছিলি এক কণার মত, হ'লি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে ;—
ও রে বল রে তরু কার উদ্দেশে,
গগন-ভেদ ক'রে যাস ঊর্দ্ধ দেশে,
হ'লি সংসারে এসে, কার প্রেমে অচল রে।
এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া-র'য়ে,
কি ভাবিস নীরব হ'য়ে, ভাব দেখে বিহ্বল রে ;—
ও রে ত্যজ্য ক'রে ভোগ-বাসনা,
তরু করিস রে কার যোগ-সাধনা,
কি জন্যে যোগীজনা সার করে তোর তল রে।
অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হিলে হিলে,
কার গুণ গাস রে জিলে, স্বরে হই শীতল রে ;—
কেন, দেখ্‌তে পাই রে প্রভাত হ'লে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন-জলে,
না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে।
শাখি তোর শাখা'পরে, পাখীতে কি গান করে,
প্রেম-ভরে মাথা নড়ে, ঝরে পাতাদল রে ;—
মাথা নোয়ায়ে কারে, তরু, প্রণাম করিস বারে বারে,
কি জানাস্ কর-যোড়ে হ'য়ে সচঞ্চল রে।
পরহিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে,
ব'ল্‌ব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম্মবল রে ;—
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে,
এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে।

রূপগুণ ভঙ্গি ভাবে, ভক্তি-প্রীতি-প্রভাবে,
মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে ;—
বল রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিলে ছত্রে ছত্রে,—
এক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ॥ ৬৭৬

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলা'লে যে কোথা আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে,
এই সে বলে ধরি যাঁ'রে,
বুঝি সে নয়, সে হ'লে পরে
আর কি মন ফিরে আসে?
বল্ দেখি রে তরু লতা,
আমার জগৎজীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে?
বল্ রে বল্ বিহঙ্গকুল,
তোরা কা'র প্রেমে হ'য়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস্ কার উদ্দেশ্যে?
বল্ দেখি রে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,

ঝরিতেছে অশ্রুজল,
কা'র অনুরাগে মিসে ?
পেয়ে বুঝি রত্নবর
সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর,
তাই উত্তাপ তরঙ্গ তুলে,
নৃত্য করিস্ উল্লাসে ॥
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে এমন প্রেম ত দেখি না রে,
দেখা পেলে সুধাই তা'রে, কেন সে ভালবাসে।
কোথা আছ দেখা দেও, করুণা নয়নে চাও,
হৃদয়-সখা সাধ পূরাও, প্রকাশি হৃদিবাসে॥ ৬৭৭
বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—আড়া।

গোপগিরি রে একি শোভা দেখা'লি নির্জ্জনে।
দেখি নাই নয়নে।
সুরম্য তব কান্তারে, নির্জ্জন বন-মাঝারে,
প্রবাহিত স্রোতস্বতী সুমন্দ গমনে॥
সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,
প্রকৃতি খুলে'ছে যেন লজ্জাবগুণ্ঠনে।
তরু লতা ফল ফুলে, সাজি বায়ুভরে দোলে,
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে।
এ বিচিত্র ছবি হেরে, ডুবিনু ভাব-সাগরে,
ফিরিতে পুনঃ সংসারে চাহে না যে মনে।

সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিয়ে দেখি নয়নরঞ্জনে ॥ ৬৭৮

শিবনাথ শাস্ত্রী।

[হিমালয় দর্শনে।]

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ হেরি হৈমগিরি-কলেবরে,
মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে।
অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অনুপম,
অমূল্য রতনজালে কে সাজাল গিরিবরে।
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ বিস্তার।
শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে।
কটিতটে মেঘবাস, বিজলির পবকাশ,
যেন দীপ্তি চন্দ্রহাস বীরঅঙ্কে শোভা করে।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্নেহ,
ধর রত্ন ফুল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে।
মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ,
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে।
বল বল গিরিবর ভাব কা'রে নিরন্তর,
কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল ঝরে ॥ ৬৭৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[পর্ব্বত।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

গিরিবর! কা'র লাগি, আছ হে অচল হ'য়ে।
স্পন্দহীন কলেবর, কাহারে ধ্যানে ধরিয়ে ॥

মস্তক উন্নত করে, কা'রে দেখ চরাচরে,
বলিয়ে বারেক মোরে, জুড়াও তাপিত হিয়ে।
শিরেতে দেখি তুষার, বোধ হয় জটা-ভার,
ধরিয়ে যোগীর বেশ, পূজ নিত্য-নিরাময়ে॥
তাই নেত্র-প্রেম-বারি, নিয়ত নিঝরে ঝরি,
নদীরূপে বোধ করি, যাই'ছে বহিয়ে।
ইচ্ছা হয় গৃহ ফেলে, ছাড়ি লোক-কোলাহলে,
তোমার সহিত মিলে, পূজি অশোক অভয়ে॥ ৬৮০

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[সিন্ধু।]

সরফর্দা—আড়াঠেকা।

ও হে সিন্ধু! তুমি হ'য়ে অগম্য অপার।
করিতেছ দিবা নিশি, কাহার যশঃ প্রচার॥
অতুল প্রভাব ধরি, আছ হে ধরায় ঘেরি,
রত্ন-রাজি গর্ভে করি, আজ্ঞাকারী আছ কা'র,
জল-জন্তু নত শিরে, লতা-গুল্ম, পুষ্প-ভারে,
পূজিছে সবে তোমারে, তুমি পূজা কর কা'র।
নদ-নদী-সরোবর, লঙ্ঘিয়ে গিরি প্রান্তর,
সেবিতেছে নিরন্তর, কে সেব্য বল তোমার।
সুনীল হৃদি-আসন, করি সদা প্রসারণ,
করে'ছ বক্ষে ধারণ, বল কা'রে একেবার।
ক্ষণেক প্রশান্ত ভাবে, মগ্ন কা'র প্রেমার্ণবে,
ক্ষণেক গম্ভীর রবে, মহিমা গাও কাহার।

অনুভব হয় এই, তোমার উপাস্য যেই,
ভূমা জগদীশ সেই, নিখিল বিশ্ব-আধার!
অব্যক্ত নিনাদ করে, পুনঃ পুনঃ উর্ম্মি-ভরে,
স্তব-প্রণিপাত তাঁ'রে, করিছ কি বার বার।
তব ভাব নিরখিলে, পাষাণ-হৃদয় গলে,
ভাসে নেত্র অশ্রুজলে, বিভু-প্রেমে অনিবার॥ ৬৮১

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[পক্ষী।]

(দিবা অবসান হল—স্বর।)

পূরবী—আড়াঠেকা।

গাইতেছ কা'র যশঃ সুমধুর-তানে।
বল হে বিহঙ্গদল, বিজন কাননে॥
নিষ্ঠুর মানব সব, করে নানা উপদ্রব,
তাই কি তোমরা সব, এসেছ এখানে।
বসি সবে উচ্চ ডালে, মনের দুয়ার খুলে,
মগন হ'য়েছ বুঝি, ব্রহ্ম-যশঃ-গানে।
এই হেতু সাধুজন, ত্যজি গৃহ পরিজন,
করিতে ধ্যান ধারণ, আসেন এ স্থানে।
শুনিয়ে সঙ্গীত-তান, দেখিয়ে সাধন-স্থান,
আর নাহি মন প্রাণ, ধায় গৃহ-পানে॥ ৬৮২ ঐ

[চন্দ্র।]

সাহানা—আড়াঠেকা।

যে সৃজিল শোভাময় শশধর তোমারে,
না জানি সে জন কত বিচিত্র শোভা ধরে!

বারেক তোমায় দেখি, জুড়ায় যুগল-আঁখি,
না জানি হয় কত সুখী, মন-আঁখি হেরে তাঁ'রে।
পাইয়া তব কিরণ, বাঁচে মৃত তরুগণ,
তাঁর জ্যোতিঃ পেলে মন! সে কি আর মরণে ডরে।
দেখিলে তব উদয়, সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়,
উথলে যে এ হৃদয়, দেখিলে সেই সুধাকরে!
বল বল কোথা যাই, কেমনে তাঁহারে পাই,
বিরলেতে তাই সুধাই, সদা সকাতরে॥ ৬৮৩

—— বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[সূর্য্য।]

(তোমারি করুণায় নাথ—সুর।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে দিল এমন জ্যোতিঃ দিবাকর তোমারে।
নিমিষে নাশিলে সব নিবিড় অন্ধকারে॥
প্রকাশি তুমি গগনে, জাগাইলে জীবগণে,
পূরিলে জ্যোতি জীবনে, এ বিশাল সংসারে।
বিহঙ্গ ছাড়ি কুলায়, মানব ত্যজি শয্যায়,
কা'র যশঃ-গীত গায়, বল হে আমারে।
হ'য়ে তুমি অচেতন, নির্জীবে দাও জীবন,
বুঝি মৃত-সঞ্জীবন, আছেন তব মাঝারে॥ ৬৮৪ ঐ

[নদী।]

ভৈরবী—একতালা।

কোথা যাও স্রোতস্বতি! বল গো আমারে।
ছাড়ি গিরি-নিকেতন, উদাসিনী-বেশ ধরে?

সজন গ্রাম-নগর, বিজন বন-প্রান্তর,
উত্তরিয়ে নিরন্তর যাইতেছ বেগ-ভরে।
বাধা বিঘ্ন নাহি মান, ত্যজি দম্ভ-অভিমান,
নম্র-ভাবে ধাবমান, হও কা'র তরে।
গিরি-শিরে করি বাস, পূরিল না অভিলাষ,
তাই বুঝি মুক্তি-আশে, যাইতেছ সিন্ধু তীরে ?
ত্যজিয়ে সঙ্কীর্ণ ভাবে, যাইতে সেই জ্ঞানার্ণবে,
বলিতেছ কি মানবে, কল কল স্বরে ? ৬৮৫

——— বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[পুষ্প।]

(কে গো বসে অন্তরালে—স্থর।)
খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কোথা পেলে এ সুহাসি।
কাহার কোমল করে,
পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি।
নিভৃতে নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখলে এ হাসি নয়নে, মোহিত হ'ন যোগী ঋষি।
পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে,
হেসে হেসে ঢলে ঢলে, কার কোলে পড়িছ খসি।
কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর,
হাসিতে মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি।
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চির বিলাপ,
করে দাও তাঁর সঙ্গে আলাপ যিনি আছেন অভ্যন্তরে পশি।

যে তোমারে হাসা'তেছে, আনন্দেতে ভাসা'তেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভালরূপে ভাল বাসি ॥ ৬৮৬

কুঞ্জবিহারী দেব।

সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক সঙ্গীত।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর।
যা'র প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তা'র মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥ ৬৮৭

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হ'বে অবশ্য মরণ ;
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যা'তে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হ'বে তা'র মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ-নাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ ॥ ৬৮৮

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর॥
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকব।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যা'বে,
অবশ্য ত্যজিতে হ'বে কিছু দিন অন্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর॥ ৬৮৯

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে॥
শ্যাম কেশ শ্বেত হ'বে, ক্রমে সব দন্ত যা'বে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হ'বে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্র ভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥ ৬৯০ ঐ

বিভাস—আড়াঠেকা।

তুমি কা'র কে তোমার কা'রে বল রে আপন।
মহামায়া-নিদ্রাবশে দেখি'ছ স্বপন॥

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পালা'বে তা'রা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন ;
ধন যৌবন মান, কোথা র'বে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥ ৬৯১

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভব-নদী করে'ছ কি আয়োজন ?
আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তা'য়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারা'য়েছ তত্ত্ব-জ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ ॥ ৬৯২

অমৃতলাল গুপ্ত।

(পিতঃ ক্ষম অপরাধ—সুর।)

বেহাগ—আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হ'বে কিছু দিনান্তর ॥
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে র'বে হ'য়ে শবাকার ;
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।

এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ-গমন,
কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয়।
সর্ব্ব-লোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ,
পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার॥ ৬৯৩

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ভৈরবী—তেওট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন যত, দেখি'ছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরা'বে।
কাল-শয্যায় শু'য়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে ;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধূলায় লুটা'বে॥
স্নেহময়ী জননী, হারা'য়ে নয়ন মণি,
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে।
প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কেঁদে ধরাতল নয়ন-জলে ভাসা'বে।
অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে ;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়,' যাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে॥ ৬৯৪

দীনেশচরণ বসু।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এমন দিন না র'বে তা জান।
এসেছিলে একেলা একা যাইবে॥
চির দিন রহিবে যে ধন,
সেই ধনে রাখ যতনে॥ ৬৯৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়া—একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু,
দিও ঐ অভয় চরণ।
সেই বিপদ-সময়, দেখো দয়াময়,
যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন,
কি জানি কখন, আসিবে শমন,
আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন,
এ মহাপাপীর অনন্ত জীবন॥ ৬৯৬

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বেহাগ—খং।

এক দিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চল্‌বে না॥
নাম ধরে ডাকবে সবে শ্রবণে তা শুন্‌বে না;
পুত্র মিত্রে জগৎচিত্রে, নেত্রে নিরখিবে না।
অসাড় হ'বে এ রসনা, আস্বাদন আর করবে না;
ভাল মন্দ কোন গন্ধ, নাসিকাতে ল'বে না;

রাজসিংহাসন, ছাই মাটি বন, সে বিচার আর র'বে না;
বজ্রে দহনে দেহে যাতনা জানা'বে না।
হবে সাঙ্গ অবসান সঙ্গে কিছুই যা'বে না;
তাঁরে এই বেলা ডাক ডেকে নে রে, ডাকতে সময়
মিলিবে না॥ ৬৯৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বরের মাতৃভাবসূচক সঙ্গীত।

(মধুকানের সুর—কাওয়ালী।)

মা আমারে কর কোলে;
কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে।
স'য়েছি যাতনা যত, বলে তা জানা'ব কত,
জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে।
এস এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার,
ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদকমলে॥ ৬৯৮

দীনেশচরণ বসু।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুধার ভাণ্ডার তুমি জগতজননী।
চির প্রেমময়ী গতি-মুক্তিদায়িনী॥
তোমার ভকতগণ, কেমন প্রেমে মগন,
তব প্রেমরসপান করিয়ে হইয়াছে সুশীতল;
তাই তারা নিশি দিন, প্রফুল্ল প্রসন্নানন,
গভীর প্রশান্ত তাঁ'দের হৃদয়, কোমল তাঁ'দের প্রাণ;
মুখেতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, স্নিগ্ধকারিণী।

চির পরাধীন, পাপে তাপে মলিন,
বড় আশা করে এসেছি তোমারে দেখিয়ে জুড়াব প্রাণ;
পাপীর হৃদয়াসন, কর গো মতি গ্রহণ,
যাই আমি তবে জনমের তরে, দুখ শোক পাসরিয়ে,
তুমি গো মা সন্তানের দুঃখহারিণী॥ ৬৯৯

—— যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাগেশ্রী—আড়া।

সীমা কে জানে, জননী! স্নেহ-জলধির তব।
আমাদের সুখ হেতু, কত না করে'ছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল? পুষ্পদামে কে রঞ্জিল?
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল?
কে করিল শান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে?
কে আর করিবে তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব॥ ৭০০

—— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যা'র মা আনন্দময়ী তা'র কিবা নিরানন্দ।
তবে মা মা করে পাপে রোগে শোকে কেন কাঁদ॥
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে,
ভাসাই'ছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উথলিল.
বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ॥ ৭০১

—— শিশিরকুমার ঘোষ।

আরাধনা ও কৃতজ্ঞতাসূচক সঙ্গীত।

(বাউলের সুর—একতালা।)

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা ;
ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয়ভাব বই,
নাথ! আমি তোমায় ভুলে থাকি,
কিন্তু তুমি আমায় ভুল না।
নাথ! আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না ;
তুমি আমায় রাখতে চাও সুখে,
কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥ ১০২

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ শাসনে ॥
অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে ;
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে.
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে ;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যা'ক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম-সাধনে ॥ ১০৩

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি ;
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।
দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার মহিমা দেখি না থাকি একাকী ॥ ১০৪

—— গৌরমোহন সরকার।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা মাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্ব-সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার ;
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ,
তুমি সকলের মূলাধার ॥ ১০৫

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—রূপক।

নাথ! কি দিব তোমারে ;
সকলি তোমার, আছে কি আমার।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি ॥ ১০৬

——

আশা—ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি ;
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি-চন্দ্র'পরে, জ্যোতি তোমার হে,
আদি জ্যোতি কল্যাণ ;
জগতপিতা, জগত-পালক তুমি,
সকল মঙ্গলের নিদান॥ ১০৭

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুলতান—তেওট।

কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার॥ ১০৮ ঐ

রামকেলী—কাওয়ালী।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে।
তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
দুস্তর ভব-সংসারে।

সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে,

জীবন মৃত্যুসমান ;

বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,

মৃত্যু সে অমৃত-সোপান ॥ ৭০৯

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাস—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ-জীবন ;

তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি-অন্ত-কারণ।

মহিমার ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন ,

(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা)

আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি,

দেও মোরে তব চরণ।

প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,

(একবার দেখা দেও হৃদয়-মাঝে)

তুমি দীনশরণ, ভকত-জীবন,

লজ্জাভয়-নিবারণ ॥ ৭১০ অজ্ঞাত।

ভূপালী, ইমন ও বিভাস মিশ্রিত—তেতালা।

কত দয়া তব মানবে।

দয়াময় হে, অনন্ত তোমার দয়া,

অন্ত কে করিবে ভবে।

তব দয়া পদে পদে, বিপদ-সুখ-সম্পদে ;

কিন্তু হে বিপদে বুঝে, কেবল প্রেমিক সবে।

এই যে পাপ-শাস্তি সকল, এও তোমার স্নেহের ফল,
এ ফল জীবনে কেবল সুমধুর রস স্রবে॥ ৭১১

আদিনাথ দাস।

মূলতান—চৌতাল।

তাঁ'র গুণে পূর্ণ জগত;
ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁ'র
মহিমার কণিকা।
যাঁহার করুণা বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,
ভুবন-পালক দয়াল দুর্ব্বল-বল তিনি রাজ-রাজা।
চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে,
অনুক্ষণ শোণিত-ধারে, নিশ্বাসে বায়ুতে;
তাঁহার করুণা করে আনন্দ বিস্তার,
করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ,
তাপে শান্তি-নীর॥ ৭১২

হরলাল রায়।

ভৈরবী—খং।

প্রভু কোথা হে পাইব তুলনা তোমার।
তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি আঁধার॥
পাপী বলে ঘৃণা করে, ত্রিজগত ত্যজে যা'রে,
কোলে নিয়ে তুমি তা'রে কর ভবে পার॥
কেহই নাহি যাহার, তুমিই সর্ব্বস্ব তার,
তাই দীনবন্ধু-নাম, গাই'ছে সংসার॥ ৭১৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সুরট—একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান।
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন,
তৃপ্ত কি হয় মন, করি অনুমান।
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়,
জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ-জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়,
পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ-প্রধান।
এই ত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন,
এই ত দয়াল প্রভু, হৃদয়রতন,
প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণের ভিতর,
কোথা যা'ব আর করিতে সন্ধান?
এই ত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন,
সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা,
শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।
স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ,
প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন,
হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান॥ ৭১৪

দুর্গানাথ রায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার,
ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।

দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে,
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন স্বগুণে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজ গুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥ ৭১৫

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু কর হে পাপ মোচন।

পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর-দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।
ও হে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥ ৭১৬

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তা'র না পাই বেদ পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয়বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা;
তোমার'এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে (কিসের জন্যে)।
ও হে শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে,
তুমি হ'বে কেউ আমার (হে), আপনার হ'তেও আপনার,
আপনার না হ'লে মন কি টানে (তোমার পানে) ॥ ৭১৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

মুলতান—আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভো)।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।

সঞ্চার না হ'তে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ-অন্তরে, তোমারে পা'বার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে, রোপিয়াছ জ্ঞান-বল ॥ ৭১৮

—— গোবিন্দচন্দ্র রায়।

ভৈরবী—আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে;
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গলনিধান, করি'ছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে ॥ ৭১৯

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

অনুতাপ ও প্রার্থনা প্রতিপাদক সঙ্গীত।

ললিত—সওয়ারী।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।
রবি, শশী, তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে।

কিসের যে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হ'বে সে জ্ঞানে যা'তে তোমার না পাই ॥ ১২০

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশ—তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ!
সম্পদকালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে,
চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥ ১২১

ঐ

বেলাওয়ার—আড়াঠেকা।

দরশন দাও হে কাতরে, দীনহীন আমি।
রোগে কাতর, শোকে আকুল,
মলিন বিষাদে ॥ ১২২ ঐ

কাফি—খং।

আমি হে তব কৃপার ভিখারি।
সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে,
কুসুম করে গন্ধদান;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
আবাদ কুটীরে এক ভাব বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার,

তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার ॥ ১২৩

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধুরা—ধামাল।

হ'য়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার ;
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার ॥
অভয় মূরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান,
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার ॥ ১২৪ ঐ

আশা—ঠুংরি।

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধু-পানে ;
না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু,
চায় কি সে জলপানে ?
সেই তব সুবিমল প্রেমমুখ-চ্ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেষে ;
সফল করিব প্রভু, নেত্রযুগল মম,
পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।

অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল সুমধুর তানে ;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা,
দুঃসহ তপ জপ দানে।
পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ,
তুমিও রাখিবে তব দাসে ;
তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন,
না গণিব ভব-বনবাসে।
পরিহরি বিষময় বিষয়-প্রলোভন,
অনুচর র'ব তব পাশে ;
হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম ল'য়ে,
পূজিব নিত্য মহেশে।
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব,
অক্ষত রিপুর প্রহারে ;
তব করুণাতরি করি অবলম্বন,
যা'ব ভবার্ণব-পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু,
নির্ভয় হইব সখা হে ;
মঙ্গল-কার্য্য তোমার সমাপিয়ে,
সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥ ৭২৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সরফরদা—আড়া।

এমন কি হে দিন যা'বে চিরকাল,
আর সহেনা সংসার-যাতনা।

তোমা বিহনে কে আছে আমার,
গতিহীনে ত্যজো না ॥ ১২৬

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে;
তাঁ'রে যেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্ব লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়,
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কা'র দ্বারে যা'ব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন ॥ ১২৭

—— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুম্—কাওয়ালী।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচে'ছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই?
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করে'ছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় কর-ধরা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব সেথায় কিরণ বরিষণ;
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করে'ছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা;
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন,

নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া র'বে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ॥ ১২৮

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।
হৃদয় দহি'ছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে ॥
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে ॥ ১২৯

—— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়া—সুর।)

মুলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় ॥
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়,
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ ১৩০ ঐ

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।
ও হে অনাথনাথ, অধমতারণ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয়-মন্দিরে সদা দেও দরশন।
না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
তা হ'লে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন॥ ৭৩১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঝিঁঝিট—খং।

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল,
ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর,
আছে কি আর বলিবার।
ও হে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে,
তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে,
তাই পতিতপাবন নাম তোমার॥ ৭৩২

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(প্রভু অপরূপ তোমার করুণা—সুর।)

বাউলের সুর—একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয়মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পূরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই ॥ ৭৩৩

—— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব দেখো দেখো,
এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ ॥ ৭৩৪ ঐ

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তার হে দীনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন,
কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হ'ল, সৃজিলে বিশ্ব, জয় দেব ভব কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন, সুখ-নীরে সদা করে সন্তরণ
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ, জয় দেব জগজ্জীবন।

নিশীথে দিবসে তোমার গুণ, গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদজাল, জয় দেব দুখনাশন।
তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ, কি আছে হে আর হে ভয়হরণ,
ডুবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমা, জয় দেব জীবপাবন ॥ ১৩৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

মূলতান—আড়াঠেকা।

যা'বে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশা-পথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটির-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি এক বার, এসে কি জুড়া'বে হিয়ে ॥ ১৩৬

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—একতালা।

কোথা হে কাঙ্গালের নিধি,
হৃদয়-রতন দেখা দেও একবার।
হৃদয়-মন্দিরে আমার,
তোমা বিনে হ'য়ে আছে অন্ধকার।
তোমারে পা'বার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
না দেখে নাথ তোমারে,
শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব, কোথা যা'ব, কি রূপে তোমারে পা'ব,
কবে ও মুখ হেরিব,
জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার ॥ ১৩৭

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ও হে অন্তর্যামী, কি আর আমি, জা'নাব তোমায়।
তুমি দেখিতেছ কৃপানিধি, আছি যে দশায়॥
আমার এই মিনতি, অন্তে রেখ চরণ-ছায়ায়।
তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায়॥ ১৪২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কি আর তোমার কাছে করব যাচন।
সব নাথ জান তুমি, বাসনা কর পূরণ।
এই মম মনে লয়, সঁ'পে তোমায় সমুদয়,
তোমার প্রেম-সাগরে ভাসিবারে অনুক্ষণ।
সংসারের মায়াজালে, ঠেকে নাথ কোন কালে,
পড়ি না যে রসাতলে, ছেড়ে তোমার চরণ।
পড়িলে বিপদে ঘোরে, তোমাতে রাখি নির্ভর,
অকাতরে যেন নাথ মস্তকে করি বহন॥ ১৪৩

আদি নাথ দাস।

(ও হে দীননাথ—সুর।)

বিভাস—একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময়;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়।
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে,
সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে,

সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে,
চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি, তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে,
সময় সম্বরি যে যাতনা স'য়ে,
জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন,
বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
মোহ-অন্ধকারে তুমি সে তপন,
পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি, এই ভিক্ষা নাথ! যেন সর্ব্বক্ষণ,
থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন,
তোমা ধনে ল'য়ে জুড়া'ব হৃদয় ॥ ৭৪৪

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

[স্ত্রীলোকের উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন,
সংসার-বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন ॥
মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্‌লাম না গো তুমি কি ধন,
নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।
আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ ॥ ৭৪৫

অজ্ঞাত।

আলেয়া—একতালা।

পিতা গো একবার হের গো আমায় সহে না প্রাণে।
তোমারি সন্তান হ'য়ে, র'য়েছি কাঙ্গালের প্রায়॥
কি আর বলিব পিতা, কা'রে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই॥ ৭৪৬

বসন্তকুমার ঘোষ।

পাহাড়ী—আড়া।

কি আর জানাব নাথ! যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হ'লে কাঁপয়ে হৃদয় হে॥
নাহি কিছু ধর্ম্ম-বল, কি করি পথ-সম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হ'ল আত্মার যোগ, না হ'ল সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, ত্যজ না পাতকী ব'লে,
স্থান দিও চরণতলে, ল'য়েছি শরণ হে॥ ৭৪৭

ক্ষেত্রমোহন শেঠ।

মূলতান—একতালা।

জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ।
কি আর বলিব,
হে অনাথ-শরণ, দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা।
ও পদ সেবনে কাটিব জীবনে,
তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণ-গানে রাখিব রসনা, বাসনা করে, এই,

তবে কেন পাপ-পথে অবিরত,
ধায় মম দুষ্ট পাপ-চিত নাথ ?
হ'ল একি দায়, না দেখি উপায়,
বিনা তব করুণা ॥ ৭৪৮

—— হেমন্তকুমার ঘোষ।

বিভাস—একতালা।

ও হে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, কর হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন-মরণে ;
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে র'ব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল'ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হ'বার তাই হ'বে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পুর্ণ হো'ক এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদ-কালে, ডাক্‌ব পিতা ব'লে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥ ৭৪৯

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

আশা ও উৎসাহসূচক সঙ্গীত।

মল্লার—আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে ॥
কর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে;
লোক-ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।
সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গরজনে;
বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে—
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল-নাম বিহনে ॥ ৭৫০

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ললিত—আড়া।

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুখঃ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব-বেশে দিনমণি ॥
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জর জর,
পাঠা'লেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে;
ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁ'রে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥ ৭৫১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(কেন হে বিলম্ব—সুর।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

অলসে থেক না আর উঠ শয্যা পরিহ'রে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়া'য়ে দ্বারে॥
তাঁ'র কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হ'তে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ-আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থর থরে,
পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁ'র কার্য্যে রত থাক এ সংসারে।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,
বাজি'ছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে;
মোহ-নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জয় করুণা-নিধান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্ব্বল হীন নবে;
এমন কি দিন হ'বে, তব কার্য্যে প্রাণ যা'বে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে॥ ৭৫২

শিবনাথ শাস্ত্রী।

ললিত—আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা-আগমন॥
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হ'তেছে চিরমগন।

সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল-রাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে,
বিশ্বাসেরে সার করে, প্রীতির সাধন।
নর নারি সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁহ'তে পেলে এ দিন ॥ ৭৫৩

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

ভজন ও বন্দনা।

[বন্দনা।]

মিশ্র—একতালা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা,
সঙ্কট ভয় দুখ ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা।
জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা।
জয় দেব জয় দেব।

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে;
পরম শরণ তুমি হে, জীবন মরণে।
জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখ শান্তিদাতা, প্রভু সুখ শান্তিদাতা ;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা।
জয় দেব জয় দেব।
আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার ;
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।
জয় দেব জয় দেব।
শত-অপরাধী আমরা, পাপ ক্ষমা কর হে,
প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে।
জয় দেব জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্তসমাজ মাগি বরাভয়-দান,
প্রভু মাগি বরাভয় দান ;
কৃপা করি হে কৃপাময়, দেও চরণে স্থান।
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি,
প্রভু করি হে এ মিনতি ;
এলোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি।
জয় দেব জয় দেব ॥ ৭৫৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুজরাটী ভজন—একতালা।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর, অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে, ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে, ডাকি কাতরে।

সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চা'বে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে ?
পথ যে জানিনে, রজনী আসি'ছে,
একেলা আমি যে, এ বন-মাঝারে।
জগত-জননী লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ ;
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ;
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে ;
আর সে যা'বে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে,
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে,
এ মুখপানে চাও, ঘুচিবে যাতনা ;
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা ॥ ১৫৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।

দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে
তব অভয়-মূরতি ভয় নিবারে।
বিষম মহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে,
দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো॥ ১৫৬
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মোৎসব সঙ্গীত।

বিভাস—আড়া।

আজ কেন চারি দিক হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে,
হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ,
ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ,
প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়-কাননে,
ফুটে'ছে প্রীতির কুসুমচয়॥ ১৫৭
অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ণাট—খম্বাজ।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত-সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা, কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল ;
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়-গান, গাহ সবে একতান।
বল সবে জয় জয়॥ ১৫৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তো'রা জগতের উৎসব,
শোন্ রে, অনন্তকাল উঠে কিবা জয়-রব!
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখে'ছে তারা,
না জানি করে'ছে পান কি মহা অমৃত ধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হ'য়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কা'র দিকে, চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি ক'ব॥ ১৫৯

ঐ

[স্ত্রীলোকের উক্তি।]

বেহাগ—আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর-তরে ;
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ এক বর্ষ পরে।
দুঃখনী কন্যারা সবে, তোমার এ সুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।

দয়াময় তুমি পিতা, শুনা'লে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য-রত্ন নিতে সব নারী নরে;
ঘুচা'লে দুর্গতি কত, দেখা'লে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে॥ ১৬০

অজ্ঞাত।

অহং—খেম্‌টার অর্দ্ধা।

চল সবে মিলে বিভুপদে, লুটাই মনের সাধে,
জুড়াবে জীবন।
উৎসব-মাঝারে হেরিয়া তাঁ'র শ্রীমুখ সুন্দর,
জুড়া'ল মোদের তাপিত অন্তর।
চাহি না অপর বাসনা নিয়ত হেরিব তাঁহার
প্রেমের মূরতি মোহন।
অপার আনন্দ হৃদয়ে বহিছে দেখ রে চাহিয়ে,
শত শত যেন সুধাংশু-কিরণ ভাতিছে অন্তরে।
অন্ধকার গেল দূরে আছিল যতেক হৃদয়-কন্দরে।
কর রে কর রে প্রাণেশের করে প্রাণ সমর্পণ,
(হ'বে) সফল জীবন॥ ১৬১

গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন-আনন্দকারী।
সবে মিলে তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাহি ধন জন মান,
নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥ ৭৬২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র প্রভাতী—যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে,
প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে
করেন অঞ্জলি দান বিভুচরণে।
তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে!
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র-কন্যাগণে ল'য়ে,
বসে'ছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে;

নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম অন্ন ক্ষুধিত জনে॥ ১৬৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

কর্ণাটী ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরাইও না জননি!
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তাঁ'রে রাখিবে, জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহি নে জননী বলে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়া'ব।
ঐ যে হেরি তমসা-ঘনঘোরা গহন রজনী॥ ১৬৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠান সঙ্গীত।

[জাতকর্ম্ম ও নামকরণ উপলক্ষে।]

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।
পিতা হ'য়ে পালিতেছ,
কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।
অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান;
আমি তখনই তাহার মূলে নিরখি তোমায়,
অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।

সুধু জীবের জীবন বাঁচা'বারি তরে,
ঢেকে'ছ বসুধা-দেহ কত উপচারে ;
তোমার এমন পালন-রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায় ॥ ১৬৫

দুর্গানারায়ণ চৌধুরী।

ললিত—আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে ॥
গর্ব্ভে শিশু ছিল যখন, করিলে তা'রে পালন,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে ;
হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব-কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল শিশুরে লইলে।
করিতে তা'রে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ-রস দিলে ;
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে ॥ ১৬৬

ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

জয়জয়ন্তী।

আয় রে শিশু আয় রে কোলে জুড়াই জীবন ;
দেখে দেখে প্রাণভরে ও সুধাংশু-বদন,
মধুর তনুর রুচি, হস্তপদ কচি কচি,
কচি মুখে কাঁচা হাসি কি সুন্দর-দরশন।
আহা কি মধুর বুলি, আধ আধ কথাগুলি,
নিয়ত এ কর্ণে যেন করে সুধা বরিষণ।

ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি, মাতৃ-অঙ্কে শির রাখি,
নির্ভয় নিশ্চিত ভাবে ঘুমাও যখন।
দুরাশা দুস্বপ্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
ভাঙ্গে না করিতে নিশি অশ্রুজলে উদ্‌যাপন।
পবিত্রতা দেহে মাখা, এখনো কলঙ্ক-রেখা,
পড়েনি কোমল অঙ্গে—যেন পড়ে না কখন।
বুঝিলাম দগ্ধ প্রাণ, জুড়া'বার এই স্থান,
দম্পতি-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অভাব তো'র, সে গৃহ শ্মশান মোর,
অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহারতন॥ ৭৬৭

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

খাম্বাজ জংলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে!
বাল-ইন্দুসম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে॥
নবীন কোরকসম, হে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পীর গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁ'র, মিলে না তুলনে।
সাজা'য়েছ নাথ! যারে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাজাইও হৃদয় তা'র এমন যতনে।
এ রূপের অনুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হো'ক,
অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে॥ ৭৬৮ ঐ

হাস শিশু মধুর হাসি, এ যায় সুখের জীবন,
জীবন-চক্রের গতি পূর্ণ এক আবর্ত্তন।
যদি পারি ফিরে আসি, তো'র মত কাঁদি হাসি,
আবার জীবন-পথে গতি আরম্ভি নূতন।
সাদা মন সাদা প্রাণ, নাহি আত্ম পর-জ্ঞান,
যা'র দেখ হাসি-মুখ, ভাব তা'রে আত্মজন,
শত্রু মিত্রে ভাব সম, এ প্রকৃতি দেবোপম,
জীবনে এ মধুরতা থাকিবে কি চিরদিন ?
এক দুই তিন করে, শত-বিংশ চক্র ঘুরে,
যাও শিশু হাসিমুখে, সুখে চালা'বে জীবন।
মধুর অধর ভাগে, চিরহাসি থাকে লেগে,
বিষাদের মেঘে ঢাকা যেন পড়ে না কখন ॥ ১৬৯

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

বেহাগ।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ! পুনঃ তোমারি নিদেশে,
ফুটিল নব কুসুম, সুনব রঞ্জিত বেশে।
আজি যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন-"ওয়া",
চলিবে, বলিবে ক্রমে তোমারি শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হ'বে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ প্রবীণ ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে হ'য়ো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাসায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে ॥ ১৭০

ঐ

খাম্বাজ—পোস্তা।

অধরে ফুটে'ছে হাসি নয়নের কোণে;
ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ও রে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাস—
মা—মা,—বা—বা, আধ আধ বচনে।
কি অমৃত এই হাসে, দগ্ধ প্রাণে ফিরে এসে,
সস্নেহে আগুলে কোলে একটী চুম্বনে।
কা'র না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিতে অমৃত-দান,
কে শিখা'ল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে?
ও রে শিশু বল বল, কে শিখা'ল এ কৌশল,
বাঁধিস্ উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে।
হাস শিশু দুলে দুলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভয় স্থান আর পা'বে না ভুবনে।
মাতৃ-অঙ্কে যা'র স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে।
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর,
হ'য়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে॥ ৭৭১

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ললিত—আড়া।

ও হে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়,
রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শয্যায়।
তব পদে বারম্বার, করি আজ নমস্কার,
অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায়।

প্রভাত-কুসুমসম, নিরমল নিরুপম,
স্নেহের কলিকা এই সরল-হৃদয় ;
এই ভিক্ষা আমি তাই, মাগি আজি তব ঠাঁই,
সুমতি করহে এরে, হইয়া সদয় ॥ ১১২

রামকুমার বিদ্যারত্ন।

সাহানা বাহার—খং।

যে সুখে করে'ছ সুখী ভুলিব কি এ জীবনে ;
তোমার ভালবাসা ভেবে ধারা বহে ছু'নয়নে।
সুন্দর সংসার নাথ, সাজা'য়েছ কত মত ;
আনন্দের উপাদানে, কি দিব তুলনা নাথ ;
উথলিছে প্রেম কত, কে বুঝিবে তোমা বিনে।
আশার আলোকসম, আজি শিশু অনুপম,
আহা কিবা শোভিতেছে এ আনন্দ-নিকেতনে।
সরল মধুর অতি, শশীকলাসম জ্যোতি ;
তব আশীর্ব্বাদে নাথ বাড়ে যেন দিনে দিনে।
কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ, করি তোমায় প্রণিপাত ;
সুখে দুঃখে কভু নাথ তোমাকে যেন ভুলিনে ॥ ১১৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

কীর্ত্তন।

দীনদয়াল ও করুণা-সাগর এমন কে বা আছে।
তুমি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু এমন কে বা আছে।
শিশু ঘুমা'লে হে ! হৃদয়বিহারী,
তুমি আপনি কর চৌকিদারী।

(দিবা নিশি জেগে থাক হে) (চৈতন্যরূপে)
প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ,
তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ। (পিতা মাতার মনে)
শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে,
দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে।
(কণ্ঠ শুকা'বে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ) ॥ ৭৭৪

অজ্ঞাত।

বসন্ত—আড়া।

ফুটিল আশার ফুল স্নেহের লতায়।
প্রস্ফুটিত ফুলে লতা কিবা শোভা পায় ॥
মধুর মোহন হাসি, মুকুলিত রূপরাশি,
নিরখি নিরখি আজি নয়ন জুড়ায়।
আদরে আদরে ফুলি, খেলে যথা তুলি তুলি,
সমীর পরশে-কলি, ললিত লতায়।
আধ আধ আধ বোলে, আদরে মায়ের কোলে,
তেমনি তুলিয়া শিশু আদরে খেলায়।
এ সৃষ্টি-উদ্যান যাঁর, সমীরে সঞ্চার তাঁ'র,
সুখের স্ফুরণে তিনি সৌন্দর্য্য শোভায়।
এ লতা এ ফুলকলি, আশার সম্পদে ফলি,
চিরজীবী রহে যেন তাঁহারি কৃপায় ॥ ৭৭৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তো'রে নিরমিল;
কেন ভালবাসি তো'রে, ও রে শিশু বল বল?

ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছে অবিরত;
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো।
শিশু রে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে,
এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল?
আধ আধ কথা কও, প্রাণ মন কেড়ে লও;
এ সুন্দর দেব-ভাষা, কে তোমারে শিখাইল?
এমন কৌশল করে, ভুলা'তে পাষাণ-নরে,
তোমার জীবনে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইল?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য সে জগতজননী;
স্মরিতে তাঁহার দয়া, নয়নে উথলে জল॥ ৭৭৬

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

জন্মদিন উপলক্ষে।

আলেয়া—খং।

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাকব দয়াময়।
যেন জনম-দিনের ফল জীবনেতে রয়॥
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি,
মন্দ বালক যথা যাব না তথায়।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
তাঁ'দের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভালবাস বলে, ভালবাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায়॥ ৭৭৭

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভাস—একতালা।

আয় রে ভাই সবে, মিলে সবান্ধবে,
আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন,
আজি শুভদিনে সুখের মিলনে,
(ও ভাই) আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন।
এই শুভদিনে এমন সময়ে, এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে,
পিতা মাতা দোঁহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে ;
এমন সময়ে এ মুখ নিরখি, আত্মীয় বান্ধব হয়েছিলেন সুখী।
কত যে আনন্দ ভেবে দেখ দেখি হয় রে,
ও ভাই সেই সুভ দিন করিয়ে স্মরণ।
জীবনেব পথে আমরা সকলে, চলিয়াছি ভাই বড় কুতূহলে,
যাঁ'র অযাচিত করুণার বলে, ভাই রে ;
সবে মিলে আজি কর আশীর্ব্বাদ,
এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ,
প্রিয়কার্য্য তাঁ'র, করি অনিবার, ভাই রে ;
(ও ভাই) করি যেন তাঁ'তে আত্মসমর্পণ ॥ ৭৭৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিবাহ উপলক্ষে।

মল্লার—আড়া।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে ॥
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেমসিন্ধু-পানে।

তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ-দানে ;
এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥ ৭৭৯

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বেহাগ—আড়া।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দু'জনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে।
যথা নীর-বিন্দুদ্বয়, পুষ্প-দলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয়-মনে।
যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
বাঁধিয়াছ চরাচর, যে প্রেম-বন্ধনে ;
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে দেও প্রাণে প্রাণে।
ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দু'জনে ;
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো,
নয়নে নয়নে রেখো, সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
কৃপা করি করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে ;
বিষম সন্তাপনল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
মুছাইও আঁখি জল, নিরুপম কৃপাগুণে ॥ ৭৮০

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রেমময়! আজি তুমি বাঁধিলে যতনে,
হৃদয়-কুসুম দুটি শুভ বিবাহ-বন্ধনে।
যেন চিরদিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
না হয় বিচ্ছিন্ন যেন প্রতীপ পবনে।
সংসার-সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন প্রভু,
তব পদে ফুটে থাকে, কৃপা-বারি-সিঞ্চনে।
দেখে সুখী হ'ব সবে, সুসৌরভ ব্যাপ্ত র'বে,
কভু নাহি ক্ষুণ্ন হ'বে, পাপ-কীট-দংশনে।
যেন চিরদিন-তরে, প্রেম-মধু-সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু! তোমারই কৃপা-গুণে॥ ৭৮১

— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই তো সে মধুর প্রণয়,
যে বন্ধনে আছে বাঁধা বিশ্বে সমুদয়।
জীবস্থিতি যার মূল, যা'তে সুরক্ষিত কুল,
সুখশান্তি যা'র তুল, সম্ভব না হয়।
বাঁধ আজ সে বন্ধনে, নরনারী দুই জনে,
হৃদে হৃদে প্রাণে প্রাণে হো'ক মধুময়॥ ৭৮২

— দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ভৈরবী—খং।

যতনে গেঁথেছি মালা সুগন্ধি কুসুমদলে।
ধর ধর সখী ধর সুন্দর কর কমলে॥

আজ বহু দিন থেকে, যাঁ'র মূর্ত্তি হৃদে এঁকে,
রেখেছ, পরাও যতনে ও মালা তাঁ'র কণ্ঠস্থলে।
সুজন তুমিও ধর, এ নব কুসুম-হার,
পরাও দেখি কেমন পরা'তে জান সখীর গলে।
পবিত্র প্রণয়-পাশে, পরস্পরে বাঁধ কসে,
প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখ, আঁক প্রেমমূর্ত্তি চিত্তফলে।
চিরদিন সুখে থেকো, দেখ যেন মনে রেখো,
শুভ কর্ম্মে রেখো মতি, নত থেকো ঈশ-পদতলে॥ ৭৮৩

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

বহিয়ে দুঃখের ভরা তরুণ জীবনে,
ফুটিল সৌভাগ্য ফুল, বুঝি এত দিনে।
দু'জীবন এক সূত্রে, গেঁথে আজ কর্ম্মক্ষেত্রে,
ঈশ্বরে নির্ভর করি, প্রবেশ নবজীবনে।
আজ হাসিভরা মুখ, দেখিয়া জুড়া'ক বুক,
ঝরুক আনন্দ-নীর ধীরি ধীরি দু নয়নে।
সুখে থেকো সুখে রেখো, সদা স্নেহ-চক্ষে দেখো,
নিজ সন্তানের মত মাতৃহীন শিশুগণে।
পতিপ্রেমে সুখী হ'য়ে, সরল প্রকৃতি ল'য়ে,
সুখে কর ঘর, পূর্ণ হো'ক পঞ্চ পরিজনে।
মুছাইও এ অঞ্চলে, যা'র চক্ষু ভাসে জলে,
ধর্ম্মে সদা রেখো মতি, দয়া করো দীনজনে॥ ৭৮৪ ঐ

তব শুভ সন্নিধানে, তোমারি করুণা-গুণে,
শুভকার্য্য আজি পিতা, সমাধা হইল।

নদ নদী যথা আসি, এক হ'য়ে ধায় মিশি,
জীবনে জীবন-স্রোত, তেমনি মিশিল।
একি দেখি কৃপাফল, দুটি বিন্দু হিম জল,
ঢল ঢল করে যেন, গড়া'য়ে মিলিল;
শূন্য প্রাণ পূর্ণ হ'ল, ম্লান মুখ প্রস্ফুটিল,
ফুটিল আশার কলি, বিষাদ ঘুচিল।
পবিত্র প্রণয়-ডোরে, বাঁধ পিতা ভাল করে,
গেঁথে দাও প্রাণে প্রাণে, জনম মতন;
ধন্য হে তব করুণা, পূরিল মন-বাসনা,
দম্পতী-মিলনে, সুখ-হিল্লোল বহিল॥ ৭৮৫

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—সুর।)

আজি এ সন্তান দুটী মিলেছে তোমার;
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোল হে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে মঙ্গল-আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন;
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত-কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে;
সে প্রেম দেখা'য়ে দাও পথিক দুজনে;

যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখাইও আবার ॥ ১৮৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি,
বল দেব ! কা'র পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তা'র, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে ;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, যেন গো আশ্রয় মিলে ;
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুঃখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ॥ ১৮৭ ঐ

(গাও রে জগতপতি—সুর।)

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল ;
প্রণয়ে প্রণয়ধারা আসিয়া মিশিল ;

লই হে আজি বরি প্রণয়ী দু'জনে,
শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে;
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম-লীলা করুণা যাঁহারি ॥ ১৭৮

শিবনাথ শাস্ত্রী

(গাও রে জগতপতি—সুর।)
বারোয়া—ঠুংরি।

আজ মনে আনন্দ অপার।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার ॥
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি দু'জন,
কর হে করুণানিধি করুণা বিস্তার ॥ ১৭৯ ঐ

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর।)
ঝিঁঝিট—একতালা।

মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী;
সুখ-আশা পূর্ণ হ'লো কৃপায় তাঁহারি।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন জুড়া'ল হৃদয়,
সে শোভা নেহারি।
মিলাইয়ে কণ্ঠ ধর লো তান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী,
আজি হৃদয় ভরি ॥ ১৯০ ঐ

খাম্বাজ বাংলা—ঠুংরি।

(লক্ষৌ ঠুংরি।)

প্রণয়-শৃঙ্খলে প্রভু বাঁধিয়ে দু'জনে,
তব দাস দাসী ক'রে রেখ হে চরণে।
যতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
আজি যে চালিছে প্রভু জীবন জীবনে।
হে নাথ তোমারি, রচনা কৃপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা তুমি ত ভুবনে;
তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে।
দাঁড়া'য়ে দুয়ারে, ডাকে হে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার-ভবনে;
প্রভু কৃপা করি, আশীষ্ বিতরি,
দেও হে অভয়দাতা অভয় দুজনে॥ ৭৯১

শিবনাথ শাস্ত্রী।

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান।
শুভ আশীর্ব্বাদ নাথ কর বরষণ॥
তব কৃপা-সরোবরে, ফুটিয়াছে একত্তরে,
যুগল কুসুম-কলি, অতি সুশোভন;
প্রেম-হস্তে লহ তুলে, সে দুটি হৃদয়-কূলে,
গাঁথি দোহে এক সূত্রে রাখ চিরদিন।
স্বাধীন সুন্দর যেন, এ দুটি হৃদয় মন,
থাকি সদা পরস্পরে, করে আকর্ষণ;

উত্তাপ-আলোক-প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়,
সাধিতে তোমার কার্য্য করে আত্মসমর্পণ।
আর কি অভাব র'বে, দুই হস্ত এক হ'বে,
দুই হৃদয়ের বল, এক পথে প্রবাহিবে ;
জাহ্নবী-যমুনা-স্রোত, সম হ'য়ে, ওতপ্রোত,
অনন্ত পুণ্য-সাগরে হইবে মগন॥ ১৯২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময় ;
তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার
অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হ'তে যেমন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়,
ল'য়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন
পরকালে স্নেহ-কোলে, রহে তব সমুদয়॥ ১৯৩

আদিনাথ দাস।

পাহাড়ী—জলদ তেতালা।

কত যে কর করুণা দীন মানবে প্রভু !
ভুলিতে পারিব না নাথ ! ভুলিতে কি পারি কভু।
সৃজিয়ে যবে আত্মারে, পাঠাও এ মহী-মাঝারে,
কত যত্নে রাখ তা'রে শৈশবে বাঁচায়ে হে ;
দিয়ে বুদ্ধি-জ্ঞান-বল, স্বাধীনতা-সম্বল,
খেলাও ভবের খেলা, ও হে দয়াল বিভু।

ভব-লীলা হ'লে শেষ, ও হে ভক্ত-হৃদয়েশ,
প্রসারি স্নেহের কর, লও হে অমৃত-কোলে ;
যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাব্রতে,
স্থান দেও দীন আমাকে ও শীতল চরণে প্রভু ॥ ৭৯৪
পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল।
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল ॥
বিষম বিষাদ-ভারে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য-সুখ সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু ল'য়ে, ঘুমায় নিজ কুলা'য়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন ধরিল তাহায়,
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রুজ-জল।
তুমি পিতা জগৎ-পতি জীবনে মরণে গতি,
দেখা দেও কৃপা ক'রে, শান্ত কর শোকানল ॥ ৭৯৫
শিবনাথ শাস্ত্রী।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বৃথা এ জীবন-ভার কে আর বহিত ?
ঈশ্বরে মঙ্গলময় কে আর কহিত ?
এত স্নেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা,
কৃতান্তের কাল দন্তে, যদি সব ছিন্ন হ'ত।
তুমি কাল ভঙ্গি বটে, দেহ মৃত্তিকার ঘটে,
নাশিবে কে অমরাত্মা শকতি কি আছে এত।

অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে,
যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত।
কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যালয়ে পুণ্য-ঘরে,
জীবনান্তে একে একে সবে হইবে মিলিত।
তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কন্যা পতি,
নব-গৃহ আয়োজনে হ'য়েছেন স্বর্গগত! ৭৯৬

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ললিত—আড়াঠেকা।

জনক-(জননী) বিয়োগ-শোকে দহি'ছে আমার প্রাণ।
কোথা হে পরম পিতা কর আসি শান্তি-দান।
যা'র স্নেহ-বক্ষ'পরে পালন করিলে মোরে,
এ জগত সংসারে কে আছে তাঁ'র সমান।
পারি নাই সাধ্যমতে, পিতৃ-(মাতৃ) ঋণ শোধ দিতে,
সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে দান;
হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ,
না বুঝিয়ে করিয়াছি কত অপমান।
ও হে পতিত পাবন, করি এই নিবেদন,
পরলোকে দিও তাঁ'রে তোমার চরণে স্থান;
ইহ পরকালে তুমি, সকল জীবের স্বামী,
পরলোকগামী পিতায়-(মাতায়) কর আশীর্ব্বাদ-দান॥ ৭৯৭

অজ্ঞাত।

ধর্ম্ম-দীক্ষা।

সাহানা মিশ্র—যৎ।

একটী সন্তান পিতা জীবন মন তোমায়,
চিরদিন তরে আজি সঁপিছে তোমারি পায়।
রেখ নাথ রেখ দাসে, সতত চরণ-পাশে,
সম্পদে বিপদে রেখ, তব চরণ-ছায়ায়।
বিপদ-পরীক্ষা কালে, স্নেহভরে রেখ কোলে,
প্রেম-মুখ প্রকাশিয়ে এ দাসে করো নির্ভয়।
দেহ নাথ দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল,
তোমা বিনে এ সংসারে দুর্ব্বলের আর কে সহায়।
যদি নাথ দয়া করে, আনিলে তোমার ঘরে,
বাঁধ তবে প্রেমডোরে প্রাণ মন তব পায়॥ ৭৯৮

গগণচন্দ্র হোম।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে।

(কেন হে বিলম্ব—সুর।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

এস এস এস আজি শুভ দিনে শুভক্ষণে।
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে॥
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেথানে সব, নিত্য সত্য সনাতনে।
হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে;

পঙ্গুতে লঙ্ঘয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন শুভ সঙ্কল্প সাধনে।
পরব্রহ্ম-নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগণে।
ঐ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে ;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কায নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে॥ ৭৯৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

ললিত—আড়াঠেকা।

ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে।
সুপ্রভাত হ'ল আজ শুভদিনে শুভক্ষণে॥
ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করি'ছেন আশীর্ব্বাদ সব পুত্র কন্যাগণে।
প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অনুরাগোৎসাহে,
নবভাবে কর্‌ব আজি মহিমা কীর্ত্তন ;
করে ব্রহ্ম-জয়-ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
এস সব ভাই ভগিনী, পড়িগে তাঁ'র শ্রীচরণে।
প্রেমময় পিতা আজি এসেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে ;

ক্ষুধিত আছ যে যেখানে, এস আজ আনন্দ-মনে,
পূর্ণ হ'বে মনের আশা প্রেমময়ের দরশনে ॥ ৮০০

অজ্ঞাত।

বর্ষ শেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত কাল-সাগরে সম্বৎসর হ'ল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন ॥
থাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্বল ল'য়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন ;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মাঝে অনুক্ষণ ॥ ৮০১

ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যাল।

(কেন হে বিলম্ব—সুর।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

বহি'ছে জীবন-স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার ॥
দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হ'ল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর ;
এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল, দিবে কত সম্বৎসর।

নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে,
প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন ;
হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়,
ব্রহ্মবরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর ॥ ৮০২

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ভূপালী—কাওয়ালী।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে ;
প্রণমিহ দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁ'র গুণ গাইয়ে।
নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা আজি,
নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি,
গাই'ছে নব প্রেমাকরে রে।
গাও গাও সবে গাও আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥ ৮০৩

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

———

ভৈরবী—মধ্যমান।

মন-সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে ॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ-অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপা-গুণে।
"জীবন-প্রবাহ হায়, কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,"
তব পদ-তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে।

দূর হ'রে চিন্তা ভয়, দূর হ'রে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে ॥ ৮০৪

—— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বামী স্ত্রীর প্রার্থনা।

দেশ মল্লার—ঝাঁপতাল।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে ॥
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
দেখা'লে কত যে কৃপা বাঁধি দু'জনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়া'বে, সুখ ইচ্ছা দূরে যা'বে,
আপনা পাসরি সুখী হ'ব সেবনে।
তব দাসদাসী হ'ব, সাধু কাযে সদা র'ব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে ॥ ৮০৫

—— শিবনাথ শাস্ত্রী।

পিতৃমাতৃ স্নেহ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত।

সুরট মল্লার—একতালা।

কে আছে এমন, মায়ের মতন,
করিতে যতন, এ সংসারে।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ,
ঝরে দু'নয়ন প্রেমের ভারে ॥

কিবা সুকোমল মধুর বচন,
মরি কি সুখের স্নেহ-আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ,
মা বলে এক বার ডাকিলে যাঁ'রে।
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে,
সুকুমার শিশু ল'য়ে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ-দানে পালন করেন তারে;
এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা,
ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা,
চিরদিন বল কে করিতে পারে।
ধন্য রে তাঁহারে কবি নমস্কার,
জননীর জননী যিনি সবাকার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহরস দিয়ে,
রেখেছেন সবে মোহিত করে॥ ৮০৬

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(পিতঃ ক্ষম অপরাধ—সুর।)

বেহাগ—আড়া।

কোথায় রহিলে প্রিয় জননী আমার।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার॥
শোকে-কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়,
হইল শ্মশান-প্রায় এ সুখের সংসার।
আর আদর করে, স্নেহ-গদগদ-স্বরে,
ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার;

কা'র মুখ চেয়ে আর, বহিব দুখের ভার,
আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর ॥ ৮০৭

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

চারুভাষিণী স্নেহময়ী জননি!
প্রণমি তোমারে কর প্রণতি গ্রহণ ॥
স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে, পালন করে'ছ মোরে,
কত কষ্ট সহকারে, করেছিলে রক্ষণ;
কিশোর না হ'তে আমি, ভব-ধাম ছাড়িলে তুমি,
জানিতে পারিনি মাগো! তুমি কি পরম ধন।
সহাস্য তোমার আস্য, আজিও যে পড়ে মনে,
উথলি উথলি ভক্তির ধারা ধায় যে তোমার পানে;
বলিতে হৃদি বিদরে, সেবা করিতে তোমারে,
পারি নাই মা এ জীবনে, বৃথা মম এ জীবন।
পার্থিব উপচার, কেমনে দিব তোমায় আর,
জড়-প্রকৃতির অতীত হ'য়ে আছ দিব্য ধামে;
প্রীতি শ্রদ্ধা উপহার, প্রাপ্য যে এখন তোমার,
দিই আজ তোমারে মা গো! স্নেহেতে কর গ্রহণ।
পরম গুরু যে তুমি, "স্বর্গাদপি গরীয়সী,"
ভুলিনে যেন মা তো'রে, যত দিন ধরি জীবন ॥ ৮০৮

—— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

সুং অহং মিশ্রিত—আড়াঠেকা।

ওমা স্নেহেরি আধার।
পৃথিবীতে হেন স্নেহ নাহি দেখি আর ॥

তোমার মুরতি স্মরণ, মনেতে পড়ে গো যখন,
হৃদয়ে প্রেমের সিন্ধু উথলে আমার।
কত ক্লেশ কত মন্দ, সহিয়াছ কত দ্বন্দ্ব,
কেবল মম আনন্দ মনে করি সার।
কেবল আমার তরে, স্নেহ যে দিল তোমারে,
কত যে তাঁহার স্নেহ অতুল অপার ॥ ৮০৯

আদিনাথ দাস।

ললিত—একতালা।

ও মা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি,
কত না যাতনা পে'য়েছ।
এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে,
মা গো যত স্নেহ তুমি ক'রেছ।
দেখিলে আমায়, রোগ-যন্ত্রণায়,
হ'য়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল;
গুরু ঋণ-পাশে, জননী এ দাসে,
চিরদিন তরে বেঁধেছ।
মনে হ'লে তোমায়, বুক ফেটে যায়,
তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায়।
চিরদিন তরে, শোকের সাগরে,
ভাসাইয়ে মা গো গিয়েছ ॥ ৮১০

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

বিবিধ ভাষা হইতে নীতি ও বিবিধ ভাষায় ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

[হিন্দী সঙ্গীত।]

মল্লার—কাওয়ালী।

[প্রার্থনা।]

দয়া করো প্রভু অন্তরযামী, মহা মলিনময় কপট কামী।
মানুষ-জনম দীও, তুমি উত্তম,
আওর কিও সুখ সম্পদ ধামি।
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়,
রহিও সদা বিষয়ন্ অনুগামী।
পাপ-তাপসে ভয়ো অতি পীড়িত,
অব্ মম পীড়থমত নহি থামি।
হোয় হতাশ নিরাশ জগতসে,
আয়ো শরণ তোমারি স্বামী॥ ৮১১

অজ্ঞাত।

আলেয়া—খং।

তু মেরে প্রাণ-আধার। (প্রভুজী)
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেক বার স্রো বার। (প্রভুজী)
উঠত বৈঠত, শোয়ত জাগত,
এমত তুমেহি চিন্তা রে।
যো তুম কর, সোহি কল আমারে,
তুমি আগে সার। (প্রভুজী)
তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুম হি,
তু মেরে পরবার,

সুখ দুঃখ সব, মন কি বেরথা,

সেবক নানক গুরুচরণায়। (প্রভুজী) ॥ ৮১২

—— গুরুনানক।

(জয় ভব কারণ—সুর।)

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন্ প্রভু গুণ গাও রে।
লিখ্ প্রভাত-প্রকৃতি কি শোভা, বার বার হর্ষাও রে।
প্রভুকি সুমের নিজ মনমে, সরস্ ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উন্‌কে, নয়নন্ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্ম-রূপ সাগরমে মনকো, বারম্বার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরে খেলে, আত্ম তাপ বুঝাও রে ॥ ৮১৩

—— শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

খট মিশ্র—ছেপকা।

মানুষ-জনম সফল হো যায়, ভক্তি প্রেম প্রভু সঙ্গীনে।
যব্‌বি ভক্তি হৃদয়মে জাগে, শরণ পিতা কি লীনে।
পাপ বিকার মিটে ছিন্ ছিন্ মে, প্রভু চরণন্ চিত দিনে।
কপট রহিল যে প্রভুকো গাওয়ে, সাধুসঙ্গ নিত রাখে,
ধর বিশ্বাস জপে নিশ্ বাসর, অমৃত রস ওহ চাখে ॥ ৮১৪

—— অজ্ঞাত।

দেশ—কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,
আওর কঁহাভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।

শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদে রাখো রে ধ্যান ॥ ৮১৫

গুরুনানক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কিস্ শোচ বিচার মে বয়ঠে হো,
মন্ শুধ্ করো ভাই এক্ ছিন্‌কো।
জগ্ চিন্তাকো সব্ দূর করো,
আউর ত্যাগো ধ্যান বিষয় ধন্‌কো,
প্রভু পূজামে অনুরাগ করো,
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তন কো।
পরিত্রাণকে প্রতি মন ব্যাকুল হো,
তুম্ আকুল্ হো প্রভু দর্শনকো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁসে,
ভরপুর করো হৃদ-কানন্‌কো।
একান্ত সুধা রস্ পান করো,
অউর শান্তি করো আপনে মন কো ॥ ৮১৬

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

জংলা—খেম্‌টা।

সাফি মেলা রাখো দেল্‌মে।
আগর মিঠা খানে মাঙ্গ জগমে হো।
ব্রহ্ম-সাধন মে, উনকা পূজন মে,
কভি ময়লা নেহি রাখো মনমে হো।

লোকন কি হিত, এহি ত উচিত,
আউর খয়রাত করহ দরিদ্রমে হো।
এহি সাধু বাত, কর না খয়রাত,
যাওয়েগা সাত আখেরিমে হো॥ ৮১৭

হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

প্রভু জী তুঁহি জীবন-আধার।
দরশন দিজে মেয় অতি দীন, হো কৃপা-অবতার।
তুম্‌হি পিতা মাতা, তুম্‌হি ভরসা,
তুম্‌হি জেয়ান প্রাণ, তুম্‌হি নিস্তার॥ ৮১৮

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

প্রভুজী আয় সো নাম তোমারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার,
সকল করত নমস্কার।
জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাচত চরণার বার।
সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জীবাধার॥ ৮১৯

গুরুনানক।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী।
ময় কুটিল খল কপটকামী।

জপ তপঃ নেম শুচ সংযম,
এন বিধ নেহি ছুটে কারো স্বামী;
গরদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো,
নানক নজর নেহারো স্বামী। ৮২০

গুরুনানক।

খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া।
উতারা গেয়া মেরে মন্‌কি সংশয়, যব্ তেরে দরশন পায়া।
অনাবোলাতা মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জাপয়া,
দুখ নাটে স্থখ সহজে গমায়া,
আনন্দে আনন্দ-গুণ গায়া। ৮২১ ঐ

জয়জয়ন্তী—যৎ।

দরমা দে থাঁড়ে দরবারা।
তুঝ বিন স্থরতে কৌন্ লে হামারা,
দরশন দিজে খোলে কেওয়াড়া।
তুম ধন ধনী, উদারা ত্যাগী,
শ্রবণেন শুনিয়াত, স্থযশ তোমারি;
মাঙ্গ কিছছে আওরে, রঙ্গ সব দেখ,
তুমহি মেরে নিস্তারা।
জয় দেব নামা, বিপ্র স্থদামা,
তেন্‌কো কৃপা ভাই হায় অপার;

কহেত কবীর তু সমরথ দাতা,
চার পদারথ দেত অনিবারা। ৮২২ কবীর।

পাহাড়ি—আদ্ধা।

তুঝসে হাম্‌নে দেলকো লাগায়া,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
এক তুঝ কো আপনা পায়য়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
সবকি মকা আওর দেল্‌কি মঁকি তো,
কৌন্‌সা দেল্‌ হ্যায় যোস্‌ নেহি তু,
হরিয়েক দেল্‌ যে তুহি সমায়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কায়সা মোলায়েক্‌ কায়সা ইনসান,
কায়সা হিন্দু কায়সা মোসলমান;
যেয়সা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কাবা মে ক্যা আওর দয়ের মে ক্যা,
তেরে পরস্তেস্‌ হ্যায়গী সব যাঁ;
আগে তেরে সের সভোনে ঝোকায়া,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
আর্শ সে লে ফরস জমী তক,
আওর জমীসে আর্শ বরিতক,
যাঁহা মায়া দেখা তুহি নজর আয়রা,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

শোচা সমঝা দেখা ভালা,
তু যেছা না কৈ ঢোঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ মে অফর কি আয়য়া,
যো কুছ্ হায় সো তুহি হায়। ৮২৩

——— গুরুনানক।

তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী তু পাপপুঞ্জহারী॥
তু ব্রহ্ম হোঁ জীব, তু ঠাকুর হোঁ চেরো,
তাত মাতঃ গুরু সখা তু সববিধি হিত মেরো।
নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কউন মোসো,
মো সমান অরাৎ নাহি অরতি হর তুছো।
তোহে মুহে নেত অনেক মানিয়ে যো ভাঁওয়ে,
যো তো তুলসী কৃপালু চরণ শরণ পাঁওয়ে॥ ৮২৪

——— তুলসী দাস।

আরতি (নানক)।

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলেয়া নীল পবন চৌরি করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়সে আরতি হোয়ে ভয়খণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহংস তব নয়ন নন নয়ন হায় তোহেক,
সহংস মূরতি নন এক তোহি,

সহংস পদ বিমল নন্ এক পদ গন্ধ,
বিন্ সহংস তব গন্ধ এব চলত মোহি।
সব মে জ্যোত জ্যোতহি সোই,
তিস্‌কে চান্‌নে সর্ব্ব মে চান্‌নে হোই;
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো,
যো তিস্ ভাবে সো আরতি হোই।
হরি চরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন,
অনুদিন মোহেয়া পিপাসা,
কৃপাজল দেও নানক সারঙ্গ কো,
হো যায়ে তেরে নাম বাসা ॥ ৮২৫

গুরুনানক।

লুম খাম্বাজ—ঠুংরি।

ক্যা শোচ মে হো করলে সওদা,
জগদো দিনকি হায় বাজরিয়া।
যব আওয়ে রবিস্থত পাখড় লে চলে গা,
ভুল পড়ে সব নাগরিয়া।
পানি ঘটা ঘটা পড় রসরি টুটি,
এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।
গুণন্ গুণন্ সব পার উতার গেই,
হাম নিরগুণ ভই বাঁওরিয়া ॥ ৮২৬

অজ্ঞাত।

[স্বর্গ সম্বন্ধে।]

লুম ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

নাম না জানে ঠিকানা।
সোহি দেশ মুঝ জানা ॥

যাঁহা দুঃখ সুখ নাহি তাপী, যাঁহা পাপ তাপ নাহি ব্যাপী,
যাঁহা ভানু শশী নাহি আনা, নাম না জানে ঠিকানা ॥
যাঁহা টুট্ গেয়ি সব ধান্ধা, যাঁহা রাম্ রহিম এক বন্দা,
যাঁহা কাফেরে মুছলমানা, নাম না জানে ঠিকানা ॥ ৮২৭

অজ্ঞাত।

শুদ্ধ করো মেরা মনকো প্রভুজী।
পাপী মন মম রোখ্‌তা না রোখে,
ধীরে ধরে নাহি সিন্‌কো।
রায়েন দিন মায়া বশ ভটকাত,
শোচনা জরা মরণ কো,
ধনকে লিয়ে ত্যাগ নিজ গৌরব,
দাস ভেয়ো জন জন কো।
হোয়ে অচেত পাপ করম মে,
দিও বেচ্ নিজ তন্ কো ;
অমৃত পদারথ ত্যাগ কর পান কর তাহুঁ পাপ জহর কো।
কবহুঁ না আপ্‌সে ব্যাকুল হো কর,
ধায় চিত্ত তেরি শরণ কো ॥ ৮২৮ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তারো নাথ তারো নাথ আপনা গুণ মে।
হায় এক মাত্র কৃপা তেরি ভবভয়হরণ কো ॥
প্রেমহীন ভক্তিহীন, সাধন ভজন সে বিহীন ;
হায় দয়া অপার মপার তেরি, দুঃখী কো শরণ কো

সন্তান তেরি কহাত নাথ, লজ্জা আতি হ্যায় মুকে জা,
ভ্রষ্ট মন পাতকী কো রাখ আপন চরণ কো।
নাহি কোই ধর্ম্মাশক্তি, যো সহায় হোয় মুক্তি জী;
হ্যায় দয়া তরণী তেরি ভব-সাগরকে তারণ কো॥ ৮২৯
অজ্ঞাত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিসায় সেই সব তত্ব পরাই।
যব্‌সে সাধুসঙ্গ মায় পাই।
নাহি কোই বয়রি, নাহি বেগানা,
সকল সঙ্গ হাম্‌রি বনি আই।
যো প্রভু কি না, সো ভাল কর্‌ মান্‌ নো
এহি সুমতি সাধুতে পাই।
সভ্‌ মে রমো রহা প্রভু একো,
পেক পেক্‌ নানক বিগ্‌শাই॥ ৮৩০ গুরুনানক।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

পিলে রে অবধু হো মাতোয়ারা,
পেয়ালা প্রেম হরিয়স্‌ কা বে।
বাল অবস্থা খেল গোয়াঞী,
তরুন ভেয়ো নারীবশ কারে;
বৃদ্ধ ভেয়ো কফ বয়ুনে ঘেরা,
খাট পড়া রহ যা মস্কারে।
নাভ কমল্‌ মে হ্যায় কস্তূরি,
ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকারে;

বিন্ সৎ গুরু নর অ্যায়সা হি ভোলে,
য্যায়সে মৃগ্ ফেরে বনকারে ॥ ৮৩১ অজ্ঞাত।

কল্যাণ—একতালা।

মেরে মন এক নাম দুস্‌রা না কোহি।
দুস্‌রা না কোই প্রভু, দুস্‌রা না কহি ॥
প্রেমকী মথনিয়া নাথ, ভক্তি সে বোলোই,
দধিমথ ঘৃত কা নিনা ছাঁচ পিবে কোই।
অসুয়ান জল সিব্ সিব্ প্রেম বেন বোই;
শান্তন-দিক্ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
মায় যো চলি ভকত জ্ঞান, জগত মোহে দেত তান,
হাম যো প্রভু শরণ তেরি, হোনি হো সো হোই ॥ ৮৩২
ঐ

গজল্

যিধির্ দেখ্ তাঁহ উধির তুহি তু হ্যায়।
কো হর্ সায়মে জালোয়া তেরাহ্ বহ হ্যায় ॥
ম্যায় শুন্ তাহুঁ হর বক্ত তেরা কাঁহিনী,
কে তেরা জিকর হো রহা কুবুকু হ্যায়।
চামনমে সরুপর ইয়ে গাতী হ্যায় কুম্‌রী,
তুহি তু তুহি তু তুহি এক তু হ্যায়।
বেনা উস্‌কো সাবুদ আওঁয়ো কো বোলো,
জবাকো সাস্তাপো ইয়ে ক্যা গুপ্তগু হ্যায় ॥ ৮৩৩ ঐ

ভঁয়রো—একতালা।

মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা।
এক রোটীতে লংগটী দুয়ারে তেরে পাওঁয়া;
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওঁয়া।
তু দেওয়ান মেহেরবান্ নাম তেরা বারেয়া;
দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারেয়া॥ ৮৩৪

কবীর।

কাফি—ঠুংরি।

সাঁচী প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি।
তুম্ সঙ্গ যোড়ি, আওর সঙ্গ তোড়ি॥
যো তুম্ বাদল তো হোম মোরা,
যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জীচকোরা।
যো তুম্ দেউরা তো হাম বাতি,
যো তুম্ তীরথ তো হাম যাত্রী।
যাঁহা যাঁউ তাঁহা তেরে হি সেবা,
তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা,
তুম্ তাহারে ভজন কাটে পাপ-ফাঁসা,
ভক্তি হেতু গাওয়ে রবিদাসা॥ ৮৩৫

রবিদাস।

কালহ্যাংড়া—কাওয়ালী।

তুহি মেরা প্রভু পুরণ ধন হ্যায়।
প্রাণ কা প্রাণ তুহি পরমেশ্বর,
তুহি মন কা মন হ্যায়।

আঁখো কি জ্যোতি তুহি প্রভু মেরী,
কাণ কা তু শ্রবণ হ্যায়।
অন্তর বাহার দেশ দেশান্তর তুহি পরিপূরণ হ্যায়;
সত্য তুহি, শিবসুন্দর তুহি, তু এক অদ্বিতীয় হ্যায়।
বুদ্ধি বলমে তুমহি বিরাজ;
তুহি জীবনকা জীবন হ্যায়। ৮৩৬ অজ্ঞাত

মুলতান—আড়াঠেকা।

বর খো কঁহ কৌনসি মনকি।
লোভ প্রাস দঁশহ দিশ্ ধাবত,
আশা লাগে ধনকি।
সুখকা হেতু বহুতা দুখ পাওয়েত,
সেবা করত জনক জননী,
দ্বারে দ্বারে হুঁ হায়ুয়্যাসা ফেরত,
নাহি শুধু হরি ভজনকি।
মানুষ-জনম অকারণ খোয়াওত,
লাজ না লাগে লোক হাঁসনকি;
নানক হর-গুণ কেঁউ নেহি গাওরে,
কুমতি বিনাশ মন কি। ৮৩৭ গুরুনানক।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ইয়ে জগ দরশন কি মেলা হ্যায়।
যোতু আয় ও ইহা কুচ্ দেখ ফের,
হাঁস জোর বোল বাতালে;

পর এতনা কহনা মন মেরা,
যো করনা হো সো জলদী কর,
টুক দেরি নেহি ইয়া দমকি,
আওর জাদানেহি মনজিলা।
দিল ভর দেখ্ সঙ্কোচ মতি,
ইয়ে মুরৎমে কা স্থরৎ হ্যায়;
এস্ বুদৌ জিস্ দরিয়া কি,
উহাই কি উহা মিল্ যাওয়েগী;
ন টঠা হ্যায়, ন বখেড়া হ্যায়, ন ঝমেলা হ্যায়।
কোই বাপ বনা কোই বেটা,
কোই চাচা ভাতিজা কহলাওয়ে হেঁ;
কোই মিঞা আপনেকো জানে,
কোই দাস আপনেকো মানে,
কোই পীর মুরিদ্ কহলাওয়ে হেঁ,
কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়,
ধন্য উয়ো কারীগরকো,
যিস্নে সব কুস্ বানায়া। ৮৩৮ অজ্ঞাত।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

নাম সীমার নাম সীমার এহি তেরা কাজ হ্যায়।
মায়া কুসঙ্গ ত্যাগ, প্রভুজীকী শরণ লাগ,
জগৎ-স্থখ মান মিথ্যা ঝুঁঠোহি সব সাজ হ্যায়।
স্বপ্নে যেঁউ ধন পসানন্, কাহে পর করতোমান,
বালুকী ভিত যায়সা বসধা কো রাজ হ্যায়।

নানক জন কহত বাত, বিন্‌শে যায় তেরা গাত,
ছিন্ ছিন্ কর্ গ্যাও কাল, য্যায়সে যাত আজ হ্যায়॥ ৮৩৯

গুরুনানক।

ললিত—ঠুংরি।

এহি মনোরথ মেরা মেরা মেরে প্রভুজী।
প্রাতঃকাল উঠো চরণ ভঁ্যাওলাও,
নিশি বাসর তোহে ধ্যাউঁ মেরে প্রভুজী।
তন্ মন অর্প করু জন সেবা,
রসনাতে হরগুণ গাউঁ মেরে প্রভুজী।
কর কৃপা দান ভকতি মোহে দিজে,
মোকো কর আপনাতু চেরা মেরে প্রভুজী।
এক আধার নাম-ধন মেরা,
আনন্দ নানক এহি দিজো মেরে প্রভুজী॥ ৮৪০ ঐ

সুরট মল্লার—খৎ।

নাম না লেয়েৎ গোয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বারা।
দরশন কর না চাহিয়ে, তো দরশন মাজৎ রহিয়ে;
যব দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই।
পার উতারা না চাহিয়ে, তো পেঁউট সে মেন রহিয়ে;
যব উতরি পাতরি গেয়া পারা,
তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা।
দেখ কবীর জীবে করনী, ওয়াকে অন্তর বিচকা তরণী;
কা তরণীকা কান্দা ছুটে, তোরহস রহস যমলুটে॥ ৮৪১

কবির।

বেহাগ—ঠুংরি।

অমৃত নাম হরি গাও মেরে রসনা।
হরি বিন্ তেরা কোহি নেহি আপনা॥
জাতি কুল ধন দারা স্থত আদি যিত্না,
মায়াকী খেল সব, নিশিকা স্বপনা।
কাট মায়া-ফাঁস, বিষয় বিলাস,
করে যো হরিকে সাধনা;
হোয়ে সোই নয়, প্রেম সে অমর,
ভুলজাত ভব্ ভাবনা॥ ৮৪২ অজ্ঞাত।

কাফি—ঝাঁপতাল।

হৃদ-কমলমে হরি, করো বিহার।
করুণা-নয়নসে অধমকো নেহার॥
তুঝ্ দরশন বিন্ সব অন্ধকার;
দেখাও প্রসন্ন মুখ বারম্বার।
হে মেরে স্বামী, অন্তরযামী,
দর্শন-পিয়াসা নিবার;
হর লেও তন্ মন্ প্রাণ জীবন কো,
করলে সকল অধির॥ ৮৪৩ ঐ

ললিত—একতালা।

অ্যায় করিম অ্যায় রহিম শুন দোয়া মেরি।
দিল্‌কো মেরে কর মনোবর দূর হো আঁধেরি॥

নজর মেরি পাপকর জবাঁ কো দে সিরি ;
কজল্ তেরা রোজ সব্ হো পনাহ হামেরি।
হির্স হাওয়া কো কর কনা,
রুহ কো বক্সতসকীন্ ;
বাসিজলকে মায় কাতাহুঁ ইয়ে আজ সাহেরি ॥ ৮৪৪

অজ্ঞাত।

সংস্কৃত সঙ্গীত।

সুর ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভজ রে সত্যং, জ্ঞানমনন্তং, আনন্দরূপমমৃতং,
শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
ইহ সপ্ত সাগরনীরে, কুরু রে অবগাহনং,
প্রাণ মন হৃদয় জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং।
ইহ সপ্ত কুসুম—সপ্ত মালায়াঃ,
কুরু রে কণ্ঠে ধারণং, প্রাণমনোহৃদয়জীবনং,
ভবিতা পুণ্যভবনং ॥ ৮৪৫ অজ্ঞাত।

কেদারা—আড়াঠেকা।

বিগত বিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতিতং, স্মর পরমেশং তূর্ণং ॥
গচ্ছদপাদং, বিবেকবিবাদং, পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং, বিরহিতবর্ণং, গৃহ্ণদহস্তমপীনং ॥
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।

ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং, নিগুর্ণপরিচ্ছিন্নং।
বিগতবিকাশং, জগদাবাসং, সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং॥ ৮৪৬

—— রাজা রামমোহন রায়।

দেশ—আড়া।

পরিপূর্ণমানন্দং, অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং॥ ৮৪৭

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উড়িয়া সঙ্গীত।

দয়াময় হৃদয়সাথী, অধম ডাকুছি শুনু না হঁকি
গর্ভে যেতে বেলে অচেতন কালে,
রহিথিলি মোতে রক্ষা কল কি।
গভরু পতন্তে ভুতল স্পর্শন্তে,
মোহর বদনে শব্দ দেল কি।
দর্শন নিমন্তে, কৃপার সহিতে,
দর্শন-ইন্দ্রিয় দান দেল কি;
স্পর্শাস্বাদ পাই, সকরুণ হোই,
অঙ্গ জিহ্বা দান যোকে দেল কি।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,
দশেন্দ্রিয় দান মোতে দেল কি।
শরীর মধ্যরে অতি কৌতুক করে,
আত্মাসম্পাদাকু রখি অছ কি।

জীবনর পাপ অনেক নিষ্পাপ,
তাকু কমিবাকু তুম্ভে আজকি।
মুঁহিঁ হীন জন, মাগুছি শরণ,
ভক্তি দেই, মোতে তারি নেব কি ॥ ৮৪৮

অজ্ঞাত।

গুজরাটী ব্রহ্ম সঙ্গীত।

এক অখণ্ড অনন্ত অগোচর ঈশ অদ্বৈত্য উপাসুঁরে।
অত্যাদ্ভুত জগনী রচনা নে, নিরখি নিরখি উল্লাসুঁরে ;
সত্য শুদ্ধ সচরাচর ব্যাপক ব্রহ্মপদে হুঁ বিলাসুঁরে।
বিষয়-বাসনা তুচ্ছ গনিনে চিদ্‌ঘননে অধ্যাসুঁরে ;
রটন ভজন প্রভু ঈশ-গুণ কীর্ত্তন নিশদিন হুঁ অভ্যাসুঁরে।
মে অপরাধ অগাধ কিধাছে অতিশয় মনে ভিমাসুঁরে।
ক্ষমা কর করুণাসিন্ধু প্রভু এ বচনে বিশ্বাসুঁরে।
পরা ভক্তিথি প্রভুনে বিনায়ু যমদণ্ডথি নেও ত্রাসুরে ;
পরাৎপর পরলোক বিসে.প্রভু-চরণসমীপে নিবাসুঁরে ॥ ৮৪৯

ঐ

মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত।

হে জগদীশ দীনদয়ালা, নমিতো তব চরণালা।
ত্যারা চুনি মি সাধন নেণে তুস্তর ভবতারণালা ॥
কৃপাসাগর তুঁ অসশি জগনাথা,
নম্র কবি তোঁ মি চরণে তুঝা মাথা।
অসেঁ পাপী মি, পতিত দুরাচারী,
তুঁচি হউনি বা সদয় মলাতারী ॥ ৮৫০

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাইরে॥
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে;
পতিত দেখিয়া দয়া, তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায়;
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে॥ * ৮৫১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুল না রে মন।
ব্রহ্ম-নামটী বল্ রে বসনা, কথা শোন রে মন
এই বেলা দিন তো ব'য়ে যায়।
ঐ দেখ্ শিয়রে বসিয়ে শমন,
কর'ছে বন্ধনেরি আয়োজন॥ ৮৫২ ঐ

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
ও মন দয়াল-নাম সাধন হ'লে শমন-ভয় আর র'বে না।
ও রে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
যদি ভবে হ'বে পার;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কুপথগামী হইও না।
ও রে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কা'র নয়;

---

* এইটী ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সংকীর্ত্তন।

মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না ॥ ৮৫৩ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তো'রা কে যাবি রে আয় রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ,
এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই,
কত কাল আর থাকৃব বল ভুলিয়ে হেথায়;
এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে,
এস সবে তাঁ'র পায়, লুটাই।
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে তথায়;
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন,
এস ব্যাকুল হ'য়ে ধাই সবাই ॥ ৮৫৪

প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁ'রে।
একবার ডাক তাঁ'রে ভক্ত-সঙ্গে ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে (একবার হৃদয় খুলে)।
যদি ভবসিন্ধু পারে যা'বে, ডাক তাঁ'রে ত্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় (একবার মনের সাধে) ॥ ৮৫৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্ব

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে।

প্রভু বলেছ বলেছ তুমি, (পাপীর দশা দেখে হে)

কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।

আমি এই মনে আশা করি হে,

তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।

আমি তোমায় ছাড়া রইতে নারি হে,

(ওহে দয়াল প্রভু হে,)

আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি ॥ ৮৫৬ অজ্ঞাত।

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনে'ছি,

অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,

আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,

অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি;

তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,

তা ত অধম জনা হ'তে জেনেছি।

করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,

মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর;

প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তা'র দশা এমন কি হয়,

আমি পাপার্ণবেতে ডুবে র'য়েছি ॥ ৮৫৭

— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তো'রা আয় রে পুরবাসীগণ আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তো'দের ব্রহ্মধামে ল'য়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥
ভবের মেলায় ধূলখেলায় কাটাস্‌নে জীবন-রতন।
তো'দের পাপ তাপ দূরে যা'বে সফল হ'বে জীবন॥
তো'দের কাঙ্গাল হেরে রৈতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন॥
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়া'য়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ॥ ৮৫৮

অজ্ঞাত।

মধুর ব্রহ্মনাম তো'রা বল রে পুরবাসীগণ।
একবার হৃদয়ভরে বল রে।
ব্রহ্মনামের গুণে থাক্‌বে না রে ও ভাই শমনের ভয় রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হ'বে বিষয়কাম।
তো'দের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ॥ ৮৫৯ ঐ

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে।
নির্ম্মল হইবে যদি (রসনা রে),
প্রভুর নাম রসনে মজ হৃদি রে।
ঐ দয়াল-নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম লও রে এক বিন্দু।
(ও রে রসনা)
ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ,
শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ (ও রে রসনা)॥ ৮৬০

অন্নদাপ্রসাদ চট্টো[illegible]য়।

বল আনন্দ-বদনে ব্রহ্মনাম, হ'ল নিকটে আনন্দ-ধাম।
হ'ল দুঃখ অবসান,
পিতা আপনি কল্লেন বিধান, দিয়ে ভক্তি দান;
আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।
দুঃখী তাপী যে থাক,
বদন ভরে সেই পিতায় ডাক, ডাকিয়ে দেখ;
সিদ্ধ হ'বে হ'বে মনস্কাম।
পিতা পরম দয়াল,
নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল;
হ'বে সুখ শান্তি অবিরাম।
দয়ার নিধি পিতা আমার,
পাপী সন্তানে অধিক তাঁর, করুণা বিস্তার;
তিনি কভু কারও নহেন বাম॥ ৮৬১

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

আর বল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে।
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ্ বিপদ্ আমার দুই সমান;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণনিধি হে।
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি,
তথাপি পা'ব মুক্তি, তোমার উক্তি হে;
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায়॥ ৮৬২

রাধাগোবিন্দ দত্ত।

দয়াল বল জুড়া'ক হিয়া রে। দয়াল বল জুড়াক।
যাতনা সহে না প্রাণে রে। পাপে তাপে প্রাণাকুল রে।
বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে।
কারও কথা ভুল না রে, (ভুলা'তে অনেক আছে)।
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি রে।
কেউ সঙ্গে যা'বে না রে। (দয়াল-নাম বিনে)।
নাম বিনে আর কি ধন আছে রে।
(সংসারের মাঝে) জীবনের সম্বল সে নাম রে।
অন্তিম কালের ধন রে।
নামে সকল দুঃখ দূরে যা'বে রে॥ ৮৬৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

মন রে তুই ডাক,
এক বার ডাক রে দয়াল পিতা বলে।
ও তো'র হয় না কেন পাষাণ হৃদয়,
নামের গুণে যা'বে গলে। (দয়াল-নামের গুণে রে)
ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যা'বে;
স্থান পা'বি তাঁ'র চরণতলে। (আর ভয় নাই নাই রে)
ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।
ও রে অপার সেই ভবসিন্ধু, পার হ'বি রে অবহেলে॥ ৮৬৪

কুঞ্জবিহারী দেব।

"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" সবে বল ভাই।
ও হে ব্রহ্মকৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
(ইহ পরলোকে হে)

ও হে সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই।
(সত্যের জয় হবেই হ'বে হে)
এস ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।
পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ও হে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ-মনঃপীড়া আর র'বে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে)
(সব হৃদয় এক হ'বে হে) ॥ ৮৬৫

কুঞ্জবিহারী দেব।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত।
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ। (ত্রাণ পা'ব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে।
(ও হে পতিতপাবন)
প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে।
(ও হে অধমতারণ)
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম, আমায় কৃপাবারি কর হে দান।
(ও হে কৃপাময়) ॥ ৮৬৬ ঐ

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক রে রসনা ;
যাঁ'রে ডাকলে হৃদয় শীতল হ'বে নষ্ট হ'বে পাপ-যন্ত্রণা।
আপন আপন কা'রে রে বল,
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;
ভাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মিছে খেলা আর খেল না।

রবিসুতে বাঁধবে রে যখন,
কোথায় র'বে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন,
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে,
সাথের সাথি কেউ হ'বে না ॥ ৮৬৭ অজ্ঞাত।

দয়াময় কি মধুর নাম!
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়া'ল রে, কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হ'ল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম ॥ ৮৬৮
ঐ

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে।
(সে দিন কবে বা হ'বে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে [illegible]ীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত-রূপ উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ও হে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে,
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-ভোগ জীবনে।
(সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ও হে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যা'ব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হ'বে) ॥ ৮৬৯

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কথন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান।
(প্রেমে হৃদয় সরস হ'বে রে)
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদ-কালে ডেক তাঁ'রে হে, দয়াল পিতা বলে)।
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।
(জয় ব্রহ্ম-জয় বলে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম।

(প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে) ॥ ৮৭০

—— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

মনোহরসাই।

চঞ্চল অতি ধাওল-মতি, নাথতরে ভব-ভুবনে,

শশী ভাস্কর তারা নিকর, পুছত সলিল পবনে।

(ও কেউ দেখে'ছ নাকি, আমার হৃদয়নাথে)

হে সুরধনী, সাগরগামিনী,

গতি তব বহু দূরে, (সাগর সম্ভাষিতে)

হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি,

যাঁ'র তরে আঁখি ঝরে।

(তোমার ধারার মত)

মিহির ইন্দু কোথা সে বন্ধু,

দৃষ্টি তব বহু দূরে।

(গগন-মাঝে যে থাক) (বল্‌লে বল্‌তেও পার)

হেরি'ছ নগর, সরসী সাগর,

নাথ মম কোন্ পুরে ? ৮৭১

—— কিশোরিলাল রায়।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়,

দীনের প্রতি কর এক বার করুণা।

পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী,

বড় আশা করি, পড়ে আছি পদতলে দিবা-সর্ব্বরী ;

এক বার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে, যন্ত্রণায় মরি জ্বলে,

আমি এ পাপজীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না।

ও নাথ সাধু মুখে শুনে'ছি রচন,
নিয়ে ও পদে শরণ (করিয়ে ক্রন্দন)
কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন ;
তোমার করুণাময়-নামের গুণে,
বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে,
আমি তাই শুনে এসেছিলাম,
আর ত কিছুই জানি না ॥ ৮৭২

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

তেওট।

এক বার এস হে! ও করুণা-সিন্ধু,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি তোমারে।
তোমা বিনে পতিতপাবন,
পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

লোফা।

ও হে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী,
সুধানিধি ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার বারি ;
কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়,
তবে কেন বঞ্চিত নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে।
ও নাথ তুমি ত কৃপা-কল্পতরু,—
দেখা দিতে যে হ'বে হে। (আমি অধম বলে)
ও হে হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি,
(পাপীর গতি নাই আর)
তুমি আপনি লোকের [illegible] হ'য়ে,
পাপীর হৃদয় আপনি [illegible] [illegible],

এমন কে বা জানে হে। (পাপী তরাইতে)
ও হে নাথ তোমার প্রেম-সিন্ধু,
জীব যদি পায় তা'র এক বিন্দু সেই বিন্দু হয়,
সিন্ধু-প্রায় তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়,
পাপ আর রয় না রয় না। (তোমার কৃপা হ'লে)।

দশকুশী।

ও হে কলুষ-বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে ;
হৃদয় জ্বলে যায় হে ; (পাপানলে)
দাও হে পদপল্লব-আশ্রয় হে ;
হৃদয় শীতল করি নাথ। (চরণ-পল্লবের ছায়ায়)
আমি দেখিলাম অনেক করে,
শান্তি নাই এ সংসারে,
তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে ;
শান্তি কিছুতেই মিলে না ; (ধন বল সম্পদ বল)
অধম বলে করিলে ঘৃণা ছাড়ব না তোমায়,
চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে নিস্তার ভব দুস্তরে ॥ ৮৭৬

অজ্ঞাত।

আয় রে একবার জেনে আয়,
দয়াল-নাম কে আনিল এ ধরায়।
এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল রে,
নাম পাপী তরাইতে, ও রে কে আনিল এ ধরায়
যে নামে পাগল হ'ল গৌর নিতাই রে,
যে নাম রসেতে ভরা, শুনে প্রাণ উদাস হ'য়ে যা

(ও রে) যে নামেতে এত সুধা রে,
সে নামে ডুবে থা'ক পরাণ,
এমন মধুর নাম পেলে কোথায়।
যে নাম নিলে পরে নয়ন ঝরে, প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়,
মোরা নেচে নেচে সে নাম গাই।
ও রে নাম ল'য়ে জগাই মাধাই,
পাপছাড়ি চলে যায়, সে নামে আমরা সবাই তরে যাই।
ও রে সে নামেতে ধনী যে জন,
তুচ্ছ সংসারের ধন তা'রে ভুলা'তে পারে না হায়।
ও রে যে নামেতে শোক-দুঃখ যায়,
সে নাম অমিয়ার ধারা, নামে পাগল করিল হায়।
সে নাম এতই মধুর কি বলিব ভাই,
পরাণ কেড়ে ল'য়ে যায়, (নামে হৃদয় গলে যায়)
তো'রা কে যা'বি রে চলে আয়।
এ নাম পাপীর মুখে শুনতে ভাল রে,
নামে সংসার জ্বালা যায়;
এই নাম বিনে আর শান্তি নাই।
ও রে দয়াল-নামে এত রে সুধা,
পানে বেড়ে যায় ক্ষুধা, এস সব ছেড়ে এ নাম গাই।
এই নাম বিনে আর কি ধন আছে হায়,
নামে পরাণ ভরে যায় (নামে পরাণ জুড়ায়)
এ নাম কে আনিল এ ধরায়॥ ৮৭৪

সংগ্রহকার।

মধুর দয়াল ব্রহ্মনাম, এ নাম বল বদন ভরে রে।
এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল, বল বদন ভরে।
এ নাম পাপীর মুখে শুনতে ভাল, বল বদন ভরে।
এ নাম কোথায় ছিল কে আনিল, বল বদন ভরে।
এ নাম জীব তরাইতে এসেছিল, বল বদন ভরে।
এ নামে পাপ তাপ দূরে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে মহাপাপী তরে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে পাষাণ হৃদয় গলে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে সংসার জ্বালা দূরে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে তাপিত হৃদয় শীতল হ'বে, বল বদন ভরে॥ ৮৭৫

সংগ্রহকার।

ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

১৭৮৯ শক।

অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক।

তো'রা আয় রে ভাই!
এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যা'বে জুড়া'বে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ,
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,

তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যা'র আছে ভক্তি সে পা'বে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ-অন্ধকার,
বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল ;
কে জাবি আয় বিনা মূল্যে ভব-সিন্ধু পার ;
তো'রা আয় রে ত্বরায় ; এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর।
চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই,
দীননাথের লইগে শরণ ;
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথের কর দরশন ;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা
প্রভুর কৃপা-গুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধামে ॥ ৮৭৬

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

দয়াময়-নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,
জুড়া'বে প্রাণ নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তি, তাঁ'র চরণে ;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে।
সেই দীননাথ পাপীর গতি, কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ।

দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁ'র নাম সঙ্কীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হ'বে শান্তি পা'বে যা'বে আনন্দ-ধামে
সুধামাখা দয়াল-নাম কর রে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ ;
থাক চির দিন ভক্ত হ'য়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে,
(ছেড় না রে) স্বর্গের সম্পত্তি এ'ধন রেখ অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়া'য়ে দ্বারে,
ডাক্‌ছেন মধুর স্বরে, স্নেহ ভরে প্রেমামৃত লইয়ে করে ;
পিতার শান্তি নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।
মুখে দয়াল বল দীনদুঃখী ভাই সবে মিলি,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে ;
এ'নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ-মনে ॥ ৮৭৭

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত (অতিরিক্ত)।

বড় হংস সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাঁহার) আরতি করে চন্দ্রতপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ,
তাঁ'র জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন,
সেই অসীম মহিমা-মগন ;

তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন,
আনন্দ নন্দ নন্দ রে॥
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ,
কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগ-গীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়,
গাহে গিরি-কন্দরে,
কত কত শত ভকত-প্রাণ,
হেরি'ছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম,
টুটিছে মোহ-বন্ধ রে॥ ৮৭৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি কানাড়া—ঢিমে তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ও হে দয়াময়।
তব প্রেমে লাগি দিবা নিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম-হাসি তব ঊষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম-তরে ফিরে হাহা করে উদাসী-মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলে'ছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।

জলে স্থলে গগন-তলে, তবু সুধা-বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায়, অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয়ে খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম-আলয়॥ ৮৭৯

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকু

খাম্বাজ—একতালা।

কত ভাল বাস গো মা মানব-সন্তানে।
(পাপী) মনে হ'লে প্রেমধারা ঝরে দু'নয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম-নয়নে ডাকি'ছ মধুর বচ
বার বার প্রেমভরে ডাকি'ছ গো মা,—
প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে,— স্নেহে বিগলিত হ'য়ে,—
আয় আয় আয় বলে, অপরাধ ক্ষমা করে,
হাসিমুখে প্রেমভরে,
(ও মা আনন্দময়ী)—জীবের দশা মলিন দেখে;
আমাদেরই জন্যে, স্বর্গ নিকেতনে গো মা!
কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে;
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি নে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া,
হৃদয় ভেদিয়া তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে॥ ৮৮০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সা

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও হে ধর্ম্মরাজ বিচার পতি,

তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে।

কে কোথা হ'যেছে সুখী অধর্ম্ম-পাপ আচারে।

দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড দলন নাম,

নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।

দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,

পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্ম-ফল ভোগ করে।

তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,

দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে ॥ ৮৮১

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেম-সাগরে,

ডুবিলে এক বার কেহ আর কি উঠিতে পারে।

প্রেমিক মহাজন যাঁ'রা, না পেয়ে কূল কিনারা

হ'ল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে।

কত সুখ-প্রলোভন, প্রেমশান্তি মহাধন,

অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে।

নিত্য-সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,

রেখেছ তাদের চিত্ত একে বারে মুগ্ধ করে ॥ ৮৮২ ঐ

——

বিভাস—একতালা।

সংসার-মন্দিরে, প্রতি পরিবারে,

করি'ছ বিরাজ ও গো মা জননী।

পরম যতনে, পুত্র-কন্যাগণে,
পালি'ছ আদরে দিবস-রজনী ॥
মহা শক্তি-রূপে নারীর হৃদয়ে,
সুকোমল মাতৃ-ভাব প্রকাশিয়ে ;
করিলে মোহিত মানবের চিত,
জননী গো তুমি দেখা'লে মূরতি ভুবন-মোহিনী।
প্রকৃতি-মাধুর্য্য রসের আধার,
স্নেহের প্রতিমা, প্রেমের অবতার,
তুমি মাতঃ সকলের মূলাধার,
(দয়াময়ী গো) সাধু ভক্ত সন্তানের হৃদিবিলাসিনী ॥ ৮৮৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

আলেয়া—আড়াঠেকা।

নারীর হৃদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে।
তব রূপ যেন তথা হেরি পবিত্র নয়নে ॥
সুশীলা সুন্দরী সতী, লজ্জাশীলা পুণ্যবতী,
তোমার প্রেম-মূরতি, হরে পাপ দরশনে।
আহা! কি মধুর ভাব, কমনীয় সুস্বভাব,
বিদ্যাশক্তি মূর্ত্তিমতী, রঞ্জিত প্রেম-রঞ্জনে ॥ ৮৮৪

আলেয়া—খং।

(এবার) হরি-প্রেমানলে জ্বলে হ'ব খাঁটি সোণা।
আপনার রূপে আপনি মজে করব প্রেম-সাধনা।
ভক্তের পদ-যুগলে, নূপুর হ'য়ে নাচব তালে,
বাজব রুণু ঝুনু বোলে মধুর বাজনা।

সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যা'ব প্রেমরঙ্গে,
গৌর-সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা ॥ ৮৮৫

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

আলেয়া-কীর্ত্তন—তেওট।

কবে সহজে মা বলে জুড়া'ব প্রাণ। (দয়াময়ী গো)
এমন কি আছে যেমন মিষ্ট মায়ের নাম।
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে,
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান।
শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত,
করব কোলে বসে স্তন্য-সুধাপান ;
এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভবে মায়ের গান ॥ ৮৮৬

——— ঐ

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদয়-কুটির মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাহে দিবা নিশি অবিরাম ॥
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার ;
মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন।
আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা ;
নিত্য নব নব-জাত প্রেমহারে,
সাজা'ব তব সিংহাসন সুন্দর করে ;
গলবস্ত্র হ'য়ে, তোমায় করিব অভিবাদন।

আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন ;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মলিন হ'বে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হ'বে স্বর্গধাম ॥ ৮৮৭

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

মল্লার—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যা'র।
ফলভরে অবনত শাখারি আকার ॥
প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি, ব্যাপ্তি হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
সুখ-দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তা'র।
কখন হাস্য-বদন, কখন করে রোদন,
কখন মগন মন, বাল্য-ব্যবহার ;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেক যুক্ত, অনাশক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার ;
কি আনন্দে কর হে তা'র হৃদয়ে বিহার।
তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, তা'র প্রেম লাগি তোমাতে,
আনন্দ-লহরী তা'তে, উঠে বারে বার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।
এমন দিন কি আমার হ'বে, তোমার জন্যে সকল যাবে,
তবে সে সম্ভব হ'লে করুণা তোমার ;
"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" জানিয়াছি সার ॥ ৮৮৮

—— বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

সর্ব্বত্রে বিদ্যমান আছেন অমার হরি।
সকলি র'য়েছে এক হরি অবলম্বন করি॥
দেখ হরির মূরতি, শান্ত শুভ্র জ্যোতির্জ্যোতিঃ,
আপনাতে করি'ছেন স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের হার গলায় করি।
জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি,
চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, নক্ষত্রে হরি;—
সমস্ত আকাশে হরি, সমস্ত জীবেতে হরি,
দশদিকে পূর্ণ হরি, হরিতে সদা বিহরি।
হরি বসন হরি ভূষণ, হরি নয়নের অঞ্জন,
জীবনের জীবন হরি হৃদয়ের ধন,—
অন্তরে বাহিরে হরি, হরিময় সকলি হেরি,
মুখে বল হরি হরি, হরি বলে যেন মরি॥ ৮৮৯

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

পূরবী আড়াঠেকা।

হ'ল দিবা অবসান।
কর কর পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান॥
এ শুভ সন্ধ্যা-সময়ে, বিষয়ে বিরত হ'য়ে,
জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়ে, কর গৃহ দীপ্তিমান।
পঞ্চ ভূত পঞ্চ দীপে, দেবাদিদেব সমীপে,
কর প্রাণ-মন-সঁপে প্রেম-আরতি-বিধান।
নেত্র-শঙ্খে ঢালি নীর, ঢুলা'য়ে চামর-শির,
করতালি দিয়ে ধীর কর বিভু-গুণ গান। ৮৯০ ঐ

বাউলে—একতালা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তা'র থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,
ইন্দ্র-পদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন;
ও সে হাস্য-মুখে সদাই থাকে হৃদয় যুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় না কোন জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবি, থাক্‌বে কেন অন্য ভব।
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া,
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর॥

৮৯১ অজ্ঞাত।

সংস্কৃত গীত।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোপি লভ্যেৎ,
তস্য তুচ্ছম্ সকলম্।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে,
ভাতি তত্ত্বম্ বিমলম্॥
প্রেম-সূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণ মেকং হৃদয়ে,
সকলম্ হস্ততলম্॥ ৮৯২ ঐ

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ রচিত সঙ্গীত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥
দারাসুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি,
ভাল কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।
মুক্তি-বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জনে॥ ৮৯৩

নিমাইচরণ মিত্র।

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন-বিম্ব জানিয়া কি জান না।
ক্ষণ মাত্র পরিচয় কাকস্য পরিবেদনা।
মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন,
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।
দারাসুত বন্ধুজন, হয় একত্র মিলন, বিশেষ হলে তখন,
কোথায় যাবে বল না।
মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হ'য়ে, কর আত্মার সাধনা॥ ৮৯৪ ঐ

খাম্বাজ—চিমা তেতালা।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে।
যে বিভু সৃজন পালন সংহারে॥
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে ॥ ৮৯৫

নিমাইচরণ মিত্র।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হ'তে তোমার নিকটে ॥
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁহ'তে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে।
অতএব জ্ঞান-রত্ন, অহরহ কর যত্ন,
জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা, দেখ সত্য বটে ॥ ৮৯৬

কালীনাথ রায়।

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ ॥
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চা'তে নিষাদ কাল,
গেল কাল, অন্তকাল ভাব রে এখন।
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন ॥ ৮৯৭ ঐ

কাংসেড়া—আড়াঠেকা।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি মনস্তাপে।

ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য সব আর অসার এভবে ॥ ৮৯৮

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারাসুত ধনজন সঙ্গে নাহি যায় ॥
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য
ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং,
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনী দলগত জলমতি তরলং,
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।
দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ,
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণ স্তাবত্তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ॥ ৮৯৯

নীলমণি ঘোষ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়।
দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়॥
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং,
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং॥ ৯০০

রাজা রামমোহন রায়।

খম্বাজ—আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাঁকে॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মত্ততাকে॥ ৯০১

কালীনাথ

সুরট—কাওয়াল।

ভজ অকাল নির্ভয়ে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে॥ ৯০২

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে॥
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে॥
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিবে সত্যকে চিন্তিবে॥ ৯০৩ ঐ

বাগেশ্রী—একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে॥
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ মন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে॥ ৯০৪ ঐ

রামকেলী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে॥

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে॥ ৯০৫

—— রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ॥
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অক্ষ পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যু স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ॥
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন॥ ৯০৬ ঐ

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে হবে সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হ'য়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি,
অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,

অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান ॥ ৯০৭

—— রাজা রামমোহন রায়।

গৌরমল্লার—কাওয়ালী।

কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা।

হবে না হবে না জনম মরণ যাতনা ॥

দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান,

কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।

নিশ্বাস হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ,

এখনো চেতন হলো না ॥ ৯০৮

—— কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

ললিত—একতালা।

বচন অতীত যাহা করে কি বুঝান যায়।

বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,

সাদৃশ্য দিব কোথায়।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য ভাব করি চিতে,

চিন্তহ তাঁহার।

পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,

নাহি আর অন্য উপায় ॥ ৯০৯

—— নীলমণি ঘোষ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,

ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ।

দেহরথ আত্মারথী, বুদ্ধি কর সারথি,

ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, রাশরজ্জু মন।

বিষয়ে বিরত, মোক্ষপথ আশ্রিয়ে,
পূর্ণব্রহ্ম নিকেতনে কর অবস্থান ॥ ৯১০

নীলমণি ঘোষ।

সাহানা—যৎ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান ॥
ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন,
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিয়োজিত যে করে তারতো পাও প্রমাণ ॥ ৯১১

রাজা রামমোহন রায়।

সত্য স্বর্চনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায় ॥
সে অতীত বৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়।
ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, কার জন্য অনুরোধ,
মোক্ষপথ হল রোধ হায় হায় হায় ॥ ৯১২ ঐ

একি ভুল মনঃ! দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তাঁরে আনা এ কেমন।
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত, করহ যতন।

পশুপক্ষী জলচর, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন ॥ ৯১৩

——— রাজা রামমোহন রায়।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা।
অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।
পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর,
বেদ বিধির অন্তর, মন জান না।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা ॥ ৯১৪ ঐ

———

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায় ॥
প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।
কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেক স্থাপন
ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সমুখে না চাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥ ৯১৫ ঐ

———

বিভাস—আড়া।

একি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন।
জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ ॥

দেহ পঞ্চভূতময়, এই আছে এই নয়,
সকলি অনিত্য হয়, দারাসুত ধনজন।
ভুল না ভুল না আর, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
ভজ নিত্য-নির্ব্বিকার, পাপ সন্তাপহরণ ॥ ৯১৬

নিমাইচরণ মিত্র।

পরজ—আড়াঠেকা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ॥
নিঃশ্বাস হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণকরে করে নাশ, প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ, ভাব নিরঞ্জনে ॥ ৯১৭

কালীনাথ রায়।

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে ॥
দেখিতে সুরঙ্গফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।
কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও,
আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।
অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান,
ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে ॥ ৯১৮

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মায়া বশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়॥
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি সব সহায় জীবনে।
অনুচিত মমচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায়॥ ৯১৯

কালীনাথ রায়।

দেশ—তেওট।

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হয়॥
নবদ্বারে দেহ-পুরে, কালরূপী তস্করে,
প্রতিদিন আয়ু হরে, নাহি অন্বেষণ।
মোহ-রাত্রি তমো ঘন, মায়া-নিদ্রা অচেতন,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ,
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধ'রে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর অন্বেষণ॥ ৯২০ ঐ

এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী,
কে যাবি রে তোরা আয় রে আয়।
জীবন আঁধারে দাঁড়ায়ে কেন রে,
বৃথা কাজে ঐ বেলা যে যায়।

ভুবন ভরিয়ে মধুর রবে, আনন্দ লহরী ছুটেছে ভবে
ব্রহ্ম-কৃপা আজি ডাকিছে সকলে, পাপী তাপী তোরা
আয় রে আয়।
ধনী কি নির্ধন জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো
জাতিকুলমান,
সেই যেতে পারে, ভবনদী পারে, ব্যাকুল অন্তরে
যেতে যে চায়॥ ৯২১

মনোরঞ্জন গুহ।

(এত ভালবাস থেকে আড়ালে—সুর।)

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
হায় রে তবে কি মা এমন ক'রে, লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে।
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে;
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,
আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে।
দুখ্ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে;
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা দেও না তাইতে॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয়, দয়া করে
দেখা দেও আমাকে,
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল
ভুলে যাই নাম করতে।

কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, তোমার ছেলে হ'ত
তবে পার্‌তে জান্‌তে ;
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত,
নাহি সর্‌ত বল্লে সর্‌তে ॥ ৯২২

হরিনাথ মজুমদার।

বাউলে—সুর।

("বল কি সন্ধানে যাই সেখানে, মনের মানুষ যেখানে"—সুর।)

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়,
কোথা গেলে পাব তার।
তাঁরে না হেরে,প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।
আমি সযতনে, যে রতনে, রাখিলাম পুরে হিয়ায় ;
আমার ঘুমের ঘোরে চুরি ক'রে, সে রতনকে নিল রে হায়।
সে যে ছিল হৃদে, নয়ন মুদে, দেখিতে তাই আঁখি যে চায় ;
সকল ঘর হাতড়াযে, নাহি পেযে, জলে যে অমনি ভেসে যায়।
আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন সুহৃদ্ বল কেবা আছে কোথায় ;
ও সেই হারাধনে, ধ'রে এনে, দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায় ॥
সে ধন হ'য়ে হারা, পাগলপারা, প্রাণপাখি মোর উড়ে বেড়ায় ;
ওরে জলে স্থলে, আকাশ তলে, কোথায় দেখিতে না পায়।
আমি সব হারায়ে, যে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলায় ;
যদি গেল সে ধন, তবে এখন, করে কাঙ্গাল আর কি উপায় ॥

৯২৩ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আর কারে ডাকিব গো মা,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে

আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
ডাকিব গো মা যাকে তাকে।
(মা বৈ ছেলের আর কে আছে গো)
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে না মা যত বকে।
মা বইত শিশু জানে না, মা বইত কিছু বলে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না,
আমি থাক্‌বো কাকে দেখে ?
জগত জননী হও, পুত্রভার মা গো লও,
মা গো আবদার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে॥ ৯২৪

—— মহারাজ মহাতাপ চাঁদ।

মিশ্র আসাবরী—একতালা।

গেল বিভাবরী
ভুবনমোহিনী ঊষা অই।
শুভ্র বসনে প্রসন্ন বদনে, যতনে কুসুম তুলিছে ঐ;
পূজিবে আনন্দময়ী।
জাগরে ও ভাই, জাগ গো ভগিনী, নয়ন মেলি নেহার অই,
পূর্ণ মঙ্গলা ভুবন উজলা, বিশ্বমনোময়ী মূরতি অই,
লোকমাতা ব্রহ্মময়ী।
নীলিম আকাশে রবির রক্তিমা, মহেশ মহিমা প্রকাশে,
বিহঙ্গ কুজনে ভাসায় ভুবনে, নীরবে রবে কেমনে,
সবে মিলে গাও ব্রহ্মময়ী॥ ৯২৫

—— ইন্দুভূষণ রায়।

ইমন—চৌতাল।

মধুর সন্ধ্যা, মধুর মিলন, মধুর কণ্ঠে মধুর বাণী,
মধু উচ্ছ্বাস, মধুময় প্রাণ, গাও জগপতি মঙ্গলজয়।
নরনারী সবে মিলে গাও, যোগেশ মহেশ নিরঞ্জনে,
ভবতারণে, প্রাণারামে, গাওরে বিশ্বজনবন্দনে ॥ ৯২৬

ইন্দুভূষণ রায়।

দেশ—একতালা।

যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে,
তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে ;
শেষে দেখি হায়! ভেঙ্গে সব যায়, ধুলা হয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখপাথারে ;
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥

৯২৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা ;
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না ;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই, শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা সুখ পূর্ণ ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।

মোহবন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে ;

অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে, থাক দিবস যামিনী ॥ ৯২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—কাওয়ালী।

জানি তুমি মঙ্গলময়, জানি তুমি মঙ্গলময় হে—

জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতিপলকে পাই পরিচয়।

সুখে রাখ দুখে রাখ যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।

আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু,

এই মম ভরসা ; এস প্রভু এস প্রভু হৃদয় মাঝে,

হবে শুভ নিশ্চয় ॥ ৯২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইমন কল্যাণ—তেওতা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে ॥

সব দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী ;

যেই ভকত সেই জানে,

তুমি জানাও যারে সেই জানে।

ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥ ৯৩০ ঐ

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন।

পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন ॥

সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,

প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন।

(তথা) শান্তি নামে পুণ্য নদী, বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি, করিলে অবগাহন !
অজস্র অমিয় সুধা, বাঞ্ছাপুরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা, সে সুধা করি সেবন।
(তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব, তখনি হবে পূরণ।
সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন ॥ ৯৩১

অজ্ঞাত।

বাউলে সুর—একতালা।

(ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে—সুর।)

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে ?
করুণা কে আর করতে পারে ?
হয়ে জগতের জননী, করুণা রূপিণী,
আছ এই বিশ্ব কোলে করে।
কিবা ধন ধান্য ভরা এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে।
(কত যতন করে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল বিধাতা,
আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে।
(তুমি মায়ের মত)

আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে।
(চিরদিনের মত)॥ ৯৩২

অজ্ঞাত।

বেহাগ—খং।

কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ॥ ৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন—ঠুংরি।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত সিন্ধু, কর করুণা কণা দান॥

শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়নে।
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রা'খ রা'খ;
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে;
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়।
হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাওহে দাওহে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥ ৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন।

বাউলে সুর—একতালা।

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে, (ওহে আমার কি পার করবে না হে) (আমি অধম বলে); যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥
যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)

(আমি সাধনহীন তাই রলেম রলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে॥
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দিন ভিখারী, নাইক কড়ি. দেখ ঝুলি পেড়ে॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল পাথারে সাঁতারে॥ ৯৩৫

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

মনোহরসাই।

দীনহীন জনে দয়া কর দীননাথ হরি।
আমার কেহ নাই সংসারে প্রভু চরণেতে ধরি॥
(দীনদয়াল বট তুমি, অধমতারণ বট প্রভু)
ঘোর পাপানলে, সদা চিত্ত জলে,
কিসে সে অনল নিবারি;
(তব কৃপা-বারি বিনে, কৃপা-সিন্ধু বারি বিনে)
পুড়ে দিবানিশি ভস্মরাশি অন্তর আমারি।
প্রাণে মরি।
(বিষম পাপ অনলে, অনল জ্বালা সহে না হে)
(পাপের জ্বালা সহে না হে, দীনবন্ধু চেয়ে দেখ)

তাই হে দীনবন্ধু, হরি দয়াসিন্ধু,
আমি এই ভিক্ষা করি,
(চরণ কল্পতরু মূলে, তব অভয় চরণ তলে)
তব প্রেমজলে কুতূহলে ডুবে রইতে পারি জন্মের মত ;
(গভীর জলে মীন যেমন, সাগর জলে পাষাণ যেমন)
(চিরশান্তি লাভের তরে, হৃদয় জ্বালা নিবারিতে)
(জন্মের মত ডুবে রব)
অনল নাহি রবে, প্রাণ শীতল হবে, প্রেমনীরে স্নান করি।
(বারিধারায় অনল যেমন, পাপীহৃদয় শীতলকারী)
ভবক্ষুধা নাহি রবে পান করি, প্রেমবারি, প্রাণভরি।
(তব প্রেমামৃত পানে, প্রেমসুধা পান করি) ॥ ৯৩৬

অজ্ঞাত।

বিশ্বরাজ হে আমায় কেন ডাক সখা বলে আর।
(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)
তোমার মধুমাখা ডাকে হরি,
আমি নিদারুণ লাজে মরি ;
(আর ডেক না ডেক না)
কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে ;
তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি,
সখা বলে ডাক তায় হে। (এ কি ভালবাসা)
যেজন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গরবে গর্ব্বিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি,
দেবদুর্ল্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে।

(অবাক হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন, তোমার প্রেমের রীত,
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে,
সাধিয়ে বল সুহৃদ।
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু)
আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে,
কেন ডেকে পাগল কর মোরে।
(আর ডেক না ডেক না) (এমন নরাধমে)
যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে, (আর ছেড় না ছেড় না)
(দীনহীন পাপী বলে) (নৈলে আর ডেক না ডেক না)
(অমন করে বারে বারে) ॥ ৯৩৭
পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

পিলু—খয়রা।

বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং,
পাইলে ব্রহ্মকৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয় কাননে ফুটিবে ফুল,
চারিদিক হবে সৌরভে আকুল,
ব্রহ্ম কৃপা গুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।
জীবনের যত পাপতাপ ভার,
ব্রহ্ম কৃপাগুণে হবে ছার খার,
মরণ ঘুচিবে জীবন বাঁচিবে, হইবে নিশ্চলং।

হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার,
উথলিবে প্রেম-সিন্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিয়ে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম কৃপাগুণে,
কি করিবে শোক তাপের আগুণে,
কালী কয় বল কর সেইগুণে, হইও না বিকলং॥ ৯৩৮

কালীনারায়ণ গুপ্ত।

কীর্ত্তন।

(হরি বল বল জগাই মাধাই—সুর।)

খেম্‌টা।

ব্রহ্মনাম কি মধুররে ভাই।
নামের বালাই লয়ে মরে যাই॥
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে,
মর্‌লে নবীন জীবন পাই।
নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়,
(যাহা) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয় ;
এ নাম স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে হৃদয় ঘরে করে ঠাঁই।
নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি গরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন তেম্নি অবিকল ;
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই।
নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন পায় ধরে তোর ব্রহ্ম নামটি বল ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর কিছুতেই ক্ষতি নাই।

এই নামেরি ঠাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য্য উদয় হয়ে, শুভদিন ঘটে ;
নামে যমকে যেমন যমে ধরে, মানে না সে ডাক
দোহাই ॥ ৯৩৯

কালীনারায়ণ গুপ্ত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়।
যে জন চায় সে তো তোমায় পায়,
যে জন না চায় সেও তোমায় পায়।
ঘোর পাপে পাপী মানব তনয়,
প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,
তব প্রেম-ফাঁদে যখন পড়ে যায়,
তখনই সে তৃণ সম হয়।
অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্ত প্রায়,
ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়,
তব প্রেম আস্বাদন যদি একবার পায়,
শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায় (তৃণ সম)
তোমার কথায় তোমারি সেবায়,
যার প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়,
মম মন প্রাণ সততই যেন
তব প্রেম-সুধা পানে মত্ত হয় ॥ ৯৪০ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

(হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে—সুর।)

ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্‌রে ভাই মধুর স্বরে।
পরম ব্রহ্ম নামটী সাধন ক'রে, কত পাপী গেল তরে,
(আমার মত কত পাপীরে)
তাই প্রাণ ভরিয়ে নামটী কর বলিরে তাই পায় ধরে।
ধন প্রাণ মান বল কিছু নাহি থাক্‌বেরে
(যাদের ভাল বাস রে)
পরম ব্রহ্ম অক্ষয় ধন হৃদয় দাও হে তাঁহারে। ৯৪১

চণ্ডীকিশোর কুশারি।

বাউলে সুর—খেমটা।

তোরা বলে করবে কি।
মরি হায় রে, আমি সংসারের সার,
ব্রহ্ম-প্রেমহার হৃদে পরেছি।
আমি ব্রহ্ম-প্রেমে পাগল হ'য়ে, আপনার হারায়েছি।
পাগলের মান অপমান বোধ আছে কি?
পাগলের জাতিভেদ জ্ঞান আছে কি?
আমি নিন্দ প্রশংসার ধার ধারি কি?
আমি ব্রহ্মকৃপার অক্ষয় কবচ প্রাণে ধরেছি। ৯৪২

বাউলে সুর।

ব্রহ্ম নামটি ধ'রে থাক পড়ে, দেখ্‌বিরে মন যাবি তরে।
তোমার ঘরের মাঝে গুরু আছে,
জেনেও কি মন জান্‌লি নারে;
মিছে ভ্রমে ভুলে মর্‌ছিস্‌ ঘুরে, এ ভ্রান্তি কি যাবে নারে।
ব্রহ্ম পাবে বলে শাস্ত্র খুলে কি দেখিছ তার ভিতরে,
ব্রহ্মশাস্ত্রে নাইরে, বিচার ক'রে দেখ, আছেন হৃদ-কুটিরে।
ব্রহ্মনাম সাধন ক'রে, এ সংসারে কত পাপী গেল তরে,
তাই ধৈর্য্য ধরে সাধন করে, চলে যাওরে ভবের পারে॥
৯৪৩ চণ্ডীকিশোর কুশারি।

ভজন।

যেজন ব্যাকুল প্রাণে—তোমারে ডাকে,
অনায়াসে সেত তরে যাবে,
যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,
চিরদিন পাপে পড়ে রবে।
শুনেছি তোমার বড়ই দয়া, পতিত মানব সন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী,
চাহ একবার করুণা নয়নে।
আমি ডুবেছি ডুবেছি, সংসার পাথারে,
উঠিতে পারি না নিজ বলে,
যতবার উঠিতে চাই, ততই ডুবিয়ে যাই,
তুমি আমার তোল করে ধরে।

বড় শ্রান্ত হয়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হতেছে যে প্রাণ,
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়ে যাই,
ধরিবার নাই তৃণ খান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর,
তুমি যদি রাখ তবে থাকি,
বল আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
তুমি বিনা আর কারে ডাকি।
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে, তারহে নিজগুণে,
জয় জয় হউক তোমার ॥ ৯৪৪

ব্রজলাল গাঙ্গুলী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায় (দেও-
য়ান মহাশয়), দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী, আশু-
তোষ দেব (ছাতুবাবু), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
প্রভৃতি সাধকগণের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত
(মালসীগান)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক হারাম্ নই শঙ্করী॥
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সহিতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যা'র কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই ত, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥ ৯৪৫

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়া'য়ে পা'বে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায়ে মেখে যাও,
ছোবে' না তা'র গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥ ৯৪৬

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরা'বে কত?
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছে অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত ॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত।
দেখি' ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলী, দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কু-পুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এ আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥ ৯৪৭ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ও রে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না।
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ও রে কোন্ লাজে সাজা'তে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ও রে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়,
আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না।
ও রে, কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥ ৯৪৮

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পা'বে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকিতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া-রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভাল বাসে, বুঝা যা'বে মৃত্যু-শেষে।
মোলে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর-ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট ক[illegible]॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চার কোণা মাঝখানে ঝাড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকাতারা।
বের হ'য়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ ৯৪৯

রামপ্রসাদ সেন।

ঝংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ সাগরে ভাসী।
ও রে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী-নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা।
ও রে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পা'বে ত্রাণ।
ও রে যে করে কালীর ধ্যান, তা'র গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ও রে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তা'র দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ও রে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ও রে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী॥ ৯৫০

ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমীন র'লো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা।

কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হ'বে না;
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তা'র কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,
চুটয়ে ফসল, কেটে নে না।
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ও রে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥ ৯৫১

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও রে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হ'বে কি,
মহাজনকে মজাইলি॥ ৯৫২ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়া'তে যাবি।
কালি-কল্পতরুর তলে গিয়া, চারি ফল কুড়া'য়ে খা'বি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, তা'র নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব-কথা তায় সুধা'বি।

অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হ'বে, তখন শ্যামা-মাকে পা'বি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়া'য়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে র'বি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'টো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু-মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর!
মনের মতন মন হ'বি ॥ ৯৫৩

রামপ্রসাদ সেন।

গৌরী গন্ধার—একতালা।

মা-মা বলে আর ডাক্‌ব না।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা!
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে য'াব, ভিক্ষে মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যা'ব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে;
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না।

ভনে রামপ্রসাদে মায়ের কি এ সূত্র,
মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু ;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ কঠোর যন্ত্রণা ॥ ৯৫৪

রামপ্রসাদ সেন।

গড়া ভৈরবী—খৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কা'র নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে ॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যা'র জন্ত মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যা'বে চলে।
সেই প্রিয়সী দিবে গোবর-ছড়া অমঙ্গল হ'বে বলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকৃবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে ॥ ৯৫৫ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে। *
আমি কাজ হারা'লেম কালের বশে ॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলেম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥

* কাজ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতি রঙ্গ রসে। } এইরূপও পাঠ আছে।

যম আসি শিয়রে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজা'য়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডীবেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি, যে যা'র যা'বে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খা'বে অনায়াসে॥ ৯৫৬

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজি ভোর হ'লো।
মন কি খেলা খেলা'বে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর, করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো।
তা'রা চলতে পারে সকল ঘরে; তবে কেন অচল হ'লো॥
দু'খান তরী নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ও রে এমন সুবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরী ঘাটে র'লো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল।
ও রে অতঃপরে কোণের ঘরে,
পীলেয় কিস্তে মাত হইল॥ ৮৫৭ ঐ

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা।

ও মা! হর গো তারা মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥

জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মা গো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না ॥
রামপ্রসাদে এই ভনে, দ্বন্দ্ব হ'বে মায়ের সনে।
তবু র'ব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥ ৯৫৮

রামপ্রসাদ সেন।

পিলু বাহার—যৎ।

ও রে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়-কালী বলে;
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা;
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥ ৯৫৯ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হ'ব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ-তলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখ্তে পা'ব ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ ল'ব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব ॥ ৯৬০ ঐ

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছোঁ'ও না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে,
(ও রে শমন রে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করে'ছে॥
মন-রসনা এই দু'জনা কালীর নামে দল বেঁধেছে,
(ও রে শমন রে)
ইহা ক'রে শ্রবণ রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ ৯৬১

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে!
যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তা'রি কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত-শুনানি হবে মা নিস্তার পা'ব এ সঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ও মা ভরসা কেবল শিব-বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥

---

৯৬২ ঐ

ললিত বিভাস—আড়খেমটা।

কালীর নামে গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শুন রে শমন তো'রে কই, আমি তো আটাসে নই,
তো'র কথা কেন র'ব স'য়ে।

ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খা'বে ছলকো দিয়ে।
কটু বলবি সাজাই পা'বি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে ভ্রেন, কয় শ্যামা-গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যা'ব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥ ৯৬৩

রামপ্রসাদ সেন।

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ও রে শমন, বদন ভরে মা'কে ডাকি রে।
আমার বিপদ-কালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে।
ল'য়ে যা'বি সঙ্গে করে, তা'র একটা ভাবনা কি রে।
তবে তারা নামের কবচ-মালা, বৃথা আমি গলায় রাখি রে।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমি কখন নাতান কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পা'ব কি রে॥ ৯৬৪ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পা'ব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা-মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচ-মূলে কাঞ্চন বিকা'লি,
ছি ছি মন তো'র কপাল পোড়া॥

কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পা'বে তা'র বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল-যোড়া॥
কাল করি'ছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ও রে সেই কালের কর বিনাশ, শ্বাস ধর রে মন্ত্র শোঁড়া।
প্রসাদ বলে ভাবি'ছ কি মন, পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচ পাঁচি,
তোমায় করবে তোলা পাড়া॥ ৯৬৫

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরি কারণ জলে॥
বানিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে।
ও রে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ বা হারা'ল মূলে॥
ক্ষিত্যপ তেজ, মরুৎ ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ও রে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশা'য়ে যাবে,
কি হ'বে তা'ই প্রসাদ বলে॥ ৯৬৬ ঐ

পিলু বাহার—যৎ।

মা [illegible] ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পা'বে ভাই;
থা[illegible] এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।

গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ-পত্র দাহন করে ;
ও রে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালশৌচে কাশী যাই ॥ ৯৬৭

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর।
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মা গো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে-বসন পর ॥ ৯৬৮ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

হ'য়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥
ঐ যে মন ক'রিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছ'টা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তা'রা ছ'টা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুর হ'তে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হ'য়ে যাই ভব-নদী।
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা

মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে, সতিন-সুতে,
জো'র করে কা'র কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভনে, ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি ॥ ৯৬৯

রামপ্রসাদ সেন।

খট্ ভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা ॥
কেহ যায় মা পাল্কি চড়ে, কেহ তা'রে কাঁধে করে।
কেহ শালের উপর দেয় দোশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া তেনা ॥ ৯৭০ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই।
আমার দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি চাই।
বিষের কৃমির বিষে কি ভয়,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,
(আমি) তেম্নি দুখের কৃমিবটি,
দুখের বোঝা নিয়ে বেড়াই।

আগে পাছে দুঃখ চলে মোর,
যদি কোন স্থানে মা যাই,
(আমি) দুখের বোঝা নিয়ে চলি,
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামা খানিক জিরাই,
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥ ৯৭১

রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের মৃত্যুকালের সঙ্গীত।

মুলতানী—একতালা।

কালী-গুণ গে'য়ে, বগল বাজা'য়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল র'বে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পালাইবে ধেয়ে ॥ ৯৭২ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। এই বাদানুবাদ করে সকলে
কেহ বলে ভূত প্রেত হ'বি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যা'বি,
কেহ বলে সালোক্য পা'বি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে
ও রে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়া'লে

এক ঘরেতে বাস করি'ছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যা'র স্থানে যা'বে চলে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তা'ই হ'বি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে ॥ ৯৭৩

রামপ্রসাদ সেন।

মুলতানী—একতালা।

নিতান্ত যা'বে দিন এ দিন যা'বে, কেবল ঘোষণা র'বে গো।
তারা-নামে অসংখ্য কলঙ্ক হ'বে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসে'ছি ঘাটে;
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে ল'বে গো।
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়;
ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পা'বে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥ ৯৭৪

ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! তোমার আর কি মনে আছে?
ও মা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে?
শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি;
মা গো ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই;
মা গো ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড় ;
মা গো ও মা, আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণা হয়েছে ॥ ৯৭৫

রামপ্রসাদ সেন।

[রণ বিষয়ক।]

কালেংড়া—ঠুংরি।

হের কা'র রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে, হর-হৃদি-হৃদ-পদ্মে দিগবাসে।
কে রে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।
কে রে, নিন্দিত-রামকদলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গমদলে, নাভিপদ্ম-মূলে,
ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরোহায় ;
কিবা ওষ্ঠ-শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর-মনলোভা,
যেন আসব-আবেশ, শিশু সুধা ভাসে !
কে রে কুন্তলজাল-আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরুধনুর্ব্বান সন্ধান করা ;

অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শিতি-মূলে দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হাসে।
কত তুম্বরা তুম্বরী নাচি'ছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি ;
রামপ্রসাদ ভনে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁ'র পদতলে, শব ছলে আশুতোষে ॥ ৯১৬

রামপ্রসাদ সেন।

শিব-সঙ্গীত।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করি'ছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরি'ছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় তুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ-যজ্ঞোপবিত ভাল, গরজে গরবে মানিয়া ॥
শশধরকলা ভালে শোভে, নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
স্থিরগতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ-অরুণ অধরদেশ,
শব-আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগীয়া।

বৃষভ চলি'ছে খিমিকি খিমিকি,
বাজা'য়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল ত্রিমৃকি, ত্রিমৃকি, হরিগুণে হর নাচিয়া॥
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠি'ছে কল কল কল, জটা-জুট-মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহি'ছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করি'ছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম-ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া॥ ৯৭৭
রামপ্রসাদ সেন।

শিব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল! জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি, বমবম্ বাজাইয়ে গাল॥
ভক্তে ভয় দেখা'বারে, চতুষ্পদ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল॥
শমন-সমান দর্প, প্রথমে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল। ভয় পায় ভূতে মারে,
আসনে তিষ্ঠিতে নারে, সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যে জন সাধক বটে, তা'র কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হ'য়ে বলে ভাল ভাল। মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর,
করাল বদনী জোর, তুই জয়ী ইহ-পরকাল।

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥ ৯৭৮

রামপ্রসাদ সেন।

দাশরথী রায়ের মালসী ও মৃত্যুকালের সঙ্গীত।

নূম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তো'রা সব ফিরে যা ভাই তিন্নু রে।
আমি যা'ব না যেতে পারব না.
ভবে আস্‌তে হ'য়েছে একা, যেতে হ'বে একা রে।
আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী,
সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে,
হ'য়ে বিচক্ষণ, কর রে রক্ষণ,
ঘরে বিধবা রমণী রইল তা'রে অন্ন দিও রে,
ও রে তো'রা ভাবিস রে একা, আমি কিন্তু নইরে একা,
বসে আছি আমি মায়ের কোলে রে।
বলে ভগবান, যদি বের হয় রে প্রাণ,
অন্তিম কালে দাশরথির ভাগিরথীর তীরে রে॥ ৯৭৯

দাশরথী রায়।

বদনে বল কালী, আজ ম'লে দু'দিন হ'বে রে কালী।
কালী কালী যদি বল্‌তেম রে সকালে,
তবে কি রে আমায় ছুঁতে পারে কালে,

আমায় নিয়ে যায় যমদূত কালে,
সঘনে বদনে বল রে কালী।
দাশরথির মনে আছে রে এই কালী,
কালী কালী বলে ঘুচাও মনের কালী,
অঙ্গে লিখ কালী, মুখে বল কালী,
কালের মুখে এখন পড়বে রে কালী ॥ ৯৮০

দাশরথি রায়।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়।
মা আমার অনুপায়।
ভজন পূজন বিসর্জ্জন দিয়ে জননী গো,
বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায় ॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লেম,
এবার ভক্তিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হ'ব র'ব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,
ও হে ধরায় পতিত হ'য়ে, র'য়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনী ভুলে মা তোমায় ॥
হ'লো না সাধন, আর হয় না,
হে দুর্গে মা আমার দুঃখ ত আর সয় না,
অপার দাশরথী শঙ্করী, হয় না মানস বশ কি করি,
মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর মুক্তকেশী এ ভব-বন্ধন-দায় ॥ ৯৮১ ঐ

বাগেশ্রী—একতালা।

এ কি বিচার শঙ্করী, কৃপা-তরী পেলে ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ,
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
ও মা অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে,
মায়ারূপ কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নয়নযুগলে,—
হিংসারূপ হ'ল সেই উদরে কৃমি,
মিছে কাযে ভ্রমি, সেই হ'ল ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি তন্নামে অরুচি, দিবস সর্ব্বরী॥ ৯৮২

দাশরথী রায়।

মূলতান—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা। স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা॥
আমার কি হ'বে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ ক'রেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে;
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি চরণ-তরী দিলে ক্ষমঙ্করী করি ক্ষমা। ৯৮৩ ঐ

একতালা।

জীব-মীন রে, জীবন গেল।
পেয়ে কাল, কাল হ'য়ে কাল ধীবর এল॥
বিষয়-বারি ক্ষেত্রে, টানে রে কর্ম্মসূত্রে, পাতিয়ে জঞ্জাল-জাল
কেন আশ্রয় কলি এ সংসার-বারি,
কাল যা'তে জাল ফেল্‌তে অধিকারী,
এ পাপ-বারি পরিহরি কালীর চরণ-গম্ভীর-জলে চল॥ ৯৮৪

দাশরথী রায়।

মুলতান—একতালা।

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, করি জ্ঞান-তূণ,
রসনা ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ,
কালীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তা'তে সংযোগ করে॥
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথি,
সব শত্রু নাশের হবে সুসঙ্গতি,
জীব রে রণ-ভূমি যদি পায় দাশরথী,
ভাগীরথীর তীরে॥ ৯৮৫ ঐ

কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকারা কি নিরাকারা?
বাক্যেতে কহিতে নারি, বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,
ন ষণ্ড ন পুমান নারী, ব্যোম-আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে, কোনমতে নাম ল'য়ে
হই যেন সারা॥ ৯৮৬

নীলমণি ঘোষ।

বংলা—কাওয়ালী।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।

না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,

হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কু-ভ্রমণে,

জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে;

নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,

মন গেছে কু-ভাব ভাবনায়॥ ৯৮৭

রাজমোহন আম্বলী।

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না;

আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায়;

কে বা আসে কে বা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,

হয় না পুনরায় যে রূপ যায়।

পেয়েছিস্ দুর্ল্লভ জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম;

উত্তম হ'তে হয়েছিস্ উত্তম।

কাজে যদি হইস্ উত্তম, হ'বি রে উত্তমোত্তম,

নইলে যা'বি অধমাধম তায়॥

ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দকার্য্যে মতি রতি,

প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি; কে শিখা'ল এমন রীতি,

নাহি রে তোর অব্যাহতি,

রাজমোহনের ঘট্‌লো বিষম দায়॥ ৯৮৮ ঐ

বংলা—কাওয়ালী।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি।

ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে র'লি॥

যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেই কালে,
একেকালে কালের হাতে ঠেকালি ;
কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
আপনা দোষে আপনা কপাল খা'লি ॥
যখন দেহ অবশ হ'বে, বুকে পিঠে খিল দিবে,
শব্দ বন্ধ হ'য়ে চক্ষু ঘুরা'বি, হাহাকার কত কর্‌বি,
যম-যাতনায় জ্বলে মর্‌বি, তখন বুঝ্‌বি কেমন গৃহস্থালী ॥
বলে রাজমোহন তো'র যত ধন পরিবার,
কেহ নয় কা'র সময়ের সকলি ; না বুঝিলি মায়ায় ভুলি,
কেন আ'লি কেন গেলি, না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী ॥ ৯৮৯

রাজমোহন আম্বলী।

বাংলা—কাওয়ালী।

দিন যায় মন তাই ভাবনা, ভাব কিসে হবে সম্ভাবনা।
এক টাকায় লাকটাকা পেলে, তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না ;
হওয়ার মধ্যে হয় না সাধন ভজন বাড়ে কেবল বাবুয়ানা ॥
একতালা দালান না হইতে তে-মহল্লার বিবেচনা ;
বুঝি সসাগরার রাজা হ'লে, তবু মনের সাধ মিটে না ॥
বেদ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই, ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা,
আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকি করে,
আপনে ঠেকায় ফাঁদ দেখি না ॥
দানে ধ্যানে ভক্তি জ্ঞানে জেনে শুনে মতি যায় না।
যায় পরের ক্ষতি পরের নিন্দায়, পরের নারীর কুল রাখে না।
রাজমোহন কয় সংসারীতে সত্য কথার লেশ থাকে না ;

সেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
আপনা প্রবোধ ছাই হ'ল না ॥ ৯৯০

—— রাজমোহন আম্বলী।

প্রসাদী সুর—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না।
গেল দুখে দুখে জনম গো মা ॥
দুখের বোঝা ব'যে মরি দেখেও তা'ই ধরিস না মা ;
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,
আমার নামে তেমন তুই মা ;
অন্যে দুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ মা ;
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে,
মাথার ঘামে পা ভিজে মা।
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল ক'রে দেশ বিদেশে ঘুরা'স গো মা ;
হেগে না শৌচে যে, মন্দ কয় সে,
উত্তর দিতে পেরেও দেই না।
রোগের শোকের দুখের কথা শুন্‌লে হাস্‌বে শত্রুগণ মা,
ভয়ে হাসি চপি মিথ্যা বলি,
দুখ দিয়ে দুখ ঢাকি গো মা ॥
ধুলার শয্যায় মশাতে খায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন দুখের কথা মনে উঠে চক্ষের জলে বুক ভাসে মা ॥
আমার ভাত হয় ত ব্যঞ্জন হয় না, ব্যঞ্জন নিল্লে ভাত ঘটে না,
আবার কাপড় হয় ত বেড় আসে না,
এক খান হয় ত আর খান হয় না ॥

রাজমোহন কয় কেবল আমি নৈ,
কারেও সর্ব্ব পুর দেখলেম না,
মা তোর সাধে কি কালী কাটনী,
কালকুটনী নাম রেখে'ছি মা ॥ ৯৯১
রাজমোহন আম্বলী।

প্রসাদী সুর—খয়রা।

বলে রাখি সকলকে,
যখন প্রাণ যায়,যে থাকেন নিকট কালী-নাম সুধা'বেন ডেকে।
অঙ্গ বিভূতিতে মেখে কালী-নামাবলী লিখে,
দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা তল, ঠেকে থাকৃবে পাষাণ-বুকে
শ্মশানান্তে যে পর্য্যন্ত একত্র হ'য়ে সব লোকে,
দিবেন কালী-বল কালী-বল কালী-ধ্বনী ঝাঁকে ঝাঁকে।
যদি কেহ নাহি থাকেন, কালী থাকৃবেন বলি তাঁকে,
বলবেন কালী কালী দোহাই কালী,
কালীর সাক্ষী হ'ন কালীকে।
সঙ্গে আছে কপাল-কলসী, ভেঙ্গে গেছে মেটে দেখে,
ছিল কানা অট্টকড়া সম্বল হারায়েছে বিষয়-পাকে।
রাজমোহন দ্বিজে কয় মনের ক্রমে এল অঙ্গ ঝেঁকে,
এবার ডেকে লও মন কালী মাকে,
আসৃবি না আর ভবে ঠেকে।
ভবে আসৃবি না আর থুলেম টুকে ॥ ৯৯২ ঐ

পূরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, কর না তা'র উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ,
কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ, কবে নিয়ে যায়।
পরিবারের প্রতি সদা টানে মন,
কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কায় হায় হায়। ৯৯৩

রাজমোহন আম্বলী।

রামপ্রসাদী ছটা।

চল মন সু-দরবারে, যথা কোট্‌নামি কারও খাটে না রে।
দেওয়ান যথা ভস্মমাখা, কপট-ভক্তি জানে না রে।
সেথা লেঙ্গটা গেলে আদর আছে,
ধন কড়ি তায় লাগে না রে।
দুলাল বলে কেন ফির, টাকা দিয়ে মিলে না রে,
তথায় হাজির বাসী জানাইলে দয়াময়ী দয়া করে। ৯৯৪

রামদুলাল মুন্সী।

জেনে'ছি জেনে'ছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফিরিঙ্গী যা'রা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়েদ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকা জী।

গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম, দ্বিধা ভেবে মন আমার হ'য়েছে পাজি॥ ৯৯৫

রামদুলাল মুন্সী।

মূলতান—আড়া।

ধনাশা জীবন-আশা গেল না সকলই গেল,
কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হ'ল।
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
তা দিলে না দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তা'তে হ'ল বাড়া,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল।
সমান বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব;
আপন পঞ্চত্ব হ'বে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি রহিল।
চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি;
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ,
দরশনে জরা বলে কি দায় হ'ল।
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনী পঞ্চাননে,
ক্ষীরদসায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল;
শ্রীরামদুলাল ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল॥ ৯৯৬ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

নীলবরণী নবীনা রমণী,
নাগিনী-জড়িত জটা-বিভূষিণী।
নীল-নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশিনাথ নিভাননী।
নিরমল নিশাকর-কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী।
নৃকর চারু কর সুশোভিনী,
লোল রসনা করাল বদনী।
নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল-ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল।
অপর দ্বিকরে নৃমুণ্ড খর্পর,
লম্বোদরী বম্বোদর-প্রসবিনী।
নিপতিত পতি শবরূপ পায়,
নিগমে যাহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যসিদ্ধ তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী॥ ৯৯৭

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।
অনন্ত যাঁহারি অন্ত না পায় ধ্যানে॥
বাক্মন-অগোচর, নিরুপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।

মা কি তব বিচিত্র মায়া, বাম দণ্ডে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।
সুবাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ী হবে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে॥ ৯৯৮
রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপাধিপতি)।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী।
চরণে অরুণ, রবিশশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি॥
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।
চরণে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী॥
রজত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী।
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী॥ ৯৯৯
কালী মিরজা।

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হ'তে থাকে বাসনা।
দক্ষিণে কালিকে-কৃষ্ণে ভেদ করো না॥
অসিধারী, বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী, লোল-রসনা।

বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ-শশী-ভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল কভু শবশিশু বলি,
দেখ এই কৃষ্ণকালী করি মননা॥ ১০০০

কালী মিরজা।

ভৈরবী—হরি।

কেও কামিনী, শ্মশানবাসিনী,
শোভিত অলক্তরেখা চরণ দু'খানি,
দ্বিভুজা কৃটী করে, অভয়া সভয়া বরে,
আশুতোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী।
মাভৈ মাভৈ রবে, হুহুঙ্কার করে শিবে,
নাচিছে ভবানী ভবে, শিব-সিমন্তিনী।
দ্বিজ কালীদাস কয়, মন মা ঐ পায়,
না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি॥ ১০০১

কালীদাস গাঙ্গুলী।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাবিলিনে ভাই, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ভাল ব্যাপার কল্লি এবার, ভবের হাটে উঠি॥
ভবে জন্ম আর কি হ'তো, জলে জল মিশায়ে যেত,
মনে ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তায় ছুটী।
মায়ের চরণ ভাবিলে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর বুঝে না বসিতে পেরে, কাঁচালি পাকা ঘুঁটি॥ ১০০২

দাশরথী রায়।

যোগীয়া বেহাগ—মধ্যমান।

চল ভবের হাটে,
মন করিব বাণিজ্য কার্য্য শ্যামা মায়ের নিকটে।
মন বোঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকসান হ'বে,
এখন এই সার কর যা থ'কে ললাটে।
মন হিসাব কিতাব অ দি তার, সকলি তারার ভার,
তুমি কি মন বুঝিবে ভাব, সম্ভাবনা নাইক ঘটে।
মন ফলিতার্থ যা হ'বে, তুমি কি তা দেখিতে পা'বে,
তবে দেখ ও রে মন তুমি কেবল চিনির মুটে॥ ১০০৩

অজ্ঞাত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

ও হে মহারাজ! আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী, হুঙ্কারে নাচিছে রণে॥
লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘ-বরণা—
বামা বাম দ্বিকরে, নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে, নাচি'ছে পরম রঙ্গে,
ভাসি'ছে রণ-তরঙ্গে, ঘোর-বদনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনোয়ারী লাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে।

বনোয়ারি লাল

আলেয়া—কাওয়ালী।

কালী অকূল সাগরে কূল দেখিনে।
কি হ'বে কুলীনে, অকুল দেখিয়ে যদি অনুকূল হয়ে,
কুলকুণ্ডলিনী কূলাও কূলবিহীনে।
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, কুলের পাবক মা হয়েছে একান্ত,
কাল-বেশে করিয়ে কালান্ত,
কূলে এলাম হয়ে কুলশান্ত,
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথী প্রতি কূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা স্বগুণে॥ ১০০৫

দাশরথী রায়।

আলেয়া—একতালা।

হের মা অপাঙ্গে ভঙ্গে, সুখমোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
তার তরঙ্গিণী, দিয়ে পদ-তরণী ; তরল ভয়-তরঙ্গে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র স্মরণী, শশধরধর শিববিহারিণী,
শমন-ভবন-গমন-বারিণী, দমনকারিণী সুর মাতঙ্গে,
স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতিহীন দীন দাশরথী,
স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ সময়,
দিও গো স্থান মা এ পাপাঙ্গে॥ ১০০৬ ঐ

টোরি—কাওয়ালী।

কলুষ-বিনাসিনী কালী।
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালী॥
কখন বা করে অসি, কখন মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে কভু বনমালী॥

হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলে বলি,
রাম-অবতারে মা গো রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা, তুই তোমায় বলি,
সৃজন পালন লয় মা সকলি॥ ১০০৭

নবীনচন্দ্র দত্ত।

সিন্ধু—আড়া।

কালী এই করো কাল এলে।
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন দেখা দিও হৃদকমলে॥
গুরুদত্ত ধন যেন আমার মন,
শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাসে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বায় কালী কালী বলে॥ ১০০৮

অজ্ঞাত।

সিন্ধু—খয়রা।

আমার রসনার বাসনা আছে ডাকি মা তোরে গো।
আমার মন পাজি, না হয় রাজি, বাদী দেখ মোরে গো॥
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন ;
প্রজা নব ইন্দ্রিয়গণ, সদা ভয় করে গো॥ ১০০৯

ঐ

শাম্বা ভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে রে।
কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে ছাই,
পঞ্চ জনার জামিন দিয়ে, এসেছ বরনামা ল'য়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই।

ষড় রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কাননগুই হয়েছে,
সেই হস্তবুধে জব্দ করে, ফিরিয়াছে সদাই।
ক্রোধ হ'ল পট্টয়ারি, লোভ মোহ মোহকারি,
খাজাঞ্চি হয়েছে মদ-মাৎসর্য্য এই দুটি ভাই।
যখন তোমার তসিল হ'বে, সঙ্গী সবে পলাইবে,
তখন কা'র দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই।
ভেবেছ রাখিবে বাকি, বাকি রেখে দেখাবে ফাঁকি,
রয়েছে সসমাই, সে ত নিলাম করে নিবে রে,
নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপ-মহলে ইস্তফা দিয়ে,
ভুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই ॥ ১০১০

নরচন্দ্র।

শ্রীরাগ—চৌতাল।

এ মা ভবানী ভবরাণী শিবানী।
সর্ব্বমঙ্গলা চপলা-বরণী ॥
ঈশান-হৃদি-পদ্মে স্থিতি, পাষাণ-দুহিতা সতী,
ত্বংহি গতি মতি, ভগবতী ভবভয়-নিবারিণী।
শঙ্করী সাবিত্রী অম্বে, জগদ্ধাত্রী জগদম্বে,
ত্বংহি উমে ধূমে ভীমে শম্ভু-গৃহিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাজিতে,
হরচন্দ্রে অন্তিমেতে, বাঞ্ছিত চরণ-তরণী ॥ ১০১১

হরচন্দ্র।

ইমন—আড়া।

রাখ মা মায়ের ধর্ম্ম জন্ম-শোধ দেখা দিয়ে।
রয়েছে কৃতান্ত দূত শত পুরেতে ঘেরিয়ে ॥

মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
মাভৈ মাভৈ মাভৈ রবে, ভয় নিবারে আসিয়ে।
সন্তানের ও এই রীতি, ক্ষুধা নিদ্রা তথা ভীতি,
সময়ে মা বলে ডাকে, তা কি জান না জানিয়ে
জ্বলিছে ক্ষুধাগ্নি কাল, মহানিদ্রা গত কাল,
করাল-কিঙ্কর কাল, উগ্র বেশে দাঁড়াইয়ে॥ ১০১২

অজ্ঞাত।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

কে রণরঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী,
হ'য়ে উলঙ্গিনী নাচি'ছে সমরে।
পদতল-নব-প্রভাকর-কর, দশ সুধাকর,
শোভি'ছে নখরে॥
কিবা জীমূতাঙ্গি জ্যোতি তমহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ও পদে সঁপিছে অমরে।
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক-নিস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।

ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়;
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্য ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হ'য়েছেন সাকারে ॥ ১০১৩

—— দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

খাম্বাজ—একতালা।

মা কত কর বিড়ম্বনা।
অজ্ঞানান্ধে রাখি আর না দিও যন্ত্রণা ॥
অনিত্য সুখে ভুলা'য়ে দুঃখার্ণবেতে ডুবা'য়ে,
মা হ'য়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা।
ভাল বিতর করুণা ॥
যাগ যজ্ঞ পূজনাদি, বিবিধ বিধান বিধি,
দুর্গে তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা,
অকিঞ্চন প্রতি, কৃপান্বিতা হয়ে ভগবতী,
দুর্গতিনাশিনী যশ প্রকাশ কর মা ॥ ১০১৪ ঐ

সোহিনী—আড়া।

আর কত যন্ত্রণা, শ্যামা দিবি গো আমারে।
সহে না জঠর-ব্যাধি জননী গো বারে বারে ॥
নিজ দোষেতে দূষিত, হ'য়ে আছি জ্ঞান হত,
কৃতান্ত ভয়জনিত, এ দুস্তরে কে নিস্তারে।
তবাংঘ্রি-কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা, ভববন্ধ-কূপেতে পড়ে ॥ ১০১৫

—— দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

আড়ানা বাহার—আড়া।

গিরিশগৃহিণী গৌরী গিরি-নন্দিনী।
গণপতি জননী গীর্ব্বাণগণ-পালিনী॥
বিমলা বগলা উমে, বিশাল নয়নী ধূমে,
বিবিধ বরণী বিশ্বজন-বন্দিনী।
সতী প্রজাপতি-কন্যা, সর্ব্বস্ব-রূপিনী ধন্যা,
সদাশিব শিবমান্যা, সুখশালিনী॥
অর্পণা অপরাজিতা, অন্নদা অদ্ভুতা স্মিতা,
অনাথ অকিঞ্চন শোধাঘ বারিণী॥ ১০১৬

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বসন্ত বাহার—আড়া।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-গুহিতে॥
লোমকূপে ধরাধর ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে,
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহা বিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিনী তুমি অসিতে॥ ১০১৭ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভব-সাগরে ডুবে মা তনুর তরি।
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবু ডুবু খেয়ে মরি।

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হা'ল, ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পা'ল,
নৌকা হ'ল বানচাল, বল কি করি ;—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি ॥ ১০১৮

দেওয়ান মহাশয়।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হ'বে, তারিণী মোরে তারিবে,
অনন্য শরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে।
রসনায় বসিবে তারা নামরূপ মধুরাক্ষরা।
তারা-নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥ ১০১৯ ঐ

পরজ বসন্ত—একতালা।

মন মানসে জপ না, কামারি-অঙ্গনা।
জপ রে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে,
প্রাণান্তে কৃতান্তে, ছোঁবে না ॥
সে পদ-রাতুল হয় স্থূলমূল,
জগতে না হেরি তার সমতুল,
তা'রে কভু ভুল হয়ো না ;—
কালীপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হ'ন অনুকূল
অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল,
কভু প্রতিকূল থাকে না।
দেখিতেছ মন যেমন সংসার, কালী-নাম সার,

সকলি অসার, হুঁসার অনুসার, সাধন,
নির্ম্মল হইবে মনেরি মালিন্য,
মনের মানস হইবে পূর্ণ,
হরমনোমোহিনী হইলে প্রসন্ন,
নরের দৈন্যদশা র'বে না ॥ ১০২০

নবকিশোর মদক।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি জন্যে ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন।
ত্যজে দুষ্টাহার সংসার এখন,
তারা-নাম মহৌষধি কর রে সেবন।
কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-মধু তা'র অনুপান।
যা'বে সব বেদনা মনের মন বেদ,
তারা-নাম পাবকেতে কর রে তনু-স্বেদ,
নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
তারাতে মিনিলে তারা তিনি দিবেন জ্ঞানাঞ্জন।
নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন,
তবে হইবে প্রেমক্ষুধার উদ্দীপন;
যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে,
আরোগ্য-নির্ব্বাণ-পুরে দাশরথীর গমন ॥

দাসরথী রায়।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

ও গো ত্রিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,
আমা হতে জানা যাবে গো এবার।

আত্ম পুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না ;
আমি হীনভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার ॥
(মা গো) তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্মসংঘটন,
তোমাতে উৎপত্তি সংসার-পালন,
কুমতি সুমতি তুমি সবার গতি,
যার প্রতি হয় যেমন দয়া ;
মায়া-চক্রে আমায় ফেলি, যেমন চালাও তেমনি চলি,
যেমন বলাও তেমনি বলি,
দুর্গা বলতে মুখে দাও না অবসর ॥
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,
ভবধামে এসে হলেম উপসর্গ,
তব রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ,
বাসনা ছিল মা মনে ;
(মা গো) ইহকাল গেল অসুখে।
বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্ম বিপাকে কলুষ পাতকী হল না উদ্ধার ॥ ১০২২

নীলকমল।

মুলতান—একতালা।

মা আমার অন্তরে, যাগো গো কুলকুণ্ডলিনী।
তোমায় অন্তরেতে রাখি, (মা গো) নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী ॥

ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-সচন্দন,
তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মন সাধে কালীরূপ করি দরশন।
কামাদি ছয় বলি, দিল গো করালী,
বিবেক-অসি করে ধারণ করি;
তাহে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, (মা গো) হিংসাহুতি দিব,
তবে ঘটে প্রবেশিবে শিবানী॥ ১০২৩

অজ্ঞাত।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী।
ঘুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী॥
কঠিন শঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্লি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি।
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী-নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি,
কা'রে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে শ্মশানবাসী।
সৎ কর্ম্মেতে সুখভাগী, পাপ কর্ম্মে চিররোগী,
ভাগ্যং ফলতি কার্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী।
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী॥ ১০২৪

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বারোয়া—খং।

দুঃখের বাকী আছে কি।
বাকী টেনে উস্থল দিয়ে দেখ না মা কত বাকী॥
অন্ন বস্ত্র হ'লাম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি।
অন্ন-চিন্তা সদা করি, চিন্তা-জ্বরে জ্বরে মরি,
ইচ্ছা নাই তোর মুখ হেরি, কালঘাতী তাই ডাকি।
কপালের লিখন যাহা, খণ্ডন না যায় তাহা,
অনুযোগ করা বৃথা, নবীন পদাকাঙ্ক্ষী॥ ১০২৫

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভৈরবী—মধ্যমান।

জন সমাজে ভবে, আমি পার হ'ব মা কেমনে।
ও গো তারা ব্রহ্মময়ী হাসা'লি বুঝি শত্রুগণে॥
আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,
গেল না মা মনের মলিন, দিন গত হয় অদিনে॥
ছিল আমার অন্নাশ্রয়, তাও ত কল্লি নিরাশ্রয়,
দিলি না মা পদাশ্রয়, আশ্রিত পীড়া কি কারণে,
চিন্তার্ণবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,
শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে॥ ১০২৬

ঐ

মালকোষ—কাওয়ালী।

ভয় কি শমন তোরে।
এলোকেশী শ্মশানবাসী, যার হৃদে বিরাজ করে॥

কালী-কালী বলব সদা, পারবি না তায় দিতে বাধা,
কালী-নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখ্‌বো দূরে।
যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি চিঠি দেখা'ব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যা'বে ফিরে॥
দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, মা হ'য়ে যা হৈও না শত্রু,
মায়ের কোলে থাকবো বসে;
লয়ে যেতে কেবা পারে॥ ১০২৭

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাগেশ্রী—তিওট।

কাল হারা'লাম কালের বশে।
আমার মন মজিল শ্রীবঙ্গ রসে॥
অন্তিম কাল হ'বে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
ছেঁড়া চেটা ধরে মুড়ে, বাঁধবে আমায় আশে পাশে।
স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
কালী-নামে ভেলা বান্ধো, নিরুদ্বেগে থাকবে বসে॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশা'বে ভূতলে,
মাটির দেহ মাটি হ'বে, যা'বে ছেড়ে অনায়াসে॥ ১০২৮

ঐ

ভৈরবী—যৎ।

এবার জানবো তারা কেমন তুমি পতিতপাবনী।
আটাশে পুত পেয়েছ বুঝি তাই কি বিভীষিকাতে পলা'ব আমি
ধরবো জটে আনবো তটে, পলা'তে, পারবে না ছুটে,
ভক্তি-ডোরে বেঁধে এঁটে, শিরে ল'ব পদ দু'খানি।

বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি-সংগ্রামে করবো রণ,
যোগধনুকে ছাড়বো বাণ, আকর্ষণে আসবে জননী।
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জোরে সর্ব্বত্র অভয়, অভয়-পদ মাগি আমি ॥
বাপের সুকন্যা হ'য়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এস বস মম হৃদয়ে, হেরবে নয়ন দু'খানি ॥ ১০২৯

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হাম্বির—মধ্যমান ঠেকা।

শক্তিনাম মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়।
শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অন্তেতে শক্তিতে লয় ॥
শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয়।
শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রমজাল,
উপাসনা সর্ব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয় ॥
নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্তয় ॥ ১০৩০

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

নীলবরণী কে কামিনী। কন্দর্প-দর্পহারিণী।
নবঘনে সুশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী ॥

কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে,
নাম-সুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবা যামিনী।
কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যা'য় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি।
অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষট চক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্র দল দামিনী।
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তবনী॥ ১০৩১

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।

সুরট মল্লার—মধ্যমান ঠেকা।

সদা কালী কালী কালী বল মন।
কালী-নাম স্মরণে হয় কালের দমন॥
নাহি চাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,
কিবা সন্ধ্যা রাত্রিকাল, সর্ব্বকালে সে সাধন।
কিবা বাল্য যুবা-কাল, কিবা বৃদ্ধ অন্তকাল,
আজি কালি বলে কাল, করে আয়ুকে হরণ॥
বৃথা গেল ইহকাল, না ভাবিছ পরকাল,
বর্ত্তমান কালে ত্রিকাল, দেখ করিয়ে গমন॥
কালী-নামে মহাকাল, স্থিরতা চিরকাল,
কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্যামাচরণ॥ ১০৩২

সুরট মল্লার—মধ্যমান ঠেকা।

তারা আপন জোরে ল'ব শ্রীচরণ।
স্বামীরে দিয়েছ তুমি কেন বাবার ধন॥

মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন ॥
পিণ্ডদত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
অন্তর্ধানে শ্রাদ্ধ সারি, বিশেষ প্রাপ্তিকারণ ॥
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারি, আজন্মকাল ভিখারি,
কিছু অংশ না দেয় তারি বক্ষে রেখেছে কৃপণ ॥
পিতায় লাগে পুত্রের শাঁপ, বুকে খেলে কালসাপ,
ত্রিরাত্রিতে গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ ॥ ১০৩৩

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।

বেহাগ— আড়াঠেকা।

এমন দিন মোর কবে হ'বে কালী বলে প্রাণ যা'বে।
বন্ধুবর্গে আসি মোর কর্ণে তারা-নাম শুনা'বে ॥
অন্তে স্বজ্ঞান গৌরবে, ঘেরে যাবে বন্ধু সবে,
হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেম ভাবে ॥
গিয়ে জাহ্নবীর জলে, গঙ্গানারায়ণ বলে,
শুনাবে নাম কুতূহলে, সংকীর্ত্তনে গুণ গা'বে ॥
মনেতে হয়ে নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্মনাম,
প্রাপ্ত হ'ব মুক্তিধাম, মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্ণবে ॥
দেখে কাল পরাজয়, শ্রীশ্যামাচরণাশ্রয়,
সারতত্ত্ব সুধাময়, প্রাপ্ত সদ্‌গুরু-প্রভাবে ॥ ১০৩৪ ঐ

খাম্বাজ—খয়রা।

শ্যামাধন কি সবাই পায়। মন বুঝে না একি দায় ॥
ইন্দ্র আদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ করি ভাবি তায়।

সদানন্দ-সুখে থাকি যদি বামা ফিরে চায়॥
মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥ ১০৩৫

—— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

বাগেশ্রী কাণেড়া—আড়া।

আগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করাল বদনী,
শবে শিবে হবে ভবে ভবনিস্তারিণী,
তারা কে জানে তোমার কর্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
ইচ্ছাসুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিনী।
কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
চরম কালেতে দিও চরণ দু'খানি॥ ১০৩৬ ঐ

বেহাগ—জলদ তেতালা।

ও মা পরমেশ্বরী।
কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী।
অনাদ্যা শক্তিরূপিনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, তারিণী।
কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,
নিস্তার ভব-সাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ-তরী॥ ১০৩৭ ঐ

ললিত ঝিঁঝিট—খং।

আর কি তারা ভয় বিপদে,
আমি নাম নিয়ে তোর ঝাপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হ্রদে।
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুঃখ তোর ভাণ্ডারে কত, দে গো মা মনেরি সাধে।

কালী-নাম সার করি, সায়েরে ভাসাইলাম,
যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয় সম্পদ।
সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে,
বিষয়-সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে ॥ ১০৩৮

ঈশ্বরচন্দ্র দাস।

ললিত বিভাস—একতালা।

মন তার কি পুণ্য পাপ আছে,
ও যে কালী-পদে প্রাণ সঁপেছে।
সন্ধ্যা পূজা জপতপ, সে ত জলাঞ্জলি সব দিয়েছে।
হৃদি সররুহদলে, কালীরূপ ধ্যান কর্চ্চেছে।
মিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে,
নিন্দা প্রশংসাতে সমান সুখ দুঃখ সে এক করেছে।
অহর্নিশি জ্ঞানহীন ও সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে।
কালীনামামৃত রস সদা পান করিতেছে ॥ ১০৩৯ ঐ

দেবগিরি ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

আয় দেখি রে শমন একবার দুজনে পরীক্ষা করে।
শক্তি থাকৃতে লেগে দেখি বুদ্ধি বলে কেবা বাড়ে।
যখন শক্তি হয় গত, তখন এসে হও আগত,
তাইতে তোমার প্রতাপ এত,
সে প্রভাব আর থাকৃবে না রে।
অন্যায় করে গেলে পরে, তারাপদে নালীশ করে,
ওয়ারেণ্ট আন্‌ব ধ'রে বেন্ধে রাখব কারাগারে ॥ ১০৪০

ঐ

রামকেলী—আড়া তেতালা।

তীর্থে কি হইবে ফল ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে।
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে॥
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মারূপ ভাব মনে।
ষোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে॥ ১০৪১

ঈশ্বরচন্দ্র দাস।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হ'বে কি হ'বে ভবরাণী ভবে,
আনিয়ে এই ভবে, ভাসালি আমায়।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিষ ভোজন করি প্রাণ যায়॥
কাতরেতে ডাকি ও মা ভবদারা,
কখন আছি কখন যেতে হয় মা তারা,
এ দেহ সন্দেহ ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের দেহ জলবিম্ব প্রায়॥ ১০৪২

রসিকচন্দ্র রায়।

গৌরী—কাওয়ালী।

হর দুঃখ হর-মনোমোহিনী।
কলুষবারিণী, তব সুত রবিসুত-ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কি হ'বে উপায় নিরুপায় মা,
পদ বিতর কাতর জনে আপনি॥

হ'লে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা,
যদিও অভয় দিবে ভবানী ;
ডাকি বারে বার, মম প্রতি কেনে প্রতিকূল আর,
হও মা পাষাণসুতা পাষাণী ;
তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী ;
আসি আশু তোষ আশুতোষ-রমণী ॥
কি আছে মা মম বল, আর কা'রে বলি বল,
কেবল সম্বল তুমি শিবানী ;
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নির্গুণ জনে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি ;
এ ভববারি তরিবারে তরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥ ১০৪৩

ব্রজ রায়।

সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে (দুনয়নে)
পড়বে ধারা।
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যা'বে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যা'বে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরাম প্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা ॥ ১০৪৪

রামপ্রসাদ সেন।

মুলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে। *
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি পুণ্য মহারথে,
ভজন পূজন দুটী অশ্ব যুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, নিয়ে ভক্তি ব্রহ্মবাণ,
বসে আছি ধ'রে।
এ মা দেখ্‌বো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে নিব মুক্তিধন—
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
দ্বিজ রসিকচন্দ্রে বলে, মা তোমারই বলে,
জিনিব তোমায় সমরে॥ ১০৪৫

রসিকচন্দ্র রায়।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার॥
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব।
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব।

* এইটী দাশরথী রায়ের "জীব সাজ সমরে" গানের অনুকরণে রচি[illegible]।

হৃদে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে,
কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরাম প্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥ ১০৪৬

রামপ্রসাদ সেন।

খাম্বাজ—একতালা।

দীনতারিণী দুরিতহারিণী,
সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন নিধন-কারিণী,
সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালীতারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি জলস্থল অনিল অনল,
ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী,
সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসক-ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,

বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত,
করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল পঞ্চ,
কাল ভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়,
সেই তুমি নগতনয়া জননি।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয়,
সকলি মাতা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী॥ ১০৪৭

মহারাজা শিবচন্দ্র রায়।

আলেয়া—একতালা।

তারিণী দিলে না দিলে না দিন।
তারা তারা তারা জপি সারাদিন॥
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে,
পরিবারবর্গের, পরিশোধে ঋণ।
গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
হ'ল না মলিনা পর উপাসনা,

শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবা শবাসনা,
রটে না রসনায় ভ্রমে এক দিন ॥
দ্বিজদাস অভিলাষি এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়নতারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দ দারা,
নিরানন্দ কারায় সারা হ'ল দীন ॥ ১০৪৮
বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণারজোরূপিণী।
না সরে বিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননি ॥ ১০৪৯
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি খেলাও না পাশা।
এয়ি ত্বরা ত্বরি ফেলবি পাশা,
যেন ঘুচে যায় যমের আশা ॥
দুর্গা নামে বেঁধে পাটী, চারি পাটীর ঘরে বসিয়ে ঘুটী,
সতেরো আঠার দান মেরে ভেঙ্গে দাও যমের বাসা।

ছকুড়ি পঞ্জড়ি ফেল্লে পরে, বাজি তলাড়ু হয়ে যাবে,
আছে আমার ঘরে ছ'জন রিপু, কর্ব্বে তারা হাসি হাসা।
অদানেন দিনং নষ্ট, দানেতে দুর্গতি ভ্রষ্ট,
তারা দান মেরে নবীন, তুলে দেরে ঘরে পাশা॥ ১০৫০

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিভাস—মধ্যমান আড়া।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবার্ণবে ডুবে মরি।
দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী॥ ১০৫১

তিনকড়ি বিশ্বাস।

আলেয়া—কাওয়ালী ও আড়া।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা, ত্রাণকারিণী,
ত্রিভুবন অঘ নিবারিণী ভবজননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসীতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী।
বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী,
ব্যাস ভাব ধন্ রাস প্রকাশিনী.
কমলাকান্ত হৃদি-কমল তিমির হর বরদা রমণী॥ ১০৫২

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

পরজ—কাওয়ালী।

তায় শিবের নয়ন ভুলেছে।
নিরুপমারূপ চিকণ কাল হেরিয়ে।
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে (গো),
হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়া রয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিনী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ও রূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি,
কমল প্রকাশ করেছে॥ ১০৫৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

খট ভৈরবী—খেম্‌টা।

নব সজল জলদ কায়,
কালো হেরিলে আঁখি জুড়ায়।
কপালে সিন্দূর কটিতে সুন্দর রতন নূপুর পায়,
মৃদু মৃদুহাসি দনুজ নাশিছে রুধির লেপিয়ে গায়।
চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের মন ও চরণে ভ্রমর হইতে চায়॥ ১০৫৪

মল্লার—একতালা।

সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী।
এলুয়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্ট হাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।
কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতনু ঘোরে কুমুদবন্ধু,
অমিয়া সিন্ধু, হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী।
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত করে অনুভব, কে বটে গো গজগামিনী॥ ১০৫৫

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

পরজ—জলদ তেতালা।

বামা বয়সে নবীন,
না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ।
সুচারু অঙ্গের শোভা কটিতট ক্ষীণ।
সুরাসুরগণ মাঝে বসন বিহীন॥
বুঝি এল দয়াময়ী হইয়া কঠিন।
চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন।
তনু দিয়ে তরে কত শত ক্রিয়াহীন।
কমলাকান্তের হরে মনে মলিন॥ ১০৫৬ ঐ

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কালো।
যদি কাল বটে তবে কেন ভুবন করে আলো॥

মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে,
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল।
মা মোর কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ রে।
ও রে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়া,
মহেশ পাগল হলো॥ ১০৫৭

— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইমন—একতালা।

কে রে রণ-মাঝে, এ কার বামা রণ-সাজে।
আলুলিত কেশী বিবসনা বামা,
নরশিরমালা গলে অনুপমা,
শিব শিব করে নাচে শবোপরে,
শ্রুতিমূলে শবশিশু শোভিছে॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি,
সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার,
জলদ বরণী সাজে॥ ১০৫৮ ঐ

পরজ—জলদ তেতালা।

কেরে বামা হর হৃদি পরে মগনা।
নাচিছে আনন্দভরে বাজিছে বাজনা।

ভুবন আলো নীলচাঁদে, মুক্তকেশ নাহি বাঁধে,
আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা।
কে কোথা দেখেছ ভাই, নবরস এক ঠাঁই,
চঞ্চলা কি ধীরা কিছু বুঝা গেল না;
কাল কি নির্ম্মল তনু, শশী কি উজ্জ্বল ভানু,
ও রূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা,
বিধুমুখে মৃদুহাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রহে মম তনু যাতনা।
ও রূপ নয়নে রাখি হৃদয় মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনে বাসনা॥ ১০৫৯

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইমন—আড়া।

রে নিরুপমা রূপ অনুপমশ্যামা তনু হেরি হেরি নয়ন জুড়া
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়।
অঞ্জন অধর আভসে মুকুতাফলং,
নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, কটাক্ষ করে কামিনী,
শিবের মন সহজে ভুলায়।
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ-নখ কিরণ, রক্ত উৎপল দুটী পদতল তায়,
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
শ্রীচরণ মানবে কি পায়॥ ১০৬০ ঐ

বেহাগ—আড়া।

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি,
আদি ভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা, মুণ্ডমালা কোথায় পালি,
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুট খালি ॥ ১০৬১

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

মূলতান—আড়া।

বামা কে রে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি পরে।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে টলে পড়ে আসব ভরে।
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হতদিতি সুতচয়,
স্পর্শ মাত্র শিব হয় সমর মাঝারে।
কমলাকান্তের ভাবি, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে ॥ ১০৬২ ঐ

ঝংলা—একতালা।

তাই কালো রূপ ভাল বাসি;
কালী জগমন্মোহিনী এলোকেশী।
[illegible]কে সবাই বলে ক[illegible]ল কাল, আমি [illegible] [illegible]লঙ্ক শশী।

বিষম বিষয়ানলে দহে তনু দিবানিশি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে জাগে আনন্দ সাগরে ভাসি।
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি,
মায়ের বদনশশী মধুর হাসি সুধাক্ষরে রাশি রাশি।
কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি।
শ্যাম' মায়ের পদযুগে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥ ১০৬৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী দেখে হলেম সাহস ভাঙ্গা ॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
দেখ নইলে জপ করে যে তোমায়,
পাওয়া সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে র'ল টাঙ্গা ॥ ১০৬৪ ঐ

জংলা—একতালা।

মন ভ্রমে ভুলেছ কেনে।
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে,
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব ধ্যান কর সেই চরণে।

যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে,
তোমার দৈত্য ভাবে দিবস গেল,
চিদানন্দ রয় কেমনে।
তন্ন তন্ন করি মনে, কি পেলে ছুয় দরশনে,
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান মহাবিদ্যার আরাধনে।
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কিবা জানে,
তার আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥ ১০৬৫

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ঝংলা—একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি।
কত ভ্রমিয়া দেশ, করেছি শেষ, যা করেন দক্ষিণা কালী।
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম, সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী;
মায়ের চরণ-কমল অতি নিরমল,
মন গিয়ে তায় হও না অলি।
কালীনাম সুধাপান কর রে মন, নাচ গাও দিয়ে করতালি,
নীলশশধর করেছে আলো, মহানিশি প্রায় হযেছে কলি।
ত্যজিয়া বসন বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালী নামের ডালি।
কমল বলে দেখ্ দেখি মন কত সুখে সুখী হলি॥ ১০৬৬ ঐ

কালেংড়া—ঠুংরি।

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সেকি অন্তের স্থানে রাখে॥ ১০৬৭

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বাগেশ্রী—আড়া।

কেহ কি আপনার আছে রে,
শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে।
ত্যজিয়ে তনুর আশা, প্রাণ দিয়ে তোষিব তাঁরে।
আমিত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়াপাশে,
এমন সুহৃদ কেবা মনোদুঃখ কব কারে।
মন রে ইন্দ্রিয়রাজ, ঐ নহে অন্তের কাজ,
কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে॥ ১০৬৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালি সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা।
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ বাসে মণিকোঠা।

আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লো না তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর কি
পুঁছ্‌তে পারি সাধের ফোঁটা।
জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥ ১০৬৯

—— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী কালী বলে ডাক, মন অন্য ভার তোমায় দিব না।
তুমি এই কর মন কথা রাখ, ঘরের বাহির হয়ো নাকো।
ঘরে আছে ছ'জন কুজন, তাদের সঙ্গী হইও না মন।
কেবল রসনা সঙ্গী বটে, যত্নে তায় স্ববশে রাখো।
ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত,
দুখ জানে এ দেহ জানে, তুমিত আনন্দে থাক।
কমলাকান্তের হৃদ্‌কমলে (অমূল্য নিধি
আমি আপন বলি) তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলি দেখ॥ ১০৭০ ঐ

সিন্ধু—তেতালা।

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে।
ছেলের হাতের লাড়ু নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥
সাতগেঁয়ে আর মামুদে বাজে কেবা কারে ফাঁকি দিবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে লবে॥

আইন স্বরত গঙ্গাজলি, ভেবে সাবধান হবে,
তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে খাও, এ কথা কি জান্‌তে রবে।
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
কালীনাম লও সত্বর হয়ে, নামের গুণে তরে যাবে॥ ১০৭১

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন! চল শ্যামা মার নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলই ঘটে।
অন্ন পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা, এনেছ ভবের হাটে,
যা কর উপায়, পাচে সে মেলি খায়, কলঙ্ক তোমার রটে।
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কর রে পাটে।
আছে এক জনা, লইতে খাজানা, জমি যে বিকাবে লাটে।
কমলাকান্ত কি ভাবনাভাব দাঁড়ায়ে নদীর তটে,
দেখ দুকূল পাথার, না জান সাঁতার,
তরণি নাই যে ঘাটে॥ ১০৭২ ঐ

সিন্ধু কাফি—ঢিমা তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন! কারু ঘরে,
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।

কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে! বাজি করে চিন্‌লে না সে,
তোমার ঘটে বিরাজ করে॥ ১০৭৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেবে দাঁড়ে ফেলে।
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা ক'য়ে,
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে॥ ১০৭৪ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে;
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলচাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে;
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোশ্‌নাইয়ে
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দেও না জ্বলুক নিশি দিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে;
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়-রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে,
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥ ১০৭৫

রামপ্রসাদ সেন।

মুলতান—একতালা।

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার বাসনা প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটী করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশী জানিস্‌ কতই ছল।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।

আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল ॥ ১০৭৬

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়িণী।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননী ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজন বিহীন গতি,
গতি ত্বংহি গতি ত্বংহি, অগতির গতিদায়িনী।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, অভয় পদ দে মা তারা,
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননি।
নবীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্থ চন্দ্র যেমন,
পাপগ্রস্থে দেহ মলিন,
(ওগো) মুক্তি-পদ প্রদায়িনী ॥ ১০৭৭

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস।
চতুর্দ্দোলে শম্ভু সহ পুরাও মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।

তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস ॥ ১০৭৮

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিভাস—একতালা।

পার কর মা আমায় শ্যামা।
অপারে পড়েছি দুর্গে, চরণ দিয়ে কর ক্ষমা।
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে,
আবার আনলি মানব দেহে,——
পাপে দেহ পূর্ণ হ'ল, আমার গতি বল গো উমা।
দ্বিজ নবীনের মন, মিছে ভাব অকারণ,
ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পদাঙ্কেতে রাখবেন বামা ॥ ১০৭

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ইচ্ছা আছে মা মনে।
দুর্গা নামে দীক্ষা হব, যা থাকে সাধনে
কালী নামে দিয়ে গণ্ডী, মধ্যে করবো পঞ্চমুণ্ডী,
যোগে এনে উগ্রচণ্ডী থোব হৃদি পদ্মাসনে।
বাম নাসা শোষণেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে,
স্থিররবে কুম্ভকেতে, রেচকে স্বস্থানে।
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মারে লয়ে যোগে,
পরমাত্মায় স্থান মেগে, রাখবো সমাধি করণে।

দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কয়, সেওতো সামান্য নয়,
যদি কালী কূলে দেয়, আর যাবনা পতনে ॥ ১০৮০ ঐ

জংলা—একতালা।

সার করেছি আমি শ্যামাপদ।
শিবের উক্তি, ডাক্‌লে মুক্তি,
চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন,
রসনাতে দিয়ে করবে পান ;
অসীম মহিমা নামে, ও নামে কি হয় বিপদ।
যে করেছে কালীর নাম সাধন,
সার্থক হয়েছে তার জীবন,
শিব আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ।
দ্বিজ নবীন দীন হীন জন,
দিলে না দিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা একদিন,
পূরাই আমি মনের সাধ ॥ ১০৮১

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মূলতান—আড়াঠেকা।

কে রে বামা নিবিড় নীরদ বরণী।
পদনখে কোটী চন্দ্র তিমির হারিণী ॥
দেব দেবাদি পতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মাহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূল-পাণী।

জগত দুর্ল্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছ আপনি।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি ॥ ১০৮২

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমি কি করিব আর।
ভব ভার দিয়েছ গো মা হয়েছে অভার ॥
অন্ন চিন্তা করে ফিরি, জঠর জ্বালায় জ্বলে মরি,
দিনান্তে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোয় বারে বার।
অন্ন বিনে চর্ম্মদড়ি, বেড়াই লোকের বাড়ী বাড়ী,
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার।
দ্বিজ নবীনের ভার, যদি তোমায় হয়েছে ভার,
তবে চরণতলে রেখে মাগো, ঘুচাও তুমি মনের ভার ॥ ১০৮৩

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শ্যামা পদে রাখ রে মন।
অনায়াসে যাবে তুমি কৈলাস ভুবন ॥
অনিত্য সংসারে আসি, গৃহকর্ম্মে দিবানিশি,
বিষয়-তত্ত্বে মত্ত হয়ে, না ভাবিলাম ও চরণ।
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, বাসনা এই মনে মনে,
অন্তিম কালেতে যেন, দেখি গো রাঙ্গা চরণ ॥ ১০৮৪

ভৈরবী—একতালা।

আমার মন মজিলো ভবমায়ায় কেন গুগোষ্ঠ পদ,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঐ প্রবৃত্তিতে হলেম সারা॥
সামান্য ধনের জন্য, অনর্থক কেন ভ্রমণ,
হর হৃদি শ্যামাধন ঐ ধনে বাদ হয়ে হারা।
বিষয়েতে মত্ত মন, তত্ত্ব পথে হয় না জ্ঞান,
না করিলি কালী স্মরণ, কিসে রক্ষা হয় সুতদারা।
তুমিতো রজরূপিণী, সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী,
অশেষ পাপ বিনাশিনী, উচিত নবীনে দয়া করা॥ ১০৮৫

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিভাস—একতালা।

ভাব [illegible]য্যায় অনিদ্রায় আছ মন।
হবে [illegible]ক দেহ পতন॥
তোর সুখ[illegible]শয্যা হবে ভূশয্যায় পড়ে রবে,
শীঘ্র কররে [illegible]শয্যার আয়োজন।
কালবশে [illegible]রাইলে পরম ধন,
জানিস্ নারে [illegible]তে দূত ফিরে পিছে অনুক্ষণ,
এখন ভ্রাতি[illegible] ভজ সেই পরম রতন।
যার নাম [illegible]ত্রিনেত্র, রবিপুত্র হয় রে দমন।
গুরুদাসের [illegible]ল ভবানীর শ্রীচরণ॥ ১০৮৬

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

বা[illegible]র সুর—খেমটা।

মোক্ষধন তুই ক[illegible] কর মন বাক্সেতে।
জগৎ আলো হবে যা[illegible]তে,

জগত দুর্ল্লভ তুমি পাবি ফলরে ইহাতে।
অসার সংসারে ভুলবি না, যাতে তাতে।
ছিঁড়ে যেমন তাঁতির সুতা, তাঁত কাটিলে তাঁতিতে।
গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,
সতের সঙ্গ কর, পরিণামে তর্‌বি অবহেলেতে ॥ ১০৮

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,
যোগে জাগে থেকে যদি নাহি কহি কথা।
খাও যে তুমি বেটার মাতা, বারে বারে খাওমা মাতা,
নাই তব স্নেহ মমতা, ঐ কথা যথা তথা।
রাখ গুরুর একটী কথা, চাই না মা তোর ঝুলি কাঁথা,
থাকে না যেন কপটতা, ভক্ত [illegible] ॥ ১০৮৮

ঐ

বিভাস—একতালা।

আমি নই তোর ও রূপ [illegible]লে।
আমি ভয় করিনে রাগ [illegible]লে।
ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছো আমায় সোতে ফেলে।
আমি হাবু ডুবু খেয়ে মরি, ক[illegible] বাক্য ভুলে।
মায়ে পোয়ে বিবাদ যে মা, [illegible] গুরুদাস [illegible]।
আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কোলে ॥

১০৮৯ ঐ

আলেয়া—মধ্যমান।

ওমা কৃপণতা করো না মা এক্ষণে,
গুরোগুরো বাক্য শোন শিববালা সত্যজ্ঞানে,

লয়েছি শরণ শ্রীচরণে,
আমি শুনেছি তোর যে পদ, সে নয় সামান্য পদ,
হয় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে।
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কাণে,
আছে শেষ কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
(ওগো জননি !) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করবো যত্নে আত্মশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চনে ॥ ১০৯০

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কোথায় ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা মাকে ডাক দেখি রে,
যাঁর সনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে।
যদি দেখা পাই রে মারে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজগুণে কৃপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে।
দ্বিজ কেদার বলে মন, মা নয় সামান্য ধন,
ভক্তিভাবে ডাক্‌লে পরে,তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ॥ ১০৯১

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কেরে বাম-করে অসিধরা, রুধির পড়িছে ধারা,
কণ্ঠদেশে-শিরধারা, মায়ের চরণেতে শিব ধরা।
[illegible] গো তোর জেতের ধারা, প্রাণ-পতিরে প্রাণে সারা,
দেখিয়ে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হতেছে ধরা ॥

কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মা মোচন,
তুই হলি মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তোর গেল মারা ॥ ১০৯২

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভৈরবী—খং।

কোথা গো দক্ষিণে কালী কালভয় নিবারিণী।
বারে বারে এত ডাকি মা দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী।
(তবে) দুঃখহরা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমনোমোহিনী,
বারেক কটাক্ষ কর মা মোক্ষ রূপা কাত্যায়নী ॥ ১০৯৩

ঐ

খাম্বাজ—আড়া।

সিংহবাহিনী, ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়নী মহিষমর্দ্দিনী।
রূপেতে জগত মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্রে উদ্ধৃত, স্থির শত সৌদামিনী।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ,
তবে বিশেষ নাম প্রকাশ তারিণী ॥ ১০৯৪

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

হাম্বির—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশ জায়া, যোগযুক্ত বিনে,
কে হয় যোগ্য বল, দুর্গে ত্রি-তত্ত্ব সাধনে ॥
আমি দীন মূঢ় হ'য়ে, মত্ত কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ,
তব তত্ত্ব শ্রুতি হারায়ে, হয়েছি অজ্ঞানান্ধ কূপেতে পতন,

যদি স্বীয় গুণে, অকৃতি দুর্জ্জনে,
প্রসন্না হও মা কৃপাবলোকনে ;
তবে অকিঞ্চন, পায় পরিত্রাণ,
নিজ দুষ্কৃতি বন্ধনে ॥ ১০৯৫

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে, কুরসাভিলাষে গো,
মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার ॥
মত্ত করীবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অঙ্কুশ বিনে, উপায় নাহিক আর।
দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব কৃপা কটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার।
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণা-গুণে,
ঘোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার ॥ ১০৯৬ ঐ

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন,
পুলকে করে জয়ধ্বনি।
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিনী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী।

শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
মণিতে গ্রথিত সুবেণী।
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
চরণ শুণ গো এমনি;
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবাব্ধি তরণে তরণী॥ ১০৯৭

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বেহাগ—আড়া।

মা হেরম্ব-জননী।
হরহৃদি মণি হৈমবতী হেমবরণী॥
হিমকর ভালে, হিমগিরিবালে,
হর মায়াজালে গো তারিণী।
হীরকাদি মণি, হিরণ্যরচিতহারিণী,
হলাহল ধর পবিত্রিণী;—
হসিত বদনী, হিতকারিণী,
মা হের অকিঞ্চনে দীন জানি॥ ১০৯৮ ঐ

ইমন—তিওট।

তব চরণ দুখানি শোভে চিত্রতরণী,
দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ, এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরু চরণ কর্ণধার।
যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ় মন,

অনায়াসে তারিণী গো হইবে উদ্ধার,
ভবান্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাই তার ॥ ১০৯৯

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

সোহিনী—কাওয়ালী।

তার গো তারিণী এ মা আমারে।
আমি মূঢ়মতি গতি রহিত,
যদি বিতর করুণা গো এ জনে।
তবে সে মহিমা জানিবে জগজ্জনে কৃপাবতারিণী,
গিরি রাজনন্দিনী, দযানাথ গৃহিণী,
গণপতি জননী হয়ে ;
কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে ॥ ১১০০

ঐ

সিন্ধু—আড়া।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্য রূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান,
না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা।
স্বগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হর মনোমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা।
সদা করি এই অবলম্বন, লভিবে নির্ম্মল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্ত অন্তে অকিঞ্চন সে কামনা ॥ ১১০১ ঐ

ঝিঁঝিট—আড়া।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি দুহিতে।
কোটি উড়ু পতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
গুণাতীত গুণবতী প্রধান শকতি।
ওমা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতি হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি॥ ১১০২

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ইমন—আড়া।

কেমনে হব পার গো, এ ভব জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে, তারিণী এবার।
বিবিধ পাপে অতিভার মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার।
অষ্টাঙ্গ যোগে সাধিয়ে, বিবেক নির্ম্মল হিয়ে,
হয় যার, সে কি আর তোমায় দিবে ভার।
অকৃতি নির্গুণ দীন, ক্রিয়াহীন অকিঞ্চন,
তার তারে তবে জানি মহিমা তোমার॥ ১১০৩ ঐ

সিন্ধু—ঠেকা।

দুর্গে দুর্গতি হারিণি তারিণি।
অনুগত প্রণত ভকত হিত কারিণী।
চিন্ময়ী নির্গুণানন্ত গুণধারিণী।
অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি জানি ;

মা স্বগুণে করুণা দানে, হইও গো চরমে,
অকিঞ্চন চিত্তচারিণী ॥ ১১০৪

——— দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

টোরি—আড়া।

হের মা এ দীনে, প্রপন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে, কে আছে তারিণী ত্রিভুবনে।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অম্বে,
জগদানন্দদায়িনী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার কৃপালম্বনে।
উমা ত্রিপুরহর জায়া,
সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া,
অসীম তব মহিমা কে জানে।
অমল কমলে, শশধর ভালে,
গৌরি গিরীশ গৃহিণী গিরিবালে,
ভবভয় ভঞ্জনে, ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥ ১১০৫ ঐ

যোগীয়া—একতালা।

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভয় অভয় পেয়ে দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্ম্ম জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তি হয়ে, হেলায় হারালে দিন,
অধুনা বিহিত বচন, শুন রে আমার ;

অচঞ্চল হয়ে চিণ্ময়ী শক্তির ধ্যান কর রে,
না হইও অকিঞ্চন বদ্ধ আর ॥ ১১০৬

—— দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ঝিঁঝিট—আড়া।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে,
মা চরমে কি হবে শিবে।
মানস তামস অতি কুরসাভিলাষে কৃতি,
না চিন্তয়ে জনম মরণ দেখিয়ে।
নিয়ত অবিদ্যা বশ, পরনিন্দা পরিহাস,
অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে ॥ ১১০৭ ঐ

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভবে যাবি তরে।
নীলবরণী রূপে মুণ্ডমালা ধরি ॥
নব সখী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা বরে,
অসি মুণ্ড আছে ধ'রে।
চষকে চষকে সুরা দেয় কর পুরি
যোগিনী যোগাইতেছে,
বামা সুরাপনে ঢল ঢল ঢলে পড়িতেছে,
ধর ধর ধর শ্যামা মারে ॥ ১১০৮

—— আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

ভৈরবী—আড়া।

কালী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ কাননে।
প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥

কামাদি তরুবর, দগ্ধ হলো পরস্পর,
কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচিবে কেমনে।
অবশিষ্ট মায়া যত, হইয়া বিহঙ্গমত,
পলাইতে শূন্যপথে, আছে আরাধনে।
কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে॥ ১১০৯

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

ভৈরবী—আড়া।

ভৈরবী ভবভাবিনী।
ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণ রূপিণী।
তামসী ভূভার হারিণী, ভবভগ ভঞ্জিনী, ভবানী ভবরাণী॥ ১১১০

ঐ

ভৈরবী—ঠেকা।

কালী করুণাময়ী কথন বলিব না।
এত দুঃখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না।
বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ও চরণে,
আশুতোষ হৃদয়ে রেখেচে কারু দিবে না॥ ১১১১ ঐ

ভৈরবী—ঠেকা।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী।
ভীমা ভগবতী ভবসীমন্তিনী॥
ভবজায়া ভয়হরা বিশ্বের জননী,
ভ্রূভঙ্গে ভয়হর ভয়ঙ্করী ভবানী॥ ১১১২ ঐ

ভৈরবী—তেতালা।

যদি বাঁচি রে মন, সংসার চিররোগে।
সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন॥
ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার,
বিবেক রসেতে সাধুশীলে ঘরষণ।
অনুপান শুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী,
গুরু নামাবলী আশু করবে লিখন॥ ১১১৩

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে উপায় তাই বল মা তারা।
ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয় ফাঁদে,
মন রইল বদ্ধ, কি অন্ধ তত্বপথ হারা।
জনম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে,
দিনগত কলেবর, পাপে হইল ভরা,
ভরসা কেবল ভবদারা॥ ১১১৪ ঐ

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে গো তারা আমার এবার।
আমি দীন-হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার॥
হইয়া বিষয়াবৃত, কুপথে যে মনোরত,
নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ব একবার।
অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি,
রবিসুত দূত ভীতে আশু কর পার॥ ১১১৫

ভৈরবী—আড়া।

লজ্জারূপা লজ্জাতীত যদি না করিবে।
থাক মা গো লজ্জা লয়ে কেবা লজ্জা পাবে ॥
ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিব,
আসবে উন্মত্তা হয়ে গ্রাস করো শব,
মান লয়ে যাবি গো কেবা ভাব দিবে;
কার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে ॥ ১১১৬

—— আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

ভৈরবী—ঠেকা।

এই বলি চরণে তোমার।
জঠর যন্ত্রণা আর দিবে কত বার ॥
মনের মতে হয়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
নিকটে শমনাগত, ভরসা তোমার ॥ ১১১৭ ঐ

ভৈরবী—তিওট।

শুন হরদারা, কৃপা কর ত্বরা,
পাপী তাপিকে, পশুপালিকে গো।
নাহি পুণ্যবল, কি হইবে বল,
হইয়ে বিকল, ভাবি কালিকে।
কামাদি ষট, তারা অতি শঠ,
ঘটায় অঘট, রিপুনাশিকে।
করুণাময়ি ত্রাণ, দেহি পদে স্থান,
তোর এ সন্তান, জগদম্বিকে ॥ ১১১৮ ঐ

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভয় কি রে ভ্রান্ত মন তুই দুর্গা দুর্গা বল।
অমরে অভয়দাত্রী হন্ত্রী-দৈত্য-বল ॥
শমনেরি বলহরা দুর্ব্বলেরি বল,
শুনেছি দুর্লভ নামে চতুর্ব্বর্গ ফল।
প্রাণ ভরা নাম করে মরণ মঙ্গল ;
প্রসাদ বিষাদ রে মন সতত চঞ্চল।
স্থির নহে দাবানল কর রে শীতল ॥ ১১১৯

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

বিভাস—একতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
চতুর্দ্দল যুতে, স্বয়ম্ভু সহিতে,
নিদ্রিত কি রবে জননি ॥
পদে পদে পৃথক্ মূর্ত্তি, সিতাসিত নানা জ্যোতি,
চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে।
এসো গো শিরসি সরজোপরে,
বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,
থাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে,
সদা সিন্ধু-রসপায়িনী ॥ ১১২০ ঐ

কালেংড়া—চিমে তেতালা।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী।
মগনা নগনা গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী।

রবি শশী দহন, জিনিয়ে ত্রিনয়ন,
অট্ট অট্ট হাসে যেন, ঘনে সৌদামিনী।
কিঙ্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা,
কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কালকামিনী ॥ ১১২১

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

সোহিনী—কাওয়ালী।

কিবা নাচিছে সিংহাসুরে রাণী।
লক্ষ্মী গজানন গুহ, সুচারু চারুকেশী,
ভালেতে ভানু শশী শোভিছে রণে নাচিছে।
কোটি যোগিনী লয়ে, জিতারব বেশা হয়ে,
হাসিতে রজনী খেলিছে।
কত শতারুণোদয় ত্রিলোচনে,
গাইছে নারদাদিগণেতে আর পূজিছে।
বিধাতা ধরয়ে তাল, ফু ফু করয়ে ব্যাল,
বম্ বম্ বম্ গাল বাজিছে।
ভৈরব কি ভীতিতে, ঈশ্বরে দয়া কর ভবেতে,
এই যাচিছে ॥ ১১২২ ঐ

আলেয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণী সর্ব্বেশ্বর।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর ॥
বামদেব বহু নারথ বাসনি, প্রিয় বিশ্বেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন।
ভক্তবৎসল দীননাথ দুঃখমোচন, দক্ষদলন দিগম্বর ॥

পরমযোগী পরমাত্মা পশুপতি পরশুকর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর ॥
গিরিশ্চন্দ্র গোপেশ্বর, আদিনাথ অম্বুজাক্ষ,
আশুতোষ অলকেশ্বর ॥ ১১২৩

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

আসোয়ারি টোরি—হরিতাল।

কেরে হর উরসি।
শ্যামা মনোরমা গুণধামা,
হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি ॥
নবজলধর আভা, মুনি মনোশোভা;
পদযুগে শোভে ভানু শশী ॥ ১১২৪ ঐ

টোরি—তেওরা।

রণে মত্তা দিগম্বরী, নাচিছে শবোপরি।
হিহি অট্টহাসে আমরি মরি ॥
এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী; রণমাঝে কে নাচিছে,
তাধিক তাধিক ধিক ধিক ধিক বাজিছে ভেরী ॥ ১১২৫ ঐ

বেলাওল আলেয়া—হরি।

ওরে মন নীলবরণী চরণ কেন ভাব না।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা,
মিছা জন্ত দেহ ভেবে দেখনা।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সাধ ধ্যানে,
অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন;

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ দেখ না,
কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না।
ঈড়া সুষুম্না পিঙ্গলা, যোগপথ করি আলা,
আছে মন আমারো কেন পাইতেছ জ্বালা ;
নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়ে থাক না,
কালে কোন কোন খুজে পাবে না।
ইহা বই আরো নহি, যোগপথের উপায় এহি,
ভাব পরাৎপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী ;
থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না ॥ ১১২৬

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

টোরি—আড়া।

মম নয়ন অন্তরে সদাই লুকাও গো।
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো।
দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলে অন্যে হেরি,
থাকিয়ে অন্তরে শ্যামা কর গো চাতুরি ;
তুমিতো বিষম মেয়ে কে তোমাবে জানে গো।
যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু,
অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায় ;
রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাঙ্গাপদ গো ॥ ১১২৭

ঐ

খট ভৈরবী—যৎ।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।

জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকি কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাকব কত ॥ ১১২৮

গৌরমোহন রায়।

ললিত—একতালা।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমায় নিরানন্দ করো না।
দুটী অভয় চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু জানে না ॥
ভবানী ভাবিবে, ভবে যাব চলে, এই ছিল মনে বাসনা,
ভবের মাঝারে, ডুবালি আমারে, স্বপনেও ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না।
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী,
দুর্গানাম কেহ লবে না ॥ ১১২৯

[illegible]বাহার—ঢিমে তেতালা।

কিবা অপ[illegible]র মরি হায় হায়!
কিবা রক্ত উৎপল আভা অতি মনোলোভা,
কনক নূপুর শোভা পায় পায়।
ছিল নীলাম্বরী এবে দিগম্বরী,
হলো মহেশ্বরী শ্রীব্রজেশ্বরী,
নামামৃত পানে মগনা সদা, শিব মোহিনী স্বরূপিণী;
অষ্ট সখীতে কিবা ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাইছে মাদোল বাজিছে,

ধ্নাং কিটি ধ্নাং, বাজে ধাক্ কেটে তাক,
ধুম কেটে তাক ধেন্না, ধেন্না তুম তারে দেন্না,
নার দের দেরে দে,
তুম দের দের দের দানিতা তারে দানি,
অতুল রূপের আমি কি দিব তুলনা তায় ॥ ১১৩০

রূপচাঁদ পক্ষী।

পরজ—আড়াঠেকা।

তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা ফাঁকি ॥
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তবে কেন এ ভবেতে পড়ে আমি থাকি।
তারিণী ব্রহ্মাণী বাণী, শুন ওগো ও ভবানী,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি ॥ ১১৩১

তারিণী দেবী।

[রাজরাজেশ্বরী।]

বেহাগ—আড়া।

কি কর দরশন! (রাজরাজেশ্বরী)!
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে শশী সুশোভন ॥
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চ-প্রেত-নিরমিত বসিবার সিংহাসন ॥
শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুশরে,
প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ।
সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা, তবু, ভিখারী শিবের ধন ॥ ১১৩২

শিবচন্দ্র সরকার।

[ভুবনেশ্বরী।]

খাম্বাজ—খৎ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা।
রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা।
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্ট-সিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অনিমা ॥ ১১৩৩

শিবচন্দ্র সরকার।

[ভৈরবী।]

ভৈরবী—ঠুংরি।

হৃদি পদ্মাসনে কেরে মা ভৈরবী!
চতুর্ভুজা অক্ষ পুথি মালাবর মা ভৈরবী!
রক্তবর্ণা ত্রিনয়া, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
ভালে খণ্ডশশী প্রতিপদে প্রভাকর রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
যদি হয় যোগাযোগ শিব হয়ে পদে রবি ॥ ১১৩৪ ঐ

[ছিন্নমস্তা।]

সিন্ধু খাম্বাজ—খৎ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বনিতে।
শিরশ্চেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে ॥

পদ্ম মধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ বহ্নিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ অধরে, কি মাধুরী জানিতে।
আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে॥
বিপরীত সুরতে সুরত রতি পতি,
তদুপরি মূরতি কৃপাণ পাণিতে।
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থি মুণ্ডমালা গলে,
সুশোভিত যজ্ঞ উপবীত ফণীতে,
কলানাথ ফলিত কপালমালে দিনমণিতে।
আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধনীতে॥ ১১৩৫

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

[ধুমাবতী।]

পরজ—একতালা।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী।
ধুমাবতী ভগবতী ধুমা বরণী॥
বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়,
হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী।
জীর্ণ শীর্ণবপুঃ অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা,
পবন হিল্লোলে স্তনদ্বয় দোলে, জগত জননী।

অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়,
মৃত্যুঞ্জয় জায়া বৈধব্য দশায়,
পাগল হল শিব (এই) অভিপ্রায়,
গৃহিণী পাগলিনী। ১১৩৬

শিবচন্দ্র সরকার।

[বগলা।]

কেদারা—ধামাল।

রতন গৃহে কেরে রতন সিংহাসনোপরে,
ষোড়শী সুকেশী শিবানী।
পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যায় না সে রূপ বর্ণা,
স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা বালা চন্দ্র ভালিনী।
কে রে দনুজ বসনা ধরি, মুদ্গারেরে ঊর্দ্ধ করি,
রবি শশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী।
তবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী। ১১৩৭ ঐ

[মাতঙ্গী।]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

শ্যামাঙ্গভঙ্গী, সুবঙ্কিমা দরশনে।
মাতঙ্গী নব-ষোড়শী রত্ন-পদ্মাসনে।
রক্ত অম্বর পরা, গলিত সুচারি করা,
পাশ অঙ্কুশ ধরা চর্ম্ম খড়্গের সনে।
অর্দ্ধ শশী ভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী,
কাল ব্যালিনী জিনি বেণী বিশেষণে ;—

সকল গুণ সাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে॥ ১১৩৮

শিবচন্দ্র সরকার।

[কমলা।]

মুলতান—আড়া।

মদন-মথন মনোহারিণী।
অতসী কুসুমসম সুবর্ণ বরণী॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করীকরে বেষ্টিত,
রতন ঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী।
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পদ্মোপরে, পদ্মসদ্ম বিহারিণী॥ ১১৩৯ ঐ

আলেয়া—ঠুংরি।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে;
মিলে খুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কাজ কি তবে।
অমর-আরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্গেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তী গোধন পো-ধন,
জ্ঞান-তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পাষাণ সবে।
কিছার বস্তু পরশ পাথর, বাঞ্ছা করে যত অবোধ নর,
তন্ত্রে বলে তাহা ইতর, সাধক যে সে কেন ছোঁবে।

রূপা সোণা মণিমাণিক, উপাসনা করে বণিক,
এসব সম্পদ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে।
ঢেকে রাখ্‌তে চাইনে সিন্ধুক, চৌকি দিতে চাইনে বন্দুক,
তাঁর নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে॥ ১১৪০

—— প্যারিমোহন কবিরত্ন।

[সাকার বর্ণন।]

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে।
ধ্যানে কি জ্ঞানে বাক্য মনের অগোচর,
আগমে যাঁরে বাখানে।
চিন্ময় চিৎস্বরূপা চিত্তক্ষেত্র-চারিণী,
ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসিনী,
সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন্ লিপ্ত,
কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে॥
ঘটে পটে মঠে কাঠে যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্ম্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়,
পুরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।
আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায,
মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়,
পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে॥ ১১৪১ ঐ

মধুকানের সুর।

এই বেলা মন নেরে ডেকে নীলাঞ্জবরণী মাকে ;
নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে।
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে,
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে।
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥ ১১৪২

প্যারিমোহন কবিরত্ন।

বাহার—একতালা।

কালী মুক্ত কর মা আমারে।
সয়না ক্লেশ আর শরীরে,
বহুকাল বন্দী আছি সংসার কারাগারে ॥
মায়া মোহ এমনি বেড়ি, সাধ্য কি যে এক পা নড়ি,
হাতে গলে দড়াদড়ি, দারাসুত পরিবারে।
সাংসারিক কাজ খাটুনি, কারাবাসে টানা ঘানি,
কামাই নাই দিবা রজনী, অদৃষ্ট অনুসারে।
বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাঙ্গা পায়,
যে ধরে হে অনাসে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে।
কবিরত্নের এই বাসনা, ব্রহ্মময়ী শবাসনা,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদে, লীন থাকি এবারে ॥ ১১৪৩ ঐ

মুলতান—একতালা।

কালী বল মন আমার।
ভয়ানক ভব নদী নির্ভয়ে যদি হবে পার॥
সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরণী পরে,
পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার।
সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতিকার।
কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে,
কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার।
দয়াময়ীর দয়া যারে, সেই জন যেতে পারে,
পদতরী দেন তারে, কালী হয়ে কর্ণধার।
শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে,
কি চিন্তা মরণে রণে, শিববাক্য সার।
দ্বিজাধম প্যারী বলে, মা আমার আসন্ন কালে,
জিহ্বা যেন বিল্বমূলে কালী বলে অনিবার॥ ১১৯৪

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

রামপ্রসাদী সুর।

আর কত কাল ভুগ্‌বো কালী, হয়ে আমি কূযোর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে, নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া॥
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়ী দড়া॥
যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া।
শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুণ পোড়া।

রোগে-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হয়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া॥
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয় তোর পায় পড়ি, আর করো না ফড়াছেড়া॥ ১১৪৫

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

হাম্বির—একতালা।

কালীপদ পঙ্কজে মতি যার,
ভব ঘোরে সে ঘোরে না আর।
তার মনের মলা বিনাশেন বিমলা,
অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার॥
রণে রাজদ্বারে, শ্মশানে মশানে শূন্যাগারে,
শূন্যমার্গে হুতাশনে, অস্ত্রাঘাতে উল্কাপাতে,
বিষপানে, বিষস্ত্রী গমনে, বিঘ্ন নাইকো তার।
দন্তী দন্তে শৃঙ্গী শৃঙ্গে নখী নখে,
নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রকে,
রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে,
প্যারী বলে সে পায় পারাবার॥ ১১৪৬ ঐ

বসন্তবাহার—ঢিমে তেতালা।

আমরি সুন্দরী ভুবনমোহিনী;
কিবা রূপ অপরূপ শ্বেত সরোজবাসিনী,
শ্বেত বরণী বীণাপাণি।
রূপের তুলনা ভবে নাই আর,

মাকে অতুল্য শোভা করে অমূল্য মণিহারে,
মুনির মনোহারী মনো হরের মনোহারিণী।
বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাক্য বাদিনী,
জয়দে জননী জগদ্বন্দিনী।
তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার,
কুরু কটাক্ষ নারায়ণি কালভয় নিবারিণী,
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উল্লাসিনী। ১১৪৭

ব্রজমোন রায়।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়,
হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার সকলি অসার,
হবে নৈরাকার, জলে জলময়।
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হ'বে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।
পবনের যে দিন গতি রোধ হবে,
ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,
সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়॥
চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে পতন,

জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
দিবা ভাগে রাত্রি, রাত্রি ভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তি হীন,
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
ভূমিকম্প হবে কাশীতীর্থ ধামে,
সাধু রুষ্ট হবে বাধা কৃষ্ণ নামে,
যদি বাজা হই হব সেই দিনে,
দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয়। ১১৪৮

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মল্লার—একতালা।

কে ও রমণী নীরদ বরণী। স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে।
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ, নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে।
শ্রীচরণ গুণে, ত্রিতাল ত্রিগুণে, সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে।
শুনিয়ে সে ধ্বনি, কনক কিঙ্কিনী,
ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে।
নাভি সরোবর সলিল আশয়, ত্রিবলীর ছলে করিকর ধায়,
কুচ কুম্ভবর বিশ্বমূলাধার, যাঁর পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে।
নরশির হার গলে সুশোভন, বর ভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,
করাল বদন করি দরশন, দেব হৃষ্ট মন, দানব কাঁপিছে।
হেরি বামার বাম উরু, জিনি রাম রম্ভা তরু,
কাজে করি লাজে লুকায়েছে।

কটিতট হেরি, সুচারু কেশরী, চির বনচারী বিধি করেছে।
সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিতে চাতক জলদ ভ্রান্তি,
এ রণ শ্রান্তি, কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস, আসন আছে ॥ ১১৪৯

রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপাধিপতি)।

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী।
দুস্তারে নিস্তার তারা দনুজ দলদলনী ॥
দয়াময়ী দুঃখহরা, দাক্ষায়ণী ভবদারা,
দুস্তারে নিস্তার তারা, দুরূহ দূরকারিণী।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে,
দয়া কর ভবপ্রিয়ে ধূর্জটি মনোহারিণী।
দ্বেষাদ্বেষ ছয় জনে, এ দাসে ছয়দিকে টানে,
দাম্ভীর্য্য গাম্ভীর্য্য হীনে, দুর্গে গো কম্পিত প্রাণী।
কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি,
দীনতারিণী দেও সুমতি, দরিদ্র দুঃখহারিণী ॥ ১১৫০

রূপচাঁদ পক্ষী।

টোরি—কাওয়ালী।

কিবে রূপ জগত-মোহিনী।
জগদম্বে প্রপন্ন-যমভয়-বারণ-কারণ
হলে মহিষ মর্দ্দিনী ॥
সৌদামিনী জিনি উজ্জ্বল বরণী,
বদনে ঝলকে কত বেসর মণি,
বিবিধ আয়ুধ করে, পদভরে কাঁপিছে ধরণী।

(এ মা) একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা,
মহেশ মনোহরা, রিপুগণ ত্রাস করা,
সুরভয় ভঞ্জিনী, সাধকজন-মন-উল্লাসিনী।
অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন,
তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন,
কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণী॥ ১১৫১

দেওয়ান মহাশয়।

খট ভৈরবী—যৎ।

নির্ব্বাণ গেরাবু খেলায় গির্ব্বাণী দেখি সংশয়।
শত্রু সঙ্গে বসে আজি হই বুঝি মা পরাজয়॥
যুগে যুগে তাস ভেসে, খেল্‌তে হয় মা দশা দোষে,
বদরং যুড়ে এসে, পাপ-পঞ্জা ছক্কা হয়।
ভক্তি-হন্দর হাতে এলে, পাছে বাজি জিতি বলে,
হাতের পিটু দেয় ফেলে, সাধ ক'রে সাত তুরুপ কয়।
দেখা'লে বিবেক-বিন্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি,
খেলাতে না দেখে শান্তি, ভবানী পেয়েছি ভয়।
চিত্তশুদ্ধি রঙ্গের ফেরাই, যোগে যাগে যদি ফেরাই,
বাসনা পঞ্চাশ হেঁকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয়।
মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হলো বিপক্ষ গোলাম,
দেখে শুনে হাবা হলাম, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
প্যারী কয় তোর কৃপাবলে, তত্ত্বজ্ঞান রং পেলে,
ডঙ্কা মেরে যাই মা চলে, রিপুদলে ক'রে জয়॥ ১১৫২

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হ'রে॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিমান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ১১৫৩

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলাধুলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি।
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি তাইতে পাগল ভুলে গেলি,
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা ঝুলি॥ ১১৫৪

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেঠা। *
আগম নিগম শিবের বচন, মান্ কি না মান্‌বি সেটা।
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছকর মণি কোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচ্‌ল না আর সিদ্ধি ঘোটা।

* এই গীত ও কমলাকান্তের "কালী সব ঘুচালি লেঠা" গীতটী প্রায় এক রকমের।

যে জন তোমায় ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা,
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা।
ভূতলে আনিয়ে মা গো, কর্‌লে আমায় লোহা পিটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।
চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা,
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার,ইহার কর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা॥ ১১৫৫

রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর কর্‌লে দুখের ডিক্রীজারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্‌মা কিসে সামাই করি,
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।
নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তা'র নামেতে নিলাম জারি,
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্থি * তারে দিলে জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিশে তাঁর আশয় ভারি,
করে আসনসন্ধি, সওয়ালবন্দী, যে রূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি,
ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারী॥ ১১৫৬

রামপ্রসাদ সেন।

---

* পাথুরিয়াঘাটের পাল চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ।

[বারাণসী দর্শনে রচিত।]

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।

শিব ধন্য, কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥

ভাগীরথি বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

উত্তর বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥

শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত করুণা আসি,

তন্মধ্যে মবিলে জীব শিবের শরীরে মিসি॥

কি মহিমা অন্নপূর্ণাব, কেউ থাকে না উপবাসী

ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী॥ ১১৫৭

রামপ্রসাদ সেন।

জংলা—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।

আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥

কালী নাম মহামন্ত্র, আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি।

কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি।

দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি।

রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে বসে আছি॥ ১১৫৮

ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী

কালীর চরণ কৈবল্য রাশি।

সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবা নিশি॥ ১১৫৯

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব কল্লে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশমাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা।
দীন রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা॥ ১১৬০

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী বল।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥
সুরাপান করি নেরে, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে॥
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।

যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ও রে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ১১৬

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ও রে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি,
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অলঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটী।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী,
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী,
ও মা যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি গো পাষাণের-বেটী ॥ ১১৬২

রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত গানের উত্তর।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার সুখের কুটি।
যার যেমন মন তেম্নি ধন, মনের কররে পরিপাটি।
ও হে মন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ও রে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ

জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি ॥

——— ১১৬৩ অচ্যুত গোস্বামী।

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

ভুবন ভুলালেরে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল যেন দামিনী।
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গেরে।
মায়ের শিরে শিশু-শশী ষোড়শী রূপসী, শশীমুখি কাশীবাসিনী।
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছেরে, নাশিছে দনুজ মাভৈ ভাসিছেরে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে, তব রূপে ভবজননী ॥ ১১৬৪

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (কোচবিহার)।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

মন কালী কালী বল।
গত হল কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,

কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল ॥ ১১৬৫

কালিদাস সরকার।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী ॥
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে,
মিশা'য়ে ভক্তি চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী ;—
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কথা উচ্চৈস্বরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে করে করে দিয়ে তালি ॥ ১১৬৬

দাশরথী রায়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়!
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায়।
নীলাম্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
হরিনামামৃত পানে সদা, নগনা মগনা সদাশিব মোহিনী
সনাতনী, অষ্ট সখীতে কিবে ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাহিছে, মাদল বাজিছে, ধাকেট তাক্ ধুম কেটে
তাক্ ধা, তেরে কেটে ধা তেরে কেটে ধা,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায় ॥ ১১৬৭

রূপচাঁদ পক্ষী।

ঝিঁঝিট—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে টলে (চলে)
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে,
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥ ১১৬৮
মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (নাটোর)।

পূরবি—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবার্ণবে পাবে সে কূল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে।
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযূষ পানে॥ ১১৬৯

ঐ

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারাণসী তায়।

অনন্ত রূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পায়।
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥ ১১৭০

মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (নাটোর)।

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা,
যখন বিমাতা আমায় কোলে লবে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা;
ও মা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড়মালা আর ঝুলি কাঁথা॥ ১১৭১

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমি কি আটাসে ছেলে?
আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
আমি শিবের দলিল সৈমোহর, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার করব নালিশ বাপের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে।

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত করে, আমায় যখন করবি কোলে ॥

১১৭২ রামপ্রসাদ সেন।

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল।
কি সকাল কি বিকাল,
সেত নাহি মানে কালাকাল ;
কালদণ্ডে নিযে কাল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল ॥
জননী জঠরে ছিলেম যতকাল,
আশা ছিল ভবে এসে, সাধনে কাটাব কাল,
প্রতিবাদী হলো তাহে রিপু কাল,
অজ্ঞানে বিফলে গেল বাল্যকাল।
গেল যুবাকাল যুবতী সঙ্গে,
কাল কাটালেম্ রস রঙ্গে,
জড়ায়ে পীড়াতে গেল বৃদ্ধকাল ॥ ১১৭৩

দাশরথী রায়।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কালী-কল্পতরু-মূলে মন পাখী কর্‌বে বাসা।
ঘুচিবে ভব পিপাসা, রবে না আর যাওযা আসা ;
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্য ভরে,
আধার আধার করে, না পূরে প্রত্যাশা।
এখন উপায় কর, কালী পদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥ ১১৭৪

কালীদাস সরকার।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীন না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
সবাই এম্‌নি লাথি খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে॥ ১১৭৫

—— নবকিশোর মদক।

টোরী—আড়া।

মৃগরাজোপরে কেরে বিহরে।
বামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে॥
নবীনা হেমবরণী, ত্রিগুণ-তারিণী ত্রিনয়নী,
কোটি রবি শশী শোভে চরণ-নখরে॥ ১১৭৬

—— কালীদাস ভট্টাচার্য্য।

বেহাগ—একতালা।

কেরে বামা বারিদবরণী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুরূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥

কেরে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥ ১১৭৭

—— ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (কবিবর)।

[যবন শাক্তের গান।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

যারে শমন এবার ফিরি।
এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।
যদি কর জোর জবরি, সাম্‌নে আছে জজ কাছারি।
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মৃজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয় কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি ॥ ১১৭৮

—— মৃজা হুসেন আলী।

সকলই করিতে পার কালী (গো মা)।
কালী কং করালী মুণ্ডমালী ॥
কখন রত্ন সিংহাসন, কখন পাঠাও বন,
কখন বনে বনে বনমালী।
শমন শঙ্কট ভয়, (নিবারিতে)
তোমা বই আর কেহ নয়।
তার সাক্ষী মৃজা হুসেন আলী ॥ ১১৭৯

মৃজা হুসেন আলী।

গারা—ভৈরবী।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তায়, (ও মা দয়াময়ী তায়)
আমায় কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয়॥
জনম ভিখারী পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,
একূলে ওকূলে তোমার দাতা কেহ নয়॥
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে,
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়॥ ১১৮০

সৈয়দ জাফর (দরাব আলী খাঁ)।

কালেংড়া—জলদ তেতালা।

শঙ্করী করুণা কর কিঙ্করে কেন বঞ্চনা।
কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জনাকী-জীবন, পূরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, ক'রে কাত্যায়ণী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম যন্ত্রণা॥ ১১৮১

জগন্নাথপ্রসাদ বসু।

খাম্বাজ—একতালা।

এই বেলা তারিণি! তার ভবরাণি, এ ভব যন্ত্রণা আর সহে না
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন, কি জানি কখন, রহে না রহে

জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার গো-শৃঙ্গে সরিষে,
পর্ব্বতে যেমন পতিত জীবন,
এ মা তেমতি জীবন রসিকের দেহে ॥ ১১৮২

রসিকচন্দ্র রায়।

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত ॥
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে ঊর্দ্ধ হাত ॥ ১১৮৩

আশুতোষ দেব।

গুর্জ্জরী—তেওতা।

কাল ভয়বারিণী, কপালিনী কালরূপিণী, কাল কামিনা।
শম্ভুভামিনী, শুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী সুরবন্দিনী।
স্মর-হর-মন-মোহ-কারিণী ; সত্যবাদিনী এ ॥
তত্বদায়িনী ত্রাসনাসিনী, ত্রাণকারিণী তিমিরবরণী,
ত্রিগুণধারিণী ত্রিদেব জননী, এলোকেশী তেজরূপিণী।
অন্নদায়িনী অমরপালিনী, অসুরদলনী আদিকারিণী,
আশুতোষ হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী এ ॥ ১১৮৪

আশুতোষ দেব।

বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা করুণা কুরুমে করুণা।
করুণা দানে করুণা কৃপণতা করো না ॥

যাত্রা কল্লেম দুর্গা বলে, শুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা ব'লে, কেউ আর তারা ডাকবে না;
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
এ মা সিংহলে সিংহবাসিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,
নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা;—
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বই আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, শত্রু যেন হাসে না। ১১৮৫

কিশোরীমোহন শর্ম্মা।

খাম্বাজ—একতালা।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা।
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা। ১১৮৬

হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (কোচবিহার)।

পারা ভৈরবী—খং।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামাচরণ বিনয়ে মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে?
শুনেছিরে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে।
পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালীপদে, তবে তো রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরা পুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে।

সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংশ রাজা বধে জীবন,
মায়ারূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে।
শম্ভুভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হ'য়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥ ১১৮৭

কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় (নবদ্বীপ)।

নেংটা মায়ের এত আদর, জটে বেটা তো বাড়'লে।
নহিলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা ব'লে ॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে বেটা তার গুরু,
আপনি বেটা বুঝ্লে নাকো, রইল শ্যামার চরণতলে ॥ ১১৮৮

কুমার নরচন্দ্র রায়।

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে,
শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা ব'লে, কেন ডাকা তবে।
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
শিব তবে সত্যবাদী, কেমনে সম্ভবে ॥ ১১৮৯ ঐ

ভৈরবী—ঠেকা।

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব।
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।

জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিব যোগ, বিনাশিবে ভব রোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাননে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার *, ক্ষমা দে হরি নিস্তার,
পার হবে ত্রন্ধদ্বার, শিবশক্তি আরাধনে ॥ ১১৯০

দেওয়ান মহাশয়।

ঝিঁঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি।
তবে কেন মত ভেদ হও গো জননি ॥
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী ॥

---

* দেওয়ান নন্দকুমার দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যত দিন দেওয়ান নন্দকুমার জীবিত ছিলেন, ততকাল পর্য্যন্ত দেওয়ান রঘুনাথ রায় যে সকল গীত রচনা করেন, তাহাতে নন্দকুমারের নামে "ভণিতা" দিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর "অকিঞ্চন" ভণিতা দিয়া গান রচনা করেন। "দেওয়ান মহাশয়" বলিলে রঘুনাথ রায় বুঝায়।

সর্ব্ব স্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্ব রুচি করা,
সর্ব্বভাবে ব্রহ্মসারা, দুলালের বাণি ॥ ১১৯১

দেওয়ান রামদুলাল নন্দী (মুন্সী)।

মুলতান—যৎ।

ও গো শিবে, অশিব নাশিবে কবে পতিতে বিষম দায়।
দারা সুত ধন জন সকলি অনিত্য, নিত্যমাত্র চরণ তব,
ভব সদা হৃদে ধ্যায় ॥
মাগো জন্ম নিয়ে ভুবনে কুকর্ম্মে রত সদায়,
সুকর্ম্মে বিরতি মতি, রতি নাহি তব পায়,
পতিত পাবনী নাম ধর, দীন নিস্তার,
দীন নিস্তারিণী গো মা দিনে দিনে দিন যায় ॥ ১১৯২

ভুবনচন্দ্র রায়।

সিন্ধু—মধ্যমান।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করুণা কর না।
সহে না সহেনা আর সহেনা যাতনা ॥
দুঃখে দুঃখে হলেম সারা, আর কত দুঃখ দিবে তারা,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতে, ভুবনে বারেক হের মা ॥ ১১৯৩ ঐ

দেশমল্লার—আড়া।

চরমে পরমপদ পাইবে কি কর আশা?
তত্ত্বজ্ঞান পরিহরি মদমত্তে [illegible],
মায়া মোহ এ সংসার, [illegible] পরিবার,
(তবু) সসব্যস্ত জন্মে [illegible] একি [illegible]

মহাকাল মহাখল, ধরে লবে কুন্তল,

তাই বলি ভজ কালী, যেন ভুবন না হয় নিরাশা ॥ ১১৯৪

ভুবনচন্দ্র রায়।

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

নিস্তার তারিণী তারা ভবেরি বন্ধন।

স্নেহ-মেঘে অন্ধকার হেরি সর্ব্বক্ষণ॥

মায়া-বিন্দু বরিষণে, কণ্ঠাগত হয় প্রাণে,

কৃতান্তের পরশনে, কুম্ভীর যেমন।

বিপ্রদাস এই ত্রাসে, পড়েছে চরণ আশে,

যেন পাই অবশেষে, ও রাঙ্গাচরণ॥ ১১৯৫

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ মেয়ে সমরে এলো কে, হবে ত্রিলোক পালিকে।

মরি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা,

মুনির মনোলোভা, নবীন বালিকে॥

মরি হায় কি রূপসী, বয়সে ষোড়শী;

বিগলিত কেশী মন্দ মন্দ ভাসি;

তাহে অট্টহাসি, প্রকাশিত শশী,

করে ধরে অসি অসুর বিনাশিকে॥

মায়ের চরণ কমলে কত মধুকরে।

গুন্ গুন্ স্বরে মধুপান করে;

বলে রামকুমার দেখরে শ্যামারে,

নাচে ভবোপরে ভব আরাধিকে॥ ১১৯৬

রামকুমার পত্রমবিশ।

বাহার—যৎ।

মহারাজ! কে কাল কামিনী সমরে,
শবোপরে, না দেখি এমন কাল,
শোণিতাক্ত অঙ্গ কাল, যেন কাদম্বিনী কাল,
তড়িত ঘেরে॥ (মায়ের)
রক্তাবৃত পদকর, রক্তাবৃত কলেবর,
রক্তোত্থিত মুণ্ডমালিকে, মা;
নয়নে আরক্ত শোভা, লোলিত আরক্ত জিহ্বা,
চন্দনাক্ত রক্তজবা, চরণোপরে। (মায়ের)
প্রচণ্ড কৃপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে,
করে খণ্ড অসুর নরে, মা;
গ্রাসে গজ-রথীদল, গ্রাসে রথীমহাবল,
ত্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণভরে॥ (মায়ের)
নীলকণ্ঠ পরে ধরা, শিরে সুরধুনী ধরা,
তৎপদ হৃদয়ে ধরা তার, মা;
হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালী মনের ভ্রান্ত,
হয় যেন মা জীবনান্ত, ও পদ হেরে॥ (মায়ের) ১১৯৭

হলধর চক্রবর্ত্তী।

মল্লার—কাওয়ালী।

করালবদনী, কালী কপালিনী
কালীকে কল্পনা করিতে, কেন কৃপণতা কর সুতে।
জগত-জননী জগদীশ্বরী যা কর,
যতেক জীবের জীবন রূপে বিহরে

অখিল ভুবনে যত চরাচর সুরনর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব, সব তোমাতে।
দনুজদলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী
অশরণ জনের শরণ পরমেশ্বর মোহিনী,
হেম ভূধর দুহিতে।
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়।
ঈষৎ তব মায়ায় শচীপতি হয় যায়,
দশশত বদন প্রণত যার পায়,
কি ভয় তোমার দ্বিজ রামশঙ্করে হেরিতে॥ ১১৯৮

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

ভৈরবী—ঠেকা।

এই সময় তারিণী তোমায় নিবেদন করে রাখি (গো মা)।
অকৃতি অধম দেখে, অন্তিমে দিও না ফাঁকি॥
তাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান।
কণ্ঠগত হবে প্রাণ, যখন তখন বলে ডাকি॥ ১১৯৯ অজ্ঞাত।

জংলা—একতালা।

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হয় যে আমার।
জলে স্থলে শূন্যে বনে, শ্যামা মা যে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে, কি ধার ধারিস্ রে ভাবনার।
যেখানে সেখানে রবি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি।
ও তুই যা চাবি তাই খেতে পাবি, ভবানী ভাব আপনার॥ ১২০০

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বাউলে, বৈরাগ্য ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত।

মনোরসাই—লোভা।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি,
ধর্‌তে গেলাম, আর পেলাম না॥
বহু দিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসে'ছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হ'বে দেখা শুনা।
তা'রে আমার আমার মনে করি,
আমার হ'যে আর হইল না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফির্‌তেছি পাগল হইয়ে,
মরমে জ্বল্‌ছে আগুণ আর নিবে না।
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তা'র প্রাণ বাঁচে না।
পথিক কয় ভেব না রে, ডুবে যাও রূপ-সাগবে,
বিরলে ব'সে কর যোগ-সাধনা।
এক বার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ,
ছে'ড়ে যে'তে আর দিও না॥ ১২০১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

ও রে মন পাখী চাতুরী কর্‌বে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়্‌বে না কি এক বার॥
সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাকি দিয়ে বার বার।

তোমায় এক দিন ফাঁদে পড়্‌তে হ'বে,
সব চালাকি ঘুচে যা'বে,
অন্ন জল বিনে যখন কর্‌বে দুঃখে হাহাকার ॥
যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
জলিয়ে মরিবে প্রাণে, দেখ্‌বে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে,
তাড়াইলেও নাহি যা'বে,
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর ॥ ১২০২

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ভৈরবী—একতালা।

গুরু যে ধন, ও দিয়াছে তো'রে, চিন্‌লে না তা'রে।
ও তুই ঘরে যাইয়ে দেখ্‌লে নারে (ও মন),
কত রত্ন আছে থরে থরে ॥
মাল ভরা তোর সিন্ধুকেতে, চিন্‌লে না মন পরোক্ষেতে,
চাবি তোর পরেরই হাতে।
এক বার খুঁজ্‌লে পরে মিল্‌বে চাবি,
যদি ডুব্‌তে পার রূপ সাগরে ॥
সহজ মানুষ আছে ঢাকা, সাধন হইলে পা'বে দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা ;
সে মানুষ উল্‌ট কলে সদাই চলে,
সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে ॥ ১২০৩

সংগৃহীত।

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামী ঘর বেঁধেছে, এক পা'ড়ে দুই থাম দিয়াছে।
সেই ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে,
আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি কু বাতাসে।
ঘরের মাঝে খুপরি আছে,
তা'র খোপে খোপে মানুষ আছে;
তা'র কেহ না যায় কা'রো কাছে,
যা'র যা'র ভাবে সে সে আছে॥ ১২০৪ অজ্ঞাত।

মন রে দিনান্তরে গৌর বলে ডাক্‌লে না রে।
চেয়ে দেখ্ রে মন শমন এসে ঘের্‌লো তো'রে।
গৌর তন্ত্রের নয়, মন্ত্রের নয়, বেদের নয়, বিধির নয়;
যে জন তাঁ'র জন্ম মাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,
দয়াল তা'রে দয়া করে।
গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়, গুণীর নয়;
যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,
তেম্‌নি-প্রায় হ'লে গৌর তা'রে দয়া করে॥ ১২০৫ ঐ

ভবের ব্যাপারী ভাই, আমি তোমায় তা'ই সুধাই।
ও রে কি কিনিলে, কি বেচিলে,
হিসাব তা'র কি আছে রে নাই।
ও রে কি লালসে আছ রে বসে, করিয়াছ কি কামাই।

ও রে চিটার দরে চিনি বেচে,
কি লাভ হইল জান্‌তে রে চাই।
ও তো'র আসল গেল, দেনা হইল,
ঠেক্‌লে রে কি বিষম দায়।
ও তুই কিবা জবাব্‌ মহাজনকে দিবি,
তার কি ভাবনা রে নাই॥ ১২০৬ অজ্ঞাত।

বাউলে সুর।

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা,
তোমায় হঠাৎ লোক দেখ্‌লে ভাব্‌বে খেয়েছ কতই নেশা।
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন,
বিক্রি হ'চ্ছে মহাজনের ঘরে;
তুমি রত্ন ছেড়ে যত্ন করে নিতেছ দস্তা সীসা।
তুমি হ'য়ে জহরী, কাঁটা দাঁড়ির
ফের বোঝ না, কেমন ব্যাপারী;
তুমি চোখে দেখে আপন খোষে নিতেছ অচল পয়সা।
সবিল হ'চ্ছে তোমার নাও,
চেয়ে দেখ মন-ব্যাপারী মূলে ঘেঁটে যাও;
যখন হিসাব দিবে বুঝ্‌বে তখন খা'বে কত নাক-ঘসা॥

১২০৭ ঐ

বাউলে সুর।

দেখ্‌ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে।
কেমন্‌ আজব্‌-সদি আজব নদী, আজব গড়ন গড়ে রে॥

(ও মন) জল থাকে রে নিম্ন ভূমে, কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে;
(দেখ) সেই দু'জনে (রে মন) নৌকা গড়ে সদাগরি করে রে॥
(দেখ) ভাতের বরাত ঘাটে মাঠে, ক্ষুধার বরাত পেটে,
(দেখ) সেই দুজনে পীরিত গুণে কত বেগার খাটে রে॥
(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে, জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয়, মেঘ বরষে, জগৎ ভাসায় জলে রে॥
(রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল,
মেঘ বিনা কে জানে রে,
ও রে এই জহুরা তুচ্ছ করি কোন্ জহুরা মান রে॥ ১২০৮

কালীনারায়ণ গুপ্ত।

বাউলে সুর।

এতদিন কা'র বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবি'ছি তা'ই।
এ দেহ পতন হ'বে, দেহের মালিক চলে যা'বে, উপায় কি হবে।
একে একে চলে যা'বে দেহের পঞ্চ ভাই!
ভেবে ভেবে হ'লেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া,
ডুব্‌লো রে ভরা।
এ দেহ পতন হ'লে পুড়ে কর্‌বে ছাই (যত বন্ধুগণে।)
এসেছিলাম ভবের হাটে,
গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কা'র মুটে;
ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই॥ ১২০৯ অজ্ঞাত।

যা'র গুরুপদে ঠিক আছে মন,
তা'র সুখের ভাবনা কি? ভাবনা কি।
সে যে সদানন্দে সদা থাকে নিরানন্দের জানে কি।
করে না অন্য যোগ, হয় না তা'র অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হ'য়ে, সামান্য রোগ দেয় ফাঁকি।
করে সে অনুরাগ, তুলিয়ে বনের শাক,
জলবণে পাক করে খায়, তা'ই হয় ভাল তা'র মুখে।
দেখ রাগ ক'রে শাক খেয়ে ফকির রূপসনাতন হ'ল কি।
যা'র আছে মনে ঠিক, শ্রীচরণ করে ঠিক,
তার মনকসা ঠিক দিয়ে বলে মনকে বলে তোদের ধিক।
নারাণে দিনকাণা, তা'তে ঠিক মিলে না,
তার ঠিকের ঘরে হোগল বোগল পান্তাভাতে চালে ঘি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না পরকালের হ'বে কি? ১২১০

অজ্ঞাত।

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে।
ও রে ও ভাই, ও রে ও ভাই, ও ভাই প্রেম-রসিক নেয়ে॥
চল কিনারা ঘেঁসে, হা'ল ধর রে কসে,
দেখ যেন উল্‌টো স্রোতে যায় না কো ভেসে;
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী,
আর থেক না অলস হ'য়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরিনাম,
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম;
যখন ভক্তি-জোয়ার আস্‌বে বেগে,
তখন সহজে যা'বে ল'য়ে।

শুন শুন ও রে মন, কু-সঙ্গে করো না ভ্রমণ,
ভরাডুবি করে তা'রা, কর্‌বে পলায়ন,
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট হৃদয়ে ॥ ১২১১
অজ্ঞাত।

তোমরা হু'ভাই পরম দয়াল হে গৌর, গৌর, নিতাই।
তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে,
না কি নাম এনেছ গোলক থেকে।
তোমরা যা'রে তা'রে নাকি দাও কোল,
কোল দিয়ে বল হরিবোল।
আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
গৌর আমি ত ভজনে খাট, তুমি ত দয়াল বট ॥ ১২১২
ঐ

সিনকাফি—ঠুংরি।

গৌর পা'ব কি সাধনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে ॥
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা, কেহ বলে আল্লা খোদা,
ইহাতে নাইকো বাধা, যার যেই মনে।
কেউ বলে মানি না মক্কা, পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা,
ইহাতে বড়ই বাঁকা, কতই কুমন্ত্রণা জানে।
কেউ বলে গয়া যা'ব, শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দিব,
পিতৃলোক উদ্ধারিব, এই বাসনা মনে।
গুরুপদে নাইকো মতি, কথা শুনে না সে এ দুর্ম্মতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি, বেড়ায় তীর্থপর্য্যটনে ॥ ১২১৩ ঐ

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসার।
ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার॥
আজ রাজা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার।
আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হ'বে, সব ফুরা'বে, তখন দেখ্‌বে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন রে আমার মন,
পেয়েছিস্‌ ভাল অয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন।
নৈলে পটক্ষেপণ হইলে পরে,
পা'বে অনুযোগ আর তিরস্কার॥ ১২১৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা।
পাগলে করচে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা॥
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সঙ্গ,
নাচে গায় সঙ্কীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ।
নিতাই পাগল, অদ্বৈত পাগল রে,
পাগল রে তা'র সঙ্গের চেলা॥
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না
এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা॥

তা'রা স্বর্ণ-শয্যা ত্যাজ্য করে রে, ভূমে শয়ন গাছের তলা।
পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল দোকানদার,
কেউ করে হু'নো ব্যাপার, কেউ হারায় মূলে।
গোঁসাই স্বরূপচাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা ॥ ১২১৫

অজ্ঞাত।

পায় ধরে বলি তোমায়।
হরি-চিন্তা কর মন রে, দিন ত বৃথা যায় ॥
যখন যমে বাঁধ্‌বে রে কসে, তখন কর্‌বি কি উপায়।
(বাদী মন রে আমার) হায় হতাশে প্রাণ রে যা'বে,
তখন বল্‌বি হায় রে হায়।
কু-চিন্তা কু-ভাবনা রে ভেবে, বসে র'লি কা'র আশায়।
(পাষাণ মন রে আমার।)
একবার হু'আঁখি মুদিয়া রে দেখ, তা'তে কেমন দেখা যায়
ঊর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে ছিলে গর্ভ যাতনায়।
(অজ্ঞান মন রে আমার।)
ও রে সেখানে কি বলে রে আইলে,
এখন তা তো'র মনে নাই ॥ ১২১৬ ঐ

শুধু, ঘটে পটে কাঠে জটে ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম তা'তে কিছু নাই ॥
কেউ বা করে কালী কালী, কেউ বা বলে বনমালী,
কেউ খাঁড়া, কেউ ধরে ঝুলি, তা'য় না মেলে তা'ই,—
ফলিতার্থ না জানিলে, ফল হ'বে না ফলে ফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নইলে, ছাই মাখিলে হ'বে ছাই।

কামনায় কামনা বৃদ্ধি, ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্বসিদ্ধি,
কা'র কা'র ফেরে বুদ্ধি, দেখিবারে পাই ;—
ঘটে কিছু না থাকিলে, ছোটে না চড় চাপড় কিলে,
কথায় লোকে বলে, মূলে সুধা হলেও ক্ষুধা চাই ॥ ১২১৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বাউলে সুর।

ও যা'র হ'বার হয় তা'র প্রেম উথলে দূর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ হ ব'লে নয়ন-জলে ভাসে,
হরিনামের হ ব'লে নয়ন-জলে ভাসে।
প্রেমে নদেবাসী গৌর, ভুলাইল চৌর,
মাতাইল গৌর, সেই বয়সে ;—
ও রে বেলা গেল বাসনায় আগুণ দে, তা'ই শুনে,
লালা আমার আর রইল না দেশে।
কথা কত শুনি এমন, চেতে নাক মন,
সদাই অচেতন, মোহ-বশে ;—
আমার হ'য়েছে রে প্রাণ, অশান পাষাণ,
ভেজে না সহস্র উপদেশে ॥ ১২১৮ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই দেহ রেল-রোডের কল।
ভব-পথে কর্‌ছে চলাচল ॥
কোথা জেমস্‌ ওয়াটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এম্নি কৌশল।
উদর বয়লারেতে জমছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল ;

আহারাদি কয়লার গাদি, পড়্‌ছে তাহা অবিরল।
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল॥
সম্মুখেতে লণ্ঠন তা'র চক্ষু দুটী সমুজ্জ্বল।
ঐ যে শ্বাস পানে, হচ্চে কলের, ঘুৎঘুতানি অবিরল॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল।
ধর্ম্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহীদল॥
লকমটিভ্‌ ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল।
আফিস বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল॥
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস্‌ দুই, ড্রাইভার তা'য় মন প্রবল।
যাহার সদ্‌গুণে, দীন জানে, দ্বন্দ্ব কলিশান কেবল॥ ১২১৯

অজ্ঞাত।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ, কি হইল রে।
কি হইল, কি হইল, কি হইল রে॥
আট কোটরী দশম দশা, আঠার মোকামে।
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ,
পা'ব কি সন্ধানে রে রূপ কি হইল রে॥
ডাইনে গঙ্গা বাঁয়ে যমুনা, মধ্যে ত্রিবেণীলহরী।
ধেয়ানে বসিয়া দেখ, অনঙ্গমঞ্জরী রে, রূপ কি হইল রে॥
ভুবন ভরি গৌর বলে, মিলামিলি করে।
বিজুলি-চটকে রূপ হের দু'নয়নে রে, রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলে বলে, ফাঁড়ি থানায় ঘুরে।
আমার দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে,
অমূল্য ধন মিলে রে, রূপ কি হইল রে॥ ১২২০ ঐ

মনমাঝি তোর ভাঙ্গা তরী কিনারে ভিড়াইয়া ধর ॥
নায়ের মাঝি ষোলজন, তারা কেহ নয় আপন,
ছয় জনাতে ঠেকা বায়, গুণ টানে দশজন।
আলেক মাঝি ডাক দিয়ে বলে, হা'ল কাঁটা কিরাইয়া ধর ॥
নায়ের বা'ন ছুটিল, নায়ের আকন মরিল,
পাপপুণ্যে ভরা ভরি ভারি হইল।
আলেক মাঝি ডাক দিয়া বলে, গুরুর নামটি স্মরণ কর ॥ ১২২১

অজ্ঞাত।

ফকিরী করবি পারবি রে মন।
ছেড়ে সব খুটীনাটি ময়লা মাটি, খাঁটি হ'বি রূপচাঁদি যেমন।
ফকিরী নয় সামান্ত, হ'তে হয় দীনদৈন্ত,
আদর্শ শ্রীচৈতন্ত কর রে দর্শন।
পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
পা'বে অমূল্য নিধি, পরমতত্ব মুক্তিধন ॥ ১২২২ ঐ

কোথা দীনতুঃখি তোরা, আয় রে ত্বরা,
গৌরচাঁদের প্রেম-বাজারে।
হরিনাম, মধুকরী, (আয় রে তো'রা) হরিনাম,
মধুকুরী, মিঠাই পুরী, প্রেমের ঝুরী, খেয়ে যা রে ॥
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুখো,
নিতাই আমার যতন করে।
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখ্‌সে তোরা)
যে যত পাচ্ছে খেতে, ইচ্ছে মতে, দিচ্ছে পাতে থাঁকা ধরে

অদ্বৈত দয়ার নিধি, নিরবধি বসেছেন ভাণ্ডার করে।
নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন, (দেখ্‌সে তোরা)
নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন, অমূল্য ধন বিনামূলে ঝোলা ভরে।
কত শোকার্ত্ত তাপী, মহাপাপী পড়েছিল ধরা ধরে।
হ'ল পাপ তাপ নিবারণ (দেখ্‌সে তোরা)
হ'ল পাপ তাপ নিবারণ, সোণার বরণ,
গৌরচাঁদের চরণ হেরে।
দেখ্‌তে আনন্দ-বাজার, হাজার হাজার,
লোক ধেয়েছে নদেপুরে।
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, (দেখ্‌সে তোরা)
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
বদনে হরি হরি গৌর হরি, সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে করে।
আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ্‌সে তোরা)
আনন্দে মত্ত কিবা, হায় কি শোভা,
দীন বাউলের ছন্দ-মাঝারে॥ ১২২৩ দীন বাউল।

ঘরের মানুষ ঘরেই আছে, কেবল মিছে,
তা'রে খুঁজে পাগল হ'লি।
চিরকাল আপন দোষে, (ও ভোলা মন)
চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে,
দেশে দেশে, ঘুরে ম'লি।
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, নদনদী বন, তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এলি।
যত যা, শুন্‌লি কাণে, (ও ভোলা মন)

যত যা শুন্‌লি কাণে, বল সেখানে,
তার কিছু কি দেখ্‌তে পেলি ॥
পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার হেলায়,
বলবুদ্ধি সকল হারা'লি।
আঁচলে মাণিক বেঁধে, (ও ভোলা মন)
আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে,
সাঁতারে হাত্‌ড়াতে গেলি ॥
যদি তুই কোর্ত্তিস্ যতন, পেতিস্ রতন,
অযতনে সব খোয়া'লি।
হায় এমন চখের কাছে, (ও ভোলা মন)
হায় এমন, চখের কাছে, মাণিক নাচে,
দেখ্‌লিনে চোখ বুজে বলি ॥
ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে,
বৃথায় চিরদিন কাটা'লি।
মানসে দেখ রে ভেবে, (ও ভোলা মন)
মানসে দেখ্‌রে ভেবে, ভক্তিভাবে,
মানুষ পাবে যুক্তি বলি ॥ ১২২৪ দীন বাউল।

এসে সংসার-প্রবাসে, আশার বশে,
কর কি অসার ভাবনা।
যে কাজে, ভবে আসার, (ও ভোলা মন) যে কাজে,
ভবে আসার, হবে সুসার, কেন রে সেই সার ভাব না ॥
যে কালে বাঁধ্‌বে কালে, বিপদকালে,
দুখের পারাপার র'বে না।

সেইকালে জান্‌বে রে মন,
(ও ভোলা মন) সেই কালে জান্‌বে রে মন,
শমন কেমন, কেমন এ বিষয়-ভাবনা ॥
এ যাঁ'দের ভাব্‌ছ আপন, নিশীর স্বপন,
সাথের সাথী কেউ হ'বে না।
যে সময় ধর্ব্বে শমন, (ও ভোলা মন)
যে সময়, ধর্ব্বে শমন, মুদে নয়ন,
আপন বলে কেউ ছোবে না ॥
যত সব পয়সা কড়ী, কচ্ছ দেড়ী,
ঘব বাড়ী সঙ্গে যা'বে না।
কেবল পাঁচকড়া কড়ি, (ও ভোলা মন)
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কল্‌সী দড়ী.
কাঠ খড়ী আব চট বিছানা ॥
শ্মশানের ধার শুধিযে, ছড়া দিযে, নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জনা।
সিন্ধুকের তালা খুলে, (ও ভোলা মন)
সিন্ধুকের তালা খুলে,
দেখ্‌বে তুলে নগদ কিছু আছে কি না।
খেদে দীন বাউল বলে. মন বিফলে,
মায়ায় ভুলে, আর থেক না।
পলকের নাই ভরসা, (ও ভোলা মন)
পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
শেষেব উপায় তা'ই দেখ না ॥ ১২২৫

দীন বাউল।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছো চলে।
সঙ্গে সব, কাঠেব ভরা, (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব কাঠেব ভরা, লট্‌বহরা,
যাইত বেহারার কাঁদে তুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কঁদে,
ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে।
কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা)
কোথা সে সব মমতা, কও না কথা,
এখন কি তা ভুলে গেলে ॥

ঘুরে যে, দিল্লী লাহোর, ঢাকা-সহর,
টাকা মোহর নিয়ে এলে, খেতে না পয়সা সিকি,
(হায় রে দশা) খেতে না পয়সা সিকি,
কও হে দেখি, তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে ॥
রং বিরং, সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া,
চেন্ ঘড়ী সব কোথায় খুলে ॥
হ'বে যে, এমন দশা, (হায় কি দশা)
হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা,
জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে ॥

শত্রুতা প্রকাশিতে, যা'দের সাথে,
হরষেতে সেই সকলে।
বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল,
(ঐ দেখ সব) বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল,

বালাই গেল, হাড় জুড়া'ল, এত কালে ॥
খেদে দীন বাউলে কয়, এ সমুদয়,
দেখে শুনেও লোক সকলে, একটি দিন এ ভাবনা,
(হায় কি দশা) একটি দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয়-মদে থাকে ভুলে ॥ ১২২৬

দীন বাউল।

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে।
বসে আছে জেলে জাল ফেলে ॥
এ যে, জগৎ-বেড়ে, (ভোলা মন, মন রে আমার)
এ যে জগৎ বেড়ে, ধর্লো বেড়ে,
জগতের জীব এককালে।
এ জালে নাই কারু পরিত্রাণ ;
যত, বোয়াল কাতল. ছেলং চিতল ঘুচ্‌বে সবার প্রাণ ॥
ও তোর, পুঁটীর জীবন. (ভোলা মন, মন রে আমার)
ও তোর পুঁটীর জীবন,
আর কতক্ষণ বাঁচ্‌বি ডুরী টান দিলে ॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন ;
তা'রা, খুঁজে খেঁজে, জালের মাঝে, আন্‌ছে যত মীন।
জেলে, সকল জানে, (ভোলা মন, মন রে আমার)
জেলে, সকল জানে, যা যেখানে, রয় না ছাপা লুকা'লে ॥
যা'দের কিছু সাধন-বল আছে,
তা'রা ছিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে পাশিয়ে যেতেছে।
ও তোর কোথায় সে বল. (ভোলা মন, মন রে আমার)

ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,
বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে ॥
বিপদ-কালে ঘটে রে জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটল না রে জাল।
ও সেই কাল-নিবারণ (ভোলা মন, মন রে আমার)
ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ,
কর স্মরণ এই কালে ॥ ১২২৭ দীন বাউল।

বৃথা ভবে খেলা'তে এলি তাস।
ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ ॥
এমন কাগজ পেয়ে, অলপেয়ে রে
কেন ডাক্‌লিনে ইস্তক-পঞ্চাশ ॥
হাতে রং থাক্‌তে তুই খেল্লি এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মার্চ্ছেছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পা'বি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ ॥
হেসে বিন্তী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখ্‌বি কাগজ দেখিনে গোচ কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হেলায় রে,
করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ॥
ও যে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি ঘুস গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে, রে
শেষে পা'বি সে আর অবকাশ ॥

যখন তিনকুড়ি সাত দেখা'তে ক'বে,
তখন কি দেখা'বি খাবি খা'বি চক্ষুঃস্থির হ'বে।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে,
শেষে পুড়বে যে তোর বুকে বাঁশ॥ ১২২৮

দীন বাউল।

কেন দাবা খেল্‌তে এলি বল।
ক্রমে, কমে যে তোর এলো বল॥
ছি ছি না জেনে চা'ল, হবি বেচা'ল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল॥
যে তুই বড়ের লোভে চাল্লি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা।
পড়ে উঠ্‌সা কিস্তী, মলো কিস্তী রে,
ঐ দেখ হাস্‌ছে তোর বিপক্ষদল॥
যে ঘোর ছয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসে ধল্ল যেঁতে ঘাড় যেতে, আর কি পথ আছে।
শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে,
দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল॥
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হ'ল না, জোর পেলে না, এল না ফিরে।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজা যে হ'ল পাগল॥
এবার বাঁচ্‌বি কিসে পঞ্চ-রঙের হাত;
যখন শত্রু এসে ধর্‌বে ঠেসে, কর্‌বে কিস্তি মাত।

এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চা'ল মাতে চল ॥ ১২২৯

দীন বাউল।

আর কি এবার ভাবনা রে আছে।
নথী ফুল-বেঞ্চে পেশ হ'য়েছে ॥
যা'বে. লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে,
আছে যে সহায় আমার পাছে ॥
যা'রে মাল মহলের কর্লেম্ ম্যানেজার,
করে. জবরদখল. সোণার মহল, কর্লে ছারেখার।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে,
তাইতে, অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে ॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল ;
আপনি গ্রাউণ্ড্ লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল।
কর্বেন মিত্র-জজে, বিচার নিজে রে,
কিশের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে ॥
হাকিম, দীনদরিদ্র, জানেন আমারে ;
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিস এবার চোল্‌বে পাপরে।
ও সে যে আদালৎ বুঝ্‌বে হালৎ রে,
আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে ॥
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর ব্যস্ত ;
ঢুকে আন্‌বো মহল, করে বহল, সব সাব্যস্ত।
প্রীবি-কৌন্সিলের সে নজীর এসে রে,
আমার তমাদি-দোষ কেটেছে।

বলে, দীন বাউলে ভাব্‌ছো কি রে মন ;
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীলাণ্ট, নাই তোমার মোচন।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে
আবার দায়মাল চার্জ রয়েছে ॥ ১২৩০

দীন বাউল।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা প'ল।
ত্বরায় যাই এষ্টেসনে, দেখে শুনে তল্‌পী তোল ॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বল্‌ছে টাইম্ ওভার হ'ল।
হুড় হুড় হুড় আস্‌ছে গাড়ী, হুড়োহুড়ি লাগ্‌ল ভাল ॥
খোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকেট্ পেল।
কেউ বা যেতে টিকেট বিনে, পোলিসম্যানে চালান দিল।
কত জন কচ্ছে রোদন, হে গোবিন্দ একি হ'ল।
কি দিয়ে কর্ব্বো টিকেট্ হায় কে পকেট্ কেটে নিল।
দীন দুখী দেখে টিকেট্-মাষ্টার যা'রে সদয় ছিল।
বিনে মূলে অনায়াসে, পাস পেয়ে সে পাসিয়ে গেল ॥
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকেট পেল।
হরি হরি কও সকলে, চারি দিকে অল বাইট্ হ'ল ॥ ১২৩১

ঐ

সামাল সামাল মন-মাঝিরে রে, হা'ল ঠিক যেন থাকে।
উঠেছে হামাল ভারি ডরিও না দেখে ॥
হু হু কল কল কল, ঐ পাকে ডাক্‌ছে জল,
সাবধানে ঘুরিও রে কল, সলায় টিপ্ রেখে ॥
যে টান দেখ্‌ছি কিনারে, কাটানে যেও না রে,
কোন টানে ভল্‌কা মেরে, ফেল্‌বে বিপাকে ॥

শেষে পাবিনে সুমোর, এই বেলা বাঁধ রে কোমর,
নৈলে তোর ভাঙ্গবে গুমোর, এলে বাণ ডেকে ॥
একে তরণী জরা, ভরা তায় পাপের ভরা,
দেখ যেন যায় না মারা, চড়াতে ঠেকে ॥
ভক্তি-মাস্তলে, হরিনাম বাদাম তুলে,
দীন বাউলে বলে দেও পাড়ি সুখে ॥ ১২৩২

দীন বাউল।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
সত্য পথের সত্য ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে,
ছোবে না রে সোণাদানা।
সেই পথে মনসাধে চল রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা ॥
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা।
দেখ আবার ছয়টী চোরে, ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে সব সাধনা ॥
কখন ঝড় বাতাসে উড়ে এসে,
জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা।
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী,
সহে যেন যম-যাতনা ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই,
কি কর ভাই মিছামিছি পর-ভাবনা।

চল যাই সত্যপথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না॥ ১২৩৩

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি,
সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খনি, পরশমণি,
রতনমণি না চিনিলি॥
কি ব'লে, অবহেলে, সোণা ফেলে,
আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি॥
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়া'স ছুটে,
লোভের মুটে তুই কেবলি।
না বুঝে ত মিঠে, ঘুঁটে
ভেবে মিঠে, মিঠে নিলি॥
না জেনে ভাল মন্দ, এম্‌নি দ্বন্দ্ব,
সাপের ফান্দ গলায় দিলি।
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, গেলি ভুলে,
যা করিতে ভবে এলি।
এ জগৎ-চিন্তামণি, আছেন যিনি,
তাঁয় না চিনি মাটি হ'লি॥ ১২৩৪ ঐ

দোকানি ভাই দোকান সার না;
কত কর্ব্বি বেচা কেনা॥

ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশল্লা চোর ছ'জন নিল।
(দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে
(ও রে ও ও দোকাকানি) সিঁধ কেটেছে,
তাও কি একবার দেখ না॥
পরেরে ঠকা'তে গে নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি,
(দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ও রে ও ও দোকানি)
কি করিবি, তাগাদার দিন বল না॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল,
(তাঁর মত আর দয়াল নাই রে)
শুন্‌লে আওহাল, তোরে নিদয় হ'বেন না॥ ১২৩৫

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

কা'র হিসাব লিখছিস্ ব'সে মনের খোসে,
আপনার কাজ মুলতুবি রেখে।
ও রে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চখে দেখছিস্ চোখে।
তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস্ রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে॥
লিখ্‌ছিস্ পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।

পাগলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল,
আপনার ভাল না বুঝে কে ॥
শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝ্‌বি সে দিন.
সর্‌বে না তোর বাক্য মুখে ॥
ফিকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,
তবেই নিকেশ দিবি সুখে ॥ ১২৩৬

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয়।
বা'ছ্ খেলা'তে এলাম এবার বা'ছ খেলান হ'ল দায় রে।
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী,
ও তা'র নবছিদ্রে ওঠে বারি দিবা রজনী ;
ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে,
বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় রে ॥
দশখানি দাঁড় পাতা আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে,
হা'ল ধরিতে দিশে নাহি পায় রে ॥
আঠার ডওরাতে বসে রে,
ঐ যে আঠার জন আছে তা'রা কেবল ঘুমায় রে.

তা'রা জাগে না যে কোন মতে রে,
আমায় ব'লে না দেয় সদুপায় রে॥
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল,
ও রে অমনি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল,
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে,
পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে॥
ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে,
কেন এত ভাবছিস্ বসে বিপদ-সময়ে,
এখন কূলে যেতে চা'স যদি রে,
তবে বাদাম টেনে দে ত্বরায় রে॥ ১২৩৭

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভাই রে কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে, হায় কে তোমায় দিল বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুলুকের বাদ্সা,
তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল,
সে সকল এখন কোথায়॥
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
এখন কা'রে দিয়ে সাজ্‌লে সন্ন্যাসী,
তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী জুড়ি এখন কে হাঁকায়॥
ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান,
কুল-মর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান,

তোমার সে মান্য, কৌলিন্য,
প্রাধান্য এখন কোথায়॥
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল,
তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল, ভিক্ষা করেছ,
কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিবায়।
কাঙ্গাল বলি'ছে, কাঙ্গাল ধনবান,
শু'লে শ্মশানে হয় সকলে সমান,
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার,
কোন বিচার নাই তথায়॥ ১২৩৮ হরিনাথ মজুমদার॥

সংসার জ্বালায় জ্বলে সবাই মরতে চায়।
ম'লে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায় রে।
বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
ও রে মানুষ ম'লে শান্তি পায় রে এমন স্থান কোথায়,
জ্বলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে,
সকল জ্বালা অমনি নিবে যায় রে,
ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে,
এ সব বন্ধু হ'তে বন্ধু আবার এমন কে আছে,
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে,
মরে তা'র কাছে যেতে চায় রে॥
এত ভালবাসে রে যে জন,
কেন তা'রে প্রাণের সহিত ভালবাসিস্ নে রে মন,
তা'রে ভাল না বাসিলে মন রে,
মানুষ ম'লেও শান্তি নাহি পায় রে,

কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মর্‌তে চাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল,
যে দু'দিন বেঁচে থাকিস্ মন্ রে,
ডাক দীননাথে সর্ব্বদায় রে ॥ ১২৩৯

—— হরিনাথ মজুমদার।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে,
দু'জনে মাখা মাখি ॥ ভালবাসায়,
এক পাখী কত ফল বিলায়,
সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়,
ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে,
অন্যে হচ্ছে ফলভোগী ॥ ইচ্ছামত,
পাখী নয় কাহারও অধীন,
ও যে ফল খায় সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন,
সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখি ॥ নিজ দোষে,
মনোদুখে কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে,
আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরলময় দেখি ॥ হায় হল কি ॥ ১২৪০ ঐ

——

সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
এ কি চমৎকার, কেহ কার ছোঁয়া পানী নাহি খায় ॥

এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়,
ও রে সকল জেতের পারে ল'য়ে যায়,
ও রে এক আকার, সবাকার, তবু জাত-বিচার দেখায়॥
এক নদীতে হিন্দু মুসলমান,
ও রে খ্রীষ্টান আদি করিছে জলপান, সেই জল তুলে,
কেউ ছু'লে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়॥
এক বাতাসে সবে কচ্ছে বাস,
সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস, তবু বিশ্বাস নাই,
এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়॥
ও রে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়,
আবার আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়,
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান,
ও তা মুখে বলেন, কাজে না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ-জ্ঞান, কভু না যায়॥ ১২৪১

হরিনাথ মজুমদার।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন,
আপন কাঁদন তু কাঁদ না।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি,
খুঁজবে ধাড়ি পাট বিছানা;
থাম্‌লে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বল্‌বে সকল,
শীঘ্র ধ'রে বাইরে নে না॥
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে,
দেখ্‌বে কিছু আছে কি না।

অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,
বল্‌বে আছে নাম ডাক না॥
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গাম্‌ছা কাঁধে,
খুঁজ্‌বে কোথা জ্ঞাতি জনা।
আছে সব জাত-বেহারা, এসে তারা,
দুদণ্ড তোমায় থোবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে,
ঘোচে তার ভব-ভাবনা।
অন্তিমে কল্‌সী কাচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এর বা তাও মেলে না॥ ১২৪২

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

কার চোকে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালী,
করে রে মন তাই বল না।
সে যে হয় জগতহর্ত্তা,
বিচারকর্ত্তা অন্তর্য্যামী তাও জান না।
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে,
দেখ্‌ছে রে সব ঘটনা।
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন,
সকলি তার আছে জানা॥
ও রে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোজা,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা॥
তুমি এই ভবে এসে লোভের বশে,
যখন কর যে ছলনা।

সে তোর এ সব দেখেছে,
তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না।
আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান,
সে ত নয় রে ট্যারাকাণা।
তার চকে ধূলা দিয়ে ছাপাইয়ে,
যাবে সেরে তা হবে না॥
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি, যা করেছি,
সব জেনেছে সেই এক জনা।
ভেবে আর নাই রে উপায় সব অনুপায়,
দয়াময়ের দয়া বিনা॥ ১২৪৩

হরিনাথ মজুমদার।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ,
উঠ্ছে সদা দেল-দরিয়ায়।
কখন হ'য়ে রাজা মারে মজা মনেতে মন মনকলা খায়।
কখন পাদ্সা উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকীর হ'যে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল,
অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ও রে তার মনের মাঝে হাসি কান্না ঘর-কন্না এই সমুদায়।
ও রে ভাই মনের কথা, যেথা সেথা,
বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই,
মনের কথা বল্লে সবাই তা জানা যায়॥

কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে,
মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগলকরা পড়ে ধরা,
তবে সকল পাগল হওয়ায়॥ ১২৪৪

হরিনাথ মজুমদার।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত,
দুনিয়ার সব আজব্ খেলা।
আজি কেউ পাদ্সা হ'য়ে, দোস্ত ল'য়ে,
রংমহলে করছে খেলা।
কাল আবার সব হারা'য়ে, ফকীর হ'য়ে,
সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়,
মারছে জুত চড়িতোলা।
কাল আবার কোপ্নী পরে, টুক্নী ধরে,
কাঁধে কোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর,
রয়েছে সব বাজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করছে রে তরঙ্গ খেলা।
কাঙ্গাল কয়, পাদসা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর,
সকলি ভাই ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও,
ধর্ম্মকে ক'র না হেলা॥ ১২৪৫

ঐ

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়!
ভক্ত হ'তে যার, ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হ'তে হয়॥
শক্তি হইলে প্রকাশ,
সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয়॥
রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
তখন অনায়াসে হ'বে ভূতশুদ্ধি, সিদ্ধি হয় তখন,
নইলে মন অ-আ-ই-ঈ কর্ত্তে হয়॥
সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব-লক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হ'বে রে বারণ, বিবেকী যখন,
হ'বে মন, তখন রে ভক্তির উদয়॥
কাঙ্গাল বলিছে ভক্ত হয় যখন,
ও রে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন;
যায় প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়॥ ১২৪৬

হরিনাথ মজুমদার।

সেই প্রেম-রতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম-লাগি, বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী, মৃত্যুঞ্জয়॥
যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই,
মুখে হরি বলে, সুখী শুক-গোঁসাই,
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে বালক-প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।
ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম-অভিলাষী,
মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী,
যে প্রেম-লাগিয়ে, ভাবিয়ে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়॥

ও রে যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ,
রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব-প্রমাদ,
ছেড়ে অতুল ধন, পরিজন, লালাবাবু ফকীর হয়॥
শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস,
যে প্রেম-মহিমা করেন প্রকাশ,
যে প্রেম-মহিমায়, রামমোহন রায়,
এ বাঙ্গালায় হ'লেন উদয়॥
দবির আর কবির ছুটী ভাই ছিল,
তা'রা সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'ল;
পাদ্‌সা এব্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকীর হয়॥
কাঙ্গাল বলি'ছে এ প্রেম যা'র আছে,
ও রে সীসা সোণা সমান তা'র কাছে,
বিষয়-অহঙ্কার, নাই রে তার,
মান অপমান সমান হয়॥ ১২৪৭

হরিনাথ মজুমদার।

মন না হ'লে সোজা, ফকীর-সাজা,
কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা।
ফকীরের সজ্জা ধরে, নৃত্য করে, কর্‌ছ ধর্ম্মের আলোচনা।
তুমি যে আপন কাজে বেঠিক নিজে,
পরকে কি বুঝাও বল না॥
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও,
নিজে কেন তা বোঝ না।
নিজে না বুঝ্‌লে পরে, অন্য পরে, বুঝবে কেন, তা ভাব না।

কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হও রে সর্ব্বজনা,
নিজে না হ'লে ভাল, পরকে
ভাল কর্ব্বে ভাব, তা হ'বে না ॥ ১২৪৮

হরিনাথ মজুমদার ॥

যার ফুল নকল ক'রে গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার।
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁ'রে ভুল একি ব্যাভার।
কখন হ'য়ে অন্ধ, বল মন্দ গুরু-মারা বিদ্যা তোমার ॥
ও রে যাঁর আকাশে রং, দেখে রে রং,
করতে শিখে জগৎ-সংসার।
আবার তাঁর সং বলিয়ে ঢং করিয়ে,
নাচাও তুমি, কি অহঙ্কার।
কাঙ্গাল কয় যাঁ'কে দেখে, লোকে শিখে,
না করে যে নামটি তাঁহার।
ও রে তা'র পদে প্রণাম, নেমক-হারাম,
তা'র মত কে আছে রে আর। ১২৪৯ ঐ

(বল) তুই কেমন করে যা'বি রে তরে।
ও তোর জীর্ণতরি তুফান ভারি, ও রে বুঝি ডুবে যায় রে ॥
তরির নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা,
ঐ দেখ উঠ্‌ছে তা'তে বারি সদা ভাই রে।
তরি হ'য়েছে রে ডুবু ডুবু ও তা দেখে প্রাণ কাঁপে রে।
যে দশ জন আছি দাঁড়ি,
তা'রা মনের সুখে গা'চ্ছে সারি বসে।

ও রে মহাজনের মাল বলে রে,
তা'দের তিলেক ভাবনা নাই রে॥
ও রে বড় বোকা মাঝিটে রে,
সে ত জলের গতি বোঝে না রে ভাই রে।
আবার হেলে পানি মানে না রে, এবার বুঝি প্রাণ যায় রে।
পাগল বলে নাই আর উপায়,
বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে।
ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি,
ও তুই ডাক রে ত্বরায় তাঁরে॥ ১২৫০

পাগল ফকীর।

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখ্‌তে যা'বি ভাই॥
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি, যে খেলে সে ঝুরছে তাই॥
কাণে কাণে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতল করা,
সুধা পাবা যত খাই। যাতায়াত সহজ সোজা,
বইতে নাই ভার বোঝা, হবে শমনের সাজা,
খাজা গজার মুখে ছাই। ভাব-রসের কারবারী,
না জানে দোকানদারি, যে খায় একার তারি,
প্রেমের বলিহারি যাই। সম্মুখে সাজান মাল,
ধর্‌তে ছুঁতে নাই বমাল, দোকানী এমনি সামাল,
খুঁজলে হাতে পাতে নাই॥ ১২৫১ অজ্ঞাত।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটাবাড়ী,
কিসে হবে সেই ভাবনা।
বাহিরের তিলক ঝোলা, জপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না॥
বাহিরে মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা,
মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে,
ছাই কর ভাই কুবাসনা॥ ১২৫২

হরিনাথ মজুমদার।

পাখী মোর সেই কথাটি বল না।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা, কর্‌ব কর্‌তে পারি না॥
অতি প্রভাত কালেতে, ব'সে গাছের ডালেতে,
তুই উর্দ্ধমুখে ডাকিস্‌ কারে মনানন্দেতে।
তাঁরে না ডাকিলে, প্রভাত কালে, সুধা পেলেও গিলিস্‌ না॥
শক্তি নাই ব'লে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বল না আমারে।

যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা,
শুনব তা আজ ছাড়ব না।
তোর গর্ত্ত সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে।
আবার ডিম্ব হলে, তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা॥
ফিরিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে,
বল্লে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব,
কেউ যে কথা বলে না॥ ১২৫৩ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভাব মন অধমতারণ, সত্যশরণ,
যাঁর নামেতে পাষাণ গলে।
যিনি এই গগন তপন, পাতাল ভুবন,
শূন্য পবন, স্থলে জলে।
কিবা আশ্চর্য্য কথন, নাই তাঁর চরণ,
সমভাবে বেড়ান চ'লে॥
যিনি এই গাছগাছড়ায় দালান কোটায়,
পত্র-কুটির ঘরের চালে।
তিনি তোর দেলের মাঝে, ব'সে আছে,
ভাল মন্দ কথা বলে॥
যিনি সেই চীনতাতারে, রুম সহরে,
বর্ম্মা কাশ্মীর ঝিল নেপালে।
তিনি তোর ভাতের গ্রাসে, খাটের পাশে,
নাচিয়ে বেড়ান ল'য়ে কোলে॥

যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়িতে,
বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে।
যিনি তোর খোল খমকে, ঢোলে ঢাকে,
আলখেল্লায় ফুরফুরি বোলে॥
যিনি সেই মজিদ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়,
শ্মশানে কি গাছের তলে,
তিনি মোহন্ত-আখড়ায়, তুলসী-তলায়,
সর্ব্ব স্থানে ভূমণ্ডলে॥
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেঁড়ো-ক্ষেত্রে,
ঘোষ-পাড়া কি বিন্ধ্যাচলে।
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কাশীধামে,
মক্কা মদিনা চিথুলে॥
যিনি সেই জ্ঞাতি-হিংসায়, বিবাদ ঘটায়,
যুদ্ধ বাদায় সন্ধি-স্থলে।
তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা,
যা বল তা সবার মূলে॥
যিনি সেই গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টে,
রেলের রোডের ধূমকলে।
তিনি যে নেড়া মাথায়, জুল্‌পী খোপায়,
টাকপড়ায় কি এলবার্ট চুলে॥
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে, চূণে পানে,
দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে।
তিনিই তোর ধুতি চাদর, জামার ভিতর,
কোট পেণ্টুলেন শাল রুমালে॥

যিনি নাটক যাত্রায় ঢপ অপেরায়,
কবিকঙ্কন কবির দলে।
তিনি পাঁচালী-ছড়ায় হাফ আখেড়ায়,
ঝুমুর খেমটা বাই মহলে॥
যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়,
বক্তৃতায় কি পণ্ডিত-টোলে।
তিনিই যে ছেঁড়া ছালায় কোপীন ঝোলায়,
গে'ধুড়ি কিম্বা কম্বলে॥
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে করে ধরে,
মূল হারালি ভুলের মূলে।
থুয়ে ধন চালের বা'তায় জল যে হাতড়ায়,
তাকেই লোকে পাগল বলে॥ ১২৫৪

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।
ও রে ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখে না॥
হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়্ছে আবার খসিয়ে,
ও রে আগুনেতে পুড়ছে ঘসি গোবর উঠছে হাসিয়ে,
মরছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবু লোকে করছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না॥
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তার,
লোক এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না॥

কেঁদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে,
আমি আছি কিরে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখ্‌বে আছেন তিনি
ভাবতে কিছু হবে না হবে না ॥ ১২৫৫

হরিনাথ মজুমদার।

ও রে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি,
মনে একবার ভেবে দেখ্‌লে।
মানুষে করে যখন ধন উপার্জ্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।
তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে ॥
যদি রে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন,
নিন্দা করে কথার ছলে।
গৃহিণীর মুখ তলো ছেলে গুলো,
নাহি ডাকে বাবা বলে ॥
দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্ধুক পূরে,
ধন দৌলত রেখেও মলে।
শ্মশানে লবে যখন, বাঁধবে তখন,
একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে ॥
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে,
সোণার শরীর মাটি করলে,
শ্মশানে লবে যখন হয় ত তখন,
তিনি দেবেন গোবর গুলে ॥
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে,

জন্ম এখন এই শেষকালে,
বুড়ো বলদের মত, কষ্ট কত,
স্থান না পায় আর কোন স্থলে ॥ ১২৫৬

—— হরিনাথ মজুমদার।

চল্‌তেছে আজব ঘড়ী দিবা রাতি নাই কামাই।
ও যার ঘড়ী এমন, কারিকর তার কেমন ভাই ॥
এক স্প্রিঙ্গের জোরে ঘড়ীর ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিঙ্গের জোর না থাকিলে যত কল সবই বিফল,
বুকের দুপাশে দোলনা, টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা,
বেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম দিবার তার চাবি নাই,
ও রে ভাই ॥
সূতর মত ছোট খাট চাকার আলার কত চিহ্ন,
ও তার উপর উপর দেখ্‌লে তাতে পায় না কেউ
কোন উদ্দেশ;
দুই কাঁটা চলে বাইরে, এক কাঁটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় পাকেতে গোল ভাল মন্দ দুই এরাই,
ও রে ভাই।
ফিকির তোরে ফিকির বলি যদি মোর কথা রাখিস,
তবে প্রেমভরে দিনান্তরে দয়াময় নাম টাইম দিস,
যে কারিকর বানাইছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন তখন রাখবার উপায় নাই,
ও রে ভাই ॥ ১২৫৭

—— ফিকিরচাঁদ।

কীর্ত্তন।

ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে।
ও রে সকাতরে ডাক্‌লে তাঁরে নেবে রে পারে ॥
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে,
এমন সুযোগ আর পাবিনে) চলে নাও দ্রুত গতিতে,
এক হালের জোরে ॥
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড নায় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে এ তরী তরীর মত,
এই বিশ্ব-সংসার নিতে পারে) কিন্তু,
প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে ॥
ফিকির এখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে,
(আমার কি হল রে ভবপারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না কোরে)
ও হে দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥ ১২৫৮

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

বাউলের সুর।

কে গো তুমি চিত্‌ হ'য়ে ভাস্‌ছো নদীর জলে ;
(জলের মধ্যস্থলে)।
আমার মাথা খাও, কথা কও হাসির লহর তুলে ;
(তাকি গিয়েছ ভুলে ?)
আয়না ফিতে চিরুণ ভুরি, যাচ্ছে পড়ে গড়াগড়ি,
এখন যাচ্ছ কোথা তাড়াতাড়ি. এলো থেলো চুলে ;
(ঢেউয়ের সঙ্গে কূলে),

বিধুমুখে মৃদুহাসি, গলায় দিতে প্রেমের ফাঁসি,
এখন ছেড়ে দিয়ে হাসিখুসি, মুখভারী করিলে ;
(কেন কি ভাবিলে ?)
গরলমাখা দুটী চোখে, মার্‌তে খোঁচা লোকের বুকে,
এখন সে নয়ন খাচ্ছে কাকে, ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে তুলে ;
(ও সেই পাপের ফলে) ।
যে রূপের ও রূপসি, গরব কর্‌তে দিবা নিশি,
এখন কোথায় গেল সে রূপরাশি, ঢাক হ'য়েছ ফুলে ;
(যাবে দুদিনে গ লে) ।
তোমায় দেখে সুখী হলাম, এই উপদেশ পেলাম,
আহা ! সংসারের পরিণাম, কালের অদ্ভুত লীলে ;—
(তুমি দেখিয়ে গেলে) ॥ ১২৫৯
শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ্ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে, জাত্‌বেহারার কাঁধে চ'ড়ে খাটুলীতে শুয়ে ॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কলসী পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন কোসন, ঘটী বাটী,
এই যে, খাট বিছানা, শীতল পাটী, রেখেছ সাজায়ে ॥
রেখে হাঁড়ি, কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো ডালা, খৈচালা, রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালীর যত আসবাব্, কিছুরতো রাখ নাই অভাব,
আহা, ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট স'য়ে।

ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখ্‌তে ধরে যথের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাতো, অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি থাক্‌তে বল্‌তে সব "বাড়ন্ত" চক্ষুলজ্জা খেয়ে।
সদাই বল্‌তে আমার আমার, আজ কিছুই তো
হলো না, তোমার,
আহা, কেবল ম'লে পণ দুই চার, চাবির বোঝা ব'য়ে।
পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ী, যাওনা দুটো নিয়ে॥ ১২৬০
শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

যদি ভাই খেয়ে মদ, কর্‌বে আমোদ,
কাজ কি যেয়ে শুঁড়ির বাড়ী।
বিলাতি ব্রাণ্ডি বিয়ার, কাজ কি তোমার,
নষ্ট করে পয়সা কড়ি।
সহস্রার খোলাভাঁটী, পরিপাটী, গুরু খুলেছেন কৃপা করি;
সাম-রস, সুমধুর-রস, সুরা-সরস, হংসযন্ত্রে হয় তৈয়ারী।
সঙ্গে লও শম দমাদি, যথাবিধি, বস্‌রে মন চক্র করি;
এই তো ভাই যেমন শক্তি, দিলাম যুক্তি, শক্তি কর ভক্তি নারী।
গুরুকে করিয়ে ধ্যান, কররে পান, প্রেমের চষক হাতে ধরি;
নেশা, ভাই, চড়বে যবে, মনে হবে, হাত বাড়ায়ে স্বর্গ ধরি।
করেছে ভাই উজান ভাটী, মৎস্য দুটী, ধর তারে যত্ন করি;
ভাজিয়ে ধরে না ঘিয়ে, খেচরী দিয়ে, চাট কর মাংস সম্বরি।

ও রে ভাই পিত্বা পিত্বা, পুনঃ পিত্বা, ধরায় দিবে গড়াগড়ি ;
নেশা, ভাই, ছুট্‌বে যখন, আবার তখন, পান করে ভাঙ্গিবে
খোয়ারী।
দেখিবে চতুর্দ্দলে, কুতূহলে, ব্রহ্মা, সাবিত্রী-সুন্দরী ;
ডাকিনী শক্তি তথা, বিরাজিতা, রূপে ভুবন আলো করি।
দেখিবে মুদিত চ'খে, জীবাত্মাকে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করি,
রেখেছে ত্রিকোণ ঘরে, অধীন ক'রে কন্দর্প-বায়ুতে ঘেরি।
তার পর সুষুম্না মুখে, দেখ্‌বে সুখে, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরি ;
নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, ভুজঙ্গিনী, ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ করি।
পাগল কয় নেশার ঠোকে, জাগাও মাকে, সুষুম্নাতে বায়ু ভরি ;
যদি হন জাগরিতা, জগন্মাতা, তবেই জনম সফল করি ॥ ১২৬১
শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা ভাংলো নাকো ঘুমের ঘোর ॥
মিছে দেহের গুমোর করো না।
কোন্ দিন পাখী পালিয়ে যাবে তাওতো জান না ॥
(রে ক্ষেপা), ও রে তখন খাঁচা পড়ে রবে, থাক্‌বে না
তার ঠিকানা তোর।
যখন খাঁচার পত্তন করেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে
বসত ক'রেছে
(রে ক্ষেপা) ; ও রে সিঁধ কাটিতে দুয়ার কাটে,
ঘরের ভিতর ঢুক্‌বে চোর।

ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে, বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে
(রে ক্ষেপা);
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় কর্‌বে গলা, তখন হবে বাজী ভোর॥
১২৬২ ফিকিরচাঁদ।

"তরু বলরে বল"—গানের উত্তর।

বাউলের সুর—খেমটা।

পরমেশের দয়ার লেশে,
পেয়েছি পুত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে।
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত,
বিশ্বময় দৃশ্য যত তাঁর কৃত প্রকাশে॥
আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাই ঊর্দ্ধদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে।
কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি দুলি সেই রঙ্গে,
সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে।
সদা ত্যজিয়ে সুখ-বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,
সেই জন্যে যোগী জনা আমার তলা ভালবাসে॥
সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে,
চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে॥
চন্দ্র কয় শুনরে তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু,
ভজ শ্রীনাথ গুরু, কূল পাবিরে অনায়াসে॥ ১২৬৩
চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন।

বাউলের সুর—পোস্তা।

মনপাখী, আমার বশ তো হ'লে না, হ'লো না।
আমি রাধা কৃষ্ণ বলিতে বলি, সে বুলি, তো বলে না॥

আছে রিপু ছয় পক্ষ, হ'লো তাদেরি পক্ষ,
সর্ব্বদা বিপক্ষ আমার হয় না সাপক্ষ,
আমি বলি আমার আমার, সেত আমার বলে না।
থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাকি,
কোন্ সময় পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি,
আমি চা'ল ছোলা খাওয়ালাম কত, আপন কর্ত্তে
পারলাম্ না।
কহে দীন পঞ্চানন, পাখীর বিষয়-বনে মন,
কোন্ সময়ে পলাইবে চিন্তা সর্ব্বক্ষণ,
হরিনাম কল্পবৃক্ষ-মূলে মোক্ষফলে ভোলে না॥ ১২৬৪
পঞ্চানন গোস্বামী।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

আগুন আছে ছেয়ের ভিতরে।
আগুন বার কর ছাই নেড়ে॥
যদি দৈবযোগে জন্মালে আগুন, কেউ কেউ বলেরে ভাই,
পোড়া শোলার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিলরে ভাই,
আগুন মজুত আছে পাথরে।
রয়না আগুন পাকা দালানে, মাটির ঝিঁক
তার নড়ে আগুনে।
আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে রে ভাই,
আগুন নামে সব হরে॥ ১২৬৫ অজ্ঞাত।

মিশ্র—খেম্‌টা।

সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায়।

জারি জুরি কর কি মন, বুজরুকি খাটে না তায়,—
ও তা ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকামি, নামী ধামির কর্ম্ম নয়॥ ১২৬৬

—— অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জল্‌ছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম নদীতে, পাড়ি দিতে ত্রিবেণী
(ভোলা মন মন রে আমার)
কত সাধুর ভরা, যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর ঘোর তুফানে॥
যত রসিক যারা, পার হয় তারা, কামনদীর ঐ ধারটী দিয়ে,
দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে, যারা স্বরূপ সাধন জানে॥ ১২৬৭

—— ঐ

"বল কি সন্ধানে যাই সেখানে"—সুর।

এসেছে এক নতুন মাতাল এই নদীয়ায়, তোরা সব দেখ্‌সে রে আয়।
ও সে হরিনামের সুধা পানে, হরি ব'লে জগৎ মাতায়।
ও ভাই খায়নাকো সে শুঁড়ির মদ, আপন মদ আপনি বানায়,
ও সে মন-ভাটিতে, প্রেমগুড়েতে, নয়নজলে সে মদ চুয়ায়।
নিতাই চাঁদ অদ্বৈত, ইয়ারবাশী এরা সবায়,
তারা খায় আর নাচে, আবার যাঁচে, যাদিকে সম্মুখে পায়।
সে মদ খেয়ে খেয়ে অসার হয়ে, যখন পড়ে ভুমে লুটায়,
তখন রাধারি নাম-সুধা চাট, মুখে দিয়ে আবার লাফায়॥
সে মদ খেলে পরে, একেকালে ইয়ার সবে জাত ভুলে যায়,
তখন কিবা ব্রাহ্মণ, কি হাড়ি ডোম, চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই।

সে মদ খেয়ে তারা, চোখের তারা, কপালেতে তুলেছে ভাই,
প্যারিমোহন বলে, মোর কপালে,
এক ফোটা না মিল্লরে হায়॥ ১২৬৮

—— প্যারিমোহন গোস্বামী।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

যা যা যা তেল দিগে যা আপন চর্‌কাতে।
ভোলা মন ভুলিস্‌ না তুই কথাতে॥
চরকার আটটী পাখী, দুই ধারে দুই প্রধান খুটী,
মাজখানে চাকি, কতকাল ঘুর্‌চে রে মন,
চর্‌কা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে॥ ১২৬৯

—— অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ও গো সখি তোরা কি তাই পার্‌বি,
ও যে বড় কঠিন পীরিতি ; শেষে রাস্তায় বসে কাঁদ্‌বি।
সে যে তুফানের উপর তুফান রে, শেষে জ্বালায় জ্বলে মর্‌বি।
সে যে আগে দুঃখ মাঝে সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পাবি, শেষে আঁচল টেনে মর্‌বি।
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে, দেখ চণ্ডীদাষ আর রজকিনী,
কেশব সাঁই সে প্রেম জানে না, কেবল তার চাতুরী॥ ১২৭০

—— কেসব সাঁই।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা, রসে ঢাকা, রসিক জনার অন্তরে।
রসিকের পাগল দশা, দেখে জীবের নেকনজরে না ধরে,
তাতে রতি মাসা তফাৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে।

ওরে বেদ বিধি পড়ে রত্ন সে দিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে,—
আবার গ্রন্থকর্ত্তা রাখ্‌লে কলম
সহজ সহজ লিখ্‌তে না পেরে ॥ ১২৭১

ফিকিরচাঁদ।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

দেল দরিয়ার খবর কর্‌রে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখ্‌তে পাবি,
মুখসুধাবাদ কর্‌রে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন ॥ ১২৭২ অজ্ঞাত।

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

এলো প্রেমরসের কাঁসারি।
আর সই ভাঙ্গা ফুটা বদল করি।
একটি নয় সই ছিদ্র নটা, রসবিহনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটী ফোঁটা আঠায় যত সারি।
সকলে ভরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি ॥ ১২৭৩

ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন ভাব্‌লি না মন যে দিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন সে ধন কে তোর খাবে রে ॥

তৃণশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাক্‌বি পরের বশে,
রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে।
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাক্‌বি বোল্‌বে মড়া,
ওরে জপেতে হও আপ্তসারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে
নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
সেই মুখেতে তব সুত আগুন জ্বেলে দেবে রে॥ ১২৭৪
৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

সৌরভেতে জগত মেতেছে।
ও ভাই বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোন্ খানে
ফুল ফুটেছে।
আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে,
ও সে রাখালবেশে গোষ্ঠে গিয়ে রাজা হয়েছে,
ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।
ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়, ফাল্গুনে পূর্ণিমাতিথি
জন্মগ্রহণ লয়,
অই নদে এসে কাল ঘুচে, নিতাই গৌর হয়েছে॥ ১২৭৫
অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—একতালা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে,
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তালা, তেতালায় আর কেবা শোবে।
যখন শমন ধরিবে চলে, ধরণী লুটিয়া রবে।

সুদের সুদ গণিতেছ ভাল. আট বছরে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মলে তোর সঙ্গে যাবে ॥ ১২৭৬

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছ মনমতি-মনোহরা।
জায়গা হয় না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামি এক ছোঁড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চর্ম্মের বেড়া।
বাহান্ন গলি তিপ্পান্ন বাজার গো, ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,
মট্‌কাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো,
ঘরে কে দিচ্ছে পাহারা।
তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা ॥ ১২৭৭

কেশব সাঁই।

বসন্ত—তেলেনা।

ওরে মন তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন।
ভেবে দেখ সব অকারণ ॥
তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে শমন ॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে,
রেডিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন।
শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ।
হলো আয়ু আয়ের ঘরে শন্নি কল্লে নাকো দরশন ॥

অৰ্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, পৌদে পরে তসর কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন।
কার জন্য কর মর কি কারণ।
তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ॥
শোন্‌রে মন ইষ্টুপিট্, আর করো না ডিপজিট্।
আর কি না কলের ইট, আস্তাবলের কারণ।
দীন হীন দরিদ্রে কর বিতরণ।
যে ধনে হলো না পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন।
কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা,
ধর্‌বে নানা খানা যখন কর্‌বে রোগে আকর্ষণ।
তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ হুতাশন।
হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ॥ ১২৭৮
প্যারীমোহন কবিরত্ন।

বেহাগ—পোস্তা।

ওরে মন তোমার আজ বাদে কাল ভবের পটল তুল্‌তে হবে।
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে॥
কোথা থাক্‌বে ঘড়ী বাড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে।
গালপাটা কাটা গোঁফে, কে আদরে আতর মাখাবে॥
পমেটম্ হেয়ারে দিয়ে, চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা, গান কর্‌বে কে প্রাণ জুড়াবে॥
বুকের ছাতি ফুলিয়ে, চাবুক মেরে, কে জুড়ি হাঁকাবে।
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খাসী খাবে॥

রম টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।
ছুটি নয়ন করে রাঙ্গা র‍্যা টেনে কে কথা কবে ॥
টানা পাখা টাঙ্গায়ে দিয়ে বৈঠকখানায় হাওয়া খাবে।
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে ॥
রোগ হ'লে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দিবে।
তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হস্তে দিতে হবে ॥
এখন একটী পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভূতে সব লুটে খাবে ॥
খাটে তুলে ঘাটে তখন সুঁদরী কাটে সাধ মিটাবে।
প্যারীবলে যাবার সময় মা সাহেব কে সঙ্গে যাবে ॥ ১২৭৯

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

মুলতান—খেম্‌টা ॥

দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি।
মূল হতে লাইন খুলে সাত ইষ্টেসন ঘাটি ঘাটি ॥
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কয় ঠিকানায় প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন যুটি।
পথের কথা শোনরে পাছু, সুষুম্নাতে বেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটী ॥
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটো ছুটি।
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান, আনন্দেতে, তেজে ভবের খাটাখাটি।
যথায় পঞ্চ কুণ্ডবারী, কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ্য করি, দেখরে এক ডাকাত খটী।

ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সঙ্গি কত শত,
জীবাত্মা পাইয়া যত, চলে যান রে আপন বাটী।
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট্ হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাঁটি॥ ১২৮০

—— রামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ভবের শোভা ফক্কিকার।
এ ভবে চটক ভারি ভিতর ফোপ্‌রা নাইক সার॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি সখের বস্তু কতই আর;
সে সব থাক্‌বে পড়ে, রাখ্‌বে কেবা
দেখ্‌বে কে আব বাহার তার।
তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম কর সার;
বৃদ্ধ হলে মর্‌বে জলে দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার।
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা কবে সংখ্যা তার;
জীবের জন্মে ধিক্, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার॥
আস্‌বে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার॥ ১২৮১

—— অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

বাউলের সুর।

তোর মত মন্ বোকা চাষী আরত দেখি না।
(তোর) দেহ জমি রৈল পড়ে আবাদ কল্লি না॥
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) কর্‌বে তশীল ধর্‌বে কেশে
মাল্‌গুজারী কর্‌বি কিসে, কিছু ভাব্‌লি না।
থাক্‌তে ঘরে ছটা এঁড়ে (তুই) কল্লি না চাষ ও রে কু...
সাঙ্গে তোর পাঁচজনার পড়ে, তাওত বুঝ্‌লি না।

কি দশা হবে তোর শেষে (তুই) সর্ব্বস্ব খুয়ালি চাষে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুন্‌লি না॥ ১২৮২

—— অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

জীবন প্রদীপ জ্বল্‌ছে রে ঘরে।
কোন্ দিন নিবে যাবে ফস্ করে॥
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে।
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা,সামাল্ সামাল্ জীবন প্রদীপ
সামাল এই বেলা, আস্‌বে যখন কালের ঝট্‌কা,
আটকাবি কি প্রকারে।
দুদিন বাদে দেখ্‌বিরে নিশ্চয়,
জীবন প্রদীপ নিবলে আঁধার হবে সমুদয়,
থাক্‌তে আলা নে এই বেলা,
নিজের আসল কাজ সেরে॥ ১২৮৩ ঐ

——

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
বাজারে খুব গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে।
মানস তারে মিহি সুরে, সর্ব্বদা ডাক রে তারে;—
এ ভব ঘোর অকুল পাথার, অনায়ে যে নিস্তারে।
রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক্ দূরে;—
(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবেরে দুদিন পরে,
এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজায়ে নে যতন করে,
অবহেলে তর্‌বি যদি, এ জলধি দুস্তরে॥ ১২৮৪ ঐ

——

এই হরিনাম খাসা অম্বুরি।
(ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি ॥
নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা ভারী।
বসায়ে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী,
গড় গড়ায়ে টানরে তামাক ভক্তি নল যুড়ি,
প্রেমের কল্‌কে লাগিয়ে তাতে, দাওরে দম যতন করি।
বিচার করে দেখ মনে মনে,
এমন ধারা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি ॥ ১২৮৫

—— অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি,
খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা,
ভেঙ্গে যাবে একেবারে।
পেতে তুই ধর্ম্ম গদি, নিরবধি,
থাক্‌রে শুয়ে মজা করে ;—
পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা,
থাক্‌বে না তোর ত্রিংসারে।
দেখ্‌বি তুই বসে বসে, মশা এসে,
বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে ;—
সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারীতে,
আপশোষে পালাবে ফিরে ॥ ১২৮৬

——

ভুগ্‌ছো মিছে পাপের বিকারে।
কোন্ দিন অক্কা পাবি ফস্ করে ॥
ভাল দেখে চিকিৎসকে এই বেলা ডাক চট করে,
(ওরে) ডেকে গুরু-নেটিভ ডাক্তারে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ খাও যতন করে,
মন্ত্র-ফিবার মিক্‌শ্চারে রোগ তিনদিনে যাবে সেরে
মিছে কেন মর্‌বি বেঘোরে,
হরিনামের কুইনাইন তোর থাক্‌তে রে ঘরে,
এমন ওষুধ আর পাবি না ভেবে দেখ না অন্তরে।
দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়,
হাতুড়েদের হাতে পাছে মারা যেতে হয়,
(তারা) শুন্‌বে না ধর্ম্মের কাহিনী,
পট করে দেবে মেরে ॥ ১২৮৭

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা।
তবে শোন্ আমার কাজের কথা।
(হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুসি যাও তথা,
এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছু মাত্র পাপের রৌদ্র লাগ্‌বে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে, পাবি না কোন ব্যথা।
(কেন) থাক্‌তে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরিস্ সর্ব্বদা ॥

১২৮৮ ঐ

হরিনাম খাসা গুড়ুক, ভুড়ুক ভুড়ুক,
টান দেখি মন দিবানিশি।
নেশায় গা মেতে যাবে,মজা পাবে,মনে মনে হবি খুসি
ভক্তি কল্‌কেতে সেজে, টান্‌লে তেজে,
হয় রে মজা বেশী বেশী ;—
প্রবৃত্তি হুঁকো ধরে, যতন করে,
দম লাগাও তায় বসি বসি।
প্রেমের নল লাগিয়ে তাতে, বিধিমতে,
টান্‌লে যেন সুধারাশি——
এ তামাক যে জন খাবে, তরে যাবে,
ভাল হবে পাপের কাশি ॥ ১২৮৯ অক্ষয়কুমার গুপ্ত

কৃষ্ণপ্রেম খাসা চেলে, ভক্তি ডেলে,
বানিয়ে ফেল প্রেম খিচুড়ি।
যাবে তোর পাপ অরুচি হবে রুচি,
তিন দিনেতে বাড়বে ভুঁড়ি।
তুইরে মন সাবধানে, যোগ আগুণে,
চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি ;—
বিবেক্ ঝাল দিয়ে তাতে, বিধিমতে,
ঘন ঘন দাওরে নাড়ি।
প্রবৃত্তি পটোল ভাজা, হলে মজা,
হয়রে কিছু বাড়াবাড়ি।
শ্রদ্ধা ঘি দিতে ঢেলে, যেন ভুলে,
যাস্‌নারে তুই ও আনাড়ি

ভক্তি নুন্ সযতনে, দাওরে এনে,
অপর কর্ম্ম থাকুক পড়ি ;—
পেটুক দাস বাউল ভাষে, দেরি কিসে,
যাওরে বসে তাড়াতাড়ি। ১২৯০

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

দেরে ঘবে কৃষ্ণপ্রেম ছবি।
যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি॥
কোন চিন্তা থাক্‌বে না তোর, নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি।
ছজন ডাকাত ফির্‌ছে রে ছলে,
ফাঁক পেলে তোয় ফাঁকি দিযে, ফেল্‌বে যে গোলে,
এই বেলা সামাল নৈলে হাতে হাতে ফল পাবি।
ঘরে হলো পঞ্চভূতের বাস,
(এরা) ফিকিবে তোয় কর্‌বে ফকির করে সর্ব্বনাশ,
(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে আসল কর্ম্ম কাঁচাবি॥ ১২৯১

ঐ

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ভবের তাস খেলায় বসে।
হার হল মন খুব কসে॥
আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল ম'লাম তাস পিষে।
ও কি ঘটিল কাল এম্নি কপাল, স্নপীট পেলাম না এসে॥
ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে।
ওরে, ধর্ম্ম বুদ্ধি নাই রে ফেরাই, পড় তা ফেরাই আর কিসে।
পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেক্কা, পাপের ছক্কা হয় শেষে।
হাতের পাঁচ না এলো, পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে।

আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেকি, হয় অনারি আভাসে,
কোরে সামাল সামাল, হ'লো বেহাল,
শ্রীরামগোপাল বলে আপ্‌শোষে॥ ১২৯২
——— রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

দেহতত্ত্ব।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

বানিয়েছে পাঁচভূতে এই বাংলা খান।
খাড়া রয় চোদ্দ পোয়া পরিমাণ॥
বেঁধেছে ঘর, কাটকুট তার কে করে গণন,
ঘরের সহস্র বন্ধন; (হায় রে হায়)
(আবার) দুই খুঁটিতে ঘর তুলেছে কর্‌ব কত
(ভোলা মন) গুণ বাখান॥
এক ছাওনে কাজ সেরেছে এমনি কারিকর,
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর, (হায় রে হায়)
গৃহী নয় রে ইতর, ঘরের ভিতর,
পরম পুরুষ (ভোলা মন) বিরাজমান॥
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা মনোহর,
ঘরের কারচুবি বিস্তর;
এ ঘর বাঁধে যারা ভাঙ্গে তারা,
(এ ঘরের) মানুষ যখন পালিয়ে যান॥ ১২৯৩ ঐ

বাউলের সুর।

হরি বল বল্‌বি আর কোন্ কালে।
বাল্য আর যৌবনকালে, রসরঙ্গে কাটালে॥

বিষয় বাড়ী, করে কেবল, গোঁপ দাড়ি সব পাকালে।
পরের জমি, লয়ে তুমি, সকল লোক্‌কে ঠকালে॥
নানা রকম ভেক ধরিয়ে, অনিত্য কায সাধিলে।
শিকড় মাকড়, তুলিয়ে সব, টাকার পুটুলি বাঁধিলে॥
যত্ন করে অর্থ দিয়ে, পাপের ভরা কিনিলে।
নালা কাটিয়ে বন জল সব ঘরের ভিতর ভরিলে॥
না জেনে তত্ত্ব, খুড়ে গর্ত্ত, কালভুজঙ্গ ধরিলে।
তুমি কলে বলে, আপনার জালে, আপনি বদ্ধ হইলে॥
যমের বাড়ী, পিটন বাজী, খাবার কড়ি পাঠালে।
সব বিপরীত, ভাবিয়ে হিত, বড়ই সুসঙ্গত জোটালে॥

১২৯৪ অজ্ঞাত। *

বাউলের সুর।

জব্দ হবে শেষকালে।
কলে বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে॥
মোকদ্দমা করে টাকা, খাওয়ালে সব উকীলে।
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হালফিলে॥
ধরে গলার নলি, মাথার খুলি,
ভাঙ্গ্‌বে যম তোর এক কীলে।
টাকার জোরে, অহঙ্কারে, গেছে তোমার গা ফুলে॥
ঠকালে ঠক্‌তে হয় মন, দেখনা তা নেজ তুলে।
বিষয় বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হবে সব ফেলে॥

* ১২৯৪ হইতে ১৩০৫ গীত কলিকাতা অঞ্চলের বাউলদাস বাবাজী নামক কোন ব্যক্তির রচিত এমত কেহ বলেন, কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে।
যাদের জন্ত পরের বিষয়, কেড়ে বিকৃড়ে সব নিলে॥
তারাই তোমার করিবে কি, দেখ্‌লে না তা চোক মেলে।
তুমি মলে, চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে।
তোমায় দগ্ধ করে, আস্‌বে ফিরে, মুখে হরিবোল বলে॥ ১২৯৫

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয়জনে।
ও মন থেকো তুমি সাবধানে॥
ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মূলধন রাখ গোপনে।
ঘর চোরেতে যুক্তি করে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে॥
অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুঠ্‌বে পেলে পতনে॥
রবীসুত বশীভূত ঐ ছজনে।
গাঁট কাটা ঐ ছটা, তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে॥
সামাল সামাল, সকল বামাল, রাখ্‌বে অতি যতনে।
শুন মন, সকল ধন, রাখ হরির চরণে॥ ১২৯৬ ঐ

বাউলের সুর।

গাঁট কাটা, ছয় বেটা, বড় বম্‌বেটে।
ওদের লজ্জা নাইক মেয়াদ খেটে॥
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, পরেতে ভাই সব লোটে।
ওদের কথায় ভুলিস্‌ নে মন, ভক্তি কপাট দে এঁটে॥
আপন বলে কথার ছলে, পথেতে নেয় গাঁট কেটে।
চোকে ধূলা দিয়ে, পলাইয়ে, নিমিষেতে যায় ছুটে॥

জারি জুরি করে চুরি, সদাই ওরা খায় পেটে।
যতই জমায়, ততই চায়, কিছুতে কি খেদ মেটে॥ ১২৯৭

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

কলিকালে হরি বিনে উপায় নাই,
ওমন হরি হরি বল সদাই।
পুণ্য কর্ম্ম, সর্ব্ব ধর্ম্ম, সকল লোপ হবে,
জেতের বিচার সব যাবে,
জামা জোড়া, মোজা পরা, একাকার হবে সবাই॥
পিতা মাতা সুহৃদ ভ্রাতা, অন্ন না পাবে,
মেগের বশে সব রবে,
খুড়া খুড়ী, পায়না মুড়ি, মেগের বেলা হয় মেঠাই॥

১২৯৮ ঐ

বাউলের সুর।

কলিকালের আচার অতি চমৎকার।
কোলে ঝোল মাথে সব আপনার॥
জুয়াচুরি বাটপাড়ি ভিন্ন অন্য কথা নাই,
মনের কথা আর না পাই,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা কথায় চলে এ সংসার॥
মদ্য মাংস খাদ্যে কিছু বিচার করে না,
কেউ কার কথা শুনে না,
সবার ঘরে সবাই করে, কিছুতেই আর নাই বিচার॥

১২৯৯ ঐ

বাউলের সুর।

কলিকালে সবাই হলো নেশাখোর।
(ও মন) ঠক বাচতে হয় গ্রাম উজাড়॥
টাকা কড়ি বেশ্যাবাড়ী সকল গে পড়ে,
ঘরে অন্ন না যোড়ে,
ঘরের মট্‌কা দিয়ে, কাক্ গ'লে যায়,
ঘরের একটা দোর তার নাই আগড়।
বাবুর ছড়ি হাতে, বেরো পথে, আতর দে গায়,
ও ফিট্ বাবুটি হয়ে,
মায়ের মাথায় তেল যোটে না,
খেতে পায় না যেন চোর॥ ১৩০০ অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

মন তুমি আর কর উপার্জ্জন।
তোমার সঙ্গে ত যাবে না ধন॥
তোমার আহার কারণ, মিছা ভাবা অকারণ,
আহার দিতেছেন যিনি, দিয়াছেন জীবন॥
আহার বিনে, কেহ প্রাণে, মরেছে কি প্রাণীগণ,
তুমি ত্যজ অভিমান, তোমার বাড়িবে সম্মান,
সকল সম্থানে মিল্‌বে আহার, পাবে তত্ত্ব জ্ঞান,
তোমার সকল কষ্ট হবে নষ্ট যদি স্তুতি নিন্দা হয় সমান॥
১৩০১ ঐ

বাউলের সুর।

চিন্তা করে ধনের চিন্তা গেল না।
চিন্তা বাড়ে বই, আর কমে না॥

করে ধনেরি চিন্তে, আমি পাল্লেম না চিন্তে,
ভবে এসে হলো নাকো হরির চিন্তে,
উদর চিন্তে করে আমি, চিন্তামণি পেলেম না ॥
এসে চিন্তা পাপরাশি, গলায় দিতেছে ফাঁসি,
হেন শক্তি নাইকো আমার উঠিয়ে বসি,
কারে কল্লে চিন্তে, যায়কো দিন্‌টে, হরির চিন্তে হবে না ॥ ১৩০২

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

ঠক্‌ বাচ্‌তে হয় গ্রাম উজড়।
এখন কলি যে হয়েছে ঘোর ॥
মনে মনে সঙ্গোপনে, ভেবে দেখ সবাই চোর,
খুজ্‌লে পরে দেখ্‌তে পাবে, সকল ঘরে নেশা খোর।
দোষ করিলে হয় নাকো দোষ, যাদের আছে টাকাব জোর,
হিন্দুতে গোমাংস খাচ্ছে, যবনেতে খাচ্ছে শোর।
জাতি ধর্ম্ম নাইক কর্ম্ম, পাপে সব হযেছে ভোর,
জাত রাখ্‌তে চাচ্চ কি মন, জাত কি আর আছেবে তোর,
হবিব চরণ কর্‌বে সাধন, যমের আর খাট্‌বে না জোর।
হবির চরণতলে, স্থানটী পেলে, ঘুচ্‌বে জ্বালা সকল তোর ॥

১৩০৩ ঐ

ও মন-ময়রা তুই বল্‌ না, কেন ভিয়ান কল্লি না,
সন্দেশ খুলি রাখ্‌লি ফেলে, তাতে হাত দিলি না।
রা[illegible]লি তুই থলের ভিতর, সকল চিনি,
কা[illegible] কথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না।

ভিয়ান কল্লে মাল পেতিস্ কত,
(ভাইরে) কেন চেষ্টা করে দেখলি না ॥
থাকৃতে তোর আয়োজন সকল,
কেন অলসে হারালি বল আসল সম্বল,
খাচ্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তারেতো কেউ মানে না।
এখন জোরেতে জ্বলতেছে আগুন,
এই সময়ে কল্লে ভিয়ান হতো বিলক্ষণ,
আগুন গেলে নিবে, কাজ হারাবে,
(ভাইরে) রস গরম কর্ত্তে পার্‌বি না।
ওরে করিস্ কি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বল্ না মুখে রজনী এলো,
কেন অন্ধকারে, বৃথা ঘুরে,
(ভাইরে) মর্‌বি মাল্‌ত পাবি না ॥ ১৩০৪ অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

খাসমহলে গোল লেগেছে।
মানে না আমলনামা, আমায় বাতিল করে তাড়িয়ে দিছে ॥
মহলের ছজন প্রজা, তারা কেউ নয়কো সোজা,
মানে না বলে রাজা,
বেড়ায় কেবল কথা বেচে,—
যে সব জমি ছিল তাজা, তারা সব বলে হাজা,
বলিয়ে দেয় গো সাজা, গায়ের জোরে বেড়ায় নেচে ॥ ১৩[illegible]

অষ্টম অধ্যায়।

হরিনাম-সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং।

হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথাং॥

তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সব বিফলং;
কাল কলুষ নাশন তারণ কারণ, জগত কুশলং।
দূর কর গর্ব্ব, হর সর্ব্ব কুভাব,—
উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব,—
কর যজ্ঞ যাগ,যজ্ঞ নহে যোগ্য যোগেশ্বরের নাম কেবলং;
ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,
স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম, চিত্ত নির্ম্মলং॥ ১৩০৬

গোবিন্দ অধিকারী।

কাওয়ালী।

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই,
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই।
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,
হরিনামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই।
হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার,
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই॥ ১৩০৭

অজ্ঞাত।

"গুরু দয়াল হ'লে হবে কি আমিত ভক্তি হীন"—সুর।

শুনরে পাষাণ মন আমার, হরিনাম ভুল না ভুল না।
এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল, আর ত হবে না॥
হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলো নাগো (নামের অন্ত পেলো না)।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল, ঐ নাম ক'রে সাধনা।
ঐ নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল, ঐ নাম ক'রে সাধনা॥
ভবে এলেম কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না॥
ঐ নামে পাষাণ গলিত হইল, আমার মন তো গলে না।
কুকথা কও বদন ভ'রে, নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না।
ওরে আমার আসা যাওয়া সার হইল,
গুরু ভজন হইল না॥ ১৩০৮ অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি বলে ডাক্‌রে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাক্‌রে আমার মন, অন্তিমকালে জান্‌বি
হরি নামের কত গুণ,
আবার হরি বলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পার্‌বে না।
হরি ভব-কাণ্ডারী, নিজ গুণে পার করিতে রেখেছেন তরি
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে,
তাদের মাসুল লাগ্‌বে না॥ ১৩০৯ ঐ

মারোয়া—ঝাঁপতাল।

হরিনাম সুধারসে কেন রসনা রসনা।
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা॥
দারাসুত আদি সবে, সকলেই পড়িয়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অঙ্ক॥ ১৩১০

—— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল চরণ ভিখারী।
যে পদ বৈভব জানেন না বৈভব, ভবার্ণব তরণ তরী॥
যে চরণ করিলে স্মরণ, ঘটে না ঘটে না অকালে মরণ,
আমায় দেওহে চরণ, অধমতারণ, বারিদবরণ বংশীধারী।
বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনায়ক, একমাত্র জীবের চরমদায়ক।
ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক, অনেকে দিয়েছ হরি।
কণ্ঠের মনে এই করিরে প্রত্যাশা, সেই জন্মেতে
ঘরে ফিরে ঘু'রে আসা,
এই বারেতে হরি পূর্ণ কর আশা।
আমি আর যাওয়ার আশা কর্ত্তে নারি॥ ১৩১১

—— নীলকণ্ঠ অধিকারী।

(একবার) ডাক্‌রে বীণে তারে, সুমিলিত তারে,
ভবাব্ধি দুস্তারে নিস্তারে যে জন।
অন্য রাগ ত্যজ, অনুরাগে মজ,
একবার মধুরস্বরে বাজ শ্রীমধুসূদন॥
ওরে সপ্তস্বরে পূর্ণ করি তিন গ্রাম,
শ্রীরাগে শ্রীকান্তে ডাকরে অবিরাম,
(ওরে) নামের ফলে পাবি অন্তে মোক্ষধাম,
পূর্ণকাম হবে সত্বরে।
তুমি বিনে বীণে নাই অন্য বল, ত্যজে কুপ্রবৃত্তি হরি হরি বল,
ভবে তরিবার সম্বল, আর কি আছে বল,
(ওরে) সার কেবল সেই শ্রীহরির চরণ।
(ওরে) বহুদিন তোমায় রেখেছি সুতারে,
তুমি রক্ষা মোরে কররে এই বারে,
ধরিবে যখন করে, শমন কিঙ্করে,
উচ্চস্বরে হরি বলিবে তখন॥ ১৩১২

নীলকণ্ঠ অধিকারী।

বাউলে—ঝিওট, রূপক, লোকা, একতালা।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তা'রে কৃপা কর সেই
ভাবে হে।
তোমার ভক্তিভাবে, ভক্তে ভাবে, ওহে গোপীকান্ত,
অভাব হওহে অভাবে।
হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শান্তভাবে পেলে তব চরণ;
শিশুপাল রাবণ বৈরী ভাবে, পেলেছে পতিত পাবন,
মম দশার কি হ'

হরি হে বলিয়ে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে।
হরি কে জানিবে তব অন্ত, যা'র অনন্ত পা পায় অন্ত।
হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ বাহির কৈলে নাভি হতে।
ও পদপঙ্কজে, ভৃঙ্গ হ'য়ে রঙ্গে থাকরে, পান কর সুখে,
পরম সুখে, চরণপদ্মের মধু (আমি তাই বলি মন)।
বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে, সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার সংসারে, কে আপন আছে, ও মন ভেবে দেখ,
শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে।
অর্দ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্দ্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন।
দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হ'য়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে ॥ ১৩১৩

অজ্ঞাত।

"জানি কার রূপসাগরে"—সুর।

না জানি হরি কেমন, নামটী এমন, মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখ্‌লে জানি
কেমন হতো।
যে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ও সুখ বল্‌ব কত ;
তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়ে, ধর্‌লে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত ;
তারে দেখ্‌লে অঙ্গ সঙ্গমাগে, নয়ন ঝরে অবিরত ॥ ১৩১৪ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

হেলাতে রতন হারাওনা মন হরি হরি বল বদনে।
হরি বল হরি বল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে॥
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে, তা ব'লে কি নাম রহিবে
ভুলিয়ে,
যার নামে, তার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী,—বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে।
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বল্‌তে পার নাম, হরি পূরাবে
মনস্কাম,
তবে যাবি মোক্ষধাম, তোকে লবে না ছোবে না শমনে।
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়া সংসার, কোথায় রবে
তোমার পুত্র পরিবার;
সংসার অসার, আঁখি মুদ্‌লে অন্ধকার,
হরির পদ কর সার, যদি যাবি ভব পার,
রাখ রতি মতি হরির চরণে।
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে, হরিনাম সুধা পিয়াও
রে বদনে,
কলিতে, তরা'তে, হরিনাম ব্রহ্মচয়,
যে (জন) জানেরে নিশ্চয়, তার কি ভবে ভয়,
ভবে তরিতে পার্‌বে তুফানে॥ ১৩১৫ অজ্ঞাত।

হরি হরি বল ও রে আমার মন,
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন।

ভাবিলি না সে কাল-বরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ।
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না মজিলি হরি পদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন।
যে পদে লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ, এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন কররে মন!
কি আলাপন, সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন।
আপন যে চিন্‌লি না তাঁরে, যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পালাবে শমন॥ ১৩১৬

গোবিন্দ অধিকারী।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন্‌রে বীণে! কি শুন্‌বিনে মোরে শুনা বীণে,
ছেড়ে কু-বোল সদায় কেবল হরিবোল বিনে বল্‌বিনে।
যখন বন্ধন কর্‌বে তারে, তারে তারে ডাক্‌বি তাঁরে,
জান না ভব-দুস্তরে, কে তারে আর তাঁরে বিনে।
যতন ক'রে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে ক'রে,
চিন্‌লিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে।
যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে যদি তাঁরে ভাব,
সূদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে॥ ১৩১৭

মধুসূদন কিন্নর।

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে শচীমায়ের উদরে;
(সে যে) ব্রজের বলাই, হয়ে নিতাই প্রেম বিলায়
ঘরে ঘরে।
(শিব) ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, এই হরিনামের তরে;
(সে যে) আপনি হর, গঙ্গাধর, পঞ্চমুখে (হরির) নাম করে।
নারদ ঋষি, দিবানিশি, বীণাযন্ত্রে গান করে;
থেকে ব্রহ্মলোকে, চতুর্ম্মুখে, বিরিঞ্চি বাঞ্ছা করে।
(হরি) নামের গুণে, গহনবনে, শুষ্কতরু মুঞ্জরে;
হরিনাম সুধারস পান করিলে, ভাস্‌বি সুখের সাগরে।
আমরা দুই ভাই অশেষ পাপী, বিখ্যাত এই সংসারে;
হরিনামের তরী ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে।
জগাই বলে আয়রে মাধাই, গঙ্গাজলে স্নান ক'রে,
আমি এই হরিনাম দিব তোরে, নাচাব কোলে ক'রে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর এসে, মিশ্‌লো কলির অন্তরে;
কবিরাজ আন্‌লে অরি, বাঁধলে বড়ী, চৌষট্টি রস-নিগড়ে
অনন্ত যাঁর না পায় অন্ত, ব্রহ্মা না পায় ধ্যান করে;
সেই হরিনাম বঞ্চিত হলে কে তোরে রক্ষা করে॥ ১৩১৮

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়।
হরি সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়।

ওরে মার খেয়েছি, না হয় আরও খাব
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে তবু হরির নামটী দিব আয়।
ওরে মেরেছ কলসীর কান্দা (মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে তাই ব'লে কি প্রেম দিব না আয়।
ওরে আমরা দু'ভাই গৌর নিতাই
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে দু'ভায়ে তরাব দু'ভাই আয়।
ওরে তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে,
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হরির নামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয় রে মাধাই কাছে আয়
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হরি নামের বাতাস লাগুক গায় আয়। ১৩১৯

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

হরি বল্‌ব আর চল্‌ব ব্রজের পথে রে।
তোমরা বল, ও ভাই বল রে।
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা নামে,
(নামে কতই সুধা রে) ব্রহ্মাণ্ড যা'বে মেতে।
আজ হরিনামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের বিজয় নিশান ধরে রে,
যাব দ্বারেতে দ্বারেতে।

সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, নামের কি মহিমা রে,
এল পাপী তরাইতে। ১৩২০ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল রে ও মন, দিন গেল বিফলে।
মন রে এখনে না বল্লে হরি (ও মন);
হরি বল্‌বে কি আর দেহ গেলে।
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন);
বিম্ব ভাঙ্গলে মিশে যাবে জলে।
মনরে ভাই বন্ধু দারা সুত (ও মন);
তারা কেউ যাবে না নিদান কালে। ১৩২১ ঐ

কীর্ত্তন।

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই।
আমার নিতাই যদি মনে করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
নামে পাষাণ গলাইতে পারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো)
আমার নিতাই যা'রে দয়া করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
নামে মহাপাতকী উদ্ধারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো)।
১৩২২ ঐ

কীর্ত্তন।

মনের আনন্দে হরি গুণ গাও।
গাওরে আনন্দে হরি গুণ গাও॥
একবার গাওরে আনন্দময় নাম,
এ নাম বদন ভরে গাও,
হরি নাম বদন ভরে গাও।
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাওরে,
সদা সর্ব্বক্ষণে গাও, হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে,
হরিনাম যথাতথা গাও,
হরিনাম যথাতথা গাও।
এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, গেয়ে জগৎ মাতাও,
নামে জগৎ মাতাও।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে
(সংসারের দুর্গম পথে রে) আনন্দে চলে যাও॥ ১৩২৩

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে, তোর সময় যায় বয়ে।
ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে॥

১৩২৪ ঐ

কীর্ত্তন।

[illegible]বের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
[illegible]ন গেল দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল॥

ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল,তারা হরির নামে তরে গেল।
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে
(তারা বিষয় ছেড়ে) ফকীর হ'ল।
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে হরির নামে) তরে গেল।
ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে
(চরণ পরশনে) মানব হল।
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল ॥ ১৩২৫

অজ্ঞাত।

সঙ্কীর্ত্তন।

কোন্ ফুলের সৌরভ রে নিতাই,
এনে জগৎ মাতালি রে।
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে,
পাতার নাম তার কেম,
ও রে এক ডালে তার রসের কলি,
আর এক ডালে প্রেম রে।
গোঁসাই গোরাচাঁদে বলে রে,
ও সেই কৃষ্ণ প্রেমের নিগূঢ় কথা,
ও রে যার হৃদয়ে বস্তু নাই,
সে খুঁজলে পাবে কোথা রে ॥ ১৩২৬

গোঁসাই গোরাচাঁদ।

কে রে হরিবোল বলে যায়।
তোরা যা রে মাধাই জেনে আয়।
আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি,
এ ধন ছিল কোন ধনীর,
শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায়।
আমি কি বলিব এই যে হরিবোল, যেমন অমিয়ার উথল,
আমার শুনে অঙ্গ হয় শীতল বল মাধাই তুই বল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম ব্রহ্মা পায় চতুর্ম্মুখে, কে আনিল নদীয়ায়॥ ১৩২৭

অজ্ঞাত।

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে,
নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সীগিরি দিল অদ্বৈতেরে।
ও রে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁরে ভাবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাঁহারে,
ও রে নারদ মুনি মগ্ন হ'য়ে বীণা-যন্ত্রে গান করে।

(নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে)

রূপ-সনাতন দু'ভাই আসি প্রেমের বাজারে বসি,

আনন্দেতে বেচাকিনি করে,

ও রে রাঙ্গ দস্তা ফেলে সোণা নিতেছে ওজন করে। ১৩২৮

অজ্ঞাত।

হরি বলে আমার গৌর নাচে।

নাচে রে অদ্বৈত আমার হেমগিরি মাঝে,

(ভাবে ভোর হ'য়ে আমার গৌর নাচে রে—

হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)

(অরুণ নয়নে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর)

গোরার রাঙ্গা পায় সোণার নূপুর রুণু ঝুনু বাজে

(আমার গৌর নাচে)।

থেক রে বাপ নরহরি চাঁদ গৌরের কাছে—

গোরার রাধা-রসেব গড়া তনু ধুলায় পড়ে আছে।

(নদের কঠিন মাটি রে)। ১৩২৯ ঐ

হরি বল হরি বল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে রে।

ও রে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়।

ও রে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখ রে)

হেলে পড়ে নিতাইর গায়।

ও দেখ রে নূপুর পঞ্চম গায়।

ও রে মারি কাল্পা নিতাইর গায়,

(দেখ রে) রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়।

ও রে জগা বলে মাধাই ভাই,

এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই।
(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই) ॥ ১৩৩০

অজ্ঞাত।

যাঁদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে,
(মাধা) তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যা'রা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তা'রা এসেছে রে।
আগে মাধা, মাধা মেরেছিল,
পাছে তারা কেঁদেছে রে।
জগা বলে (ও রে) মাধা ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই রে,
মাধা বলে জগাই ভাই,
আজ হ'তে ডাকাতির আর কার্য্য নাই,
ইচ্ছা হয় তা'র সঙ্গে যাই রে ॥ ১৩৩১ ঐ

আমার মন যেন আজ করে রে কেমন আমায় ধর নিতাই।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাইতে,
আমার ব্রজের কথা প'লো মনে।
দুখের কথা ক'ব কা'রে, কথা রায় রামানন্দ জানে।
আমার অষ্ট সখি ছিল সাথে।
নিতাই খত দিয়াছি আপন হাতে,
সে ধার শুধ্‌ব কিসে নিতাই রে ॥ ১৩৩২ ঐ

মুখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই ভুলিস্ না রে।
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি ও রে রসনা রে॥
রসন, রসনা, ও রে রসনা রে।
এ নাম ব্রহ্মা জপে ব্রহ্মজ্ঞানে,
যোগী জপে যোগ সাধনে।
এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথায় ও রে রসনা রে।
এ নাম শিব জপেছে পঞ্চমুখে,
নারদ জপে বীণারবে।
এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথা ও রে রসনা রে।
ঐ নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,
যম-ভয় আর র'বে না রে—(এমন মধুর নাম—)
এ নাম গোলোক গোপনে ছিল,—কে আনিল নদেপুরে।
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি ও রে রসনা রে॥ ১৩৩৩

অজ্ঞাত।

(মধুর) হরিনামের নাই তুলনা সদা হরি বল।
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে,
ও নামে অন্ধ, আতুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে।
ভবে অপার নামের মহিমা, সদা হরি বল।
ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তা'রে যমদূতে ছুঁতে পেলে না, সদা হরি বল।
যদি বিষয়েতে সুখ হইত রে,
তবে লালাজি ফকির হইত না, সদা হরি বল॥ ১৩৩৪

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি-প্রেমে মত্ত গৌর নিতাই মাতঙ্গেরি প্রায়।
পদভরে ক্ষিতি টলে, চক্ষের জলে পাপীকে গলায়॥
(তাদের) দিগ্বিদিগ্ নাহি জ্ঞান, হরি বলতেই হয় অজ্ঞান,
ঐ ভাবে গলে টলে টলে, দুই জনেতে চলে যায়।
কাছে দেখে যে জনেরে, ঐ তাদের গলে ধরে,
অমূল্য রতন, নাম ধন, যেচে তাদের বিলায়।
অমর সুধা করে করে, চিরমৃত পাপীর দ্বারে,
কাঁদিয়ে ডেকে তা'দেরে, অঞ্চল পূরে নাম দেয়।
যে ধনেতে বসুমতী, হয়েছিল পুণ্যবতী,
সে ধনের অভাবে এবে, দেখ ভারত মৃতপ্রায়॥
নিতাই গৌরের মত পাঠা'বে কি ধরাতলে। (পিতা গো)
(যা'রা) ছড়াইত ভবধামে নামের বীজ হরি বলে॥
কি নামের সুবোল বলে, টলে টলে যেত চলে,
ঘোর পাপীকে দেখ্‌লে পরে, কাঁদ্‌ত তাদের ধরে গলে,
কি মধুর বোল বল্‌তো তারা, (শুনে) পাপী কেঁদে হ'ত সারা,
প্রাণের বেগে ছুটে পড়ত তা'দের চরণতলে॥
(আর কিছু নয় আর কিছু নয়,
সে প্রেমময়ের দেখ্‌বে বলে)॥ ১৩৩৫

কোন মহিলা।

একতালা।

চল চল ভাই, গৌর-প্রেম-তীর্থধামে যাই।
এমন আনন্দধাম আর কোথাও নাই রে॥

আনন্দ মনে, সঘনে বদনে, সকলে মিলে হরিগুণ গাই ;
হেরি আজ প্রাণভরে চৈতন্য গোসাঞী। (রে প্রাণের)
কে নিবি রে আয়, বলে গোরা রায়,
যাচে হরি-প্রেম শুন রে সবাই ;
গৌর-প্রেমতরঙ্গে ডুবে হৃদয় জুড়াই। (রে)
(গোরা) হাসে কাঁদে গায়, পাগলের প্রায়,
মুখে হরি-প্রেম ঝরে তা'র সদাই ;
এস আজ গৌরভাবে নাচি আর গাই রে। (হরি বলে)
(গৌর-প্রেমরসে মিশে এক হ'য়ে যাই রে) ॥ ১৩৩৬

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

হরিনাম-ব্রহ্ম জপ রে তর্‌বি যদি এ সংসারে।
এ বারে এ বারে আমার মন রে !
তর্‌বি যদি এ সংসারে।
মন রে হরি হরি বল বারে বার, যদি ভবে হ'বে পার,
হরিনাম নিয়ে ভবে দাও সাঁতার মন রে আমার ;
মন রে হরির নামে মোক্ষধামে, পাষণ্ড পলায় দূরে ॥
যখন শমন এসে বাঁধ্‌বে দশদ্বার, তখন দেখ্‌বি চমৎকার,
বুকে বসে ক'সে মার্‌বে, পাপ মন রে আমার।
তখন সঙ্কটেতে কালের হাতে, মর্‌বে আগুনে পুড়ে।
মন রে ভাই বন্ধু যত পরিবার, কেহ সঙ্গী নয় তোমার,
"আমার আমার" কেবল অহঙ্কার মন রে আমার ;
মন রে তুমি বা কার ? কেবা তোমার ?
আমার শঙ্কা দূর করে ॥ ১৩৩৭ অজ্ঞাত।

বিভাস—কাওয়ালী।

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল,
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
হরি হরি হরি বলে পাবি রে তুই মোক্ষফল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনীলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বল রে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত বৎসল।
ভক্তি-রস পান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।
হরি বেদ, হরি বিধি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি,
হরি বল, হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল।
পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে কাঁপে পাপী অসুর দল।
অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
দেহমন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।
নিশ্বাসে হরি, প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথরে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি, দেন চরণ কমল।
সুখে হরি, দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল।
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়-কমলে ভজ, হরির চরণ-কমল॥ ১৩৩৮ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

নিতাই চৈতন্য নামে, এই নামে শমন ভয় আর রবে না রে।
(হয় না হয় লয়ে দেখ)
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তারে হরিনাম যাচে;
মা'র খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়াল কে আর আছে,
গৌর জগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুব্‌লো নারে॥ ১৩৩৯
অজ্ঞাত।

বাউলে—কীর্ত্তন।

হরি বল বল্‌রে ভাই, আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতাইর ঘাটে।

ছেড়ে সব কুটীনাটী, দরগা আটী, পড় গিয়ে চরণ নিকটে,
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধ্‌বে ক'সে।
নিতাই দুই বাহু তুলে আচণ্ডালে ডাক্‌ছেরে সব পাপী জুটে,
পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে,
আমরা দু'ভাই হ'লেম মুটে।
হ'লি মন কাণা খোঁড়া পথ চিন না,
সোজা হ'য়ে যাওনা হেঁটে। ১৩৪০ অজ্ঞাত।

বাউলে—কীর্ত্তন।

আমার মন যদি পার হ'বি, তবে হরিনামের নৌকা ধর।
হরিনামের নৌকা ধর রে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর।
অন্য চিন্তা ত্যজ্য করে রে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর।
জগাই মাধাই পাপী ছিল রে, হরির নামে ত'রে গেল। ১৩৪১
ঐ

বাউলে—কীর্ত্তন।

হরি হরি ব'লে ভাসাওরে তরণী।
ভবের হাটে এই হ'ল বিকিকিনি।
শ্রীগুরু কাণ্ডারী করি, ভবনদী দেও পাড়ি;
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে,তোমার পরকালের ভাবনা কি
ছয়জন গুণ টেনে যায়, মন-মাঝি তার বৈটে বায়;
জয়-রাধার নামে বাদাম দিওরে, মাঝি শুকনায় ডোবে তরী।
মন-মাঝি তোর পায়ে ধরি, কুপ-জলে ডুবা'ওনা তরী,
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝি রে,
গঙ্গাজলে যেন ডোবে তরী। ১৩৪২ ঐ

কীর্ত্তন।

"ব্রজনাম কি মধুর রে ভাই"—সুর।

হরি বল্ বল্ জগাই মাধাই,
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়, কারো বল্‌তে বাঁধা নাই॥
তোরা মন প্রাণ খু'লে, সুখে দুই বাহু তু'লে,
মুখে বল হরি বল বল, রবে না গোল তর্‌বি অকূলে;
হবি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই।
শোন্‌রে হরিনামের গুণ, ঐ নাম সগুণে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন, রিপুদমন, নিবে পাপাগুণ,
হরিনামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরির নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে, মহাসুখে কাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরিবল ব'লে, পর্ব্বত অনলে জলে,
করীর পদ চাপনে বাঁচ্‌ল প্রাণে, খেয়ে গরলে ভাই॥ ১৩৪৩

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও প্রাণের নিতাই।
আমায় ছেড়ে দেও।
ধৈরয ধরিতে মন স্থির নাহি বাঁধে (আমায় ছেড়ে দেও)
কি উপায়ে বাঁচা'তে আমায় কি করিবে বিধি,
বিরহ-বিকারে আমার কি দিবে ঔষধি।

(এ রোগ নিদানে নাই, কোন বিধানে নাই)
(রোগের ঔষধি নাই নিধন বিনা)
দংশিয়াছে কাল-সাপে, কি করিবে ওঝা,
এ জীবন হইল আমার বেগারেরি বোঝা।
(এ ভার বইতে যে পারি না, বৃথা জীবন ভার আর)
তুষের অনলে আমার সদা হৃদি জ্বলে,
পতঙ্গ হইয়ে পড়ি, হরি প্রেমানলে,
(যদি জীবন দিলে আমার সে ধন মিলে)
আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,
(হরি-ভক্তি বিনা কি সুখ আছে) ॥ ১৩৪৪

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

আমি মুক্তি চাইনে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম-অধিকারী,
আমায় এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটা'ও না বংশীধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল,
আমি দেখিলাম চিন্তা করি ;—
সার্ষ্টি সামীপ্য করি লক্ষ লক্ষ
মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাস-মণ্ডলে, রহিবে রাস-বিহারী।
যেন জন্মে জন্মে আসি, হ'য়ে সেবা-দাসী, চামর ব্যজন করি ॥

১৩৪৫ নীলকণ্ঠ অধিকারী।

কীর্ত্তনের সুর।

হরিনাম সুধা সিন্ধুনীরে,
ভাসিয়ে দে দেহ-তরী, হরি বলেরে।
ও তার যাবার সময়, কত রত্ন কুড়াইবেরে।
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম্ম তীর্থে মোক্ষকামরে।
ও ভাই সে জলধি, নিরবধি সুখময়রে।
ও তায় ব্রহ্মা আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নবহুল্লোড় বলে ভাই চল সত্বরে।
ও তোর ভক্তি-কুম্ভ লয়ে চল সুধা আনিরে। ১৩৪৬

নবহুল্লোড়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি বল মন রসনা, মানব জনম আর হবে না।
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)
জননী জঠরে যখন, ঊর্দ্ধপদে ছিলে তখন ;
ব'লে এলে কর্‌বে সাধন, সেই কথা মনে পড়ে না।
যখন শমন বাঁধ্‌বে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ একচিতে, শমন তোমায় পাবে না।

১৩৪৭ ফিকিরচাঁদ।

[গৌরাঙ্গের উক্তি।]

কীর্ত্তন। "মনের মানুষ যেখানে"—সুর।

নবদ্বীপ যেতে হলো।
রাই রূপে অঙ্গ ঝাপিল।
সঙ্গোপাঙ্গ লয়ে, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হলো।
আমি ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইব এই ভাবনা হৃদয়ে হলো।

সুবল গৌরীদাস হয়ে অম্বিকাতে চল চল।
অভিরাম বস্‌লো এসে কৃষ্ণনগর খানাকুল॥
সুরধুনীর শান্তিপুরে, অদ্বৈত হুঙ্কার ছাড়িল।
দাদা বলাই হবে নিতাই, ঘোর কলিকালে কলিকাল এলো।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, মনের কথা মনে রইল।
গোসাঞী রামলাল বলে রামচন্দ্ররে ব্রজলীলা সাঙ্গ হলো॥

—— ১৩৪৮ রামলাল গোস্বামী।

বাম করে ধরিয়ে গিরি, ভাসা'লে গোকুলপুরী।
এখন কার্ ভাবেতে (হায়রে) ব্রজ ছেড়ে, ভাব লুকা'লে ন'দে পুরী।
প্রেম-ঋণের দায় ঠেকে গোরা, হরি হ'য়ে বল্‌ছে হরি।
(এমন) কি ধন কর্জ্জ করেছিলে, হাল হে বেহাল কর-আধারী
(কানাইরে) বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু, সেই ভাবে চিনিতে পারি।
সে কালরূপ কি অপরূপ, কটিতে কৌপিনধারী॥ ১৩৪৯

—— অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, একবার এস গৌরাঙ্গ।
প্রভু ওখানে দাঁড়ায়ে কেন হে।
ও এস হে আমার শচীর দুলাল,
ও এস হে আমার নদীয়ার চাঁদ,
তোমার ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে করে হে,
প্রিয় গদাধর কে সঙ্গে করে হে,

(আমি জলে ম'লেম হে—বিষয় জালায় জলে ম'লেম হে
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এস হে । ১৩৫০ অজ্ঞাত

নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই,
গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই ।
হরি বল ব'লে রে । (প্রেমে ঢলে ঢলে রে)
দুনয়নে বহে ধারা ।
ওরে গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই ।
ওরে এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই ।
যেচে প্রেম বিলায় । জেতের বিচার করে না ॥ ১৩৫১

ঐ

জাহ্নবীর তীরে হরি বলে কে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
নিতাই এসেছে আমার গৌর এসেছে,
নিতাই নইলে প্রেম বিলাইবে কে ? ১৩৫২ ঐ

কানু পরশ-মণি আমার ।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ ।
নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন ॥
বদনের ভূষণ আমার তার গুণ গান ।
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন ॥

ভূষণ কি আর বাকি আছে।
আমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে ॥ * ১৩৫৩

অজ্ঞাত।

যেনে আয় মাধাইরে নগরে কে যায় হরি বোল ব'লে।
(আরে গুণের ভাই মাধাই রে)
কত খোড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে, কাণা যাচ্ছে পথ চিনে।
কত শুষ্ক তরু মঞ্জুরিল এই হরিনামের গুণে।
কত অন্ধ আতুর তরে গেল, এই হরি নামের গুণে।
আমি কখন শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায় ॥ ১৩৫৪

ঐ

গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই, মাতিল নিতাই।
নিতাই গৌরব করিয়ে বলে আমার গৌর ছোট ভাই ॥
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে, ধর প্রেম বলি যাচে।
নিতাই কাঙ্গাল বড় ভালবাসে,
নিতাইর কাঙ্গাল প্রতি বড় দয়া ॥ ১৩৫৫ ঐ

তাই তোমারে ডাকি, তোমায় ডাক্‌লে গৌর বড় সুখে থাকি।
যুগে যুগে কল্লে লীলা, জলেতে ভাস্‌ল শীলা,
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে, গৌর আমায় দিলে ফাকি ॥ ১৩৫৬

ঐ

* এই গানটী চৈতন্ত স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন।

নাচে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গৌর রায়,
আজ আর আনন্দের সীমা নাই।
আনন্দে কে কার পায়ে পড়ে॥
আনন্দে সবে ঢুলু ঢুলু আনন্দে বহে প্রেমধারা,
অন্ধ পঙ্গু নরে নৃত্য করে প্রেমানন্দে॥ ১৩৫৭ অজ্ঞাত।

প্রেম কি পায় সকলে, জগাইরে প্রেম কি পায় সকলে।
সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন কি অমনি মিলে॥
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহুতুলে আয় চাঁদ ব'লে,
চাঁদ তাই ভুলে গগন ছেড়ে কি উদয় হয় ভূতলে॥ ১৩৫৮ ঐ

তারে মার্লি কেনে ওরে মাধাই, হরিনাম বল্‌তেছিল রে।
হরির নাম বল্‌তেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে॥
যে নাম পাপীর সম্বল দরিদ্রের ধন—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)
যে নাম শুন্‌লে পাপীর পরাণ জুড়ায়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নামে রোগ শোক দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে মহাপাপী তরে যায়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নামে পাষাণ হৃদয় গলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম শুন্‌লে প্রাণ শীতল হয়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছিল—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে সংসার জ্বালা দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।

যে নামে শুষ্ক হৃদয় সরস হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে জাত বিচার চলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম্ বল্‌তেছিল রে)॥ ১৩৫৯ অজ্ঞাত।

ওবে বল্‌রে আমার মন (একবার) হরিবল।
এ নাম বল্‌বি মুখে যাবি সুখে বল্ হরিবল।
এ নামে সকল দুঃখ দূরে যায় বল্ হরিবল।
এমন মধুর নাম পাবি কোথা বল্ হরিবল।
আজ কাল বলে দিন গেল বল্ হরিবল।
দিনান্তে নিশান্তে একবার বল্ হরিবল।
বৃথা জন্ম চলে গেল বল্ হরিবল॥ ১৩৬০

ঐ

আরে ও ব্রজের বালক (হরিনাম) কোথায় ছিল
কে আনিল বল্‌রে।
এ নাম তোদের মুখে শুন্‌তে ভাল বল্‌রে।
এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি বল্‌রে;
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরে বল্‌রে।
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল বল্‌রে।
হরিনাম কোথায় ছিল কে আনিল বল্‌রে।
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না বলরে॥ ১৩৬১

ঐ

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলে।
নিতাই কোথায় পেলি অবধৌত কোথায় পেলি।
নিতাই আনিয়ে গোলোকের ধন জগৎ মাতালি।
আমারে ভাঁড়ায়ে ধন জগতে বিলালি।
(আমি তোর কেউ নইরে নিতাই)। ১৩৬২ অজ্ঞাত।

হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীকার হব নূপুর।
আমি শ্রীচরণে রুণুঝুনু বাজিব গো। (গোপীর শ্রীচরণে)
তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এই অভিলাষী,
আমি নিতই নিতই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো। ১৩৬৩ ঐ

ভব পারাবারে যেতে ভয় কি আছে রে।
(ঐ দেখ) সুধামাখা দয়াল নাম তরণী এসেছে (রে)
(সময় বয়ে গেলরে)
(ঐ দেখ) পতিত পাবন দয়াল হরি কাণ্ডারী সেজেছে (রে)
(ঐ দেখ) নাম-তরী লয়ে হরি সবে ডাকিছে (রে)
(কে যাবি আয় আয়রে ভবসিন্ধু পারে)। ১৩৬৪ ঐ

গৌর-প্রেম উথলিয়া যায়রে, কে নিবি প্রেম নিবি
তোরা আয়।
উথলিল প্রেম-সিন্ধু হে, প্রেমে দশ দিগ্‌ ভাসায় রে।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু হে, প্রেমে নৈদে ভেসে যায় রে।
ঢেউ আসিয়ে পাড় ভাঙ্গিয়ে হে,
প্রেম লাগ্‌লো জীবের গায় হে। ১৩৬৫ ঐ

শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে।
তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয় দরশনের সময় যায়,
নাচে হরিবোল হরিবোল বলে রে (নাচেরে আরে ও)
গৌর নিতাই নাচে হরি বোল বোল ব'লে।
(আমার) গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলেরে।
ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, শ্রীরূপ, স্বরূপ, সোনাতন,
নাচে হরিবোল হরিবোল বলেরে॥ ১৩৬৬ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন।

আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই।
নেচে আয় জাহ্নবীর তীরে দুটী ভাই।
মাধাই কান্দা ফেঁকে মাল্লি নিতাইর গায়,
মাধাই মাল্লি মাল্লি কল্লি ভাল রে
(ওরে ও জগাই মাধাই)
একবার হরিব'লে কোলে আয়।
মাধাই তোরা দু'ভাই, আমরা দু'ভাই রে,
(হরিনামের গুণে)
তোরা খালাস হবি ভবের দায়॥ ১৩৬৭ ঐ

নবম অধ্যায়।

খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মসঙ্গীত।

[খৃষ্টের জন্ম।]

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—খয়রা।

দেখে যা গো, ভবে অপূর্ব্ব এক ফুল ফুটেছে,
ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে।
দাউদের বৈৎলেহম পুরে,
সে ফুল ফুটেছে এক গোয়াল ঘরে গো!
মানব আকার ধরে, মোদের তরে, ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
ফুলে প্রেমের মধু পোরা ফুলের গঠন খানি। মনচোরা গো!
ও তার সৌরভেতে, স্বর্গদূতে আকাশ পথে গান ধরেছে।
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব'লে ফুলের নাম হলো এই ভূমণ্ডলে গো!
ও সেই ফুলের বলে, মানবকুলে নরকদায় এড়াইয়ে গেছে।
এই দীন হীন বলে ফুলের তুলনা নাই এ ভূতলে গো!
ও তার রূপের ছটায়,জ্যোতিঃ প্রভায় ত্রিভুবন আলো করেছে॥

১৩৬৮ অজ্ঞাত।

[খৃষ্টের দুঃখভোগ।]

মিশ্রমল্লার—তাল রূপকত্রিতালী।

দেখ, কে ঐ লম্বিত ক্রুশোপরে! রুধির বহে শরীরে,
আহা কণ্টককিরীট শিরে, হেরে হৃদয় বিদরে।
জীব, যিনি বিশ্বের আধার, চরাচর যাঁর অধিকার,
তাঁরে বধিতেছে ক্ষুদ্র নর; দেখি তাঁর ব্যথা ভয়ঙ্কর,

লুকাইল বিভাকর, বসুমতী কাঁপে থর থর;
ভাব একবার ভবে কি ব্যাপার এমন দেখ নাই,
দেখিবে না আর, কি হৈল হায়, কি হৈল রে।
কিন্তু কে আছে বিশ্ব সংসারে, সংহারিতে পারে তাঁরে,
তাঁহার স্বেচ্ছার প্রতিকূলে; জীব, তিনি করিলে কটাক্ষ,
লক্ষ লক্ষ শত্রুপক্ষ, অনায়াসে যায় রসাতলে,
যীশু গুণাকর, করুণাসাগর, প্রভু প্রেমে দিতেছেন প্রাণ
পাপী পরিত্রাণ তরে। ১৩৬৯ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরী।

সবে বল "যীশু জয়," যত দিন দেহে প্রাণ রয়।
কাঁপায়ে মেদিনী, স্বরগ পাতাল, সুগভীর জয় নাদে,
স্থাবর জঙ্গম, ভূধর সাগর, একতানে সবে গাও "যীশু জয়"।
যাঁহার করুণা স্বরগ-কবাট, দুরন্ত কলুষহারী
ক্রুশ কাঠ যাঁর, মহিমা গরিমা, ঘরে ঘরে গাও তাঁরে "যীশু জয়"।
মরণযাতনা, পরলোক ভয়, যে জন সদা সংহারে,
সবে মিলে তাঁরে, মাতি প্রেমানন্দে, প্রশংস ব'লে
"যীশু মৃত্যুঞ্জয়"।
কাঁপুক দেবল, শুমুক বিদল, দেখুক স্বরগদূত,
নরকযোগ্য মানবনিকর, গাহিছে পেয়ে ত্রাণ, "যীশু জয়"।
১৩৭০ অজ্ঞাত।

সঙ্কীর্ত্তন।

জয় প্রভু যীশু, জয় প্রভু যীশু, জয় জয় সত্যসনাতন।
জগততারণ, করণকারণ, আইলে এ মর্ত্তভুবন।

অদ্ভুত মহিমা জগতে প্রকাশিলে, কে পারে করিতে বর্ণন।
সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা, শেষ নহিবে কখন।
ভকতপ্রাণ, ভকত জ্ঞান, ভকতের অমূল্য ধন।
পতিতপাবন, ভকতভূষণ, ধন্য ঈশ্বরনন্দন। ১৩৭১ অজ্ঞাত।

জয়জয়ন্তী—তাল ঠুং।

ডাকরে মন, যীশু বলে একবার।
তিনি বিনা আর, কে করিবে পার,
এই ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ ভবজলধি অপার।
ভয়ে শুকায়েছে মুখ, থর হরি কাঁপে বুক,
দুই চক্ষে বহে নীর অনিবার; তাই বলি মন, শুন রে বচন,
যীশুর শ্রীচরণ কর স্মরণ, তিনি ভবের কর্ণধার।
আর যত মাঝি দেখ, তারা ভণ্ড প্রবঞ্চক,
তাদের উপর মন, করো না নির্ভর;
পুণ্য, মান, ধন, চাহে সর্ব্বজন, কেবল প্রভু যীশু বিনিমূলে,
ভবপারে করেন পার।
যীশু কাঙ্গালের মাঝি, বিশ্বাসেতে হন রাজি,
তাঁর ক্রুশতরি অতি চমৎকার;
তোমার মতন, পাপী লক্ষ জন, (তারা) নিরভয়ে ভবার্ণবে
হ'য়ে গেছে রে উদ্ধার। ১৩৭২ ঐ

[বিশ্রামবার।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হেরি বিশ্রাম দিন, শুভদিন, প্রফুল্লিত মন,
মহানন্দে করি আজ প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন।

এ তিলোকে দিনমণি, নিজ [illegible] আঁধার,
মৃত্যু পাপ শোক জিনি, কৈবল্য [illegible] ।
অদ্য ওহে মম চিত, নিত্যানন্দ [illegible] হিত,
অনিত্য বিষয় চিন্তা করি বিসর্জ্জন।
এস হে সচ্চিদানন্দ, ঘুচাও মম নিরানন্দ,
তব সেবায় পূর্ণানন্দ, যেন হয় মন।
ওহে বিশ্ব বহিন স্বামি, ভারাক্রান্ত পাপী আমি,
পাপ ভার লয়ে তুমি, কর শান্তিদান।
অদ্য ধর্ম্মধার গুণে, বক্তা শ্রোতা সর্ব্ব জনে,
অক্ষয় পরমার্থ ধনে, কর সম্পূরণ॥ ১৩৭৩ অজ্ঞাত।

নট—চৌতাল।

যীশু গুণ গাও আজি, মন আনন্দ বদনে।
ত্যজি ধন কুল মান, অনিত্য তত্ত্ববিধান,
তাঁর নাম গুণ গান, মন, গাও আকিঞ্চনে।
কর তাঁর গুণ গান, যিনি তারণ নিদান,
নাহি যাঁর প্রেমপরিমাণ—যে তারে অজ্ঞানজনে,
নিজ প্রাণ বলিদানে, গাও মন, তাঁর গুণ,
আনন্দে ঊর্দ্ধনয়নে॥ ১৩৭৪

বিভাস—আড়াঠেকা।

যীশুতে আনন্দ রাখ, নিরানন্দ হবে নাক;
হইবে না পরিতাপ, শোক দুঃখ দূরে থাক।

যে মন [illegible] অস্থির, নিরবধি চিন্তা কর,
সে চিন্তা যাবে দূর, নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।
প্রেম [illegible] বিশ্বাস, যীশুতে রাখ আ[illegible]র,
কাটিবে পাপের ফাঁদ, হৃষ্টচিত্তে [illegible] ডাক।
কর সদা সাধুসঙ্গ, গাও সদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ,
এরূপে জীবন যাপ হ'লে পাবে স্বর্গ-সুখ। ১৩৭৫

অজ্ঞাত।

পাহাড়ী—একতালা।

যীশু পরম ধন তাঁরে যত্ন কর আমার মন।
প্রভু ছাড়ি সে স্বর্গ সদন, আইলেন এ মর্ত্ত্যভুবন,
আহা, তোমারি কারণ, তিনি নরের জন্য নরদেহ
করিয়াছিলেন ধারণ।

আহা, তোমার পাপের কারণে,
গেৎশিমানী বাগানে, কত দুঃখ তাঁর প্রাণে;
ও মন, তোমার মহাপাপের জন্যে তিনি ক্রুশে হলেন সমর্পণ।
আবার, বিশ্বাস করে যে জন, পাইবে সে খ্রীষ্ট ধন,—
সে ধন অমূল্য রতন! সে ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন,
তার ক্ষয় নাহি হবে কখন। ১৩৭৬

ঐ

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

চির তব অনুগামী হব, ওহে প্রাণেশ্বর!
যথা রবে আমি সেথা রব তব অনুচর।
তোমা ছাড়ি কোথা যাব? কোথা হেন বন্ধু পাব!

তব সম কেবা আর ঘুচিবে দুঃখিতান্তর।
শুনিলে তোমার স্বর যাতনা বেদনা সব
উপশম হয় কিবা! ওহে শোক ও দুঃখ-হর।
এ হেন বান্ধব জনে ছাড়িব না এ জীবনে;
চিরদিন হও নাথ, অনাথের প্রাণেশ্বর ॥ ১৩৭৭ অজ্ঞাত।

[পবিত্রতা।]

বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কবে এ হৃদয়, নাথ! একেবারে তোমার হবে,
তব ইচ্ছায় মন ইচ্ছা, সমভাবে মিলে যাবে?
অবাধ্যতা অবিশ্বাস, নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘুচিবে ভবের ত্রাস, পাপ-তৃষা দূরে যাবে।
ক্রুশরূপ সর্ব্বক্ষণ, করিব গো নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন, পাপ-মূর্ত্তি না দেখিবে।
শুনিবে তব বচন, নিরন্তর এ শ্রবণ,
তব পদ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ সুখী হবে ॥ ১৩৭৮ ঐ

দশম অধ্যায়।

বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত।

সঙ্কীর্ত্তন।

বল, ভাই হরি হরি, প্রেম ক'রে ভাই হরি বল।
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে, প্রেমরসে নাম চল চল।
অনুরাগে বল্‌রে হরিনাম, প্রেমরসে প্রাণ ভাস্‌বে অবিরাম,
হৃদয় মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
ছার্ বাসনা যাবে দূরে, কর্‌বে না আর ছল।
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল।
হরিনাম কেন ভোল। ১৩৭৯

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

ললিত—আড়াঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব, ঘুমাইবে আরও কত।
চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে, শিয়রে কাল সমাগত।
পেয়েছ মনুষ্য কায়া, ত্যজরে বিষয়-মায়া,
ল'য়ে মিথ্যা সুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত।
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেম-লহরী হৃদে অবিরত।
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবে না আর ভয় ভাবনা,
পাবে না যম যাতনা, হরি গুণ গাও সতত। ১৩৮০

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)

বাউল কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে ; তরা'তে জীব ভব-সঙ্কটে।
অটল তরণী তার কাণ্ডারী হরি, যত পাতকী
পার কর্‌তে এবার এনেছেন তরী ;
কর কাঙ্গালে পার, বলে যে একবার, অমনি দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু করেন তারে পার ;
একবার হরি ব'লে (বাহু তুলে) ভবের কূলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে। ১৩৮১

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

[কাশীধামে অন্নপূর্ণার প্রতি।]

আলেয়া বিভাস—একতালা।

এই কি মা তোর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা (ওগো)
নামের মহিমা গো কাশীধামের মহিমা ;
আমি ক্ষুধানলে মলেম জ্বলে, দেখ্‌লি না কি মা।
আমার ভবের ক্ষুধা মিটিয়ে দে মা চেতন-প্রতিমা।
দীনে দয়া ক'রে মুছিয়ে দে ঘোর মনের কালিমা।
ও শিব, ভিক্ষা করে মা তোর দ্বারে কণ্ঠনীলিমা।
তাঁরে অষ্টসিদ্ধি ঝুলি ভ'রে সবই কি দিলি মা।
আমি, কাঙ্গাল হ'লেও ঋদ্ধিসিদ্ধি চাই না গো উমা।
পরিব্রাজক বলে ভিক্ষা কেবল চরণ দুটি মা। ১৩৮২ ঐ

"আমি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে"—সুর।

শপনে, মন যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হা'র মেনেছে।

হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ায় মাঝে লুকায়ে সে, বিরাজিছে।
তারে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, মন আমার পাগল হইয়াছে॥
দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,
অপরূপ হেঁসে হেঁসে ডাকিতেছে।
যে তার ডাক্ শুনেছে, সেই মজেছে, আপনায় সে হারায়েছে॥
সে মানুষ ধর্‌বে বলে, গেল সব বলে চ'লে,
তেতালায় পবন তু'লে ব'সে আছে।
তবু না পেয়ে তত্ত্ব, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা গেছে॥
মন তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
কলে বলে কে কোথায় তাঁয় পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার্ কাছে ধরা দিয়াছে॥
১৩৮৩ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

[কাশীধামে অন্নপূর্ণার প্রতি।]

মরি মরি কি মাধুরী—সাধ মেটেনে তোরে হেরে।
(আশ পাশে) রূপের ডালা, সুরবালা, তারা যেন চাঁদে ঘেরে।
কমল ভেবে চরণ ঘিরে, মধুর আশে অলি ফিরে,
মন বিকাশে, সুখে রবো, থাক্‌বো রাঙ্গা চরণ ধরে।
প্রেমের ভরে হাস্‌লে পরে, বদন-চাঁদে সুধা ঝরে,
সাধ মিটাবো সুধা খেয়ে, ডাক্‌বো সদা মা মা ক'রে॥ ১৩৮৪
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

[ভজন।]

ভঁয়রো—একতালা।

জাগ মাতা জানকী। জগমগ জগমগ মন্দিরমে॥
দেওতান সব দুয়ারে ঠারে, চৌকী হনুমানকী।
লছমন্ ভাইয়া চাঁওর ডুলাওয়ে, সাজিয়া সীতারামকী॥
কাণনকী কুণ্ডলকী শোভা, কোটি উদয় ভনুকী॥
তুল্‌সী দাস, তোঁয়ারী দরশনকো,
টুকরা সাম সামকী॥ ১৩৮৫ তুলসীদাস।

[বুদ্ধদেব সম্বন্ধে।]

দেশ মিশ্র—একতালা।

চল যাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান।
কে কোথায় আয়রে ত্বরা নিবি যদি নূতন প্রাণ।
ঘুচ্‌লো ভব ভয়! শুন ভাই জরা মরণ নাই।
নাইক ভ্রান্তি, হৃদে শান্তি বিরাজে সদাই।
এস বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই;
জয় জয় সবাই মিলে গাই।
দিয়েছে পরম রতন করুণা নিধান,
ধরে না প্রাণে সুধা বইছে কাণে কাণ;
ঘুচ্‌লো ভব ভয়!! ১৩৮৬

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

বেহাগ—খং।

আমার এ সাধের বীণে—যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥

তালে মানে বাঁধ্‌লে ভুরি, তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার ॥
সাধের বীণের মরম যে জানে, সেত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাঁথা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টানে,
বীণে নীরব বকে তার ॥ ১৩৮৭

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাউলের সুর।

মনের মানুষ খুজিয়া বেড়াই, পাই না তার অন্বেষণ (২)
মনের মানুষ বিনে রাত্র দিনে
(গো) আমার ঝরে দুনয়ন ॥
মনের মানুষ যদি পাব, হৃদ্‌কমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চরণ।
(ওগো) প্রেম-সুধা নিধি দিয়া গো তারে করাব ভোজন।
মনের মানুষ পাবার লাগি,
শিব হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
করে সে শ্মশানে গমন (গো)
(ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধর্চ্চে গোপীগণ ॥
মনের মানুষ কোথায় পাব,
পেলে মনের কথা কব,
জুড়া'ব তাপিতজীবন।
আমার দেহ আত্মা, মন, প্রাণ গো তারে কর্‌বো সমর্পণ ॥

মনের মানুষ শচীর গোড়া, ন'দেতে পড়েছে ধরা,
করে তার করঙ্গ ধারণ।
(ওগো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়, গুরুর পদে (গো)
যেন থাকে আমার মন ॥ ১৩৮৮

গঙ্গাধর।

"মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াই"—সুর।

গুরু দয়াল হইলে হবে কি, আমি যে ভক্তিহীন (২)
গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি হইলেম কুপদার্থ,
হয়েছি পদার্থ বিহীন।
আমার গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি নিজে যে কঠিন।
ওগো আমি মন-ফুলে নয়ন জলে চরণ ভজ্‌লেম না একদিন
যদি ভজ্‌তেম গুরুপদে, তবে যেতেম নিরাপদে,
বিপদে হইতো শুভদিন (২)
(ওগো) জন্মাবধি গেল না আমার মনের মলিন।
একদিনও রইলেম না শান্তে, শ্রীগুরুর চরণ চিন্তে,
কুচিন্তায় গেল রাত্র দিন।
(ওগো) আমি বিষয়-জ্বালায় জ্ব'লে ম'লেম,
সোণার তনু হইল ক্ষীণ ॥ ১৩৮৯ অজ্ঞাত।

চা'ল দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়,
মানুষ উড়্‌তে গেলে মর্‌তে হয়।
যেমন তিলে তৈল দুগ্ধে ঘৃত, বপু তেমনি আলোময়।
(আর) ইক্ষুদণ্ড, বিনে দণ্ডে রস পেয়েছে কে কোথায় ॥

যে বুঝেছে সে মরেছে, সেতো কভু জ্যান্ত নয়,
আর মরার কর্ম্ম মরায় বুঝে
জীবে কি তার খবর পায়। ১৩৯০ নবকিশোর গুপ্ত।

বাউলের সুর।

(এ) জীবনের নাইরে আশা।
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব কর মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে,
ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত, কে তোরে কর্‌বে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে, কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে,
চারি জনাতে কাঁধে ক'রে, নদীর কূলে দিবে বাসা।
গোঁসাই সদানন্দে বলে, গুরুর কৃপা না হইলে,
গুরু ভজন হইল নারে, কেবল ভবে যাওয়া আসা। ১৩৯১

গোঁসাই সদানন্দ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক।
যদুপতি ব্রজপতি, কভু নহে সে মুরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি, ভূলোক, দ্যুলোক। ১৩৯২

৺ প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথায় আনিলে আমায়, কোথায় আনিলে।
আনিয়ে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবা'লে।
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে।
চতুর্দ্দিক নিরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে॥ ১৩৯৩

—— রামরতন মুখোপাধ্যায়।

[চেতনা।]

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত।
তব রূপে হ'রেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত॥
হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
কর্‌ছে আমায় নটাপাটা, জ্ঞানহারা পাগলের মত॥
তব রূপে মজেছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত॥
ভালবেসে হ'ল এ দশা, ঘুচিল না প্রেম-পিপাসা,
বারি বারি ব'লে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকি মত॥
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে, কর নাথ সঞ্জীবিত॥
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত॥ ১৩৯৪

—— মুন্সী বেলাএৎ হোসেন।

[সাধু কে ?]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধু সাধু বলে করি প্রশংসা তাহারে।
আগম নিগম জানে যেই এ ভব সংসারে॥
পূর্ব্বাপর জন্ম বৃত্তান্ত, কহে যেই আদি অন্ত,
একান্ত সে নহে ভ্রান্ত, ধন্ত দি সে সাধুবরে॥
মন সাধে সুখ দুখে, দুয়ে যে সমান দেখে,
ভোগে কষ্ট নাহি তাকে, ভ্রূক্ষেপ নাহি করে॥
প্রাণকান্তে ভাল বাসে, নিজের অন্তর বাসে,
থাকে মহানন্দ রসে, শান্তভাবে নিজ মন্দিরে॥
কালী কহে জানি জানি, রমণী পেলে গুণমণি,
সুখেতে কাটে যামিনী, মিলন হইলে পরে॥ ১৩৯৫

——— মুন্সী বেলাএৎ হোসেন।

[গঙ্গা-বন্দনা।]

পঞ্চম বাহার—ধামাল।

হর শির বিহারিণী, সুরধুনী, তরল তরঙ্গে,
রঙ্গে, সুরাসুর বন্দিনী।
অসীমা, তব মহিমা, মাত মন্দাকিনী,
বিষ্ণু পদে উদ্ভব তব, ওগো ভব ভাবিনী॥
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা রটে মুখে,
তরে পাপ তাপ শোকে, বসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে,
সগর রাজার বংশ, ধ্বংশ ব্রহ্ম সাপে জননী,
পরশি বারি, গেল তরি, কহে দীন গুণমণি॥ ১৩৯৬

——— রূপচাঁদ পক্ষী।

গৌরী—একতালা।

পাগ্‌লী মেয়ে এলি মাগো পাগলেরে রেখে বাসে।
পাগল ভোলা জামাই আমার, শিখরেতে আছে ব'সে।
আর তোরে ছেড়ে দিব না, আর তুই যেতে পাবি না,
দিব ছেড়ে দশমীতে, শঙ্কর যদি নিতে আসে। ১৩৯৭

—— রামচন্দ্র বসু।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নবমীর নিশি বুঝি যায়।
দুরন্ত দশমী বাতে, বাজে যে হৃদয়।
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, সুখে ছিনু নিশি দিনে,
ঘরে যাবে উমা আমার, কাঁদায়ে আমায়। ১৩৯৮

—— নগেন্দ্রনাথ সরকার।

ইমন—খেম্‌টা।

কোথায় গো মা কালী, ঘুচাও মনের কালী।
জঠরে যন্ত্রণা যে কালী, বলেছিলাম ভজ্‌ব কালী,
এখন তাতে দিয়ে কালী, বসে আছি মেখে কালী।
ভাব্‌ছি বসে মা ত্রিকালী, হলো আমার কিনা কালী,
যেতে হবে আজ কি কালী, চিরজীবি নহে কেহ চির কালী।

—— ১৩৯৯ নন্দলাল রায়।

ললিত আড়া—খেম্‌টা।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ কাণ্ডারী।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি।
যত আছে চরাচর সকলি তোমার কর।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হয়, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী।

আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি মিনতি স্তুতি।
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি॥ ১৪০০

তিনকড়ি বিশ্বাস।

মুলতান—আড়া।

তার দীনে নিজগুণে শ্রীমধুসূদন।
শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি পতিত পাবন॥
আমি অতি দুষ্কৃতি, না জানি ভকতি স্তুতি।
গতি হীনে দেহি গতি, দুর্গতি হরণ।
তুমি ত্রিলোক তারণ, ভব ভয় নিবারণ,
দারিদ্র দুঃখ ভঞ্জন, শমন দমন॥ ১৪০১

গিরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণবাসুদেব।
পরম নাম পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ॥
যুগে যুগে জপতপ করে ব্রহ্মা,
দেবনারদ মুনি বশিষ্ট সেবকাদি,
কর সুঘর সুর গাওত ধ্যাওত অষ্ট জাম,
পর হেরাও ত পরায়ণ॥
মাধব মুরারে বামন পদ্মনাভ চক্রপাণি,
মধুসূদন পরমানন্দন বনোয়ারি।
বংশীধারী পদপঙ্কজ গরুড়বাহন,
কেশব ভক্তবশ ভগবান, প্রভু দীন তানসেনকা
তারায়ন॥ ১৪০২

তানসেন।

ভৈরব—চৌতাল।

(পিয়ারে) প্যারে তুহি ব্রহ্মা, তুহি বিষ্ণু, তুহি রুদ্র, তুহি শক্তি,
তুহি গণেশ, তুহি সোর (সুর), তুহি জল, তুহি থল,
তুহি পবন, তুহি আকাশ, তুহি অধুরা, তুহি পূরা॥
তুহি শৈল, তুহি আলবেল; তুহি রোত, তুহি হাঁসত,
তুহি উঠত বৈঠত, চলত তুহি চুর॥
তানসেনকে প্রভু একহি, অনেক হোয়ত,
জগমে ব্যাপ রহে হুজুর॥ ১৪০৩

তানসেন।

"চিরদিন কারো কখন সমান না যায়"—সুর।

সব দিন নাহি বরোবর যাতি হো।
সুদিন কুদিন, বিপদ সম্পদ,
কভু স্থির নাহি রহতে হো॥
দেখ লঙ্কাপতি, দৈব হরল মতি,
ছলকে সীতা হরি, লইন হো॥
কনক মুকুট পর বনচর বানর,
চরণ ঘাত কত কৈল হো॥ ১৪০৪ অজ্ঞাত।

ময়ুর মুকুট পীতাম্বর সোহে।
কেশব তিলক লাগায়ে হো॥
কাণমে কুণ্ডল গল বিচমালা,
কোটীতা ছবি ছায়ে হো॥ ১৪০৫ ঐ

পরজ—আড়া।

তারা এবার আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা না জানি সাঁতার॥
একে দেহ জীর্ণতরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধরি কি করি ভব-জলধি অপার॥
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কাম-সিন্ধু-নীরে আসি, পশিলাম আবার।
একূল ওকূল হারা আমি, মাঝা মাঝি মাঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার॥ ১৪০৬

—— কালীদাস ভট্টাচার্য্য।

পরজ—আড়া।

ছ'জনা ডুবা'লে আমায়।
লুটিল সর্ব্বস্ব ধন মা, বাকি জন্যে প্রাণ যায়॥
ছ'জনা তসিল করে, আপনা আপনি সারে,
বাকি জন্য বাঁধে মোরে, তেঁই মা ডাকি তোমায়॥ ১৪০৭

—— ঐ

সিন্ধু—ঠেকা জলদ।

যেন মন ভুলে না।
আমার অন্তে যেন কালী কালী বলে রসনা।
মা ও চরণ করেছি সার, যা কর মা এই বার,
ভবনদী হইব পার, কি হইবে তার বল না।
মা এ দেহ সঁপেছি আমি, যা জান তা কর তুমি,
কালিদাস কালী বিনে অন্য কিছু জানেনা॥ ১৪০৮ ঐ

ঝিংলা—একতালা।

শমন মিছে আশা কর।
পাশা পালাইতে কি আমায় পার॥
ছক্ রেখেছি বাধ্য ক'রে, সাধ্য নাই হারাইতে পার।
জয় দুর্গা ব'লে পাষ্টি ফেলে, দান মেরেছি কচ্চে বার॥
রোখ ক'রে রয়েছি ব'সে, দুর্গানাম লয়ে মূলাক্ষয়,
কেমনে মরিবি হেরে, যারে ফিরে,
জিনিবে বাজি নীলাম্বর॥ ১৪০৯

নীলাম্বর।

আড়ানা বাহার—ঠেকা।

কাল ভয়ে কি ভয় আছে আমার।
কাল নিবারিণী কালি হৃদয়ে জাগিছে॥
পদতলে চিরকাল, পড়ে যাব মহাকাল,
কি করিবে তুচ্ছ কাল কালান্ত কালীর কাছে॥
শ্যামাপদে পঞ্চানন করে আত্ম সমর্পন,
সমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে॥ ১৪১০

পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়।

নাচে কেরে দিগম্বরী দিগম্বর হর-হৃদি পরে।
একি অপরূপ রূপের সিন্ধু অর্দ্ধ ইন্দু শোভে শিরে॥
চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
চপলা যিনি শীঘ্রগামিনী, চপলা রূপে আলো করে॥
অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া সম শ্রম জল তায়,
অমিয়া সম পিকভাসে গায়, অমিয়া রূপে সুধাক্ষয়॥

কেশরী যিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষীণ,
কেশরী জিনি নাদ সঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে ॥ ১৪১১
গৌরমোহন রায়।

[বিরহের প্রতি।]

খেম্‌টা।

"কত ভাল বাস থেকে আড়ালে"—সুর।

নাইরে প্রাণবল্লভ আমার এ ঘরে।
ওরে, তাই বলি বিরহরে, তুমি রহ হৃদমন্দিরে ॥
ওরে প্রাণ ফেটে বয় চোখে বারি, আমি শূন্য ঘরে
রইতে নারি,
(আয়রে) ;—তুই যার বিরহ তারে ডাকি,
তোরে রেখে হৃদি পরে ॥
ছিল, ভালবাসা যেজন আমার, ওরে তুমিও বিরহ তাঁহার,
(আয়রে) ; তোরে ভালবেসে কাছে বসে, আমার
হিয়ার ব্যথা কইরে ॥
অনাথ কইরে প্রাণসখা, আমায়, ফেলে গেছে ঘরে একা,
(আয়রে) ;—আমার কাছে থাক্‌বে, অমন্ ক'রে,
তুই আর ফেলে যাস্‌নে মোরে ॥
কাঙ্গাল কয় তুই যার বিরহ, সে ত কাঁদায় আমায়
অহরহ, দেখ্‌রে ;
যদি তুমি থাক, তবে আমি, একদিন নাগাল পাব তাঁরে ॥ ১৪১২
হরিনাথ মজুমদার।

রামকেলী ভৈরব—আড়াঠেকা।

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মা-পাখী যবে উড়ে যাবে।
ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চস্‌মা পড়ে রবে ;—
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুন্‌তে নাহি পাবে॥ ১৪১৩

অমৃতলাল বসু।

যারে মন দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কৈ।
আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কৈ॥
মনের আগুন মনে জ্বলে বল্‌ব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুণ করে বারণ এমন বা কে আছে।
যে বুঝিবে মন তারি কৃপার ভাজন যোগ্য হলেম কৈ॥
দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা নিবাসে,
হৈল প্রায় কাল শেষ দেখ মন শেষ মজেছ কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পোরে, সে দেশে যাওয়া হলো কৈ।
সাধু যে জন দিয়াছে মন তারি চরণ পাশে,
ও সে রসের পাথার, দিয়ে সাঁতার প্রেম-তরঙ্গে ভাসে ;
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ।
দেখি ভেবে দিবে কবে, দেও যায় দিন কি আছে,
চিন্তামণি বলে কাতরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে ;
ও তোর আপন দোষে সব হারালি,

আমার দেশে আলি কৈ। ১৪১৪

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

প্রেমের বাণ লাগা প্রাণ অন্তরে যার তার তুলনা কৈ।
নয়ন মন তার রয়েছে কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কৈ।
আছে কিনা আছে যেন এসেছে জীবন,
ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন।
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছাড়া তার নয়ন কৈ।
ঘুচেছে তার লৌকিক আচার বিচার লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার সদায় আছে কাযে,
ঐ হাহাকার এ ভবে তার সে বিনে কে আছে কৈ।
লেগেছে দাগ দাগের মত তব অনুরাগ,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে দিন যামিনী জাগে,
সেরূপ রাখে অন্তরে ভাইরে লোকের কাছে বলে কৈ।
গোঁসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে,
কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিফলে;
হারালি দিন এখনো রাগের অনুগত হলি কৈ। ১৪১৫

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ্ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধর্‌বে বলে, ঝাঁপ্ দিলে, থাই পেলে না ন'দে উঠেছে।
কারে জানি বাস্‌তো ভাল, সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না কল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে।
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।

নাইকো ওর তুখের অন্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত,
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঘুর্‌তে আছে ;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার,
যাবজ্জীবন তাবত্ আছে ॥ ১৪১৬ কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

যার যার যে রূপ উদয় হয় মনে,
সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ,
সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই ॥
আমার আঁখির বাসনা, ঐ রূপ হেরি পলকে পলকে,
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে,
রসনার বাসনা সদা তা'রে চাকে,
শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই ॥
অতি দূর কূল, আশা পারের পার,
সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী, কিসে পাবি পার,
আশা পারাবারের নাবিক রৈল কৈ ॥
অন্ন সুখ যেমন অগ্নি জলচয়,
কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন করয়ে দাহন,
বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই ॥
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি,
এ বার ভবে এসে কেবল কয়ে বয়ে গেলি,

সকলি করিলি, কাজে শূন্য হ'লি,
শ্রীরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই॥ ১৪১৭

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

"জানি কার রূপ সাগরে"—সুর।

খোঁজে তায় কোন্ স্বরূপে মনের মানুষ মিশে গেছে।
ও তায় পায় না দেখা, তাইতে একা,
দেখার লেগে কাঁদ্‌তে আছে॥
সে মানুষ পাবার আশে, ভ্রমিছে দেশে দেশে,
শুদ্ধ রস প্রেমাবেশে রাগ নিয়াছে,
নাহি ভঙ্গ রাগে মাখা অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গরাগ ধরেছে।
সকলই রাগের বিকার, অঙ্গে হয়েছে প্রচার,
রাগেতে তার সনে তার মন মিশেছে;
যদি না মিশে মন, কেবা এমন,
কার লেগে কবে কে কেঁদেছে।
যেন এ অঙ্গ নয় ওর, ভাব-তরঙ্গে বিভোর,
হেন ভাব-ভুবনে কায় কে গড়েছে;
ও তার মনে ব্যথা, কয় না কথা,
অন্তরে (প্রেম) কাঁটা ফুটেছে।
যায় যেন যায় কি না যায়, চায় যেন চায় কি না চায়,
হেঁটে যায় তাই যেন ধরায় পড়েছে;
কান্ত কয় যার লেগে মন, করে এমন,
তারে বিনে জীবন মিছে॥ ১৪১৮ ঐ

বাউলের সুর—একতালা।

এত (কত) ভাল বাস, থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি ধর্‌তে নারি, দুটি হাত বাড়ালে॥
ছিলাম যখন মা'র উদরে,
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে,
হায় রে, তখন আহার দিয়ে,
বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে॥
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম,
হায় রে; মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে॥
দিলে বন্ধু বান্ধব দারাসুত,
ও নাথ সে সব কৌশল তোমারি ত হায় রে;
ও নাথ ধন ধান্য সহায় সম্পদ,
পেলেম তোমার দয়া বলে॥

ও নাথ তোমার দয়ায় সকল পেলেম,
কিন্তু তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায় রে;
তুমি কোথায় থাক, কেনে এসে,
আমি কাঁদলে কর কোলে॥

আমি কাঁদ্‌লে বসে হতাস হ'য়ে,
তুমি চো'খের জল দেও মুছাইয়ে হায় রে;
আবার কথা কয়ে প্রাণের মাঝে,
কত উপদেশ দাও বলে॥

ও নাথ দেখা নাহি দেবে আমায়,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার হায়
ও নাথ তবে কেন শাকের ক্ষেত
তুমি দেখালে কাঙ্গালে। ১৪১৯
হরিনাথ মজুমদার।

আর কত দিন রবে, মা গো আর্শির মাঝে বসে আর।
না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে,
ও মা আমায় দেখা দাও একবার।
ও মা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে,
আমার প্রয়োজন যা'তে, (মরি হায় রে)
লুকা'য়ে দাও দেখিনে চক্ষেতে,
ও মা এই বড় দুঃখ আমার।
যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায়, (মরি হায় রে)
আমি সেই রূপ দেখিনে তোমায়,
সদায় দেখ্‌তে প্রাণ কাঁদে আমার।
ও মা অবোধ বালক কভু যদি আর্শি হাতে পায়,
তা'তে আপনায় ধরতে চায় (মরি হায় রে)
ধর্‌তে আপনায় না পায় কেঁদে গড়ায়,
মা সেই দশা হ'য়েছে আমার।
কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে মা আর্শির আড়াল,
একবার কোলে নে ছাওয়াল (মরি হায় রে)

মায়ের স্বরূপ কেমন দেখুক কাঙ্গাল,
সে যে জনমে দেখে নাই মায়॥ ১৪২০

হরিনাথ মজুমদার।

[নদীর প্রতি।]

"তরু বল রে বল"—সুর।

নদী বল রে বল, আমায় বল্ রে।
কে তো'রে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কা'র প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে ;
ও রে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদী)
ও রে, সেই নাম আমায় একবার বল,
দেখি আমার হৃদিস্থলে,
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে॥
কা'র ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে ;
নদী রে তোর ভাবাবেশে, (মরি হায়, হায় রে নদী)
যখন যাদের বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনই বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে॥
ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টল মল রে।
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও,
(মরি হায়, হায় রে নদী) যা'রে নিকটে পাও তা'রে নাচাও,
উচ্চ রবে কা'র নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।

সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,
মরি রে তোমার প্রভাব, শক্তি কি অটল রে ;
তুমি ঘৃণা ক'রে না দেও ফেলে (মরি হায়, হায় রে নদী)।
যত সড়া মড়া কর কোলে, ক'র্‌লে পরশ তোমার জলে,
অঙ্গ হয় শীতল রে ॥
যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদী তোমার তীরে, দেখি শ্মশানস্থল রে,
ও রে, যোগী ঋষি আদর করে,
ও রে, তোমার তটে সাধন করে,
হয়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
মূঢ়মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ করে, মূত্র আর মল রে,
ও রে, তাতেও তোমার না যায় গৌরব,
তুমি মায়ের মত সহর সব,
কাঙ্গালের বন্ধু-বান্ধব, শ্মশান গঙ্গাজল রে ॥ ১৪২১

হরিনাথ মজুমদার।

[ভ্রাতৃ-স্নেহ।]

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

শুন শুন এ ত জান ভেয়ের বাড়া বন্ধু নাই।
অধিক কি বলিব বড় প্রাণের অধিক ভাই ॥
হঠাৎ কোন বিপদ হ'লে, ডাক ও ভাই ব'লে ব'লে,
সবাই সেই এক পিতার ছেলে তাইতে মুখে সাজে তাই
সঙ্গে যা'বে না যে ধন, হ'লে তারি উপার্জ্জন,
ভাই বলে তার সম্ভাষণ কর, না কর বড়াই ॥

অন্নাভাবে ভাই তোমার, করিতেছে হাহাকার,
কোন্ পরাণে দাও বদনে ল'য়ে সুধা তাই সুধাই।
দীনহীন ভাই সকলে, যত্ন করে লয়ে কোলে,
তাকেই উপাসনা বলে, আদর পা'বে পিতার ঠাঁই॥ ১৪২২

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

অনাথিনী দীন দুখিনী দ্বারে দ্বারে কেঁদে যায়।
মুখ তুলে তা'র পানে ভুলে কেহ নাহি ফিরে চায়॥
উদরে নাহিক অন্ন বলশূন্য অপ্রসন্ন,
বিবর্ণ হয়েছে বর্ণ জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ কায়॥
থাকৃতে ধনী ভাই ভগিনী, কেউ না হয় দুঃখভাগিনী,
কষ্টে কাটে দিন যামিনী, একি চক্ষে দেখা যায়॥
যা'র আছে তা'র আরো দাও,
যা'র নাই তায় না ফিরে চাও,
কোন্ বিচারে একলা খাও সবাই ভাগী আছে যা'য়।
ধিক্ ধনে ধিক্ মানে, ধিক্ মনে ধিক্ জ্ঞানে,
ভগ্নী বেড়ায় বনে বনে তুমি রাজ-অট্টালিকায়॥
আছে যা'র দয়াশীলতা, দানে কর সার্থকতা,
পরিতুষ্ট হবেন পিতা সন্দেহ কি আছে তায়॥ ১৪২৩

ঐ

ইমনী—কাওয়ালী।

সুধামাখা নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে সুধাময় হয় হৃদয় আমার॥

নাম ধ'রে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি,
সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি, দেখি তোমার সুধার আধার।
প্রেম করে যে যা বলে প্রেম-সিন্ধু সেই তোমার নাম,
শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক অথবা বলুক শিবরাম;—
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হ'বে না সে আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি তোমার কাছে নাই জাতবিচার।
তোমার কি আর পিতা আছে নাম রেখেছে শিশুকালে,
সকলের পিতা তুমি সবাই পালিত তোমার কোলে,—
তোমার ভক্ত যে সেই তোমার পিতা,
সেই তোমারি জন্মদাতা,
নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার॥
১৪২৪ বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী সুর, ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

প্রেম বিনে কি সে ধন মেলে।
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে॥
জ্ঞান-আলোকে দেখ্‌বে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে,
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোন আঁধারে ঘুরে ম'লে।
প্রেম বিনে তা মিলবে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে,
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে।
প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে,
এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য,
প্রেম আছে সকলের মূলে।

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ও রে প্রেম ল'য়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে।
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন,
ধরা পড়েন প্রেমের কলে॥ ১৪২৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

[সংসার ও ধর্ম্ম।]

তাল—তেওট।

করে দেও হে নাথ! সংসার ধর্ম্মের সম্মিলন।
করি একত্রে সংসার আর ধর্ম্ম সাধন॥
যখন সংসারে করব বাস,
হয়েছি তোমার দাস, এই করে বিশ্বাস,
সংসার-মাঝারে, হেরব তোমারে,
করব অন্তর বাহিরে তোমায় দরশন॥ ১৪২৬

কুঞ্জবিহারী দেব।

জংলা—ঠুংরি।

প্রেমসিন্ধু হে! প্রেমময়! এই ভিক্ষা চাই।
যেন হে নাথ! প্রেমার্ণবে, আমি ডুবে সাঁতার ভুলে যাই।
যাঁ'রা ডুবে তলিয়ে গেছেন, যেন তাঁদের কাছে যেতে পাই।
যেন দিবা বিভাবরী আমি নিমেষের মত কাটাই॥ ১৪২৭ ঐ

[হিন্দী।]

সুর খাম্বাজ—ঠুংরি।

সাধু সজ্জন কো সৎসঙ্গ মিলে,
যব সচ্চিদানন্দকি কৃপা ভ্যায়েঁ।

সাধু বিনা রাহা কোনে বাতাওয়ে
যোহি খবর নাহি গ্রহন মে।
সাধু-সম হিতকারী ন কোয়ী,
মাতর পিতর মিতর কি ভায়ী,
আত্মা কো সোঝে, চোর সমুজে,
প্রভুচরণাম্বুজে, কো মিলায়ে॥ ১৪২৮

—— কুঞ্জবিহারী দেব।

[মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারামের গীত।]

(বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত।)

ভক্তিভরে গান কর, শুদ্ধ কর মন।
হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন।
নম্র হও, থাক সদা সাধুপদচ্ছায়,
কাণ পাতিও না কভু পর-চরচায়॥ ১৪২৯

—— তুকারাম।

হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
তব গুণগান যেন করি প্রাণ খুলি।
আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,
ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস।
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্লভ জনম হ'তে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণগান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ॥ ১৪৩০ ঐ

——

[হিন্দী গীত।]

ভয়রো—কাহ্নপা।

মনোয়া ভজ লে সীতারাম।

ভজ লে সীতারাম, মনোয়া কাহে না জপ্‌তে নাম;
দিন গিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে, গুরু দিয়া যো নাম।
রাম-গড়কে বৈঠে রামজি, সবকি মুজরা লিজে।
যো য্যাচা নকরি করেগা, উনকু ত্যায়ছা দিজে।
লারকা বালা লালন পালন, তেনকি দুধ পিওলায়ে।
মরণকালে শরণ লেকে, বাবা কর্ বোলাওয়ে॥
এক নর ভুলে, দু নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার।
জান শুনকে যো নর ভুলে, উনকে নাহি পার॥ ১৪৩১

তুলসীদাস।

গুরু ভজ্‌লে মন, হরি ভজ্‌লে মন,
ও রে দেহে গুরু ভজলে মন।

য্যাছা গুরু ত্যায়ছা চেলা, ত্যায়ছা হ্যায় সঙ্গ।
ঘটমে রয়কে সব ঘট ব্যাপে, চিনতে নেই কোন জন॥
থোড়া দিনকি জিন্দিগীরে মনা, ভবে আয়া একা।
ইয়ে জিন্দিমকা কুছ নাই ভরসা, আয়া কি না আয়া॥
উল্‌টা বাঁশের বাঁশী কিরে মনা, ওছিমে আজব রং।
কি না বাজন বাজে রে মনা, জানতা সাধুজন॥ ১৪৩২

অজ্ঞাত।

কালেংড়া—ঠুংরি।

হরি সে লাগি রহো রে ভাই।
কেয়া কেয়া বনত বনি যাই॥

আরে, তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই।
অজা তারে, বজা তারে, তারে সুজন কশাই॥
সুয়া পড়ায়াকে গনিকা তারে, তারে মিরা বাই।
দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা, বাণিয়া বয়েল চরাই॥
এক বাতকে টাঠ্যা লাগে, খোঁজ খবর নেহি পাই,
য়্যায়সি ভক্তি কর ঘর ভিতর, ছোড় কপাট চতুরাই।
সেবা বন্দী আওর অধীনতা, সহজে মিলি গোসাঞি॥

১৪৩৩ অজ্ঞাত।

পাহাড়ী—আদ্ধা।

মোকা কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, ময়তো তেরে পাশ মো,
হোঁয়ে মো বগড়ি বিগড়ি, ন ময় ছুড়ি গড়াস মো,
ন হোঁয়ে মো খাল রোমমে, ন হাড্ডি ন মাস মো।
ন দেবল মো ন মাসজদমো ন কাশী কৈলাসমো,
ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো।
ন হোঁয়ে মে ক্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো,
খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা, পলভরকে তলাস মো।
সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুঠিয়া মেরি মৌয়াস মো,
কহত কবীর শুন ভাই সাধু (শান্ত)
সব সন্তান কি সাথমো॥ ১৪৩৪ কবীর।

[সরস্বতীর প্রতি।]

ললিত—আড়াঠেকা।

ওই কে অমরবালা দাঁড়া'য়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে,

চরণকমলে লেখা, আধ আধ রবি রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি, সদয়া করুণা মূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি, শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙ্গো ভাঙ্গো ঘুম ঘোর,
সুস্বপ্ন-রূপিনী উনি, ঊষারাণী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ-কিরণাননা জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা ঊষার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙ্গাচরণ দু'খানি রাখ হৃদয় কমলে॥ ১৪৩৫

—— বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

কালেংড়া—ঠুংরি।

তন্‌মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুখে প্রেমকে বাণী,
কহে কবীরা শুন ভই সাধু ওহি সাঁচ্চা জ্ঞানী।
মানকা ফিরাকে জনম গোঁয়াই না গোয়া মনকা ফের,
হাতকে মানকা ডারকে আব মনকে মানকা ফের।
মালা ফেরাকে হরিকো পাঁওয়ে, মায় ফেরাওঁয়ে ঝাড়,
জেড়া পাথল পূজকে হরকো পাঁওয়ে, হাম পূজে পাহাড়।
গাই দোহাকে কুত্তা পালে, বাছুর মরে ভুঁকা;
কসবিওঁকে কোরমা পোলাও, বাপকে নিয়ে রুখা।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠে বিকায়;
সতীকো না মিলে রুটী, গস্তানী আচ্ছা খায়।

সতীকো না মিলে ধুতি, গন্ধানী পরে খাসা ;
কহে কবীরা দেখ ভাই সাধু ছনিয়াকি তামাসা।
বেহারি হোকে মাকো মারে, ঠাঁহারে পুত নেহারে ॥
পুত পুত বলি মা ফুকারে, (ফের) পুত দোহাতে মারে।
যেছ কোলা গিমাকো মারে, সে আর অভিলাষী,
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা, দুখ লাগে আর হাসি।
ঘরকি জরু প্রেম না পাওয়ে, পিত লাগাওয়ে দাসী ;
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা, দুখ লাগে আর হাসি ॥ ১৪৩৬

কবীর।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কিবা জল কিবা স্থল আকাশ অনিলানল ;
স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয়।
প্রকৃতির কার্য্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব,
ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভব হয় ॥
ভবের ভাব বোঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার,
যথাক্রমে বার বার হয় আর লয়।
কত ভূত হ'লো ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিভূত, হ'তেছি বিস্ময় ॥
ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ, ভূতে ভূত হয় ধ্বংশ,
ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময় ;
সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয় ॥ ১৪৩৭

৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[জীবন-যাত্রা বাঁশবাজি।]

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবের বাঁশবাজি করে,
ও মন সাবধানেতে, যাও রে তরে।
পরমায়ু-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার-বাঁশটা করে ধরে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বার,
যেন মাথার কলসী ও রে মন—
যেন ধর্ম্ম-কলস যায় না পড়ে, পাপ-পিছলে পাটা সরে।
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজি কর ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ-ভয়ে, ভেল্কি লাগবে শমনেরে॥ ১৪৩৮

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[বাসনা-নদীর পার।]

ময়ূরপঙ্খীর সুর—খেম্‌টা।

যায় মারা বাসনা-জলে, মন-তরি আমার।
ভবকাণ্ডারী হে কর পার॥
হে লোভ-মেঘে, কুমতি-ঝড়, হইয়ে সঞ্চার,
প্রবল ইন্দ্রিয় ঢেউ করিছে বিস্তার।
তাহে তরি টলে বারে বার॥
হে স্বার্থরূপ-পাষাণ-চড়াতে, খাইয়ে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারী মাঝার।
জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তা'র।

হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্য-পাল,
পাপরূপ পাকস্থা জলে ঘুরায় অনিবার।
তাহে ভগ্ন তরি বাঁচা ভার॥
হে শোচনা-কুম্ভীর ক্ষোভ-হাঙ্গর-আকার,
ধরি তরি অঙ্গ তা'রা করিছে আহার।
হই সারা তাহে একেবার॥
হে করুণা-বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
ক্ষমা-কূল দেও প্রভু চরণে তোমার।
ভবকাণ্ডারী হে কর পার॥ ১৪৩৯

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[জগতের ভালবাসা।]

কালেংড়া—খেম্‌টা।

যদি চাস্ মন জগতের ভালবাসা পেতে।
খুলে দে রে প্রেমদ্বার জগৎ-মাঝেতে॥
বিতরি প্রেম-রতন, শাক্য যীশু চৈতন্য।
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হলো ভূতলেতে॥
পশিলে পরশমণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ-বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেমমণি হৃদে যা'র, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তা'র তুলনা চাঁদেতে? ১৪৪০ ঐ

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

যাচি হে হরি ও পদ-রাজীবে তব।
দেহি সুগতি সুমতি মৈত্রী, সুখসম্পদ সব।
দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক আর সুকৃতি,
খণ্ডি পাপাচয়, নাশ কালভয়,
পার কর দীনে মোহময় ভব॥ ১৪৪১

—— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিপাকে পড়িয়ে হরি যাব কার দ্বার।
অসহায় অন্ধকারে কে করে নিস্তার॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারই আশ্রিত আমি, তুমি হে ভরসা আমার।
মোহময় পাপ নাশি বিরাজ হৃদয়ে আসি,
আঁধার জগতে দীপ, তুমি হে সবার॥
অন্তর বাহিরে যার, ক্রমে রিপু দুর্নিবার,
কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি সুখ তার অনিবার;—
যাচি নাথ পদাশ্রয়, ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,
সংসারসঙ্কটে বিভু তোমারই চরণ সার॥ ১৪৪২ ঐ

বঙ্গের তুক—ঠুংরি।

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন।
জয় মুরারি কেশব বিশ্বম্ভর বামন॥
জয় কালীয়দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকী নন্দন, দনুজদলন;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংসদৈত্ত নিপাত, মধুসূদন।

জয় গোবিন্দ রমেশ,কৃষ্ণ হৃষীকেশ, নটেন্দ্র সুরেস, স্মরমোহন ;
জয় বজেশ গোপাল, মুকুন্দ কৃপাল, ব্রজ সুরপাল, পীতবসন ॥
জয় গিরিচক্রধারী, বিপিনবিহারী, শার্ঙ্গ পাণি হরি খগবাহন ;
জয় শ্রীনন্দসুত, যশোদাসুত, পরম-পূত হাস্যবদন।
জয় বসুদেবজায়, ত্রিভঙ্গকায়, অদ্ভুতমায়, জগরচন,
জয় কল্কি হলধর, নবরসসাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মীরমণ ॥
জয় কৌস্তভভূষণ, শঙ্খধারণ, পূতনাঘাতন, কেশীমর্দ্দন ;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পূর অভিলাষ, যাচি শরণ,
জয় স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ববিমোহন, গদাধারণ,
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর, করি করযোড়, মাগি চরণ ॥

——— ১৪৪৩ তপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারোয়া—একতালা।

দীন বন্ধু হে ;—
সেই দিন দেখ্‌বো তোমায় কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিনে শমন রাজা মোরে,
শমন জারি করে, কোন ফেরে,
ঘোরে দ্বারে বদ্ধ হৈ আমি।
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী।
যদি অকপট প্রেমে (একবার)
ডাকিতাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি।
হরি তুমি অতি সৎ আমি হে অসৎ,
অসৎসঙ্গে বসত, অসৎগামী ;

এখন যেরূপ নিরন্তর হতেছে অন্তর,
জান সর্ব্বান্তর, অন্তরযামী।
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্য গতি ভারত ভূমি;
কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী। ১৪৪৪

গোবিন্দ অধিকারী।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

জীব কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ,
নিত্যানন্দে মজো পাবে চৈতন্য।
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, স্বস্বত্বেতে ধন্য।
প্রভুর প্রিয়োত্তম, ছয় গোঁসাই গুণবন্ত,
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহন্ত, সান্ত মহাদান্ত;
ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
অনন্ত ভ্রান্ত জীব সামান্য।
প্রভু শ্রীনিবাস, পূরাও অভিলাষ,
ঘুচাও অভিলাষ, হৃদয়ে কর বাস, দেহ শ্রীপদে বাস;
দাসের এই আশ্বাস, তব দাসের দাস,
কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ। ১৪৪৫ ঐ

জয়জয়ন্তী ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কালী কল্পতরু উদয় কর হৃদয়-কন্দরে,
মম মানস সতত পদকমল বন্দ রে।
মম মানস-জবাদলে, দিয়ে ভক্তি-চন্দন,
পূজিলে পদ, যাবে বিপদ, রবে না মায়াবন্ধ রে।
অবশ্য তারিবে তারা পূজিলে পদদ্বয় রে;
স্ত্রীপুত্র বান্ধব যত পথের সম্বন্ধ রে।
দেহ কর নৈবেদ্য আগে, বাদ্য কর বুদ্ধি রে,
ছয় রিপুকে দেহ বলি, জ্ঞান-তীক্ষ্ণ অসি ধরে,
বৈরাগ্য দিবে জ্বালিয়ে দীপ, দেহ না আনন্দ নীরে;
আশা অগ্রে ভোজ্য দিয়ে, শ্রদ্ধা দিবে গন্ধ রে।
তবে সে তারিবে তারা পূজিলে পদদ্বয় রে,
তিলার্দ্ধ ক্রম হয় না ভ্রম বলিছে রামসুন্দরে। ১৪৪৬

৺ রামসুন্দর সিংহ চৌধুরী।

মনোহরসাই—সুর।

আমায় বাঁধিস্ নে মা নন্দরাণী,
তুচ্ছ ননীর তরে বন্ধন করে, আহা মরি যায় গো প্রাণী।
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তুচ্ছ একটু নবনীর কারণ, যুগল করে জননী গো করিলে বন্ধন,
বন্ধন জ্বালা সহে না মা যায় জীবন,
মাগো আমি যদি মরি প্রাণে (ওগো মা নন্দরাণী),
তোমায় কান্তে হবে বনে বনে,

তুমি ননী দিবা কার বদনে (মা গো),
কে তোমায় বল্‌বে জননী।
যত রাখাল এই ব্রজপুরে, চুরি করে ননী খায় মা সব ঘরে ঘরে,
মাগো কার মায়ে কারে মারে বন্ধন ক'রে ;
(মাগো) পুত্র শত্রু হলে পরে, (ও গো মা নন্দরাণী)
কি তারে বেঁধে মারে,
তোর চরণে এই ভিক্ষা চাই,
ধড়াচূড়া পরায়ে দেও বনে চলে যাই,
মাগো, যমুনা পার হয়ে যাব,
(আমি) এই দেশে না মুখ দেখাব,
আমি পরের মাকে মা বলিব,
ভিক্ষা করে খাব ননী, (ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)॥
তুই তো গো মা বড়ই পাষাণ,
পরের কথায় বেঁধে মার আপনার সন্তান,
(মাগো) ত্রিভুবনে পাষাণী নাই তোর সমান॥
(মাগো) আমার বড় দুরদৃষ্ট, সহে না মা এত কষ্ট,
(মাগো) এখন বিদায় দেও আমারে,
আমি ধরি তোর চরণ দুখানি॥
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী আমায় বাঁধিস্‌নে মা নন্দরাণী)॥ ১৪৪৭

অজ্ঞাত।

[রাজা রামমোহন রায় রচিত "মন একি ভ্রান্তি"
গীতের উত্তর।]

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।

সর্ব্বত্র পূরিত রায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন-সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এস ব্রহ্মময়ী, কর গো নিস্তার।
জড়জীব জড় করি, যাহার সাধন করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার॥ ১৪৪৮

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

[রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ৺ কৃষ্ণমোহন মজুমদার রচিত "তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন" গীতের উত্তর।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

মা আমার আমি তাঁর, তাঁরে বলিরে আপন,
মহামায়া মায়ে আমি দেখিরে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা, বল কি তখন।
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখি দিকে দিকে,
আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার,
চিন্ময়ী-চরণ-চিন্তা, সংসার বন্ধন॥ ১৪৪৯ ঐ

[রাজা রামমোহন রায়ের "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গীতের উত্তর।]

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর।
আধ নীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর॥

কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্ব্বাদী পুত্রজায়া,
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর।
কালীনাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর॥ ১৪৫০

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

[ক্ষ্যাপার প্রতি।]

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।
তোর নাই অবসর নাইকো দোসর ভবের সাজে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানা কাজে!
ওরে তুই, কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে!
এযে বিষম জ্বালা, ঝালাফালা দিবি সবায় পাগল ক'রে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।
ওরে তুই কি এনেছিস্, কি টেনেছিস্ ভাবের জালে।
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোন কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে!

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আবেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে।
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে!
মিছে তুই আছিস্ জাগি তারি লাগি না জানি কোন্
আশার জোরে!
ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে॥ ১৪৫১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[রামবল্লভীদিগের গীত।]

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

কালী কৃষ্ণ গড্ (God) খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কালী গড্ খোদা বলো রে॥ ১৪৫২ অজ্ঞাত।

[কর্ত্তাভজাদিগের গীত।]

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোন্‌রে ক্ষেপা, বেড়াস্ একা, চিন্তে নারবি ধরবি কি।
কালার সঙ্গে বোবার কথা কয়,
কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্ম্মকথা ব'ল্‌বো কি॥
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,

জোয়ারে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়;
সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি॥

১৪৫৩ অজ্ঞাত।

শিব-সঙ্গীত।

[বৈদ্যনাথের প্রতি।]

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভব ব্যাধির মহৌষধি, বাবা বৈদ্যনাথ।
অনুপান, গুণগান, নিদান বিহিত মত॥
যার থাকে কর্ম্মভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব-রোগ,
হ'লে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত॥
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র;
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত॥
ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড় খণ্ডে তব বাস,
পূরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বতাত॥
তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব সৃজিত ঔষধ,
ত্বংহি জগৎ আরাধ্য, কহে খগনাথ॥ ১০৫৪

রূপচাঁদ পক্ষী।

ইমন—কল্যাণ।

নমো নমো শশাঙ্কশেখর, নমো বাঘাম্বর;
নমো নমো বৃষভ বাহন।
নমো গদাধর, নমস্তে শঙ্কর, নমো নমো বিভূতি ভূষণ।
শিব শম্ভু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো নমো মদন শাসন।
রজত ভূধর, জগৎ ঈশ্বর, ফণীভূষা শবাসন।

নমামি ঈশান, বাদন বিধান, নীলকণ্ঠ নমো নমঃ।
অতি হীন দাস, পদে তব আশ, দেখো নাহি জন্মে ভ্রম। ১৪৫৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[ব্রজভাষার সঙ্গীত।]

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রঘুবর রাম কহ ভাই।
এ জগমে আর কেহ নাই।
এ কলি কলুষ ঘোর, ক্যা করগো ভাইয়া তোর,
মজোরসে কর সোর, কহ রঘুরাই।
বিশ্বামিত্রকে চিত, করদিয়ে মোহিত,
তারকা রাচ্ছসী মারি, পাঁও পরশি তো'রি,
কাঞ্চন কাঠ তরী, পাষাণ মানরি ভাঁই।
জনক জীউকে কোদণ্ড, করদিয়ে খণ্ড খণ্ড,
ভুরদণ্ড পাষাণ্ড ভাগাই;
শ্রীসীতা জীউকর করি, বর মাল্য গলে ডারি,
নারীকুল মঙ্গল গাই।
পিতৃ সত্য কারণ, চৌদ বরষ বন,
পঞ্চবটীমে পুন, সীতা খোকাই;
পক্ষিবর জটায়ু, সন্দেশ বাতায়ু,
মরকট ঠাট ভিড়াই।
পবনকে নন্দন, ভেজি অশোক বন,
সীতকে দরশন পাই;
ধন্য ধন্য ধনুধারী, রাবণ-নিধনকারী,
সুর নর তোর গুণ গাই।

সদা কহ রাম রাম, তারক ব্রহ্মকে নাম,
দেহভি তুলসী দাম, সিঙ্গার বানাই,
পাঁচ রঙ্গ ফুল আকে, ঝালর বনায়েকে,
খাড়ে হিলাও সুখে, পঞ্ছি বাতাই। ১৪৫৬

রূপচাঁদ পক্ষী।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

লও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে;
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ।
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী।
স্থান-তীর্থ নাই দেখি, চিত্ত-তীর্থ সদা সুখী।
ধন মান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী। ১৪৫৭

৺ প্যারীচাঁদ মিত্র।

ক্ষীরোদ সিন্ধুনীরে, নিরোদ মাধুরী,
নীল জলে, নীল তনু, নীল লহরী।
ফুল্ল বন, ফল দল, দুল্‌ছে চারু গলে,
চঞ্চলা চপলা যেন, জলদ কোলে,
পীত ধড়া, বাঁকা চূড়া, কি শোভা হেরি। ১৪৫৮

অজ্ঞাত।

আলাইয়া—খং।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।
দিবা নিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন আর থাকৃতে পারিনে।

কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা না পায় তারা,
দীনজনের বন্ধু (ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী) আমি
সকলে জানে॥ ১৪৫৯ অজ্ঞাত।

ধ্রূপদ।
খট্—ঝাঁপতাল।

বেদ্যাধর রে বেদ্যাধর গুণিয়া না সেঁা,
কারিয়ে গুণা চরণকে লরায়ে লরিয়ে।
যো গুণি গারিদেতা, কুছু আনা কহিয়ে,
দণ্ডরে গুণিকে চরণ গাহিয়ে।
মেরো তেরো নেওয়া নিরঞ্জনকে আগে,
চতারা ভাঁওয়ারা ওয়ি ঠোরা ধরিয়ে,
গুণা কওনা আগে গুণিকো জী লাগে,
কাহে প্রভু তানসেন তান তেরে॥ ১৪৬০
তানসেন।

[কর্ত্তাভজার গীত।]
সতীমার ভজন।

আরে তোর দিল্‌কা ভিতর, আরে তোর দিল্‌কা ভিতর,
সোণার কেত্তাব, নয়ন বাগানখানা, আরে তোর দিল্‌কা
ভিতর।
যে মজেছে, সেই পেয়েছে, আর মজে নয়নে (ক্ষেপা মন
শোন্‌রে)।

ও তোর ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ছা গেছে
তার উড়ে, রে ভাই ছা গেছে তার উড়ে ॥
আস্‌মান জোড়া ফকীর রে ভাই জমিন জোড়া কাঁথা,
আবার সেই ফকিরের ফউজ ম'লে কবর হবে কোথা ॥
(রে তার দিল্‌কা ভিতর) ॥ ১৪৬১

—— আনন্দচন্দ্র দাস।

ওমা সতী, কুমতি ঘুচাও আমার এই বারে।
আমি হয়েছি পরাধীন, কিসে যাবে দিন, ঘুচাও কুদিন,
এখন দীনের দিন তোমা বই কে নিস্তারে।
তুমি পিতার মা, পুত্রের মা, জগতে বলে মা, তুমি
আমার মা,
এখন মা বলে ডাকে জগৎ সংসারে ॥ ১৪৬২ ঐ

——

সুরট মল্লার—একতালা।

বৃথা দিন গেল রে বীণে ডাক্‌রে বীণে মধুর রবে,
শ্রীহরি রব বিনে বীণে, রবিনে আর অন্য রবে।
কর্‌রে বীণে উপাসনা, কর্‌বিনে আর দুর্ব্বাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা, রবিতনয় দূরে যাবে ॥
(ওরে) না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন গৌরবে।
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে,
দীন হীন গোবিন্দের যেন, যেতে হয় না ঘোর রৌরবে ॥ ১৪৬৩

—— গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার।

[বুদ্ধদেব।]

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই, কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর;
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে;
চারি দিগে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হোলো,
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই।
করহে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন।

কে আছ চেতন ঘুমাও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ, হওহে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায় ;—
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ ১৪৬৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোম, ছায়া সম, ছবিবিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুন, অহং স্রোতে নিরন্তর—
সেই ধারা বন্ধ হ'ল শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ্ মনসগোচর বোধে প্রাণ বোঝে যায় ॥ ১৪৬৫

নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমি শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা চ'লে গেল, রইলো যা, তা কেবল ফাঁকি।
আমার বলে ছিল যারা, আরতো তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা, বারে বারে কারে ডাকি,
বল দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নারে,
আমি শুধু আমায় নিয়ে, কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ ১৪৬৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

বল কালী কালী বল।
গত হলো কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এলো।

কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবেরে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে হই কাল, সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,
কলুষনাশিনী সেই সবে শিরে,
কালীদাসে দিবেন চরণ-কমলে ॥ ১৪৬৭

কালিদাস।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত।
বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।
রূপ-গুণ-ধন-যৌবনে শ্রুতি মধুর বচনে,
বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত।
অদ্য সে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।
নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত।
প্রেমের আকার যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত ॥ ১৪৬৮

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

রামপ্রসাদী সুর।

তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী।
মা তোর অবসর নাই তিলেক দেখি ॥

অনন্ত আকাশ ভরা ভুবন কত গো আলেখী,
এ সকলের ভার তোমার উপর, তুমি বটে মা ? একাকী,
লোকে লোকে সবাই ডাকে, সবাইর ঘরে তুই রক্ষকী,
মা তুই বড় বাপের বেটী বটিস, তাই সে সহে এত ঝুকি।
অচেতন চায় পরিবর্ত্তন, ফল, ফুল, পাতা চাহে শাখী,
ওমা জীবের তো অশেষ যন্ত্রণা, দিবা রাত্রি যায় না বাকি।
সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথা কিছু রয় না বাকি,
কেবল প্রসন্নের মন গড়াইতে মা তোমার অবসর হয় নাকি ?

১৪৬৯ প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী সুর।

তোরে প্রাণ খু'লে ডাক্‌নমাজ ডাকে।
শরীর রোমাঞ্চ হয় অই হাকে॥
আল্লাহো আক্‌বর বৈলে, কিরে উচ্চে ডাকে ঊর্দ্ধমুখে,
যেন বাইরের কথায় ধ্যান না ভাঙ্গে, তাই
কাণে আঙ্গুল দিয়ে রাখে।
(একবার) অইমত প্রাণভরা ডাক, ওমা !
ডাক্‌তে শিখা না আমাকে,
যেন অম্‌নি কৈরে উচ্চস্বরে মা মা কৈরে ডাকি তোকে।
ওমা আর এক দৃশ্য যথন বেইর হয়,
নগর কীর্ত্তন দিতে লোকে,
তোরে সমস্বরে সবাই স্মরে, শিহরে শরীর পুলকে।

কিবা গায় তোমার নাম খোল কর্ত্তালে
মিশাইয়ে সোমে ফাকে,
কেহ বাহুতুলে নৃত্য করে, কেহ ধূলায় পড়ে অশ্রুমুখে।
অই মত ঢলাঢলে, রাখ্‌বি কি মা প্রসন্নকে?
যেন একবার নাচি, একবার পড়ি,
একবার ডাকি উচ্চস্বরে॥ ১৪৭০ ঐ

"বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের"—সুর।

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোকসমাজে।
লোকসমাজে লোকসমাজে বিশ্বমাঝে, লোকসমাজে॥
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে।
পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধুর হৃদ্‌নগরে, পাপ যেতে নারে॥
পাপ বলে রাখি আমি জীবসকলে সুখে।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুঃখে পড়ে ঘোর নরকে॥
পাপ বলে মায়ামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি, যিনি ত্রিলোকপতি॥
পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যার কাছে, সময় আসিতেছে॥
পাপ বলে এই বেলা যাও অরি মানে মানে,
আমার কথা শু'নে॥
মিটে গেল পাপ পুণ্যেরে বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলে হরি হরি বল ভাই, সুখে থাকরে সদাই॥

—— ১৪৭১ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

যমে ফাঁকি দিতে, জাগাব জীবে চিতে,

জাগাব রচিতে কবিতা গান।

তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে,

উথলি উঠিবে হরিনাম ॥ ১৪৭২

মীরাবাই।

খট্—যৎ।

কোথায় আছ গো শঙ্করী। (মা)

পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,

বন্ধন-জ্বালায় প্রাণেতে মরি।

তরী লয়ে যখন আসি মা সিংহলে,

যাত্রাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা বলে,

দুর্গানামের ফল এই কি মা ফলে,

কূলে আসি শেষে ডুবালে তরী ॥ ১৪৭৩

লোকনাথ দাস।

নারায়ণী—ঝঁ।

নমামি মহিষাসুর-মর্দ্দিনি।

নমামি নমামি কপালিন ॥

মহিষ-মস্তক-নটন-ভেদ,

বিনোদিনি মোদিনি মালিনি মানিনি,

প্রণতজন-সৌভাগ্য জননি।

শঙ্খ-চক্র-শূলাঙ্কিত-পাণি, শক্তিশেল মধুর বাণি;

পঙ্কজ-নয়না পন্নগ-বেণী;

পালিত-গির-গুহাম্পু রাণী;

শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণি, সমস্ত দৈবত-রূপিণি ;
কল্পনালঙ্কৃতাঙ্গ করা, কাত্যায়নি নারায়ণি। ১৪৭৪
—— বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

মুলতান—ছোট চৌতাল।

জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে।
ত্রিজগত জীবন জীবনভঙ্গে ॥
বলি কলিমল হর নিরমলভঙ্গে।
নির্ভর ভ্রমি ভর ভীমতরঙ্গে।
বিধি করকমলজ কমল-করঙ্গে।
হরিপদচারিণী বিপদ বিভঙ্গে।
মদন হৃদয় ভয় পরিভবদঙ্গে ॥ ১৪৭৫
—— ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

বেহাগ—জলদ তেতালা।

কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কৌশল।
ওহে নিত্য নিরমল।
মহা মোহ মদ্যপানে, জগৎ বিহ্বল ॥
শ্রুতি স্মৃতি মিমাংসায়, চতুর্ব্বেদ বিধাতায়,
অন্ত নাহি পায় ন্যায়, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল।
অঙ্কুশ আঘাতে করি, মানুষে চালায় করি,
বিষধর করে ধরি, খেলে মালদল ;—
দিবাকর নিশাকর, ভূলোক আলোক কর,
রাহু ভয়ে থর থর, কম্পিত দুর্ব্বল।
দেব দানব মানব, জীব জন্তু সব,
ভবে উদ্ভব পতনে এক বিন্দু জল ;—

তোমার লীলার লেশ, যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,
দারুময় হৃষীকেশ, মহেশ পাগল॥ ১৪৭৬

—— মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গৌড় সারঙ্—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয়।
না দিলে ভকতি হরি, কি দিয়ে তুষি তোমায়॥
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তনু-তরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য দুটা, স্বজিলে সাগর ;—
মোহপাল আশা-পবনে, ছটা দাঁড়িব মিলনে,
ডুবালে পাপ সলিলে, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়॥ ১৪৭৭

—— রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

রামকেলী—কাওয়ালী।

জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তং॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তং।
রামরূপ ধর রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং।
বসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হ্যায় নাম ধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং।
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেহি চিন্তং।
দশমস্কন্ধ ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥ ১৪৭৮

—— সুরদাস।

[ব্রহ্ম নিরূপণ।]

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন স্বজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মসীদে কি চার্চ্চে মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে, সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে, শস্যে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে ঘাটে, ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে
যাগে যোগী রটে,
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে
প্রান্তরে॥
লণ্ডনে মার্কিনে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে বোম্বে
হিন্দুস্থানে;
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম-অণ্ডে কি অণ্ড-
বাহিরে।
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ায়
মদীনে,
রিভার্ জর্ডেনে, গার্ডেন অব ইডেনে, শ্মশানে সমাজে
কবরে॥
ভারত অশক্ত সে ভাব ধারণে, সাধ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শন
দর্শনে,
বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ, নানক আল্লা যীশু, কালী কি কানাই
বসু-শিশু বাসু,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে, স্বরূপ বলিতে
সেই পারে॥
ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার, বর্ণে সাধ্য কার, ওকারে কি আছেন
ওঁকারে।

কে বলিতে পারে পরেন কোন্ বাস, তাঁর কোঁচা কি
পেন্টুলনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যালে কি বাকলে, গুধুড়ি কম্বলে, কৌপীনে কি বাঘাম্বরে ॥
ব্রাণ্ডি কি জিনে, স্হেরি শ্যাম্‌পিনে, রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু
লশুনে,
মাল্‌পো মালসাভোগে, মোষে মেষে ছাগে, পাকা পাতা বাত
আহারে।
বেণু বীণা-বোলে, খমকে কি খোলে, তোপে কি তাউসে
জয়ঢাকে ঢোলে,
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাঁশী কাঁশরে ॥
কিরীটে কি ক্যাপে, বেণী বেণা, ঝোপে, কটা জটাজালে,
গাল পাটা গোঁপে, চৈতন ফুর্‌ফুরে, খাসা খোদাম্বুরে, কিম্বা
চাঁচর চিকুরে।
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সম্ভোগে, নরক নিকরে শূকরী
সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে কি আছেন রত্নের
আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে,
যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে ॥ ১৪৭৯

৺ প্যারীমোহন কবিরত্ন।

[উপরোক্ত গানের উত্তর।]

গৌরী—একতালা।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন, ভক্তি করে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মনোরথে পরমাদরে।
বেদভেদ তন্ত্র গীতা ভাগবত, ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু আদি যত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি যত, সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
সে বিষ্ণু-চরণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন, সদা করবে।
গুহক চণ্ডাল গেল ভক্তি করে, ভল্লুকে বানরে ভজিল যাহারে,
চরাচর সার, সেই বিশ্বাধার, সদা কর সার স্বীয় অন্তরে।
এব্রাহিম নবি আদি পয়গাম্বরে, ঐকান্তিকী ভক্তি করি পেল যারে,
যীশুখ্রীষ্ট ভীতে, যারে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ তাঁহারে।
সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবান্, ঘটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,
সূর্য্য এক হয় প্রতিবিম্বচয়, তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে।
ঈশ অঙ্গকান্তি জ্যোতি বিশ্বময়, জ্যোতি মধ্যে স্থিত কৃষ্ণ এক হয়;
স্বপক্ষ ভজনে, তাঁরে যেই জনে,
ভজে সেই পায়, দর্শন অন্তরে॥ ১৪৮০

চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

আমার এমন দিন কি হবে।

হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীবাসী, বারাণসী ধামে জীবন যাবে।
ষড় রিপু ভয় নাহিক তথায়, হবে জয় যথা আছে মৃত্যুঞ্জয়;
রবির উদয় যেন তেজোময়; পাপ তিমির তায় বিনাশিবে।
ত্যজ সুখ বাসনা, শিব উপাসনা, পূরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, যন্ত্রণা সব ঘুচিবে——
বসি অসি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে, শিবপূজা সেবা করে করপুটে,
কালিদাস কহে কাশীখণ্ডে রটে, বিষমসঙ্কটে ত্রান পাইবে॥ ১৪৮১

কালিদাস।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে আমি রৈতে পারি কৈ।
ওরে যে ডাকে আমারে আমি তারি হ'য়ে রৈ।
যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বৈ।
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারাসুত ধন প্রাণ ওরে যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমন জয়ী॥ ১৪৮২

অজ্ঞাত।

সুরট মল্লার—একতালা।

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বল্‌ব হরিনাম,

নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন,
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন ;
(হরি প্রেমরসে মজে)
সংসার বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন,
লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার।
হায় ! কবে যাবে আমার ধরম করম,
(হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম—
পরিহরি অভিমান লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদ ধূলি,
কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম-বারি দুই হাতে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়া সকলে মাতাব,
হরি পদে নিত্য করিব বিহার। ১৪৮৩

—— নীলকণ্ঠ অধিকারী।

মুলতান—খয়রা।

(সেই) প্রেম কি চাইলে মিলে।
সেই প্রেম আপনি উদয় হয় শুভ যোগ হলে।
হয় ভাবেরি উদয়, সেই ভাবে ডুবে র'তে হয়,
তবে দয়া হয় সময় হলে।
নৈলে পাওয়া ভার, দৌড়াদৌড়ী সার,
কনকধারী গোঁসাই বাউলে বলে॥
তুলায় আশ্বিন মাসে, তিথি অমাবস্তে,
স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে,
হয় বাঁশে বংশলোচন, গজে গজমতি,
না হয় কেন অন্য মেঘের জলে॥ ১৪৮৪

অজ্ঞাত।

তাল খেম্‌টা।

("তরু বল্‌রে বল্‌"—সুর।)

ওরে মৃগ আমায় বল।
স্বাধীন মনে চর বনে এত পুণ্য কিবা ছিল।
খেয়ে লতা পাতা ঘাস বনেতে কররে বাস॥
নাই বিলাস বারমাস স্বচ্ছল ;—
ওরে, যোগী তোরা মৃগ সবাই,
তোদের দ্বেষ হিংসা প্রভুত্ব নাই,
জাতীয় দল বেঁধেছ তাই আছে পরস্পর মিল।
প্রয়োজন হলে পরে নাহি যাও ধনীর দ্বারে,
খাও প্রান্তরে চরে কেবল ;——

ওরে ধন্য তোদের স্বাধীনতা সদয় আছেন বিধাতা,
শুনে ধনীর বাঁকা কথা চখে নাহি পড়ে জল।
ভূমির নাই খাজানা স্বামীর নাই তাড়না,
কাণধরে আন্ বলে না প্রবল—
ওরে তাড়া দিলে ব্যাধগণে, তখন বন ছেড়ে যাও অন্য বনে,
প্রাণ গেলেও কোনজনে ধর্ম্মাবতার নাহি বল।
যদি মৃগ, বধ বনে বাণ দিয়ে অকারণে,
মৃগদল বধে প্রাণে চণ্ডাল ;——
কাঙ্গাল বলে কাতরেতে, প্রাণগেলেও মৃগ ব্যাধের হাতে,
ধনীর বাক্যবাণ হতে ব্যাধের বাণ বরং ভাল॥ ১৪৮৫

হরিনাথ মজুমদার।

তাল—একতালা।

("ভাব্‌তে গেলে মানুষ পাগল হয়"—সুর।

(শ্যামা পূজা) (কালী পূজা) শক্তি পূজা কথার কথা নয়।
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,
শক্তিহীন হতো না॥ (ওরে)
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তি পূজা
হয় না।
এক মনো বিল্বদল, ভক্তিগঙ্গাজল, শতদল দিলে হয়
সাধনা। (হৃদয়)।
দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন্ না ;—
কেবল জ্ঞানদীপ জেলে, একান্তধূপ দিলে ব্রহ্মময়ী পূর্ণ
করেন কামনা। (ওরে)

বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন্ না ;—
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর বিলাস
বাসনা। (ওরে)
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি বিচারে, শক্তি পূজা হয় না ;—
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া
কভু হবে না। (ওরে) ॥ ১৪৮৬

হরিনাথ মজুমদার।

শ্রীরাগ—চৌতাল।

বংশীধর পিণাকধর গঙ্গাধর গিরিধর।
জটাধর মুকুটধর রাজত হরিহর।
চন্দনধর ভস্মধর পিতাম্বর মৃগচর্ম্মাম্বর।
চক্রধর ত্রিশূলধর নরহর শঙ্কর।
সুধাধর বিষধর, গড়ুরাশন বৃকবাহন।
মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর—
কহে মিঞা তানসেন, তোমদো স্বরূপ একছিজে,
কৃপা কর শির পর আভিকর। ১৪৮৭

তানসেন।

ভৈরবী—একতালা।

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন।
এ ভব যন্ত্রনা যাবে এড়াবে শমন॥
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে,
মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ।

সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ তুমি ভেবে,
কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরূপণ ॥
বশ আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন।
স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে,
শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন।
গলিত তখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ,
সেই সময়ে স্নেহ, করিবেন নারায়ণ।
কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুঝে,
কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ১৪৮৮

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

[পরকাল সম্বন্ধে।]

সিন্ধু বিজয়—তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম।
অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক তাপিত জন সবে চল সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন।
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিতনৃত্য করিছে অবিরামে ॥ ১৪৮৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[কাশীতে অন্নপূর্ণা।]

সিন্ধু ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কেবা পারে মায়া বুঝিতে।
অন্নদা হইয়ে মাগো অন্ন দিলে কাশীতে॥
জানিতে কে পারে মায়া, মহামায়ার মহামায়ি,
যারে দেন পদছায়া, তার কি ভয় রবিসুতে।
দয়াময়ী নাম ধর, এ অধমে ত্রাণ কর,
দেহ কাঁপে থর থর, রাখ মা শ্রীপদেতে।
বিশ্বনাথের এই মিনতি, দয়া কর ভগবতি।
আমি অধম মূঢ়মতি, কি জানি গুণ কহিতে॥ ১৪৯০

বিশ্বনাথ দে।

বাউলে সুর।

(শোন) মন্ রে, আমার কপাল মন্দ, পরকে মন্দ বলো না।
অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে, ঐ নামে সে বনে যাইবে,
জানকীরে সঙ্গে করিয়ে,
কপালে বিধি লিখিলে, তারে খণ্ডাইতে কেউ পার্‌বে না।
ধর্ম্ম কার্য্য ক'রে নল রাজা, কপাল গুণে পেলো সাজা,
বনে বনে ভ্রমণ করে।
মন রে, বলি তোমারে, তুমি কুভাবনা ভেব না॥ ১৪৯১

অজ্ঞাত।

পাগলা কানাইর সুর।

পাগ্‌লা কানাই বলে গড়া রথ নুতন ক'রে।
চালা'তাম সাবেক বলে, এই শেষ কালে চলে না॥

আমি ঠেলে টুলে চালাবার চাই, যার চল্‌বার সে চলে না
ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে দিন গেছে আর ঠেলা এসে না,
ভাটিরথ চলে না।
চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজরধরা, সেরে যেতে পারলাম্ না।
(যার কাছে যাই সেই রাগ করে)
ভাটিরথে থাক্‌বো না, ইন্দ্রিরিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না,
ভাটি রথ চলে না।
রথ নূতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া, খুব জোরে
চল্‌ত ঘোড়া,
রথ দেখ্‌তে পরিপাটী (সারথি হয়েছে ভাটি)
দড়াতে আর নাইক জোর, পাগ্‌লা কানাইর হলো মিছে
টানাটানি সার, ও রথ চল্‌বে না আর॥ ১৪৯২
পাগ্‌লা কানাই।

ঐ সুর।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রঙ্গের মাঝার।
দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর ভাস্‌ছে ফুল নিরাকার॥
মূল রয়েছে তদন্তরে, তদন্তরে নবির দৃষ্টি কার।
লগ্নযোগে লিখা কুষ্টি, দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার॥
যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দ্ধার,
তরঙ্গের মাঝারে দিচ্ছেন তার ব্যাদ,

ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর অলি, ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখ্‌ছেন বিধি, দেবতা আদি,
বোঝা ভার, সাধ্য হয় কার।
সেই পাগ্‌লা কানাই হয়ে বিচার,
মিছে কাট কাছারী সার॥
গরল ফুলের চতুর্দ্দলে, তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,
এমন সাধু কোথা কারে, শুনে লাগে ভয়;
যে স্থলে বার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায়;
অলগ্নে খেল্লে জুয়া, কতক ফুল পড়ে ভুয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়, ফুল যেন সেই চাঁদের
তুল্য অমূল্য ফুল ধর্‌তে যায়।
সে ফুল কে পায়, না, হকুনজরে দয়া করে দিয়াছেন
যারে যেমন॥ ১৪৯৩

পাগ্‌লা কানাই।

পাগ্‌লা কানাইয়ের ধুয়া।

শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই।
দিয়ে তিনশ ষাট ঘোড়া, রথ করে খাড়া দুই চাকার পর
এমন রথ কভু দেখি নাই,
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র, রথে বিরাজ
করেন চৌষট্টি গোঁসাই॥
দয়াময় রথে কি কায ক'রেছে,
দ্বিদল চতুর্দ্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,

কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যানে ধনে রথে বিরাজ
করিতেছে ; এমন উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকৃতে,
বিন্দু ছোঁড়া প্রধান হয়েছে।
আর রথখানি ভাল কমি বেশি নাই,
হয় সাড়ে তিন হাত, এর চূড়ার পরে লেখা
আছে হউৎ মউৎ নিজের কর দৌলত ;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল, মন হিল্লোলে,
ঘুর্‌ছে চাকা বাহবা মজার কল, ইহার
শতদলে সারথী ব'সে চূড়োর পরে
আলো কর্‌ছে দুই মশাল, ও তা বিনে তৈলে
জলে, পাগ্‌লা কানাই বলে, বাহবা দীনবন্ধুর কল॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে,
তখন কি ছুতর দরশন দেবে, রথের
ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে
দেলে, ভাই সকল এখন ছুতর কোথায় পাই॥ ১৪৯৪

পাগ্‌লা কানাই।

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর॥
আবার সারথী এর মধ্যে ব'সে যখন
বলে চাকা ঘোর, (ও রে চাকা ঘোর)
ছুতরের কথায় চলে, বিনে দড়াতে চলে
চাকার এছা জোর॥

আর রথখানি গ'ড়েছে ভাল, ভাবতে দিন বয়ে গেল,
(কি জানি হয়) শেষকালে রথ ভাঙ্গলে দেশী
ছুতর তালি দিতে পারবে না।
তাই বলে পাগলা কানাই রথখানি বাঁকা,
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা,
রথ পূরণ হ'লে আট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাঙ্গিলে পূরণ হ'লে তখন
কি খাটবে তালি সারথী উড়ে গেলে পড়ে রবে রথ॥ ১৪৯৫

পাগলা কানাই।

বাউলে।

দেখনা মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারি।
পড়িয়ে কোপ্নী ধ্বজা কি মজা উড়ালে ফকিরী॥
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা, পরে সাথের সাথী কেউ হবে না,
মন তোমারী ;
আবার একা পথে খালি হাতে, বিদায় করে দেবে তোরি॥
সেই দিনে।
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা
রেখ স্মরণ বরাবরি
ও তোর পিছে পিছে ফির্ছে শমন ওরে কখন্
হাতে দেবে ডুরি॥ মন তোমারে।
বড় আশার বাসা এ ঘর, কোথায় পড়ে রবে তোমার
ঠিক নাই তারি ;

সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো,
তুই করিস্ রে কার এক্তাজারি ভেড়ো তুই ॥ ১৪৯৬
লালন সাঁই (লালন ফকীর)।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পরশি বসত করে॥
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই
কিনারা নাই তরণী পারে ; মনে করি,
দেখ্ব তারি, আমি কেমনে সেথা যাই রে॥
আমি বল্ব কি পরশির কথা, ও তার
হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে, সে
ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পরশি যদি আমার হত, তবে যম যাতনা
সকল যেত দূরে ; আবার সে আর লালন
একস্থানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥ ১৪৯৭
ঐ

আমার আপন খপর আপন আর হয় না।
আপনারে চিন্‌লে পরে, যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না ;
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি, আমার
কোলের ঘোর ত যায় না॥

আত্মারূপে কর্ত্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলি
মিল্‌বে তারি ঠিকানা, আবার বেদ বেদান্ত
পড়্‌বে যত, ওরে বেড়্‌বে তত লটনা॥
আপন আপন কে বলে মন, ওরে
যে জানে তার চরণ শরণ নে না,
আবার, লালন মলো মনের গোলে,
যেমন চোক থাকিতে কানা॥ ১৪৯৮

লালন সাঁই।

ঘোর সমর মাঝারে কে ওরে বামা।
নাচিছে দনুজ সমাজে দামিনী সমা॥
দশদিগ্‌ বসনা মগনা সদা রণমদে,
দুরন্ত দিতিসুত দলে দলে পদে পদে,
পুরুষ সমাজ মাঝে, কে রমণী রণসাজে,
কুলবালা কুলে কালি কালী কালোপমা।
আকুল দনুজকুল হেরে কাঁপিছে থর থরে,
কৃতান্ত সম অসি এলোকেশীর বাম করে,
ভীষণ দশন ছটা, নিনাদে বারিদ ঘটা,
প্রকট রসনা জটাজুট মনোরমা॥
হরিণ নয়ন যুগ বদন সিধু সুধা করে,
অনন্ত সুধা মাঝে ডুবাইয়ে কলেবরে,
ভীষণ দশন চাপে বিষম রাহুর শাপে
কাঁপাইছে মুখশশী বামা নিরুপমা।
দহন নয়ন ভালে, শোভিছে যাহে আধশশী,

কালান্ত কালে যেন ছুটিছে অনল রাশি ;
কি তার মৃদুল হাসি সিঁথায় সিন্দুর আসি,
তরুণ অরুণ ধরাধর ঘোরতমা ॥
কি ভাব লহরী মাঝে কিশোরী ঘন সুধা পানে,
প্রমত্ত পদ ভরে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়নে ;
মাভৈঃ বলিয়ে ছলে, হাসে ভাসে মহাকালে,
হৃদয় সরসে সরোজিনী হররমা ॥
অধরে রুধির ধারা সাদরে ঝরে ঝর ঝরে,
কি দৃশ্য রণমাঝে রণময়ী রণ করে ;
মরণ বারণ তরে, চরণ শরণ করে, কর গো মা
শিবের যাতায়াত পথ সীমা ॥ ১৪৯৯

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

তোমার উপমা কেবল মা তুমি।
মুদিলে নয়ন ভুবন মোহন হেরি,
তোমার অসীম, রূপ নিরুপম, চরাচরগামী ॥
বেদাঙ্গে বেদান্তে তুমি নিরাকার,
নিরাকার উপমা কেবল নিরাকার,
সাকারেতে আবার প্রসার সংসার
তোমাতেই তুমি ॥
এ মা উপমা সে তোমার কবির ভ্রান্ত চিতে,
উমার আর উপমায় কি ভেদ জগতে, তুমি বিশ্বময়ী শিবে ;

শিবের মতে সোহং বেদে অহং ভেদে ;
চিন্ময় শরীরে চিন্ময়ী জননী,
হিরণ্ময়ীরূপে মহিমবর্দ্ধিনী, নিশুম্ভ,
সংসারে নৃমুণ্ডমালিনী, তোমাতেই তুমি ॥ ১৫০০

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

[ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়।]

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী ভারত মাতার করিতে দুঃখ মোচন।
শুভদিনে অবতীর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
মাঘের একাদশ দিনে, ব্রহ্মজ্ঞানে রামমোহনে,
ব্রহ্মোপাসনা, করিলেন ভবে স্থাপন ॥
প্রাণস্থ প্রাণম্ রূপে, দাঁড়ায়ে দেবেন্দ্র বুকে,
ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমরস করিলেন অভিসিঞ্চন।
যুবক কেশবে ধরি, লীলার সময় হরি,
করিলেন ভারতক্ষেত্রে সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্মিলন।
এই তিনটী সুসন্তান, ভারত মাতায় করি দান,
করিলেন ধন্য তারে দিয়ে স্বীয় শ্রীচরণ।
এই তিন জনের প্রিয়ধন, প্রাণেতে করি গ্রহণ,
সৌভাগ্যশালী হইবে ভারত নর নারীগণ।
শুনে মা তোমার কথা, দূরে গেল মর্ম্মব্যথা,
ইচ্ছা করি যথা তথা করি তব গুণ কীর্ত্তন ॥ ১৫০১

ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

বাউলের সুর।

("আমারে পাগল ক'রে যে জন পলায়"—সুর।)

যার জন্তে পাগল হয়ে বেড়াস্ বনে,
সে যে তোর ঘরের কোণে,
তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে ল'বে সযতনে।
এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেমরতনে ;
সে যে রত্নবণিক হীরা মাণিক, বিলায় কত ভক্ত জনে।
(ওরে) যে ধন লাগি, সর্ব্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে ;
মায়া মোহ বশে কর্ম্মদোষে, হারাস্‌নে তায় অযতনে।
তারে দিবানিশি কাছে বসি, চেয়ে দেখিস্ প্রেমনয়নে ;
একবার চোখে চোখে দেখা হ'লে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে।
এমন হারানিধি পেয়ে যদি, ভুলে থাকিস্ সে রতনে ;
তবে আঁধার ঘরে, লয়ে কারে, সাধ মিটাবি প্রেম সাধনে।
প্রেমদাসে বলে কোন কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে ;
(ও সে) রতন ফেলে, কয়মকলে, জলে পুড়ে মরছে মনে॥

১৫০২ চন্দ্রনাথ দাস।

("আমি কার রূপ সাগরে"—সুর।)

এমন আজব বিষয় ভাবতে যে মন অবাক্ করে!
(ওরে) আকার বিকার নাই কিছু যার সে কেমনে
চিত্ত হরে?
কি গুণে সে নির্গুণ, মজাল ত্রিভুবন, (বুঝি)
চিৎঘন রূপেতে আছে চরাচরে ;
যার আদি অন্ত খুঁজে না পাই জানব কি তায় চিন্তা করে।

যে বস্তুর নাই আধার, সে নাকি মূলাধার,
(আবার) অরূপেতে কেমনেইবা জ্যোতি ধরে ?
যার নাইকো আকার, কর্‌ছে বিহার, ভাব্‌লে
জ্ঞান বুদ্ধি হরে।
ভাবুকে ভাব যোগেতে, চাহিলে পায় দেখিতে,
(ওরে) যে সে কি তায় দেখ্‌তে পারে ইচ্ছা ক'রে,
সেই চিন্তামণি, প্রেমের খনি, (আছে)
ভক্তজনের হৃদ্‌-কুটীরে। ১৫০৩

চন্দ্রনাথ দাস।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা,
ধুলা ঝেড়ে কোলে নে মা এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই মাটি দেখ্‌ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্‌ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্‌ (মা) ছেড়ে দিস্‌নে রোদের বেলা।
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা। ১৫০৪

ঐ

কে যেন কি ভাবে আসে জানি না, কিছু বুঝি না,
সে ভাব জীবনে প্রায় ঘটে না,
চকিতে চপলা প্রায়, চিক্‌ দিয়ে চ'লে যায়,
হৃদি-যন্ত্র বাজে বাজে বাজে না।

মুদিত করিয়ে আঁখি, বিরলে বসিয়ে থাকি,
দেখি দেখি দেখি আর দেখি না।
রূপ গন্ধ নাহি রস, কিসে যেন করে বশ,
নিমেষে নিবায় সব যাতনা।
হায় কি জীবনে মম, হবে হেন শুভদিন,
হৃদি মাঝে আসি আর ফিরিবে না॥ ১৫০৫

চন্দ্রনাথ দাস।

("তুমি বিপদ ভঞ্জন দয়াল হরি"—সুর।)

এত কে পারে ভাল বাসিতে?
ভাবিলে হৃদয়, বিগলিত হয়,
অবিরল ধারা বহে সে আঁখিতে!
বারে বারে মাগো উপেক্ষি তোমারে,
কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাওনা মোরে,
তাড়ালেও দেখি এস ফিরে ফিরে,
তোমার মতন এমন কে আছে জগতে?
এত ভালবাসা সন্তান উপরে,
মা বিনে কি আর অন্যে দিতে পারে,
জননীর প্রেম সন্তানের তরে,
প্রাণরূপে সদা জাগে অবনীতে।
ভয় পেয়ে পেয়ে সন্তান যখন,
ব্যাকুল হয়ে করে মায়ের অন্বেষণ,
বাহু প্রসারিয়ে জননী তখন,
কোলে তুলি ল'ন আশ্বাস বাণীতে।

নয়নে নয়নে রাখ চিরকাল,
পলকের তরে থাক না আড়াল,
আহার যোগাও ইহ পরকাল,
প্রেমামৃত ঢেলে দেও যে মুখেতে।
কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা,
তুলনার কিছু জগতে মিলে না,
অতুল সে প্রেম নাহি তার সীমা,
অসীম অপার কে পারে বর্ণিতে॥ ১৫০৬

চন্দ্রনাথ দাস।

প্রসাদী—সুর।

সংসারের কি ধার ধারি মা, তোর সরকারে খাই খরচা বিনা।
সিকি পয়সা উপায় নাহি, সরকারে তা আছে জানা,
তাই সদয় হ'য়ে ব্রহ্মময়ী মাপ্ করেছ ষোল আনা।
ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ের ভাণ্ডার (তার) কিসের অভাব তাই বল না;
তারে পূর্ণ সুখের অধিকারী করেছ গো অন্নপূর্ণা।
বাঁধা খোরাক সরকারে যার, তার কি আছে ভয় ভাবনা;
এমন হাবা ছেলে নইগো মা তোর,
ছেড়ে দিব ন্যায্য পাওনা॥ ১৫০৭ ঐ

একাদশ অধ্যায়।

বিবিধ সঙ্গীত।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থান বিষয়ক এবং অন্যান্য ভাবের সঙ্গীত।

[কন্যাদায়।]

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পাশ্ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ্ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ কেরা দায়,
এ পাশ ধরায় কে আন্‌লে বল।
বিশেষ যাদের কন্যাদায়, তাদের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় জলপাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল।
মাই-না ছেড়ে মাইনর (Minor পরীক্ষা) দিয়ে,
মুক্তার সাতনর বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষে, কন্যাকর্ত্তার আসে জল।
এলের (L. A.) ছেলে নিতে হলে, পলাতে হয়
ভিটে তুলে,
এমের (M. A.) অর্দ্ধ নাভি জলে দিতে হয়
জীবনের জলে। ১৫০৮

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

[বিবাহের পণ।]

সিন্ধু খাম্বাজ—খৎ।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব বিদ্যালয়।
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায়॥
না হ'তে এণ্ট্রেন্স্ (Entrance) পাশ,
চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি, এ, সোণার ঘড়া গাড়ু, এম, এ তে সর্ব্বস্ব চায়।
কন্যার বাপ বর কর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ গাঁট কসার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়॥ ১৫০৯

অমৃতলাল বসু।

[মিস্ কার্পেণ্টার্ সম্বন্ধে।]

("বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর"—সুর।)

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুল্‌ছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী।
মিস্ কার্পেণ্টার্ সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, সবাই দেখেছে,
এখন এসে কল্‌কাতাতে (এবার) বাঙ্গালিদের
নে পড়েছে।
উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে, বড়ই রগড় হ'ল পথে,
এট্‌কিন্‌সন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।

নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে ;
গাড়ী উল্‌টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥

—— ধীরাজ। ১৫১০

[পয়সার মাহাত্ম্য।]

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল।
পয়সা ভিন্ন, হয় না পুণ্য, মান্য গণ্য কে করে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে, সমাদরে আলাপ করে না—
বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না—
পিতা মাতা কন্ না কথা, মর্ম্মে ব্যথা দেন তার প্রবল।
নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হ'লে পরে,
পুণ্য হয় সংসারে, নরে কে না করে যশোগান—
অর্থ বশে, অনায়াসে, সভায় বসে, হয়ে মান্যমান—
কুলে শীলে দীন হলেও কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেয়সী রসবতী,
রোষান্বিত হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেসে না—
সদাই বলে বাঁচি ম'লে, পোড়া কপালে সুখ হলো না——
পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল।
কত পুরুষ মেগের ভয়ে, গহনা গঞ্জনা দায়ে,
রেতে থাকেন বাহিরে শুয়ে, চোরের মত হয়ে ভাই—
উঠে এসে গিন্নীর পাশে, যদি বলেন একটু আগুন চাই—
(গিন্নী তামাক খাব আগুন চাই)
চাইলে আগুন, হয়ে আগুন, বলে গয়ার পাপ কেন এলো।

সেই পুরুষের পয়সা হলে, অমনি গিন্নী ঘোম্‌টা খুলে,
কাছে এসে হেসে বলে, কর্ত্তারে জল খাবার দেও—
পিত্তি প'ড়ে হবে পীড়ে, যদি না খাও আমার মাথা খাও—
কবি বলে, ভূমণ্ডলে, পয়সার পিরিত জেনো কেবল। ১৫১১

— ৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

ঐ হিন্দী গীত।

রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল।
(আরে) আরে দুনিয়া ভর্‌কে রূপেয়া সেরা মাল।
রূপেয়া ওয়ালা সব্‌ সে বাড়িয়া সব্‌ চে উচা চাল।
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল।
রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিলদরিয়া চাল।
ঝুঁটা আদ্‌মি সাঁচ্চা হোয়ে রূপেয়া কো এ হাল,
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল।
ধর্ম্মী কর্ম্মী সবকোই জানি রূপেয়া কো কাঙ্গাল।
রূপেয়া লেকে বুড্‌ঢা লেড়্‌কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল।
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল।
হামার হামার সব্‌কোই বলে, সব্‌কোই হোয়ে লাল।
বাহবা রূপেয়া কোইকো নেহি, ইয়ে মেরে সওয়াল।
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল। ১৫১২

— অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ওকালতী।

বাহার—পোস্তা।

সুখ নাই উকীল মহলে, ওকালতীর প্যাঁচ লেগেছে,
উকীলের গোলে।

কোর্টে নাই মিছিল মাম্‌লা, ভাব্‌চে বসে সকল আমলা,
উকীলেরা বেচ্ছে সাম্‌লা, কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভূত,
হয়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদ্‌চে সকলে।
হরিঘোসের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ ঢুক্‌চে, কেউ বেরুচ্ছে, নজীর বগলে।
পূর্ব্বে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়,
কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হাইকোর্ট সাম্‌লাময়, উকীল সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্ছে হলে।
যাদের পশার হয়ে গেছে, আয় তাঁদের সমান আছে,
তাঁদের নাই হাজা শুকো বার মাস চলে।
* * * বাড়ি, করে যেমন কাড়া কাড়ি,
তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে।
যাদের না অন্ন যোটে, শাইনিং নাইকো মোটে,
জুটেছে সব জেলাকোর্টে বোম্বেটের দলে।
কি দুর্দ্দশা কব কার, কেউবা হচ্চে ব্যবসাদার,
বাসাখরচ চলা ভার, কবিরত্ন ঠিক বলে॥ ১৫১৩

—— ৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

[রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

দীনবন্ধু দুখিনী বঙ্গের ভাগ্যে এত দুঃখ লিখেছিলে।
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি, কবিকুল চূড়ামণি,
সেই দীনবন্ধু হায় কোথায় রহিলে!

যাঁহার লিপি কৌশলে দেখাইতে রঙ্গস্থলে,
নব নব সুনাটক বঙ্গীয় কুলে।
লেখনী কৌশলে যার, প্রীতিময় সবাকার,
সেই দীনবন্ধু হায়! শমন কোলে।
চির নবীনা কামিনী, সালঙ্কারা তপস্বিনী,
ভাসে এবে অনাথিনী নয়ন জলে॥ ১৫১৪ অজ্ঞাত।

[কবিবর মধুসূদন দত্তের মৃত্যুতে।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে॥
কুহকী কল্পনা বলে কে আনিবে রঙ্গস্থলে;
কুমারী কৃষ্ণ কমলে, মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে;
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীরমদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সতী, কেলী বিপিনে॥ ১৫১৫

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[জুবিলি সঙ্গীত।]

রামপ্রসাদী সুর—তাল আড়খেমটা।

ধন্য মা ভারতেশ্বরী, তোমার গুণে যাই মা বলিহারি,
তোমার গুণের রসে, ভারত ভাসে, জলে যেমন ভাসে তরী।
(ধুয়া)

(তোমার) লক্ষগুণের মধ্যে এ গুণ, যে গুণে মা আমরা তরি,
(তুমি) রাজ্যাধিকার আপ্‌নি নিয়ে, ধর্ম্মাধিকার দিলে ছাড়ি।
(তাইত) মোরা অধীন হয়েও, স্বাধীন রাজ্যে বসত করি,
(কেমন) বুক ঠুঁকি করিয়ে গো মা, ধর্ম্মরাজ্যে চলি ফিরি।
রুষ্ প্রুষাদি রাজ্‌রাজড়ায়্, কত কথা শুনি পড়ি, (মাগো)
তারা নাকি আপনা ধর্ম্ম মানায় লোকে শাসন করি।
তুমি কিগো পার্‌তে না মা, সেরূপ নিতে ধর্ম্ম কাড়ি, (তবু)
সেই অনুরূপ কর্‌লে না মা, স্বরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম ছাড়ি।
ধনের দীন যে ভারতবাসী, এ জন্য কি ভাব্‌না করি, (তুমি)
মনের ধন্ যে মনে রেখেছ, এই গুণেই সব পাশরি।
ভারতের মনোরথ পূর্ণ, দেখে গো ভারতেশ্বরী, (বলি)
বেঁচে থাক মাগো তুমি, যুগযুগান্তর রাজ্য করি।
পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মে এ প্রার্থনা করি (মাগো)
যে ধর্ম্মে রক্ষিছ তুমি, সে হউক তোমার রক্ষাকারী।
(তোমার) রাজত্বকাল অর্দ্ধশত,গত দেখে আশা করি, (মাগো)
শত বর্ষ পূর্ণ হলে আবার দ্বিগুণ আমোদ করি।
(হবে) জুবিলিপূর্ণ বিশই জুন, তখন হবে গ্রীষ্ম ভারি, (তাই)
ভারতবর্ষে মনের হর্ষে, জুবিলি ষোলই ফেব্রুয়ারি ॥ ১৫১৬

—— কালীনারায়ণ গুপ্ত।

[জুবিলি সঙ্গীত।]

খাম্বাজ—আড়া।

আজি কি কারণে ভারত-গগণে উঠিছে মধুর গান ;
বাজিছে বা কেনে আজি একতানে ভারতবাসীর প্রাণ।

মোহ নিদ্রাবেশে ছিল অচেতন,
দেখিছিল কত দুঃখের স্বপন,
কোন মন্ত্রবলে জাগিয়া সকলে নাচিল ধরিয়া মধুর তান,
হইয়ে এক প্রাণ——
জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা।
দীন দুঃখী মোরা তনয় তোমার,
কি দিয়ে ভেটিব তোমারে আর,
শুভদিন পেয়ে সকলে মিলিয়ে গাইব নাচিয়ে বিজয় গান,
হইয়ে এক প্রাণ——
জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা জয় মা,
ভারতের প্রতি করুণা করিয়ে,
তোমা বিনা কেবা দেখিবে চাহিয়ে,
অথবা মোদের যা হবার হবে, তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
সুখময়ী তুমি সদা থাক সুখে, সবে মিলে জয় তোমার গাই,
সুখে দুঃখে, এই চাই——
জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা॥ ১৫১৭

—— কুঞ্জলাল নাগ।

[টেলিগ্রাফ্।]

বিভাস—আড়া।

বলিহারি কি আশ্চর্য্য মানবের বুদ্ধি কৌশল।
দেবশক্তি হস্তগত আর কি অদ্ভুত বল।
চঞ্চল চপলা বালা, দেবলোকে করে খেলা,
বাঁধি তারে তারে তারে নির্ম্মিল বিচিত্র কল।

বার্ত্তাবহে বার্ত্তা বহে, এ দূত সে দূত নহে,
নিমিষে বৎসর চলে, যুগে লাগে অনুপল।
যোজন অন্তরে থাকি, মুহূর্ত্তে সংবাদ রাখি,
ভুবনে কোথা কি ঘটে, অপূর্ব্ব বিজ্ঞান বলে॥ ১৫১৮

রাধানাথ মিত্র।

[রেলওয়ে।]

ভৈরবী—একতালা।

পুরাণ পুরাণ মতে বীর চাপি রণরথে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য স্বেচ্ছামত করিতেন বিচরণ।
সাগর প্রান্তর নদী, উৎস, গিরি, গুহা আদি,
কিছুতে তাঁহার গতি নহে কভু নিবারণ।
সে যুগের অস্ত ভাব, নবযুগ আবির্ভাব,
হস্তী বাজী গজ হতে প্রভাবে বাষ্প এখন।
বাষ্পযান দ্রুত গতি, হেরি চমকিত মতি,
ঘণ্টায় দিনের পথ নিত্য করিছে গমন॥ ১৫১৯ ঐ

[গ্যাসের আলো।]

রামপ্রসাদী—একতালা।

কি বাহার গ্যাসের আলো।
বিজ্ঞান প্রভাবে বটে ভাল কীর্ত্তি প্রকাশ হ'ল।
রাজধানী কল্‌কাতা সহর এতদিনে জাঁকাইল।
পথে ঘাটে আস্‌তে যেতে, দিবা রাতে ভাব্‌না গেল।
মরি কি কল কারখানা, তেল শল্‌তে কিছু লাগে না,
ধোঁয়াতে জল্‌ছে আলো, বাতির চেয়ে দেখ্‌তে ভাল।

সুচিক্কণ আলোক ছটায়, পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায়।
দিন রাত্তির নাই তার ভেদাভেদ দেখে শুনে প্রাণ জুড়াল॥

—— ১৫২০ রাধানাথ মিত্র।

বেথুন বিদ্যালয়ে
[বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দিন স্মরণার্থ সভাতে গীত।]

ভজন—ঝাঁপতাল।

("অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি"—সুর)।

দেখি এ সংসার মাঝে, আপন সুখের লাগি
ব্যস্ত অনুক্ষণ যত নরনারী;
কিম্বা নিজ পরিবার, যে যার আপনার
সুখ অন্বেষণ করিছে তা'রি
দীন হীনের পানে, কে দেখে চাহিয়ে,
কে কাঁদে ভিখারীর হেরি' অশ্রুধার?
রুগ্ন অনাথ জনে, নিজ কোলে কে টানে
কে মুছায় বিধবার নয়ন-আসার?
নিজের সুখের লাগি', জীবন যারা যাপিছে,
তাদের সে জীবন মরণ সমান;
পরহিতে প্রাণ সঁপে ভুলে' যে নিজ মঙ্গলে
তারেই জীবন্ত বলি, সেই মহাপ্রাণ॥ ১৫২১

আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কালেংড়া—জলদ্ তেতালা।

[বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর বিলাপ।]

ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী!

হারায়ে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ!
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল বীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার!

কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন;—
"কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ;
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর!"
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমান,—
সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃ কীর্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

আপনার বেশভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে জলভার;
সমাজ পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন;
সমাজ পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার
আপনি কতই সহে নিন্দা তিরস্কার;

ঋণে বদ্ধ অবশেষে—তবু দৃঢ় পণ,
সঙ্কল্পসাধন কিম্বা শরীর পাতন ;—
এ হেন পুরুষসিংহ জম্মে, মা, ক জন। ১৫২২

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অক্ষয় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়ে ভারতভূমে,
ত্যজিলে অনিত্য দেহ, চলি গেলে নিত্যধামে।
সাহিত্য সমাজে তব বাড়িছে কত গৌরব,
সুসভ্য নব্য ভারত বাঁধা আজি তব ঋণে।
মাতৃভাষা বাঙ্গালার, নাহি ছিল অলঙ্কার,
সাজালে তাহারে কত রতন মণিকাঞ্চনে।
চারুপাঠ ধর্ম্মনীতি, যত দিন রবে ক্ষিতি,
গাইবে অক্ষয় গীতি শিক্ষিত ভারত ভূমে।
আহা কি সুপুত্র মার, ছিলে অক্ষয়কুমার ;
ধন্য জীবন তোমার ভুলিব না এ জীবনে।
চির দুঃখিনী ভারত, প্রসবিলা রত্ন কত,
অচিরে শমন এসে হরিল সে সব ধনে। ১৫২৩

চন্দ্রনাথ দাস।

[হোমিওপ্যাথি আবিষ্কর্ত্তা হানিমান সম্বন্ধে।]

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কেন আর হাহাকার মুছরে নয়ন জল।
জুড়াবে রোগের জ্বালা, ক্ষীণদেহে পাবে বল।

করিতে পাপীর গতি; এসেছিল ভাগিরথী;
রোগীর যন্ত্রণা নাশে নবগঙ্গা সুশীতল।
আনিয়াছে হানিমান, স্নিগ্ধ হয়েছে ভূতল।
দেশেতে আবদ্ধ নয়, এ নদী এ ধরাময়,
নাহি আবিলতা লেশ, ক্ষীর সম স্বাদু জল।
রোগের যন্ত্রণা হর পুষ্টিকর সুবিমল।
এ বারি করিয়ে পান, জুড়ায়ে তাপিত প্রাণ,
জাগাও বিজয় ধ্বনী, কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল;
"ধন্য হানিমান, ধন্য জার্ম্মেণী জনম স্থল॥" ১৫২৪

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

[মহারাণী স্বর্ণময়ী।]

ঝিঁঝিট—আড়া।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গমহিলে! ওগো পুণ্যশীলে।
দানে দেশকুল ভাল আলো করিলে॥
সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার,
অমৃত-বদান্য-স্রোতে, বঙ্গ ব্যাপিলে।
অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, বিদ্যাদানে জ্ঞানার্থীরে।
চিকিৎসা দানে রোগীরে, জীবন দিলে॥
ধন্য তব স্বামিকুল, ধন্য তব পিতৃকুল,
কূল পায়গো অকূল, তুমি কূল দিলে।
তব যশ পুণ্য মান, ব্যাপিল গো হিন্দুস্থান,
অক্ষয় কীর্ত্তি সুনাম, ভাল রাখিলে।

ধর্ম্মেরি পুণ্যেরি বলে, থাক্‌বে গো সদা মঙ্গলে,
ভাস্‌বে পরকালে চিরসুখ-সলিলে ॥
বঙ্গেরি ধনাঢ্যগণ, কবেগো তোমার মতন,
ভিজা'বে জনম ভূমি দান-সলিলে ॥ ১৫২৫

—— গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস।]

(আমি) সাধে কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দি'ছি পাষাণ প্রাণে, চা'ব কার মুখ পানে,
(মরি) ফুল্ল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি
হ'ল বাদী!
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু নয়নে বহে ধারা,
ঢোলে ঢোলে নেচে কুতূহলে, এস গুণনিধি সাধি।
চলে গেলে আর এলে না, জীব্‌ত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, দীনহীনে পদে কর অপরাধী ॥ ১৫২৬

—— গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

[৺ কেশবচন্দ্র সেন।]

বিভাস—একতালা।

কি দিব কেশব, পরিচয় তব, ঘরে ঘরে সব জানে তোমায়।
বক্তৃতার ভাব, নিত্য নব ভাব, মানব স্বভাব মোহিত তায়।
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিন্যাস, প্রাণ সুশীতল সুমধুর ভাষ,
কত যে রূপক, কত অনুপ্রাস, পুলকিত চিত তব কথায়।

যথাশক্তি করি বিদ্যা উপার্জ্জন, রত শাস্ত্র-পাঠে ধর্ম্মের কারণ,
ভাবুক প্রেমিক তুমি হে যেমন, তব সহযোগী দেখা না যায়।
ধর্ম্ম আন্দোলনে, পবিত্র জীবন, যে রত এ ব্রতে সেই সাধু জন,
প্রেমে ব্রাহ্মধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ, পরিজন সনে মগন তায়।
কোরাণ বাইবেল পুরাণ বিধান; পাঠ শেষে তব এ"নববিধান,"
অনুরাগী যাহে উল্লাসিত প্রাণ,তত্ত্বপ্রেমে মত্ত কীর্ত্তন গায়॥ ১৫২৭

রাধামোহন মিত্র।

[৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।]

সবেরি—একতালা।

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর।
গিয়াছেন স্বর্গধামে তেজে মনুজ কলেবর॥
আক্ষেপ অতি অল্প কালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে, দহে ছিল জর জর।
এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে,
সুযশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর॥
ভয়ানক তুফান নীল-দর্পণে, জজ ওয়েল্‌সের কোপাগুণে,
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর॥
কম্ লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন
অনেক বাছায়, অনেকের দোষ সুধ্‌রে গেছে,
যারা ছিল দোষের সাগর॥
বিষয় গেলো এই এক দোষ, বৃথা করা আপশোষ্,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর॥

মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়াছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর ॥ ১৫২৮
—— ৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

[কলিকাতায় কলের জল।]

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

বিপদ কল্লে কলের জলে, এ জলে অনেকে জলে,
গালে হাত ভাব্‌ছে বসে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ দানা পায় না আস্থাবলে।
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাহিক কারও ঘরে;
একটী দিন না মাথা ধরে; সবাই আছে কুতূহলে।
রাম নাম সত্যবাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী,
খোট্টাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গলিজ মহলে।
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল,
নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটানা জলে।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জলে।
জানাচ্চে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে, হাত তুলে হাত তুলে কেবল কপালে।
হেল্‌থ্ আফিসার এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে, দে'খে কবিরত্ন বলে ॥ ১৫২৯
৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

পিলু বারোয়াঁ—বং।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা, মলিন মুখী।
নদীতে ওঠে না ঢেউ, বনপথে নাই কেউ,
জলে ফুলমুখী লতা পড়েছে ঝুঁকি।
এলায়ে প'ড়েছে বায়, শূন্য মাঠ স্তব্ধপ্রায়,
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ দুখী॥ ১৫৩০

অক্ষয়কুমার বড়াল।

[প্রতাপ সিংহ।]

কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মৃদু হাসি, আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস যাতনা পরে, দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখি ধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে নব দুখে জাগরিতে,
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আ'স আর॥ ১৫৩১

দামোদর মুখোপাধ্যায়।

[ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি।]

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের প্রথম সুর।

কেনরে ঝরে নেত্র ব্রহ্মপুত্র আমারে বল বল।
ও তোমার যে প্রতাপে, জগৎ কাঁপে,
সে প্রতাপ সব্ কোথায় গেল ;—

আছ রমণীয় বেশে, মনোক্লেশে,
নীল সাড়ী কে পরাইল। (ওরে ব্রহ্মপুত্র) ॥
ভারতের নারীর মত, অবিরত,
বদ্ধ হ'য়ে এই কি হল,—
সর্ব্বদাই মনোদুখে, ঘোমট মুখে,
তাই বুকে চড়া পড়িল। (ভারতের দুখে শোকে) ॥
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, বোঝে না তাই লজ্জা হলো ;—
তাইতে নীল বসন দিয়ে, মুখ ঢাকিয়ে, চড়ায় দেখাও বক্ষঃস্থল
(মূল শুকায়ে গেছে)।
কাঙ্গাল কয় ওরে নদ, ধরি পদ ওরে একবার ও মুখ তুলে বল ;—
নদ আর নদীর ধারা, যাচ্ছে তারা, সাগরের দিকে কেবল !
(সকলের একই গতি) ॥ ১৫৩২
হরিনাথ মজুমদার।

[নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে।]
সুরটমল্লার—একতালা।

নীল দর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেচে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেচে ॥
কারো * * কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে।
ইডন্, গ্রান্ট্ মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কেনা অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে, পোড়ার মুখ দেখাইতেছে ॥

বল্‌তে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার কোরে,
নির্দ্দোষী লংকে ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥
ওয়েল্‌স, পিকক্‌, জ্যাক্‌সনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * * * হাজার টাকা ফাইন কোরেছে ॥
নিদারুণ সেন্‌টেন্স শুনে, সিংহ বাহাদুর দয়াগুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াল্‌টার ব্রেট তায় তাকে
হয়েছে ॥
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্ হেট্রেড্ খুব জেগেছে ॥
বেঙ্কে-বস্তুলের মত লম্ফ ঝম্প করে কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে ॥
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার কোরে গেছে ॥
মহারাণী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকুতি, ধীরাজ এই বলিতেছে ॥ ১৫৩৩

ধীরাজ।

আলেয়া—একতালা।

বুক ফেটে যায়। (দুখে) *

এই কি সে স্থান সেন-রাজধানী, বঙ্গের গরিমা আনন্দের খনি।
বাণভট্ট আদি পণ্ডিত যথায়, আর্য্যধর্ম্ম তরে এসেছিল হায় ॥

* বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল সেন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া।

নৈষধ প্রভৃতি সুকাব্য কমল, বিকাশি যেখানে ছাড়ি পরিমল।
পূর্ণ করেছিল বাঙ্গালি-হৃদয়, সেই পুণ্যভূমি এই কি সে হয়॥
হায় কিরে আজি নেহারি নয়নে, উপকথা সম বোধ হয় মনে।
কোথা সেই বল রাজার আলয়, বিচার-ভবন হিন্দু-সৈন্যালয়।
পূর্ব্ববঙ্গভাগ্যে এই কিরে ছিল, রাজকীর্ত্তি সব রসাতলে গেল।
স্মরিতে তাঁদেরে আজি কিছু হায়, এ পোড়া নয়নে দেখিতে না পায়॥
গজারি পাদপ বল কি কাহিনী, হাতী-বাঁধা খুঁটি ছিলে নাকি তুমি।
বিপ্র আশীর্ব্বাদ করিয়া মাথায়, প্রাণ প্রাপ্ত হ'য়ে শোভিত শাখায়॥
জাতীয় গৌরব স্বজাতীয় রাজা, ধনপূর্ণ দেশ শান্তিযুক্তপ্রজা।
বল না পাদপ বল না আমায়, এ সুখের সব গেল যে কোথায়॥
তুমি নাকি ভাই হেরেছ নয়নে, বঙ্গরাজ-বালা হরষিত মনে।
সতীত্ব রতন রাখিতে হেথায়, পশেছিল সবে জ্বলন্ত চিতায়॥
বল না পরিখা জুড়াই শ্রবণ, কেবা করেছিল তোমায় সৃজন্।
কেমন মূরতি কেমন হিয়ায়, শোভিত সে রাজা বল না আমায়॥
বিনয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, তপ, দান, আদি নবগুণ উৎকর্ষ কারণ,
ছিল বিভূষিত যাঁহাব আজ্ঞায়, প্রতি হিন্দুজাতি কুল মর্য্যাদায়॥
আজি কেন সেই নম্রতার স্থলে, ঔদ্ধত্য বিকাশে প্রতি কুলে কুলে।
আচার বিনয় হায়রে কোথায়, বল না বিরাজে বল না আমায়॥
বুঝেছি পরিখা বুঝেছি এবার, বাঙ্গালী সন্তান দেখিয়া অসার।
মনোদুখে তাই দলের চাপায়, আবরিছ তনু তোষ না কথায়॥

ভাবিয়ে যে চিত্ত হয় রে অবশ, বাঙ্গালীর চিতে নাহি ফিরে রস
জড়সহ আজি সমবেদনায়, কেন রে কাঁদি না লুটিয়া ধরায়॥
মিত্র, গুহ, বসু আদি যত ঘোষ, সেন, গুপ্ত আদি যত
দাস, রোষ।
বন্দ্য, মুখ, চট্ট,্গঙ্গ উপাধ্যায়, আসি এই স্থানে লুটাও ধরায়॥
জাগাও পূর্ব্বের স্মৃতি মনে মনে, তোমরা কি ছিলে সেই
শুভদিনে।
দেখ একবার সেই তুলনায়, ভীরু হ'লে কত তলে ডুবে যায়॥
নাহি সে গৌরব নাহি সে সম্মান,
পর পদাঘাতে সদা ম্রিয়মাণ।
ন অন্ন ন বস্ত্র পেটের জ্বালায়,
পতিত বাঙ্গালী ঘুরিয়া বেড়ায়॥
তাই বলি আজি ওরে কুসন্তান,
প্রতি বর্ষে সবে মিলি এই স্থান।
লইয়া বিভূতি বসিয়া চিতায়,
যোগ সিদ্ধি কর সেই সে উপায়॥ ১৫৩৪

অক্রুরচন্দ্র সেন।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুঃখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজন যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক্ হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।

নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।
সীমাহীন বারিরাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে, নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া ॥ ১৫৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[সরস্বতীর বন্দনা।]

কোথা গো ভারতী মাতা জগৎ বন্দিনি।
তব কৃপাগুণে এসে, রঙ্গভূমি মাঝে এসে,
কাতরে ডাকি মা তোমায় বাক্‌বাদিনী ॥
তব ইচ্ছা বিশ্বময়, হয়ে মানসে উদয়,
দাসে দাও পদাশ্রয়, আমি অতি নিরাশ্রয়,
তুষিতে এই সভাজনে কিছু না জানি ॥ ১৫৩৬

অজ্ঞাত।

[রহস্য গীত।]

তোমরা সবাই ভাল। (ওগো)
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভাল।
আমাদের এই আঁধার ঘরে, সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো,
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধু আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধু, একটুকু ঝাঁকালো।

বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমরা কথা বলতে কবির কথা ফুরালো। (মরি হায়)
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কালো॥ ১৫৩৭

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"God save the Queen" গানের অনুবাদ।

[ভারতেশ্বরীর কল্যাণ গান।]

রাণীরে তারহে, চিরায়ু কর হে, হে ঈশ্বর!
করহে জয়িনী, মহিমা শালিনী, সবার পালিনী, হে ঈশ্বর!
কলহ থামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক, শান্তি বিরাজুক,
আশীষ নাথ।
দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান্।
কৃষী, রাজগণ, জাতি সাধারণ, মানুক শাসন, ঘুষুক নাম।
সদা নিজ করে, রক্ষা কর তাঁরে, অধীশ্বর!
পূরব পশ্চিম, গাক্ হ'য়ে সম—
"রাখ রাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর।" ১৫৩৮

—— শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

[যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে।]

ভৈরবী—ঠুংরী।

জয় যীশু গুণনিধি ভক্ত চূড়ামনি দেব-মানব-কুল-পাবন।
চরিত নির্ম্মল সুন্দর কোমল দীনজন-দুঃখ-নাশন॥

পাপ অপরাধ দেখি জগতে দহিল তব প্রাণ মন,
বিষম সে ভার ঘোর দুরাচার মস্তকে করিলে ধারণ।
পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে,
ভ্রমিলে দীনের মতন;
পরদুঃখে দুঃখী হ'য়ে সব সুখ ত্যায়াগিয়ে,
শিখা'লে চরম সাধন।
ক্ষুধা নিদ্রা গৃহ-নিবাস পরিহরি, সেবিলে পিতার চরণ;
(আহা) "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক" বলে
চিরদিন করিলে আত্ম-বিসর্জ্জন।
সুকুমার শিশু যথা, মরিলে না কহে কথা,
তেমনি তোমার আচরণ;
(আহা) অনায়াসে শক্র-করে, ধরা দিলে আপনারে,
ক্রুশাঘাতে বধিতে জীবন।
ধন্য তব পুণ্য-নাম অনুপম গুণগ্রাম স্মরণে ঝরে দু'নয়ন;
তোমার চরিতামৃত, হউক মম শোণিত,
বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন॥ ১৫৩৯
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

[ঈশ্বরভক্তদিগের সম্বন্ধে।]

মুলতান—একতালা।

জয় ঈশা-মুসা মহম্মদ শাক্য গৌর সুন্দর।
জয় ব্রহ্মানন্দ (হে) কেশবচন্দ্র সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্কর।
জনক নানক শুক যাজ্ঞবল্ক্য ধ্রুব শিব যোগিবর,
প্রহ্লাদ নারদ রাম বাসুদেব কবীর তুলসী শঙ্কর।

অদ্বৈত নিতাই জগাই মাধাই শ্রীবাস গঙ্গাধর ;
দাস রঘুনাথ সেন রামপ্রসাদ মোহন পল লুথর।
রূপ সনাতন রাজা রামমোহন হরিদাস সাধু অঘোর ;
রায় রামানন্দ দাউদ রাজেন্দ্র এব্রাহেম নরেশ্বর।
সাবিত্রী মৈত্রেয়ী গার্গী সীতা সতী যত সুরবালা অমর ;
স্মরিয়া সকলে উঠ হরি ব'লে হ'বে নিরমল অন্তর॥ ১৫৪০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

[কেশব বাবু সম্বন্ধে।]

দেশ মল্লার—একতালা।

হায় মা এ কি করিলি !
যে ধনে ভারত ছিল ভাগ্যবন্ত,
দিয়ে সে ধন কেন কেড়ে নিলি।
নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা,
লাগে না কি প্রাণে পুত্রশোক-ব্যথা,
আচার্য্য কেশবে পাঠাইয়ে ভবে,
কোথায় আবার তারে লুকাইলি।
যুগ যুগান্তরে তুই এক জন, জনমে এমন মানব-রতন,
বিলায় জগতে হরি প্রেমধন, ভক্তগণ সঙ্গে মিলি ;
আহা কোথা গেল নব বৃন্দাবন,
লীলা রস-রঙ্গ প্রেমের মিলন,
গড়ে কত করে নিজ হাতে ধরে,
কেন আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি। ১৫৪১ ঐ

[ইংরাজের প্রতি।]

ভৈরবী—একতালা।

সেই এক দিন এই এক দিন, কি দিন আজ হে তোমার।
শোভে আজ কিবা সৌভাগ্য-তপন ভালে তব চমৎকার ॥
সামান্য পসরা মস্তকেতে করে,
বেড়া'তে ভারত-সিন্ধুতীরে তীরে,
সেই তুমি আজ ভারত-অধিরাজ, আরাধ্য দেবতার ॥
লভিতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভারতে,
দাঁড়াইতে যা'দের আগে যোড় করে,
আজ তাহাদের সুত তব পদানত, কালগতি বুঝা ভার ॥
অতি সাবধানে সঙ্কুচিত প্রাণে,
পদ বিক্ষেপিতে তুমি যেই স্থানে,
সদম্ভ তব গমনে তথায় কম্প আজ বসুধার ॥
জগৎ-প্রধান জাতি সবে রণ,
করে যুগে যুগে যাহার কারণ,
তব করগত আজ সেই ভারত, ধরণীর রত্নসার ॥ ১৬৪২

দীননাথ ধর।

[ভিক্টোরিয়ার প্রতি।]

বাউলে কবির সুর—আড়াঠেকা।

ও মা ভিক্টোরিয়া বল্‌ব কিছু দুখের সমাচার ;
তোমার সোণার রাজ্য ভারতভূমে হচ্চে বড় অত্যাচার।
যখন ভারতভূমি ছিল গো মা কোম্পানির হাতে,
এই ধর্ম্ম নিয়ে বিষম বিরোধ উঠ্‌ল মা তা'তে ;
সাহেব "টোটা" কাটার হুকুম দিয়ে ঘটিয়েছিল মহামার।

তা হইতে তুমি আপন হস্তে ল'য়ে রাজ্য ভার,
দিলে ঢেঁড়া পিটে প্রজাগণে উভয়-ইস্তেহার ;
মোদের রক্ষা করবে জাতি খ্যাতি ধর্ম্ম কর্ম্ম কুলাচার।
এখন সে হুকুম ত রদ হ'ল মা সেই খেদে মরি,
আছে সাম্‌নে জুজু হৃদয় খুলে বল্‌তে ভয় করি ;
এরা উচিত বল্লে রেগে ফুলে অম্‌নি ঢুকায় কারাগারে,
তোমার হাইকোর্টের জজ মহামতি নরেশ, বাহাদুর,
ও সে এজ্‌লাসেতে আন্‌লে টেনে হিন্দুদের ঠাকুর ;
এমন উচ্চ বেঞ্চের হাকিম হ'যে ভাব্‌লে না মা একটী বার।
মোদের ভারতসুহৃদ্ সুরেন্দ্রনাথ উৎসাহী অতি,
তিনি স্বার্থত্যাগী অনুরাগী দেশ-হিতে ব্রতী ;
দেশের আচার বিচার দুস্য দেখ্‌লে করে থাকেন হাহাকার।
তুমি এ ক্ষমতা দিয়েছ মা এডিটারগণে,
এরা বল্‌তে পার্‌বে উচিত কথা উঠ্‌বে যা মনে,
তবে কি দোষে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এ যথেচ্ছাচার।
তোমার প্রতিনিধি লর্ড রিপন সদ্‌গুণের আধার,
তিনি দিতে চান্ মা প্রজাগণে উচিত অধিকার ;
যত ক্ষুদ্রচেতা রুদ্র জুটে প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে তা'র।
ও মা তা'রা যেমন কোলের প্রজা আমারও তেমন,
এতে বিভিন্ন ভাব দেখ্‌লে পরে দুখে পোড়ে মন,
কেন এক জনে কুড়া'বে রত্ন অন্যে কর্‌বে ঢেউ সুমার।
আমরা কাতর প্রাণে তাই কান্দি মা চরণে ধরি,
তুমি সামান্য নয় ধরাধামে রাজরাজেশ্বরী ;

ও গো আমরা জানি মহারাণী পক্ষপাত নাই তোমার।
আমরা দুঃখী বটি রাজরাণী নই গো ক্ষুদ্রাশয়,
ও মা রাজভক্তি আর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ এ হৃদয় ;
ও মা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ কথা আছে প্রচার ॥ ১৫৪৩

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

দুনিয়াদারি কি ঝক্‌মারি বানালে বেহাল,
না পূরে মনেবই আশা হামেশা জঞ্জাল।
হায় কি ফকিরী মজা না রাখে কার তোয়াজা,
উড়ায়ে বেগমী-ধ্বজা খুসী হামেহাল ॥
হায় কি আপ্‌সোস থোড়া, পা থাক্‌তে হয়েছি খোঁড়া,
কোথা পাব টাকা তোড়া ব্যস্ত সদাকাল ॥
বল্‌তে মুখে আসে হাসি, মনে করি যা'ব কাশী,
পরিবার সব গলায় ফাঁসী রয়েছে একপাল।
গ্রহ-দোষে হাত খালী, ছেড়ে গেলে দিবে গালী,
অমরের ভরসা কালী ইহ-পরকাল ॥ ১৫৪৪ অমর।

[পঞ্জাবের পুরুরাজার সৈন্যগণের সমর গান।]

খাম্বাজ—একতালা।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ॥

আমরা ডরাইব না, ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন ॥
তা হ'লে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ॥ ১৫৪৫

—— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আড়ানা বাহার—তেওট।

হে নিরদয় নীলকরগণ,
আর সহে না প্রাণে এ নীল দাহন।
দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটে'ছ সকল ধন কি আর আছে এখন।
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন-স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধি-জল, পোড়া'তে স্বর্ণভবন ॥ ১৫৪৬

—— ৺ দীনবন্ধু মিত্র।

কবির সুর।

নীল বানরে সোণার বাঙ্গ'লা কল্লে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংয়ের হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের * * হু'ট এডিটার,

এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার।
যত * * * রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার ॥ ১৫৪৭

——— ৺ দীনবন্ধু মিত্র।

[মাতার প্রতি প্রিন্স নেপোলিয়নের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে (ওগো মা, মা)
জুলুহস্তে মরি এখন, দেখা আর হ'ল না শেষে।
ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, নিরুপায় হ'লেম এখন
শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ'ল অবশেষে।
জন্ম মম ফরাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,
মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে।
জননী আমার তরে, বৃথা চিন্তা শোক ক'রে,
প্রাণে কষ্ট দিও না মা, থেকে দুখিনীর বেশে।
এক মাত্র ভগবান্, ক'রে সদা মনে ধ্যান,
শীতল ক'রো তাপিত প্রাণ, বলি পরিশেষে ॥ ১৫৪৮

——— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[তৃতীয় নেপোলিযান সম্রাটের উক্তি।]

সিডান যুদ্ধে।

খাম্বাজ ঝিঁঝিট—একতালা।

কেন উইমফেন, বল অকারণ, করিবারে রণ, এই সিডানে।
বৃথা বীরগণ, হইবে নিধন, সহিবে না তাহা মম পরাণে ॥
জয় আশা নাই, জেনেছি হে তাই, আত্ম-সমর্পণ করিবারে যাই,
করালীর মান, হ'লো অবধান, নিদয় বিধির, ঘোর বিধানে।
নৃপ বোনাপার্ট,মম জ্যেষ্ঠতাত, যাঁহার কারণে, ফরাসী বিখ্যাত,

তাঁ'র সেই নাম, আমি নাশিলাম,
শক্র পদে আজ অস্ত্র প্রদানে ॥ ১৫৪৯
—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[শিশুর হাসি।]

আসাবরী—আড়া।

শিশু সুধাময় হাসি হাস আরবার।
মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার ॥
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট-কপোল দিয়ে,
ভ্রমর-নয়ন দুটি, হাসি-পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়া'ক নলিন মুখে কান্তি শোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্ত-নীরে, প্রতিবিম্ব তা'র।
হাস তবে চারু ফুল হাস আরবার ॥ ১৫৫০
—— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[কোকিল।]

সোহিনী বাহার—আড়া।

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গাওরে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত, বিষাদ-তানে মিশ্রিত,
নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা' অভিলাষী।

হ'য়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুস্বর, তা'ই এ বিজনে আসি ॥ ১৫৫১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[অশ্রুজল।]

কাফি—ঝাঁপতাল।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব-সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ॥ ১৫৫২ ঐ

[বিগত শৈশব।]

জয়জয়ন্তী—আড়া।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আমার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে, বেড়া'তাম ফুল্ল মনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।
হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বারবার রে।

আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখ-কাল শৈশব আমার রে॥ ১৫৫৩

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[নিদ্রা।]

আলেয়া—আড়া।

এস শান্তিময়ী দেবি! দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।
বুকে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মম, অশ্রিমে মা পোত-সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল।
এস শান্তিময়ী দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল॥ ১৫৫৪

ঐ

[শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের উক্তি।]

বেহাগ—আড়া।

কি আছে কি দিব গুরো আমরা (এ শিষ্যগণ) গুরুদক্ষিণা।
সুশিক্ষার প্রতিদান কি আছে মোরা জানি না।
পূজিতে তব চরণ, মিলিয়াছে শিষ্যগণ,
কৃতজ্ঞতা উপহারে, পূজিব (আজি) বাসনা।

যদিও উছলে শোক ; স্মরিয়ে তব বিয়োগ ;
উন্নতি লভিছ পুনঃ ভাবি (মনে) পাই সান্ত্বনা।
প্রীতি-মাল্য লও হে করে ; গেঁথেছি যতন ক'রে,
রে'খ মনে দয়া করি ; মিনতি (কভু) ভু'ল না॥ ১৫৫৫

অজ্ঞাত।

[ভিক্টোরিয়া-গীতি।]

বিভাস খাড়ব—মধ্যমান।

বিশাল-তড়াগ-নীরে, শোভে যথা কমলিনী ;
অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়ে ! স্বরূপে তুমি তেমনি।
রত্নাকরে রমা যথা, অথবা বিজলি-লতা,
জলদে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী !
নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদভূত হ'য়েছ,
জননী তুমি, সে হেতু তোমার ;—
পূরব পুরুষগুণ, ঘুষিযা তোমার পুনঃ
কীর্ত্তিরাজী বরণিব, পূরিত যাহে ধরণী॥ ১৫৫৬

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

[গ্যাসের আলো।]

ভৈরবী—একতালা।

আভা যা'র নিরখিয়ে নিশাপতি লাজ পায়,
এ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়।
নিশাগম্য পথচয় এবে গো আলোকময়,
চাঁদের চাঁদনী-ছটা এবে আর কেবা চায় ? ১৫৫৭ ঐ

[রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ।]

ভৈরবী—একতালা।

বেগশালী বাষ্পরথ, ঘণ্টায় দিনের পথ
ছুটে যায়; এ ভারতে তুমি গো ছুটালে তায়।
মনের সমান ধায়; যথায় তথায় যায়;
এ হেন তাড়িত যন্ত্র ভারতে তব কৃপায়!
আরো আমাদের তরে নিয়ত যতন ক'রে,
কতই সাধিছ হিত এক মুখে ক'ব কা'য়?
প্রতি লোমকূপ যদি কথা কয় নিরবধি,
তথাপি করিতে শেষ নারিবে নারিবে তায়॥ ১৫৫৮

শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর।

[বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুসম্বন্ধে।]

(শ্মশান ভূমিতে রচিত।)

আর কি তেমন করে দাসের গলা ধরে,
কর্‌বে নবনৃত্য দেখ্‌বো নয়ন ভরে।
আর কি শ্রীমন্দিরে, বেদীর উপরে,
বসে উপদেশ দিবে মধুর স্বরে।
আর কি মধুমাখা প্রিয়-সম্বোধনে,
বল্‌বে হরি-কথা বিডন-উদ্যানে,
আর কি পথে পথে, প্রেমানন্দে মেতে,
মাতাইবে নগরবাসী নারীনরে।
আর কি তেমন কোরে কমল কুটীরে,
সঙ্গিগণে লয়ে বসিবে দরবারে,

নব নব বিধি, ওহে গুণনিধি,
হেসে হেসে আর কি শুনা'বে সবারে।
আর কি টাউন হলে উৎসবে উৎসবে,
স্বর্গের সম্বন্ধ সুগম্ভীর রবে,
মত্ত সিংহ হ'য়ে জ্বলন্ত উৎসাহে,
আর তেমন করে শুনা'বে সবারে।
ভাই রে তোমার দেখা পা'ব না ত আর,
মা তোমায় লয়েছেন ক্রোড়ে আপনার;
তাই করজোড়ে, বলি বিনয় করে,
মায়ের সঙ্গে থাক হৃদয়-মাঝারে॥ ১৫৫৯

কুঞ্জবিহারী দেব।

[হিন্দুস্থানী সঙ্গীত।]

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

(লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ কালে ওয়াজিদ আলী সাহার উক্তি।)

যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌনগরী।
কাহো হালে আদম পরা কেয়া গুজারি॥
আদামা গুজারি, সাদা মা গুজারি
যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি॥ ১৫৬০

ওয়াজিদ্ আলী সা।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

(এইসি) নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া।
হজরত যাঁতিহি লণ্ডন কো।

মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে।
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া॥ ১৫৬১ ঐ

ওয়াজিদ্ আলী সা।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

সাহাজাদে আলাম তেরে লিয়ে;
মায় তো জঙ্গলা সেহারা বিয়াবানা ফিরে।
তানাখাকা মালি, পাহনি কাকালি।
কারা যোগেনাকা সামান ফিরি।
পূরবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ।
দিল্লিসহরা মুলতানা ফিরি॥ ১৫৬২ ঐ

[গয়া বুদ্ধমন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি-সম্মুখে।]

ইমন কল্যাণ—একতালা।

কে জানে মহিমা তোমার বিভু।
নাহি অন্ত নাহি অন্ত বলিলে ফুরায় না কভু॥
কা'রে কর বনবাসী, কা'রে কর সন্ন্যাসী,
কা'রে কর উদাসী, যা'রে যেমন রাখ।
বুদ্ধ রাজপুত্র ছিল, কে তা'রে এমন কৈল?
তুমি হে জগৎপতি, মাতাইলা বিশ্বভূমি।
নিরঞ্জন নদীপ্রায়, তব প্রেম সদা ধায়,
আকাশে পাতালে গঙ্গা অপার করুণা প্রভু॥ ১৫৬৩

অমরচন্দ্র দত্ত।

[লক্ষ্ণৌ গোমতী-তীর।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

এ ভাবে নবাব তব কত দিন যা'বে বল।
অভাব স্বভাব করি কত দিন র'বে বল॥
কপোত কপোতীদল, উড়া'তেছ হে কেবল।
অপরে ভুঞ্জিছে আজ ও ছত্র মঞ্জিল॥
কত শত বর্ষ হায়, তব এই ভাবে যায়,
ভাবিয়া গোমতী সতী ফেলে অশ্রুজল॥ ১৫৬৪

অমরচন্দ্র দত্ত।

[আগ্রার তাজ দর্শনে।]

বাউলে সুর।

প্রেমের এমন চিহ্ন দেখি নাইকো ভাই।
তাজের তুলনা আপনি তাজ, আর তুলনা দিতে নাই॥
ধন্য প্রেম তোমার মহারাজ,
ধন্য বানু তুমি ধন্য, ধন্য মমতাজ,
বানু তোর প্রেম স্মরণ করে মনে লয় ধরায় লুটাই।
তাজে বাজে শব্দে বাজনা
হারমোনিয়াম হারি মানে, নাইকো তুলনা;
দেখে পাষাণে প্রেমের লীলা অবাক্ হ'য়ে আছি তাই॥ ১৫৬৫

ঐ

[বৃন্দাবন।]

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হরি বলে ডাক রে মন, ডাক রে মন এক মনে।
দয়ার ঠাকুর হরি দেখা দিবেন নিজগুণে॥

হরিময় এই বৃন্দাবন, হরিময় কুঞ্জ-কানন,
হরি হৃদয়-রতন, ঢাক রে মন সযতনে।
(এথা) হরি বলে হরিদাস, করিলে প্রেমে উদাস,
স্বর্গপুরী দেখাইলা এই বৃন্দাবন।
হরি হে আমারে তবে, দেখাও দেখাও সেই ভাবে,
স্বর্ণময় এই বিশ্ব রঞ্জিত প্রেম-কাঞ্চনে॥ ১৫৬৬

অমরচন্দ্র দত্ত।

[জয়পুর-ঘাট।]

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা মনোহর করি সাজায়েছ এই ধরা।
মা তথাপি এ প্রাণ কেন তোমারে যে না দেয় ধরা॥
শোভা দেখে মনে হয়, সৌন্দর্য্যের পরিণয়,
দিয়েছ লাবণ্যসনে তাই এথানে এমনি ধারা।
ফুলগুলি বদন তুলি, চেয়ে আছ নয়ন খুলি,
ময়ূর ময়ূরী কত না[illegible] পেকমধরা।
গিরিশ্রেণী দাঁড়া[illegible] রয়েছে রক্ষক হ'যে,
যেন এ উদ্যা[illegible]শিতে ফুল-চোরা।
নির্ঝরিণী দুই ধাবে, নূপুরের ধ্বনি করে,
গিরি হ'তে সরোবরে বহিছে বিমল ধারা।
জয় জগতেশ্বরী, কি অপূর্ব্ব জয়পুরী,
আমি যেন এ জনমে তোমার না হই চরণছাড়া॥ ১৫৬৭

ঐ

[হস্তিনাপুর দর্শনে।]

ভয়রোঁ—ডিমে তেতালা।

উঠ সবে ধানুকী।
দেখ দেখ ভারত বীরশূন্য আজি,
কোথা পিতামহ তুমি দ্রোণ গুরু স্বামী,
ভীম বৃকোদর অর্জ্জুন ধনুঃশর লয়ে উঠিবে না কি ॥ ১৫৬৮

অমরচন্দ্র দত্ত।

[লাহোর সালিমার উদ্যান দর্শনে।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরিনু কানন।
থাকে থাকে থেকে থেকে উঠেছে কেমন।
আহা আহা আহা মরি, এই কি স্বর্গের সিঁড়ি,
বৈকুণ্ঠের পথ—যাহা পারে নাই দশানন ॥ ১৫৬৯ ঐ

পাহাড়ী—আড়া।

বিরলে বিজন বনে কে মা তুমি বিষাদিনী?
অবিরল নেত্রজলে ভাসিছে বদনখানি!
আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি?
কোন দুঃখে ম্লান মুখ নয়ন নীরবাহিনী!
অকৃতি সন্তানগণ, করেছে কি অযতন,
তাই গৃহবাস ত্যজে হইয়াছ প্রবাসিনী? ১৫৭০

রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ।

[মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ।]

পিলু—পোস্তা।

পরদুঃখ হেরি যা'র কাঁদে প্রাণ।
সেই ত মনুষ্যমাঝে, দেবতা সমান।
অনাথ দুর্ব্বল জনে, স্নেহপূর্ণ নয়নে,
হেরিয়ে সঁপে যে প্রাণ, তা'র দুখ মোচনে,
সেই ত মানবকুলে পুরুষ প্রধান॥
অধীনী কামিনীকুল-ক্লেশ-নিবারণে,
লিখিয়ে মহাত্মা মিল প্রবন্ধ যতনে,
হইল পূজিত সেই বিখ্যাত ধীমান॥
হিন্দুকুল-কামিনীর বৈধব্য-যন্ত্রণা,
ঘুচা'তে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই সাগর মহান॥ ১৫৭১

গঙ্গাধর পাধ্যায়।

[কৃষ্ণদাস পাল সম্বন্ধে।]

গৌরী—একতালা।

হিন্দুহিতৈষী কে আর দেশের মাঝার।
কৃষ্ণদাস বিনা আর, কে আছে বাঙ্গলার॥
হরিশ-আসন করিয়ে উজ্জ্বল,
সতত সাধিছে দেশেরি মঙ্গল,
বিদ্যা বুদ্ধি বল, বিচার কৌশল,
মরি কি গভীর তার। সে বিনা বাঙ্গলার॥

রাজ-অত্যাচার, কুবিধি প্রচার,
যাহাতে অনিষ্ট হয় গো প্রজার,
নিবারণ তা'র করে গো যাহার,
অমোঘ লেখনীধার। লেখনীকৃপাণ-ধার ॥
হিন্দুর ধরম মান স্বাধীনতা,
জাতি-ব্যবহার সুনীতি সুপ্রথা,
রক্ষণ করিতে অন্তরেতে সদা,
জাগিছে যতন যা'র। সে বিনা বাঙ্গলার ॥ ১৫৭২

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[হাইকোর্টের জজ ৺ দ্বারকানাথ মিত্রের শোকে বঙ্গভূমির বিলাপ।]

মুলতানী—আড়া।

বিনায়ে বঙ্গ-জননী কাঁদি'ছে কাতর স্বরে।
দ্বারকানাথেরি শোকে ব্যাকুল হ'য়ে অন্তরে ॥
কেন রে নির্দ্দয় শমন, বাঙ্গলার গৌরব-তপন,
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন করে ॥
হায়! কে আর তেমন কবি, বিচার আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল করি, সত্যেরি সন্ধানে—
নির্ভয়ে তেমন আর, কে করিবে সুবিচার,
মাপিয়ে সত্যেরি ভার, ন্যায়-তুলা ধরি করে ॥
হায়! সৌহার্দ্দ উদার গুণে, আদরেরি সম্ভাষণে,
কে আর বান্ধবগণে তুষিবে তেমনি—
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশেরি মুখ উজ্জ্বল,
কে আর তেমন বল, করিবে বঙ্গ-ভিতরে ॥ ১৫৭৩

[বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস সম্বন্ধে।]

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো রে বিচার,
প্রিয় ভাই সুরেন আজি গেল কারাগার।
বলিতে বিদরে হৃদয়, পেল ন্যায় পরাজয়,
এ বিচার কি আইনে কয় ওহে ধর্ম্ম-অবতার॥
"ইংলিশম্যান" প্রিয়তমে, কি মন্ত্র শুনা'লে কাণে,
তাতে জ্বলে ক্রোধাগুণে আদর্শ হ'ল প্রচার।
নাহি ক্ষমা ন্যায়বিধি, বসে প্রতিশোধে যদি,
কার কাছে বল কাঁদি, কে করিবে সুবিচার॥
এ সাধনা কি সিদ্ধি হবে, এ ভাব কি মনে তবে,
নীরব ভারত র'বে, কাঁদিতে নারিবে আর॥
বলিতে দুঃখ কুকারি, তা'তে ভয় মনে করি,
পাছে বা অবজ্ঞা বলি বাস হয় কারাগার।
নয়নের জলে হায়, এ আগুন নিভা দায়,
জ্বলিবে সহস্র শিখায়, ভারতের হৃদাগার।
এস বঙ্গবাসী চলে, যেতে হয় যাব জেলে,
কত দহি তুষানলে মরণের কি ভয় আর।
কোথায় প্রভু লর্ড রিপণ, কারে বলি এ বেদন,
দেখো মাগো ভিক্টোরিয়ে ভারতে কি সুবিচার॥ ১৫৭৪

অজ্ঞাত।

[গঙ্গাসাগরে পুত্র ভাসান।]

ঝংলাট—আদ্ধা।

ও রে যাদুমণি, কোন্ প্রাণে তোমাধনে,
সঁপিব সাগরে, এ হেন রতনে।
মায়ের অন্তরে, এত কি সহে রে,
আর না হেরিব, এ পোড়া নয়নে।
আরাধন করে, দেবতার বরে,
পেয়ে সে ধনে আমি, বঞ্চিত এখনে।
ও রে দারুণ বিধি, এ কি তব বিধি,
দিয়ে এহেন নিধি, ফিরিয়ে নিবি কেনে।
পিতঃ রতনাকর, এই মিনতি ধর,
নাশিও এ পোড়া প্রাণে, প্রাণ-পুতলি সনে।
মানস করিয়ে, সুত সমর্পিয়ে,
কামনা প্রভু যেন রেখো তব মনে। ১৫৭৫

অজ্ঞাত।

[গোলাপ ফুলের প্রতি।]

ও রে শোভায় অতুল গোলাপের ফুল, কাছে আয় আমার।
আমি হৃদিপরে তোরে ধরে দেখি দেখি একবার॥
একে রূপ তুলনায় অতুল,
আবার গন্ধে তুমি আমারে যে করেছ বাতুল,
তোরে কে সৃজিয়ে, কেবা দিল,
রূপ গন্ধ চমৎকার। (একাধারে)
সুন্দর কে করিল তোরে,
ও রে গোলাপ কেমন সুন্দর তায় বল মোরে ;

যদি তুমি দেখে থাক তাঁরে,
তবে দেখাও রে আমায়। (তোর রূপের রূপ)
গোলাপ রে মোর হৃদয়পরে,
তুমি ব'সে সেই রূপের কথা কও মধুর স্বরে,
আমি তোর মুখে, সুখে শুখে,
সুখে শুনি রে তাই বারেবার। (সেই রূপের কথা)
কাঙ্গাল কয় গোলাপ ফুল হেরে,
ও রে যে জন সেই রূপের স্বরূপ চিন্তা না করে,
ও তার গোলাপ তোলা কেবল জ্বালা,
কাঁটা ফোটা হয় রে সার॥ ১৫৭৬

হরিনাথ মজুমদার।

[ময়ূরের প্রতি।]

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর।)

ও রে ময়ূর বল্ রে মোরে,
কেবা তোরে এমন করে সাজায়েছে।
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ,
রঙ্গের পোষাক পরায়েছে।
তুমি রে কা'র সোহাগে, অনুরাগে,
প্যাকম্ ধ'রে বেড়াও নেচে।
একে অপূর্ব্ব পাখা, পালক ঢাকা চাঁদের রেখা তার শোভি'ছে,
যে তোরে এমন করে চিত্র করে,
সে চিত্রকর কোথায় আছে।

ময়ূর তোরে সর্ব্বরঞ্জন, ক'রে যে জন,
দুটী পা কুৎসিত করেছে,
সে তোরে একাধারে, রঞ্জনকারী দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে ॥
কাঙ্গাল কয় এ যার ময়ূর, গুণের ঠাকুর,
সে যে আমার জগৎ মাঝে ;
ও রে তার গুণের অন্ত, বেদ বেদান্ত,
না পেয়ে নির্গুণ বলেছে ॥ ১৫৭৭

— হরিনাথ মজুমদার।

[হিমালয়ের প্রতি।]

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর।)

ও রে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি,
বল একবার আমার কাছে।
কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে,
সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে।
আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়,
কেবা তোমায় হিরার টোপর পরায়েছে।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক,
চুনি মণি টোপর মাঝে।
ও রে তোর মাথার উপর, এমন টোপর,
কোন কারিগর গড়ায়েছে।
এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার দুটী নয়ন ঝরিতেছে,
তাইতে ঝর্ ঝর্ নিরন্তর, নির্ঝরের জল পড়িতেছে।

কাঙ্গাল কয় ও রে আঁধা, ও নয় কাঁদা,
প্রেমে গিরি গলিতেছে।
অথবা ভারতের দুখ, দেখে রে
বুক ফেটে পাষাণ গলিতেছে॥ ১৫৭৮

হরিনাথ মজুমদার।

[পাহাড়ের প্রতি।]

("তরু বলরে বল্—সুর।)

পাহাড়, বল্‌রে বল্ বল্ আমায় রে ;
নিত্য নূতন নূতন সাজে কে তোরে সাজায় রে
(পাহাড়, কে তোরে সাজায় রে)।
কভু তৃণ, গুল্ম, লতায়, আচ্ছাদন করিস্ রে কায়,
সুবিমল শ্যামল শোভায়, নয়ন জুড়ায় রে ;
যখন দেখি দূরে থাকি, মনে বড় হইরে সুখী,
সর্ব্বাঙ্গ তুই রাখিস্ ঢাকি,
সুনীল ধূমায় রে (পাহাড় সুনীল ধূমায় রে)।
মেঘের মাঝে লুকাস্ যখন, খুঁজে দেখা পাই না তখন,
ধরিস্ রূপ মেঘের মতন, চিন্‌তে পারা দায় রে ;
যখন সান্ধ্য-সূর্য্যকরে, লোহিত মেঘে গগন ঘেরে,
তখন কে তোয় সোহাগ ক'রে
আবীরে সাজায় রে (পাহাড় আবীরে সাজায় রে)।
তোর উপরে উঠি যখন, মর্ত্ত্যে দেখি স্বর্গের স্বপন,
নিসর্গের ক্রীড়া কানন, দেখে প্রাণ জুড়ায় রে,

নির্ঝরেতে বাদ্য করে, পাখী গায় সুললিত স্বরে,
কাদম্বিনী তোর শিখরে,
ময়ূরে নাচায় রে (পাহাড় ময়ূরে নাচায় রে)।
দেখ্‌লে তোর অতিথিশালা, নিবে যায় রে সকল জ্বালা।
ভাবাবেশে শান্তির গলা, ধর্‌তে প্রাণ চায় রে ;
শিলাতল শয্যা শীতল, বৃক্ষে দেয় সুমিষ্ট ফল,
নির্ঝরিণী দিয়ে জল,
আতিথ্য যোগায় রে, (পাহাড় আতিথ্য যোগায় রে)
(তোর) প্রশান্ত গম্ভীর মূরতি, দেখে মনে জন্মে প্রীতি
তাইতে যোগী, ঋষি, যতি, থাকে তোর গুহায় রে ;
ও রে পাহাড় উচ্চ শিরে, দিন রা'ত্ তুই খুঁজিস্ কারে,
কার প্রেমে তোর নয়ন ঝরে,
নির্ঝর বলে যায় রে (পাহাড় নির্ঝর বলে যায় রে)।
মনে বড় হয় অভিলাষ, সদায় করি তোর সহবাস,
(তুই) শান্তি পথের পান্থ নিবাস, তপস্বীর আশ্রয় রে ,
ওরে পর্ব্বত যাঁর রচনায়, শোভিত হ'স্ তুই নানা শোভায়,
পাগল বলে বল্‌রে আমায়,
দেখেছিস্ কি তায়রে (পাহাড়, দেখেছিস্ কি তায় রে) ॥ ১৫৭৯

[আর্য্যসন্তানের প্রতি।]

এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান।
ও যার তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ ॥ সদা,

ও যার হেরে বীর্য্য বল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল ;
দিক্ দিগন্তরে শূন্যভরে, উড়িত বিজয় নিশান, (ও যার) ॥
শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগ-তত্ত্ব আত্ম জ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর এক দিন চক্ষুদান ;
ও যার বিদ্যাবলে, আকাশতলে চ'লে যেত পুষ্পযান ॥
ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টলমল।
রক্তময় হত যত নদ নদীর জল,
বোসে বৃক্ষোপরে, শূন্যভরে, পাখী কর্‌ত রক্তপান ॥
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার ;
দেখ্‌লে রক্তজবা, শুকায় জিহ্বা, চম্‌কে উঠে সবার প্রাণ ॥
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল কল কৌশল,
ধর্ম্মবল বিনে রে ভাই সকলই বিফল।
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে সকল হারা'য়ে
শ্মশান ॥ (ভারত)। ১৫৮০

হরিনাথ মজুমদার।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।

প্রথম ভাগ

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর

[প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয়।]

(আভিধানিক নিয়মানুসারে।)

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।—ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ছিলেন। পশ্চিম হালিসহর বাঙ্গালা ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার রচিত "আজ কেন চারিদিক হেরি মধুময়" সঙ্গীতটী অতি সুন্দর।

৺ অমৃতলাল গুপ্ত।—কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপকদিগের মধ্যে ইনি একজন। ইঁহার নিবাস ঢাকা—রঘুনাথপুর। স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করিতেন। "দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়া মন" সর্ব্বজনপ্রিয় সঙ্গীতটী ইঁহারই রচিত। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ এই গীতটী রাজা রামমোহন রায়েব রচিত মনে করেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম, এ।—ইঁহার নিবাস বরিশাল জিলা, বাটাজোর গ্রাম। ইনি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী। ইঁহার রচিত নব্য বঙ্গের প্রতি লক্ষ্য গীতগুলি অতি উপাদেয়।

আদিনাথ দাস।—ঢাকার অধীন মহেশ্বরদী পরগণা ইঁহার জন্মস্থান। এক সময়ে ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে সাদরে গীত হইত। ইঁহার "কত দয়া তব মানবে" গানটী ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ প্রচলিত।

আনন্দচন্দ্র নন্দী।—ইনি ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ৺ দেওয়ান রামদুলাল মুন্সীর

পুত্র। সাধক বলিয়া ইঁহার বন্ধুগণ ইঁহাকে "আনন্দ স্বামী" উপাধি দিয়াছেন।

আনন্দ চন্দ্র মিত্র।—বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশের একজন সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার অনেক গানে "পথিক" ভণিতা আছে। ইঁহার রচিত "ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা"; "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মজয়" ইত্যাদি সঙ্গীত ব্রাহ্ম, হিন্দু, সকলেরই মুখে শুনা যায়। ইনি সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ পটু।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।—কলিকাতার বিখ্যাত ধনী বণিক রামদুলাল দে সরকারের পুত্র। ইনি ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। গান রচয়িতা বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ইনি অনেক শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।—"সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার রচিত কবিগান অতি সুন্দর। সুবিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীন বন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ইঁহার শিষ্য। হাস্যরস উদ্দীপক কবিতা রচনায় ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস।—কলিকাতা নগর ইঁহার জন্মস্থান। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। ইঁহার কোন কোন নাটক বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

ওয়াজিদ্ আলী সা (নবাব)।—ইনি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইহার লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ কালে "যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌ নগরী" সর্ব্বজন বিদিত গীতটী রচিত হয়। অযোধ্যাবাসীগণ এক সময়ে এই গীতটী অতিশয় উত্তেজনার সহিত গাহিত। ইনি শেষ জীবন কলিকাতা মেটেবরুজে কাটাইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

কবীর।—ইনি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। জাতিতে জোলা ছিলেন। কাশীর নিকট ইহার জন্মস্থান। ইহার শিষ্যগণ "কবীর-পন্থী" নামে পরিচিত। কবীরের ধর্ম্ম উপদেশ অতি উত্তম। ইহার "তন্‌মন্‌সে যো ঈশ্বর কো জানে" গীতের ভাব অতি উচ্চ। ইনি অনুমান ১৩৮০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে জন্মধারণ করিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (সাধক)।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকাকাল্‌না স্থানে খৃষ্টীয় ১৮০০ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি উচ্চসাধক ও চরিত্রবান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহার গুণে মোহিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্র ইহাকে তাঁহার সভাপণ্ডিত ও গুরুপদে বরণ করেন। ইঁহার সাধনার সুবিধার নিমিত্ত, বর্দ্ধমানের অধীন কোটালহাট নামক স্থানে মহারাজ ইহাঁকে একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মহারাজ প্রতাপচাঁদ ইহার শিষ্য ছিলেন। ইহার শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি অতি মনোহর। ইনি সুগায়ক ছিলেন। অনেকের

মুখে তাঁহার গান শুনা যায়। কথিত যে কমলাকান্ত কোন স্থানে যাইতে দস্যুহস্তে পতিত হন। দস্যুরা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি "আমার আর কিছু নাই শ্যামা, তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা" গানটী করেন। এই গানে দস্যুগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। একদিন কমলাকান্ত স্বপনে তাঁহার ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হন, এবং নিদ্রা-ভঙ্গে না দেখিয়া এই গানটী রচনা করেন। "হায় গো আমার কি হলো। হৃদি সরোজ মাঝারে কাল কামিনী লুকালো॥ যখন নয়ন মুদে ছিলাম, তখন তারা ছিল, চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকে মিশায়ে গেল"।

কামিনী সেন বি, এ, (কুমারী)।—"আলো ও ছায়া" পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গীতগুলি অতি মধুর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। নিবাস বরিশাল জেলা। বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন।

কালীনাথ রায়।—কলিকাতার নিকট টাকিগ্রামবাসী। ইনি একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন কালে ইঁহা হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেন। ইহার রচিত "অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা"; "ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়। ইনি বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

কালীনারায়ণ গুপ্ত।—ঢাকা জেলার অধীন ভাটপাড়া গ্রামবাসী। বিখ্যাত সিভিলিয়ান কে, জি, গুপ্তের পিতা। ইহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত আছে।

কালীবাবু।—ইহাঁর নাম কালীনাথ দাস (শীল)।—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরে "সীতার বনবাস" যাত্রার পালা রচনা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সর্ব্ব-সাধারণ ইহাঁকে "কালী বাবু" বলিত। ইহাঁর কোন কোন সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে অতিশয় প্রচলিত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—"বান্ধব", "প্রভাত চিন্তা", "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি কেবল সুলেখক তাহা নহে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান বক্তা বলিয়াও প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত গুলির ভাব ও রচনা অতি সুন্দর। এক সময়ে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এখন জয়দেবপুর রাজার মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

কালীদাস ভট্টাচার্য্য।—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুচর ইহাঁর নিবাস। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়ায়ছন।

কালীমের্জ্জা (মিরজা)।—ইনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে গান করিতেন। পরিচ্ছদ ফিট্‌ফাট্ ছিল বলিয়া লোকের নিকট হইতে "মের্জ্জা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

কিশোরীলাল রায়।—ইহাঁর বাসস্থান বগুড়া। ইনি এক জন চিন্তাশীল লেখক বলিয়া পরিচিত। ইহাঁর মনোহরসাই ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনগুলি অতি মনোহর।

কুঞ্জবিহারী দেব।—কলিকাতা নগরবাসী। কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সংসৃষ্ট। ৺ কেশব বাবুর একজন ভক্ত। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরণীয়।

৺ কৃষ্ণকমল গোস্বামী।—শান্তিপুর—ভাজনঘাটা নামক স্থানে ইহাঁর জন্ম। ইনি বহুকাল ঢাকা নগরে অবস্থান করিয়া "স্বপ্ন বিলাস", "রাই উন্মাদিনী", "বিচিত্র বিলাস" ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতপূর্ণ যাত্রা গান সকল রচনা করেন। ইহাঁর রচিত যাত্রাগান বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহার যাত্রার পক্ষপাতী। গীতের সুর ও রচনা অতি মধুর।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।—দক্ষিণ বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান। পাঠকতা করা ইহাঁর ব্যবসায়। ইহাঁর রচিত গীত ও নূতন সুর অতি মনোহর। "জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে" এবং ঐ প্রকারের আরো ২।৩টী গীত পূর্ব্ববঙ্গবাসী সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই অতি আদরের সামগ্রী। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, গান করিবার এখনও বিলক্ষণ শক্তি আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।—যশোহরের অধীন সেনহাটী গ্রামে জন্ম। "সদ্ভাবশতক" পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গীয় কবিগণের

মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনিই "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ইহাঁর "অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল" সঙ্গীতটী অনেকের মুখে শুনা যায়।

(মহারাজা) কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—নবদ্বীপের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও সাধক ছিলেন। ইহাঁর শ্যামা-বিষয়ক "অতি দুরারাধ্যা তারা" সঙ্গীতটী অতি সুন্দর। ১৬৯২ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ইহাঁর সভাসদ ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্যক্তি। তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুতা ছিল। ইহাঁর রচিত "তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন" গীতের ন্যায় বৈরাগ্যভাব উদ্দীপক গীত কম দৃষ্ট হয়। অনেকে এই গানটী ভ্রমবশতঃ রামমোহন রায়ের মনে করেন।

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।—বৰ্দ্ধমান জিলায় ইহাঁর বাসস্থান। ইহাঁর রচিত দেশাচার বিষয়ক সামাজিক গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

৺ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।—ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ হরিভক্ত লালাবাবুর পিতামহ।

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।—ইনি কলিকাতা নগরে একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। নানা বিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের গৃহে ইহাঁর বিশেষ আদর।

৺ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।--কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্ম। ইঁহার রচিত "গাওহে তাঁহারি নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" গীতটী ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল। "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি ক'রে" সুন্দর জাতীয় সঙ্গীতটী ইঁহারই রচিত। অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।—বঙ্গীয় নাট্যসমাজে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কলিকাতার নাটককার ও অভিনেতাদিগের মধ্যে ইনিই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতি-নাট্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার সঙ্গীতগুলির সুর, ভাব, ও পদবিন্যাস অতি সুন্দর। নব্য বঙ্গ সমাজে ইঁহার গীত অতীব আদৃত। ঘরে ঘরে গিরিশ বাবুর গান শুনা যায়।

৺ গোবিন্দ অধিকারী।—ইঁহার জন্মস্থান জঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর। বঙ্গদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। "মানভঞ্জন" ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অন্যান্য অনেক যাত্রার পালা রচনা করিয়া ইনি অতি যোগ্যতার সহিত গান করিয়াছেন। অতিশয় অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার কীর্ত্তনের সুরের গীতগুলি বড়ই মনোরঞ্জনকারী। প্রায় ২০ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। সঙ্গীতপ্রিয় লোকদিগের মুখে ইঁহার অনেক গান শুনা যায়। তৃতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে ইঁহার উৎকৃষ্ট গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হইবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস।—ঢাকা জিলা বাসী। "নব্যভারতে" ইঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর সুরাপান বিষয়ক সঙ্গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী।

গোবিন্দচন্দ্র রায়।—দক্ষিণ বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান। বহুকাল যাবৎ আগ্রানগরে বাস করিতেছেন। এখানেই যমুনাতীরে হৃদয় স্পর্শকারী যমুনালহরী ("নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও") গীতটী শুভক্ষণে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটী গাহিতে গাহিতে ভারতের দুঃখে পাষাণ মনও বিগলিত হইয়া যায়। ইহাঁর রচিত "কতকাল পরে বল ভারত রে" গীতটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর-ঘরে ঘরে অতি আগ্রহের সহিত গীত হইত। গোবিন্দ বাবু স্বভাব-কবি। এই দুইটী গীত রচনা করিয়াই ইনি অক্ষয় যশলাভ করিয়াছেন।

গৌরমোহন সরকার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্যক্তি। "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি" সঙ্গীতটী ইহাঁর গীত রচনার নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে।

চন্দ্রমোহন শাপলা।—বরিশাল জিলার একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাগান রচয়িতা। ইনি পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।—যোড়াসাঁকো নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [illegible]। ইহার "সরোজিনী নাটক" অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাঁর রচিত "ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন আনন্দকারী" ব্রহ্মসঙ্গীতটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে বিশেষ ভাবে গীত হইয়া থাকে। "এখনো এখনো প্রাণ সে নামে সিহরে কেন" প্রণয় সঙ্গীতটীও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৺ জগন্নাথপ্রসাদ বসু।—কলিকাতা অঞ্চল ইহাঁর বাসস্থান। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইহাঁর পৌরাণিক এবং প্রণয় সঙ্গীতগুলি এক সময়ে নিধুবাবুর গীতের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল।

তানসেন (মিঞা)—ইনি মোগলসম্রাট আকবর বাদসাহার সমকালে জীবিত ছিলেন। ইহাঁর নাম ভারত খ্যাত। সঙ্গীত বিদ্যাতে নিপুণ বলিয়া সম্রাট ইহাঁকে বিশেষ আদর করিতেন। ইহাঁর রচিত রাগিণীতে "মিঞা" শব্দ যুক্ত আছে। যথা, মিঞা মোল্লার। মিবারের রাজা রাজারামের নামে তানসেন অনেক ধ্রুপদ গীত রচনা করেন। তজ্জন্য অনেক ধ্রুপদে রাজারামের নাম শুনা যায়। এপর্য্যন্ত এদেশে সঙ্গীত বিষয়ে তানসেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মায় নাই। কথিত আছে, ইনি যখন দীপক ও মেঘমল্লার রাগিণীতে গান করিতেন, তখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত এবং মেঘ বর্ষণ হইত।

তুকারাম—ইনি বোম্বাই প্রদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত-কবি। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি বঙ্গদেশে যেমন সর্ব্বত্র গীত হয়, ইহাঁর সঙ্গীতও দক্ষিণ ভারতে সেইরূপ গীত হইয়া থাকে।

তুলসীদাস।—কাশীর অন্তর্গত রামনগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি [illegible] ও সাধক ছিলেন। হিন্দী ভাষাতে রামায়ণ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইহাঁর রচিত দোঁহাগুলি বিশেষ উপদেশপ্রদ। ইনি ১০০০ বঙ্গাব্দে কাশী অসিঘাটে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। ইনি "রামচন্দ্র" নামে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। প্রথম

জীবনে বড় স্ত্রৈণ ছিলেন। কোন ঘটনাতে স্ত্রী একদিন ইহাঁকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন "যদি তুমি ঈশ্বরের জন্য এইরূপ কাতর হইতে, না জানি কি ফল পাইতে"। তুলসীদাস এই ভর্ৎসনা শুনিয়া "কোথায় ঈশ্বর" বলিয়া গৃহ ত্যাগ কবিলেন। তাঁহার চেতনা হইল। ইনি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। "পাথর পূজনে হরি মিলেত মুই পূজ পাহাড়" ইত্যাদি বাক্য তাঁহার দোঁহাতে আছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।—শান্তিপুরের নিকট ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশের বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইহাঁর অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গীত হইয়া থাকে। ইনি উপস্থিত বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে বিশেষ পটু। ৺ কেশবচন্দ্র সেন ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইতেন। ইহাঁর কোন কোন পুস্তক "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" লিখিত বলিয়া বাহির হইয়াছে। ইহাঁব রচিত অধিকাংশ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন অতি হৃদয়গ্রাহী। ইনি যখন ভক্তিভাবে গান করেন, তখন শ্রোতাগণের মন বিগলিত হইয়া যায়।

দরাব আলী খাঁ।—ত্রিপুরা জিলা ইহাঁব জন্মস্থান। ইনি সৈয়দ জাফর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। ইনি যবন হইয়াও শক্তির উপাসক ছিলেন। ইহাঁর শ্যামাবিষয়ক গীত বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।—বিক্রমপুব ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি "অবলাবান্ধব" পত্রিকা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে পরিচিত। স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি বিষয়ে বহুযত্ন করিয়াছেন।

দেশের "জাতীয় সঙ্গীত" সংগ্রহ করিয়া ইনিই সর্ব্ব প্রথম শিক্ষিতদিগের হস্তে অর্পণ করেন। ইহাঁর রচিত কয়েকটী স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক সঙ্গীত অতি সুন্দর। "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না" সঙ্গীতটী এক সময়ে উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

দাশরথী রায়।—১৮০৪ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বাঁদমুড়া গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি রাঢ়িয় ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও কবিতাপ্রিয় ছিলেন। দাশু রায়ের পাঁচালী বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। উপস্থিত বিষয়ে যখন তখন সঙ্গীত রচনা করিতে ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইনি প্রথমতঃ কবির দল করিয়া গাহিতেন, তৎপরে পাঁচালীর দল করেন। পাঁচালীব দল করিয়াই দাশুরায় নামে খ্যাত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইনি হাস্য, করুণ ও বীভৎস রসের গীত রচনাতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রথম বয়সে আঁকা বাইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, যে দাশুরায়ের সকল গীত সুরুচি সঙ্গত নহে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পুত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে একজন পণ্ডিত, দার্শনিক ও সুকবি বলিয়া পরিচিত। সঙ্গীত রচনা বিষয়ে পটু। ইহাঁর রচিত "কর তার নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ", "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি" ইত্যাদি গান ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ প্রচলিত

ইহাঁর "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" জাতীয় সঙ্গীতটি অনেকের মুখে শুনা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ।—কৃষ্ণনগর জিলা নিবাসী। নবদ্বীপের রাজার দেওয়ান ৺ কার্তিকচন্দ্র রায়ের পুত্র। ইনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর রচিত "আর্য্য গাঁথা" পুস্তক সুন্দর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। রহস্য-গীত রচনাতেও ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা আছে। ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৺ দীনবন্ধু মিত্র (রায়বাহাদুর)।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌবেড়ীয়া গ্রাম ইহাঁর আদিম বাসস্থান। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে জন্ম হয়। ডাক বিভাগে উচ্চ কার্য্য করিতেন। যে "নীলদর্পণ" নাটকের কোন অংশ অনুবাদ করাতে পাদ্রী লং সাহেব কারাগারে গমন করেন, ইহাঁর সেই প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রথম ঢাকা নগরে প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণ নাটক প্রচার দ্বারা নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক প্রশমিত হইয়াছিল। নাটক রচনা দ্বারা দীনবন্ধুর ন্যায় দেশের উপকার কেহই করেন নাই। ইনি সুরসিক লেখক ছিলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

দীননাথ ধর।—হুগলী জেলায় ইহাঁর নিবাস। ইনি কয়েক বৎসর ঢাকা নগরে গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। রসিকতাপূর্ণ কথা ও গল্পের জন্য ইনি অনেকের নিকট বিশেষ পরিচিত। সঙ্গীত রচনাতেও ইহাঁর ক্ষমতা মন্দ নহে।

দীনবাউল।—পাবনা জিলাবাসী। ইহাঁর প্রকৃত নাম

গোলোকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ইহার রচিত "বাউল সঙ্গীত" গুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও জনসাধারণ প্রিয়। ইহার "বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে" গীতটী সর্ব্বত্র প্রচলিত।

দীনেশচরণ বসু।—ঢাকা জিলা ইহার জন্মস্থান। "কবি-কাহিনী" পদ্য পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গীত গুলির ভাব এবং রচনা অতি সুন্দর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)।—সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৩৯ শকে কলিকাতা নগরীতে জন্মধারণ করেন। সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইনি ঈশ্বরভক্ত বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত। ৺কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সাধারণ ইহাঁকে "মহর্ষি" উপাধি প্রদান করেন। সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে এবং বিপন্ন ব্যক্তির উপকারার্থে অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন। ইহাঁর রচিত কয়েকটি গান গভীর উপদেশ ও ভাবপূর্ণ। ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পরিচালক। ইহাঁর "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" পুস্তক আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ।

ধীরাজ।—তেলিনীপাড়া ইহাঁর জন্মস্থান। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রসিকতাপূর্ণ সঙ্গীতগুলি বড়ই চমৎকার ও আমোদপ্রদ। দুঃখের বিষয় ইহাঁর অধিক সঙ্গীত পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুল দেখিয়া মিস্ কার্পেন্টারের

সহিত কলিকাতা আসিবার সময় যে গাড়ী উল্‌টিয়া পড়িয়া যান, তৎসম্বন্ধে এবং মিস্‌কার্পেণ্টারকে লক্ষ্য করিয়া ধীরাজ যে গানটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদ ইহাঁকে "ধীরাজ" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। তদবধি ইনি "ধীরাজ" নামেই পরিচিত। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।—হুগলীর অধীন বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটী) গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান প্রচারক। প্রসিদ্ধ বক্তা ও চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। "তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন; নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন" গীতটীর ভাব ও রচনা অতি সুন্দর।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।—১২০২ সনে বর্দ্ধমান জিলার অধীন নান্দাল গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থাতেই ইহাঁর প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগরিত হয়। ৭১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর রচিত শ্যামাবিষয়ক গীত গুলির রচনা সুললিত ও ভাব হৃদয়গ্রাহী।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।—বর্দ্ধমান জিলায় যামুদহ গ্রামে ইহাঁর জন্ম। উচ্চ সাধক ও শক্তি উপাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা সহরে ভিখারীদের মুখে ইহাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

(গুরু) নানক।—১৪৬৯ খৃঃ অব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী

গুরুদাসপুর গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি চৈতন্যের সমসাময়িক। শিখদিগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রথম গুরু। ইহাঁর শিষ্যদিগকে "নানক-পন্থী" বলে। ইনি "নানক সা" নামে খ্যাত। ইহাঁর রচিত ভজনগুলি অতি মনোহর। "গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে" সঙ্গীতের ভাব বড়ই উচ্চ ও উদার। ইনি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন।

নিমাইচরণ মিত্র।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী। ইহাঁর রচিত "পর নিন্দা পর পীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না" এবং আরো কোন কোন গীত অতি উৎকৃষ্ট। অজ্ঞতা বশতঃ ইহাঁর গানও অনেকে রাজা রামমোহন রায়ের মনে করেন।

নীলমণি ঘোষ।—ইনিও রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের লোক। ইহাঁর রচিত "শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন, দিন তো গিয়ে গেল বয়ে" এবং আরো কোন কোন গান বিশেষ বৈরাগ্যভাব উদ্দীপক।

নীলরতন হালদার।---ইনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ছিলেন। ইহার রচিত "ওহে পথিক মন, কোথায় কররে গমন" গীতটীর ভাব অতি সুন্দর।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।—বৈঁচি ষ্টেশনের নিকট চোৎখণ্ড আলিপুর গ্রাম ইহার জন্মস্থান। শক্তি-সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলিপুরের ঘাটে যে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও ঐ স্থানে দেখা যায়।

নীলকণ্ঠ অধিকারী।—বীরভূম জিলা কেন্দুবিল্লের নিকট ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী।

ইহার ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলি অতি মধুর ও ভক্তি-ভাবপূর্ণ। ইহাঁর রচিত "কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার" এবং আরো কোন কোন গীতের ভাব অতি গভীর ও প্রাণস্পর্শী।

পাগ্‌লা কানাই।—যশোহরের অন্তর্গত ঝিনাইদহ নামক স্থানে জন্মধারণ করেন। ইহাঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক বাউলে গীত মধ্যবাঙ্গালা প্রদেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

প্যারিচাঁদ মিত্র।—ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে "টেকচাঁদ ঠাকুর" নামে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতা মহানগরী ইহাঁর বাসস্থান। সুবিখ্যাত লেখক ৺ কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহাঁর ভ্রাতা। ইহাঁর সঙ্গীতগুলি বেশ ভাবপূর্ণ। "আলালের ঘরের দুলাল", "মদ খাওয়া একি দায়, জাত্ রাখার কি উপায়", "যৎকিঞ্চিৎ" ইত্যাদি পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্যারিমোহন কবিরত্ন।—১৭৫৬ শকে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সাহাজুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা প্রসিদ্ধ কমলাকান্ত ইহার খুল্ল প্রপিতামহ। প্যারিমোহনের সঙ্গীতে বিশেষ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম, রহস্য এবং অন্যান্য সকল প্রকার গীত রচনাতেই ইনি বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্যারিমোহন একজন উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত-কবি ছিলেন। এক সময়ে কলিকাতার ধনীদের গৃহে ইহাঁর বিশেষ আদর ছিল। ইহাঁর রচিত "কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন", "যার পয়সা নাই ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল" ইত্যাদি গান

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত। ইহার রহস্য গীতগুলি অতি হাস্যরস উদ্দীপক। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে এই সকল গীত স্থান পাইবে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে প্যারীমোহনের মৃত্যু হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।—শান্তিপুরবাসী। ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্য করেন। অনেককাল জামালপুর ষ্টেশনে ছিলেন। ইহার "সঙ্গীতহার" পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। পুণ্ডরীকাক্ষ্য বাবু একজন সুগায়ক বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিত। ইহার পিতা সঙ্গীত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুকালে পুণ্ডরীকাক্ষের হস্তে সেতার দিয়া তাঁহাকে বাজাইতে ও গান করিতে বলেন। বাজনা ও গান শুনিতে শুনিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৺প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলি।—কুমারখালী ইহার জন্মস্থান। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গীতাবলীর মধ্যে "ফিকির" ভণিতার অধিকাংশ গান ইহাঁরই রচিত। ইহার অনেক গান পূর্ব্ববাঙ্গালার সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। "ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে" কীর্ত্তনটী ঘরে ঘরে প্রচলিত। বড়ই ক্ষোভের বিষয় প্রফুল্ল বাবু অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৫ সনে চব্বিশ পরগণা জেলার অধীন কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি অতি

প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ইঁহার "বন্দে মাতরং" জাতীয় সঙ্গীতটী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত। "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" প্রণয় গীতটীও বঙ্গীয় যুবক যুবতী সমাজে বিশেষ আদরণীয়। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ইনিই বাঙ্গলার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক।

(সাধু) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।—শান্তিপুর অদ্বৈত বংশে জন্মধারণ করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। ইহার ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণে অনেক কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়। ইনি এখন ঢাকা নগরে অবস্থান করেন। ঈশ্বর প্রেমিক বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ইনিই ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্ব প্রথম সঙ্কীর্ত্তন গীত রচনা ও প্রচার করেন। ইহাঁর গীতগুলি অতি সুন্দর ও সরল। গোস্বামী মহাশয়ের গীত তাঁহার মুখে শুনিতে বড়ই মধুর।

৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোলপুর ইহাঁর জন্মস্থান। ইহাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলি উচ্চভাব ব্যঞ্জক। বর্দ্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদের নামে যে সকল গীত দৃষ্ট হয়, কথিত যে সেই সকল গীত তর্কবাগীশের সাহায্যে রচিত। বিপ্রদাস রাজা মহাতাপচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।—ইনি বহরপুর নগরে বাস করেন। ইহাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সাধারণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের অতি আদরের বস্তু। "এই বিশ্ব মাঝে যেথানে যা সাজে", "তরু বল্‌রে বল" ইত্যাদি গান সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। ইহাঁর সঙ্গীতের ভাব অতি মধুর ও উচ্চ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।—ইনি "সারদা মঙ্গল" পুস্তক লিখিয়া বঙ্গদেশের কবিদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার ধর্ম্ম ও প্রেমসঙ্গীত অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয়। কলিকাতা নগর ইঁহার বাসস্থান। "নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার" প্রণয় সঙ্গীতটী অতি সুন্দর।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।—কলিকাতা ইঁহার বাসস্থান। ইনি নাট্যামোদী ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত। অভিনয় কার্য্যে বিশেষ পটু। ইঁহার রচিত গানগুলির ভাব ও রচনা বিশুদ্ধ।

৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।—কলিকাতার নিকট বেহালা গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বহুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি ঈশ্বর ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ইনি সূর্য্য, চন্দ্র, পর্ব্বত, সমুদ্র ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটী উচ্চভাবপূর্ণ গীত রচনা করিয়াছেন।

(মুন্সী) বেলায়েৎ হোসেন।—কলিকাতা শিয়ালদহ ইঁহার বাসস্থান। ইনি মুসলমান হইয়াও বাঙ্গালা সঙ্গীত রচনা বিষয়ে যে প্রকার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইঁহার পরমার্থ ভাবপূর্ণ পদাবলীগুলি অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয়। গুণী ব্যক্তি বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইনি "কালীপ্রসন্ন" উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার প্রণয় সঙ্গীতগুলিও উৎকৃষ্ট।

ভুবনচন্দ্র রায়।—ত্রিপুরা জেলার অধীন শ্যামগ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার কালীবিষয়ক সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অল্পকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺ ভৈরবচন্দ্র দত্ত।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। রাজার ন্যায় ইনিও বৈরাগ্যবিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট গীত রচনা করেন। ইহাঁর রচিত "অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা" গীত অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়।

মতিলাল রায়।—ইনি পশ্চিম বঙ্গের একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী। জেলা বর্দ্ধমানের অধীন ভাতশালা গ্রামে ইহাঁর জন্মস্থান। নিমাই সন্ন্যাস, রামবিদায়, বিজয় বসন্ত, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডব নির্ব্বাসন, সীতা-হরণ, ইত্যাদি বিষয়ে ইহাঁর যাত্রার পালা আছে।

৺ মধুকান (কিন্নর)।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোপাল নগর গ্রামে ইহাঁর জন্মস্থান। গান করা ইহাঁর ব্যবসায় ছিল। ইনি বিখ্যাত ঢপ সঙ্গীত রচয়িতা মোহনদাস বাউলের শিষ্য। মধুস্থদন কিন্নর ইহাঁর পূর্ণনাম। খেয়াল ভাঙ্গা স্থরে গান রচনা করিয়া মধুকান এক সময়ে এদেশের লোকের মন মোহিত করিয়াছিলেন। মধুস্থদনের ঢপ সঙ্গীতের স্থর অতি মিষ্ট। তাঁহার গীতের রচনা ও ভাব মাধুর্য্য সামান্য ছিল না। ইহাঁর ঢপ সঙ্গীত চারিভাগে বিভক্ত। কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্রূর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস।

মনোমোহন বসু।—কলিকাতা নগরবাসী। নানা বিষয়ে নাটক লিখিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর হাফ্-আকড়াই কবি সঙ্গীতগুলি অতি প্রশংসনীয়। অন্যান্য বিষয়েও ইহাঁর অনেক উৎকৃষ্ট গীত আছে। ইহাঁর "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন"

জাতীয় সংঙ্গীতটী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই গীতটী শিক্ষিতগণের মুখে যথা তথা শুনা যায়।

৺ মদন মাষ্টার।—কলিকাতার একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার সখের যাত্রার পালা করেন। ইঁহার দলে অনেকগুলি লোক ছিল। এখনও "বউ" মাষ্টারের দল বলিয়া একটী যাত্রার দল আছে।

(মহারাজা) মহাতাপ চাঁদ।—ইনি বর্দ্ধমানের স্বনামখ্যাত রাজা। সঙ্গীতের উন্নতি বিষয়ে ইহার বিশেষ যত্ন ছিল। ৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ইহার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং রাজার সঙ্গীত রচনাতে সাহায্য করিতেন।

(রাজা) মহিমারঞ্জন রায়।—ইনি রঙ্গপুর জেলার অধীন কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার। সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি অতি সুন্দর। ইনি দেশহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত।

(রাজা) মহেন্দ্রলাল খান।—মেদিনীপুরের অধীন নাড়াজোল নামক স্থানের সুবিখ্যাত জমিদার। সঙ্গীত রচনায় ইঁহার বিশেষ পারগতা আছে। ইনি কৃষ্ণলীলা ও শারোদোৎসব বিষয়ে অতি সুন্দর সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।—বঙ্গীয় ১২৩৫ (১৮২৮ খৃঃ অব্দে) সালে যশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষনদ তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে সদরদেওয়ানী আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺ রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে, জাহ্নবী দাসীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইহাঁর বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বীতরাগ ছিল।

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে একজন ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। প্রৌঢ় বয়সে বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আইসেন। কবিতার কল্পনা রাজ্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন বলিয়া বারিষ্টারি কার্য্যে কৃতকার্য্য হন নাই। বাঙ্গলা ভাষাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা ইনিই প্রথন সৃষ্টি করেন। ইহাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ "মেঘনাদবধ কাব্য" ইহাঁকে বঙ্গবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১২৮০ (১৮৭৩ খৃঃ অব্দ) সালে কবিবর মাইকেল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কলিকাতা নগরে ইউরোপীয়দিগের সমাধি স্থানে যথোচিত সম্মানের সহিত ইহাঁর দেহ প্রোথিত হইয়াছে। বিলাত যাইবার সময় বঙ্গভূমিকে সম্বোধন করিয়া "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে" সুন্দর কবিতাটী লিখিয়া গিয়াছিলেন।

মীরাবাই।—ইনি রাজপুতনার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ উদয়পুরের রাণী। সর্ব্বদাই ইনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতেন। ইহাঁর অনেকগুলি ভজন আছে। দ্বিতীয়ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

(দেওয়ান) রঘুনাথ রায়।—ইনি সাধারণতঃ "দেওয়ান মহাশয়" বলিয়া পরিচিত। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুর রঘুনাথ রায়ের পিতা ব্রজকিশোর রায় ও তাঁহার বংশধর দিগকে "মহাশয়" উপাধি দেন। ১১৫৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার অধীন কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী চুপীগ্রামে রঘুনাথের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পরে রঘুনাথ বর্দ্ধমান রাজার দেওয়ান হন। ইনি বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। তেজশ্চন্দ্র

বাহাদুরের আদেশক্রমে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ কলাবিতের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। "অকিঞ্চন" ভণিতাযুক্ত গীতগুলি দেওয়ান মহাশয়ের রচিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে এবং সঙ্গীত রচনাতে ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে জাহ্নবী তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর পৌত্র হরমোহন রায় বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইহাঁর সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিশ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে, এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

রমাপতি রায়।—হুগলী জেলার অধীন চন্দ্রকোণা ইহাঁর জন্মস্থান। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

রসিকচন্দ্র রায়।—ইনি যশোহর জেলার একজন প্রসিদ্ধ

পাঁচালীকার। ইঁহার ভবানীবিষয়ক গীত যশোহর ও বরিশাল জেলাতে বিশেষ প্রচলিত ও আদৃত। ইঁহার রচনা-মাধুর্য্যও কম নহে।

রাজকৃষ্ণ রায়।—ইনি বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। নাটক রচনাতেও বিশেষ পারদর্শী। ইঁহার রচিত প্রহ্লাদ চরিত্র গীত ও জাতীয় সঙ্গীত অতি সুন্দর। ইনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা বলিয়া পরিচিত; কলিকাতা মহানগরী ইঁহার নিবাস।

রাজমোহন আম্বলী।—ইঁহার নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। ইনি পূর্ব্ববাঙ্গালায় একজন প্রসিদ্ধ শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল গত হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাধানাথ মিত্র।—ইনি অনেকগুলি উত্তম গীত-নাট্য রচনা করিয়া কলিকাতা নগরে অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার রচনা অতি সরল ও প্রীতিপ্রদ। ইঁহার রচিত জাতীয়-সঙ্গীতগুলি উদ্দীপনা পূর্ণ।

(দেওয়ান) রামদুলাল মুন্সী।—ইনি ১১৯২ বঙ্গাব্দে ত্রিপুর জেলার অধীন কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমত গবর্ণমেণ্ট আফিসে সেরেস্তাদারী কার্য্য করেন। অবশেষে ত্রিপুরা মহারাজার দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৫ সালে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি শক্তি উপাসক শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালাতে বিশেষ প্রসি ছিলেন। ইঁহার রচিত "ওগো জেনেছি জেনেছি তারা, তু জান ভোজের বাজি" গীতটী অতি সুন্দর ও সর্ব্বত্র প্রচলিত।

(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন।—সম্ভবতঃ ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে হালিসহর পরগণার অন্তবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলভূষণ রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ বাল্যকালে, পারস্য, সংস্কৃত হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে রামপ্রসাদ কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে মুহুরিগিরি কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি একদা তাঁহার প্রভুর জমাখরচের খাতার মধ্যে "আমায় দেও মা তবীলদারী" গীতটী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারি এই লেখা দেখিয়া রামপ্রসাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রভুকে জানান। কিন্তু প্রভু রামপ্রসাদের গান দেখিয়া সুখী হইলেন এবং রামপ্রসাদকে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের ভক্তিভাব ও গীত রচনাশক্তিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা ভূমি নিষ্কর ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে একজন পাগল-কবি ছিলেন। ইনি রামপ্রসাদ যখন গান রচনা করিলেই তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে ভাল বাসিতেন। রাজা মধ্যে মধ্যে কুমারহট্টে যাইয়া কবিতা যুদ্ধ দেখিতেন। কথিত যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাও ইঁহার গানে মোহিত হইয়া পুরস্কার দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ স্বভাব-কবি ছিলেন। ইঁহার শ্যামাবিষয়ক পদাবলী বঙ্গবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। "তারা তোমার আর কি মনে আছে" গানটী

গাহিতে গাহিতে, অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত অবস্থায় তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। তঁাহার মৃত্যু রোগে হয় নাই, ভাবে মৃত্যু। রামপ্রসাদ সুগায়ক ছিলেন না; কিন্তু স্বরচিত সঙ্গীতগানে তাঁহার এমন নৈপুণ্য ছিল যে, পাষাণও দ্রব হইত।

রাজা রামমোহন রায়।—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে (১৬৯৫ শকের শেষভাগে) ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক বলিয়া ইনি সভাজগতে পরিচিত। প্রথম জীবনে রঙ্গপুরে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত, পারস্য, আরবি, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী প্রভৃতি ১০টি ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন। জীবনের শেষ ১৬ বৎসর কলিকাতা নগরে থাকিয়া হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মান্দোলনে জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৩০ অব্দে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া বিলাত গমন করেন। তৎকালীন মোগল সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বৃষ্টল নগরে ভারতের পরম বন্ধু রামমোহন রায় পরলোক গমন করেন। ইঁহার রচিত বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাঙ্গলা ভাষার অতুল সম্পত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকই রাজার গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হন। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম মতের বিরোধী ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাজার গান

শ্রবণে কত লোকের যে আধ্যাত্মিক উপকার হইয়াছে তাহা সংখ্যা করা যায় না।

৺রামরতন মুখোপাধ্যায়।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের সঙ্গী ছিলেন। গমনকালে ভারত সাগরের তরঙ্গ দর্শনে ভীত হইয়া "কোথায় আনিলে আমায়" গানটী রচনা করেন. অনেকে এই গীতটী রাজার রচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়।—ইনি নাটোরের প্রসিদ্ধ রাজবংশ সম্ভূত। ইঁহার শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও ভক্তিভাব ব্যঞ্জক।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।—বিক্রমপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশোদ্ভব। স্বীয় জীবনে বহু বিবাহের বিষময় ফল দর্শন করিয়া, যাহাতে উক্ত দূষিত প্রথা এদেশ হইতে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য বহু যত্ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। ইঁহার রচিত কুলীন কন্যাগণের দুর্দ্দশা বিষয়ক গীতগুলি পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে।

রূপচাঁদ পক্ষী।—কলিকাতা মহানগরী ইঁহার বাসস্থান। ইনি "পক্ষীরাজ" উপাধিতে আবাল বৃদ্ধের নিকট সুপরিচিত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যা প্রদেশে চিল্কা হ্রদের নিকট বাস করিতেন। ১২২১ সালে গৌরহরিদাসের ঔরষে কবি রূপচাঁদ দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে ইংরেজী, বাঙ্গালা, পারস্য এবং উৎকল ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনাতে ইঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল। ইনি বাল্যকালে

"ঘেটুর" গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিতেন। কলিকাতা শাঁখারি টোলাবাসী রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ কালাবত ছোট মিঞার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তৎপর ছট্টি খাঁ, কাম্মু খাঁ এবং শ্রীরামপুর নিবাসী কানাই দাস ও মিঞা গোলাম মাহাব্বাশের নিকট সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা করেন। "পক্ষীর জাতিমালা" নামক নূতন ধরণের সখের পাঁচালীর দল ইহাঁ দ্বারাই গঠিত হয়। এই দল করাতেই রাজা বৈদ্যনাথ, আশু-তোষ দেব (ছাতুবাবু) নিধুবাবু, মোহনচাঁদ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইহাঁকে "পক্ষীরাজ" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি "রূপচাঁদ পক্ষী" নামে খ্যাত। রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল এবং রহস্য বিষয়ে ইহাঁর অনেক উৎকৃষ্ট গীত আছে। ইনি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের নানা ভাষায় গীত রচনা করিতে পারিতেন। ইংরেজেরা রূপচাঁদ পক্ষীকে রহস্যভবে 'Bird of Paradise" বলিতেন। রূপচাঁদ পক্ষী এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লালন ফকীর।—কুষ্টিয়ার নিকট ইহাঁর বাসস্থান। ইনি 'লালন সাই" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। ইহাঁর দেহতত্ত্ব বিষযক গীতগুলি ভক্তিভাব পরিপূর্ণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ।—ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান প্রচারক ও পরিচালক। কলিকাতার নিকট মজিল-পুর গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইহাঁর জাতীয় ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গুলিতে দেশ হিতৈষণা ও উচ্চ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর রচিত "পুষ্পমালা" এবং আরও কোন কোন কবিতা গ্রন্থ

বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ আদৃত। ইনি বাঙ্গলা ভাষাতে একজন অতি বিখ্যাত বক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

(মহারাজা) শিবচন্দ্র রায়।—ইনি নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহার শক্তি উপাসনা বিষয়ক মালসী গীত অতি মনোহর।

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।—কাণপুর জেলাতে ইঁহার জন্ম-স্থান। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইনি লাহোর নগরে "দেব সমাজ" নামে এক নূতন ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উর্দ্দু ভাষাতে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। ইঁহার হিন্দী গীত সুললিত ও ভাবপূর্ণ। ইনি "সত্যানন্দ স্বামী" নামে অনেকের নিকট পরিচিত।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।—ঢাকার অধীন বিক্রমপুর ইঁহা[র] জন্মস্থান। অতি অল্প বয়সে "বন-কুসুম" নামক কবিতা পুস্ত[ক] লিখিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইঁহার রচিত "কে তুমি গাইছ ওই আর্য্য গুণগান"ও মুদ্র-শাসন আইন সম্বন্ধীয় সঙ্গীতে[র] ভাব ও রচনা প্রশংসার যোগ্য। ইনি অতিশয় যোগ্যতা[র] সহিত লাহোর নগরস্থ "ট্রিবিউন" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়[া] দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পঞ্জাব ইঁহার নিক[ট] অনেক বিষয়ে ঋণী। দুঃখের বিষয় ইনি বাত রোগে অকর্ম্মণ্[য] হইয়া আছেন।

(কুমার) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।—গুপ্তিপাড়া—বর্দ্ধমান জেলা ইঁহার জন্মস্থান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি কাশীধামে

স করিতেছেন। এখন পরিব্রাজক "কৃষ্ণানন্দ স্বামী" নামে
র্বত্র পরিচিত। বঙ্গভাষাতে ইনি বর্ত্তমান রক্ষণশীল নব্য
দুগণের প্রধান পরিচালক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ
রিয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গীতের রচনা ও ভাব অতি সুন্দর।

(কুমার) শম্ভুচন্দ্র রায়।—ইনি নবদ্বীপ রাজবংশ সম্ভুত।
ার শ্যামা সঙ্গীতের ভাব ও রচনা মন্দ নহে।

(মিউজিক ডাক্তার) রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।—ইনি
লকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে
গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরকুমার ঠাকুর।
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি
্যকালে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৬ বৎসর
ক্রমকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন।
লোচনা দ্বারা সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহাঁর এত পারদর্শিতা হইয়াছে
ইনি এই জন্য পৃথিবীর অনেক রাজা হইতে উপাধি
ভ করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও
ীপ্রসাদ মিশ্রের নিকট গদ ও রাগের আলাপ শিক্ষা করেন।
। ১৮ বৎসর বয়সে ইংরেজী সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে
ত্ত হন। ১৮৭১ অব্দে বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।
ীয় সঙ্গীত শাস্ত্র জীবিত রাখিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন।
ত শাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাঁর অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালা
তের মাত্রা ব্যবহার রীতির (Notation) ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়
। ইনিই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম সিবিলিয়ান হইয়া

আইসেন। এইক্ষণ সোলাপুর নগরে জজের কার্য্য করেন। ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি "বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে", "জয়দেব জয়দেব", "তুমি জ্ঞান প্রাণ", "গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু" ইত্যাদি সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেমন উচ্চ ও গভীর ভাবপূর্ণ তেমনি মধুর। ইহাঁর রচিত "মিলে সব ভারত সন্তান একতান মন-প্রাণ" জাতীয় সঙ্গীতটীর ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ গীত কম দৃষ্ট হয়। বোধ হয় এইটীই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম জাতীয় সঙ্গীত।

সুরদাস।—ইনি মথুরা নিবাসী মাথুর ব্রাহ্মণ। জন্মান্ধ ছিলেন। তুলসীদাস ও জ্ঞানদাসের সমসাময়িক।

হরলাল রায় বি, এ।—কলিকাতা হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষক। ইহাঁর "জয় ভব কারণ জগত জীবণ" প্রভাতী সঙ্গীতটী অতি সুললিত। ব্রাহ্মসমাজে ঘরে ঘরে ইহা গীত হইয়া থাকে।

হরিনাথ মজুমদার।—কুমারখালি ইঁহার জন্মভূমি। ইনি কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের দলের নেতা। ইঁহার সঙ্গীতগুলি অতি সরল ও সাধারণের উপযোগী। পূর্ব্ব বাঙ্গালার নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ইঁহার রচিত গীতগুলি ক্রমে প্রচলিত হইতেছে। "কাঙ্গাল", ইঁহার গানের ভণিতা। ৺ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ইঁহাদের দলের একজন প্রধান গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। হরিনাথ বাবুর "কত ভাল বাস থেকে আড়ালে", হিমালয় ও ময়ূরের প্রতি গীত অতি সুন্দর ও উচ্চ ভাবপূর্ণ।

বর্ত্তমান সময়ে ইনিই পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সঙ্গীত-কবি। সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ এমত নহে, ধর্ম্মসাধক বলিয়াও অনেকের নিকট পরিচিত। ইহাঁর রচিত "বিজয় বসন্ত" বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট করুণ-রসাত্মক পুস্তক।

হরিমোহণ রায়।—ইনি কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺ রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র। রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র। ইঁহার যাত্রার দল ছিল। পৌরাণিক ও রামলীলা বিষয়ে ইনি অনেক সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন।

৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ঢাকা নগর ইঁহার বাসস্থান। ইঁহার সঙ্গীতগুলি রচনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

(কবিবর) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।—১২৪৫ সালে হুগলি জেলার অধীন-ভুরশিট্ট পরগণার অন্তর্গত গুলিটানামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। ইঁহার রচিত "কবিতাবলী" ও অন্যান্য গ্রন্থ বঙ্গীয় কবিতা মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। মাইকেল দত্ত ও স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বিষয়ে ইঁহার বিলাপ-সঙ্গীত অতিশয় প্রাণস্পর্শী। ভারত বিধবার দুঃখ বিষয়ে ইনি যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া চক্ষের জল সম্বরণ করা কঠিন। বঙ্গের জীবিত কবিদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কোন দেশহিতৈষী বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীতের

রে 'সিঙ্গা বাজ'" বীর গম্ভীর নিনাদ, বাঙ্গালীর দুর্ব্বল
-তন্ত্রে চিরদিন সমান ভাবে বাজিবে এবং কে বলিতে পারে
হার পরিণাম ফল কি দাঁড়াইবে।"

(মুন্সী) হোসেন আলী।—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত
ন। ইনি ত্রিপুরা জেলার অধীন বরদাখাতের বিখ্যাত
ার। ইহার শ্যামা-সঙ্গীত ভক্তিভাব পূর্ণ।